খুদ্দক নিকায়ের

অপদান

[প্রথম খণ্ড]

অনুবাদক:

ভদন্ত করুণাবংশ স্থবির

"সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে বন্দনা"

ক্ষুদ্দকনিকায়ে

অপদান

(প্রথম খণ্ড)

১. বুদ্ধ-বর্গ

১. বুদ্ধ অপদান

প্রসঙ্গ-কথা :

আজ থেকে লক্ষাধিক জারি অসংখ্যেয় কল্প আগে জগতে দীপঙ্কর বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন। আমাদের এই গৌতম বুদ্ধ তখন সুমেধ তাপস হয়ে জন্মেছিলেন। তিনি ছিলেন অষ্ট সমাপত্তিলাভী। একদিন রম্য নগরবাসীগণ দীপঙ্কর বুদ্ধের আগমন উপলক্ষে সমগ্র নগরকে সাজিয়ে তুলছিলেন, রাস্তা সংস্কার করছিলেন। এমন সময় অষ্ট সমাপত্তিললাভী সুমেধ তাপস আকাশমার্গে গমনকালে কর্মব্যস্ত উৎফুল্ল জনতাকে দেখতে পেলেন।

সুমেধ তাপস আকাশ থেকে মাটিতে নেমে এসে উৎফুল্ল জনতাকে জিজ্ঞেস করলেন, কার আগমন উপলক্ষে আপনার এখানে রাস্তা সংস্কার করছেন? তখন তারা চোখে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল, কেন আপনি জানেন না, জগতে দশবল দীপঙ্কর সম্যকসম্বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন? তিনি ধর্মচক্র প্রবর্তন করার পর ধর্ম প্রচার করতে করতে আমাদের এই রম্য নগরে এসে পৌছেছেন। এখন তিনি সুদর্শন মহাবিহারে অবস্থান করছেন। আমরা সেই ভগবানকে নিমন্ত্রণ করেছি। তাই এখন আমরা তাঁর আগমনের রাস্তা সংস্কার করছি।

জনতার মুখে বুদ্ধ শব্দ শোনার সাথে সাথেই তার সমস্ত শরীর অজানা এক আনন্দে শিহরিত হয়ে উঠল। তিনি চিন্তা করলেন, জগতে বুদ্ধ শব্দই অতীব দুর্লভ। আর বুদ্ধোৎপত্তির কথাই বা কী! অতএব এই লোকদের সাথে আমাকেও অবশ্যই দশবলের আগমনের রাস্তা সংস্কার কাজে যোগ দিতে হবে। তিনি লোকদের বললেন, আপনারা আমাকেও সুযোগ দিন। আমিও আপনাদের সাথে রাস্তা সংস্কার করব।

তারা তাঁর কথায় সাধুবাদের সাথে সম্মত হল। তারা জানত যে, এই সুমেধ তাপস অসম্ভব

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ঋদ্ধিশক্তিধর। তাই তারা কাঁদাযুক্ত মলিন একটি জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বলল, যান আপনি এই জায়গা সংস্কার করুন।

তখন সুমেধ তাপস মনে মনে চিন্তা করলেন, আমি চাইলে মুহূর্তের মধ্যেই ঋদ্ধির দ্বারা এই জায়গা সংস্কার করতে পারি। কিন্তু এতে করে আমি তৃপ্ত হতে পারব না। আজ আমাকে নিজ হাতেই সংস্কার কাজ করতে হবে। তার পর তিনি কাঁদাযুক্ত মলিন জায়গাটি সংস্কার কাজে লেগে গেলেন। এদিকে সংস্কার কাজ শেষ হওয়ার আগেই দশবল দীপঙ্কর বুদ্ধ চারি লক্ষ ক্ষীণাসব অর্হৎ পরিবেষ্টিত হয়ে সেখানে অবতরণ করলেন। অনন্যোপায় হয়ে সুমেধ তাপস তখন নিজের হিত চিন্তা করে মনে মনে বললেন, আজ আমাকে দশবলের জন্য প্রয়োজনে জীবন দিতে হবে। ভগবান যাতে কাঁদায় না পড়েন সেই ব্যবস্থাই আমাকে করতে হবে। আমি কাঁদায় শুয়ে পড়ব আর চারি লক্ষ ক্ষীণাসব অর্হৎসহ দশবল বুদ্ধ আমার পিঠের উপর ভর দিয়ে হেঁটে যাবেন। এতে করে আমার দীর্ঘকাল হিতসুখ হবে। এই ভেবে তিনি তাতে সেতুর মতো করে শুয়ে পড়লেন।

তিনি শায়িত অবস্থায় দশবল বুদ্ধের অপূর্ব বুদ্ধশ্রী অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগলেন, এখন আমি চাইলেই সর্ববিধ ক্লেশ ধ্বংস করে পরম নির্বাণ লাভ করতে পারি। এতে আমার কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আমার মনে হয়, আমি যদি দশবল দীপঙ্কর বুদ্ধের ন্যায় পরম সম্বোধি প্রাপ্ত হয়ে বিশাল ধর্মজাহাজে করে অসংখ্য সত্ত্বকে সংসার সাগর পর করে দিয়ে নির্বাণ লাভ করি, তবেই সবচাইতে ভালো হয়। তাই তিনি মনে মনে বুদ্ধত্ব প্রার্থনা করলেন।

দশবল দীপঙ্কর বুদ্ধ তার বুদ্ধত্ব প্রার্থনার কথা অবগত হয়ে 'তার প্রার্থনা সফল হবে কি হবে না' ভেবে জ্ঞানদৃষ্টিতে পরিষ্কার দেখতে পেলেন যে, আজ থেকে লক্ষাধিক চারি অসংখ্যেয় কল্প পরে তিনি জগতে গৌতম নামক সম্যকসম্বুদ্ধ হবেন। দশবল দীপঙ্কর বুদ্ধ তার প্রার্থনা অনুমোদন করলেন।

দশবল দীপঙ্কর বুদ্ধের বর পাওয়ার পর থেকে সুমেধ তাপস এই ভদ্রকল্পে বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষমূলে বুদ্ধত্ব লাভ করার আগ পর্যন্ত লক্ষাধিক চারি অসংখ্যেয় কল্প ধরে দশ পারমী, দশ উপপারমী ও দশ পরমার্থপারমী এই ত্রিশ পারমী পূরণ করেছিলেন। লক্ষাধিক চারি অসংখ্যেয় কল্প ধরে কী অপরিসীম ত্যাগ-তিক্ষ্ণার মধ্য দিয়ে আপন প্রজ্ঞা তেজে সর্বজ্ঞ বুদ্ধত্ব লাভ করতে হয়েছে সে-সম্বন্ধে সেবক আনন্দের প্রশ্নের জবাবে তথাগত গৌতম বুদ্ধ নিজ মুখেই এই বুদ্ধ-অপদান ভাষণ করেছিলেন।

১. অনাথপিণ্ডিকের নির্মিত জেতবনে অবস্থানরত ভগবান তথাগত বুদ্ধকে বৈদেহ মুনি আনন্দ বেনীতভাবে প্রশ্ন করেছিলেন : 'হে বীর, যাঁরা সর্বজ্ঞ বুদ্ধ হন, তাঁরা কোন হেতুতে কী কারণে সর্বজ্ঞ বুদ্ধ হয়ে থাকেন?

২. তখন মহর্ষি সর্বজ্ঞ বুদ্ধবর আনন্দকে মধুর স্বরে বললেন : যাঁরা পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগণের শাসনকালে অলব্ধমোক্ষ (মুক্তি, নির্বাণ) লাভের জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩. সেই ধীর সুতীক্ষ্ণ প্রজ্ঞ ব্যক্তিগণই পরম সম্বোধিকে মূখ্য করে প্রবল অধ্যবসায়ের দ্বারা, দৃঢ়বীর্য বলে, আপন প্রজ্ঞা তেজে সর্বজ্ঞ বুদ্ধত্ব লাভ করেন।

৪. আমিও ত্রিশ পারমী পরিপূর্ণ পূর্ব পূর্ব অসংখ্য ধর্মরাজ বুদ্ধগণের নিকট শুধু মনে মনেই বুদ্ধত্ব প্রার্থনা করেছিলাম।

৫. এখন ত্রিশ পারমী পরিপূর্ণ ধর্মরাজ অসংখ্য বুদ্ধগণের বুদ্ধ-অপদানসমূহ পরম পবিত্র মনে মনযোগ সহকারে শ্রবণ কর।

৬. পরম সম্বোধিপ্রাপ্ত লোকনায়ক বুদ্ধশ্রেষ্ঠসহ অনুত্তর সংঘকে করজোরে ও নতশিরে অভিবাদন করেছিলাম।

৭. বুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে আকাশস্থ ও ভূমিস্থিত যে-সমস্ত অসংখ্য রত্ন বিদ্যমান আছে, তৎসমস্তই আমি মনে মনে আহরণ করেছিলাম।

৮. যেখানে আমি রৌপ্য ভূমিতে আকাশচুম্বী বহুতল রত্নময় প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলাম।

৯. প্রাসাদের মহার্ঘ মূল্যের স্তম্ভগুলো বর্ণিলভাবে সাজিয়েছিলাম, উত্তমভাবে তৈরি করেছিলাম, সুবিন্যস্ত করেছিলাম এবং স্বর্ণময় স্তম্বগুলো ধ্বজাবিশিষ্ট ছত্রে সুসজ্জিত করেছিলাম।

১০. বৈদুর্যমণিসম্পন্ন, শুভ্র, বিমল অভ্রসম্পন্ন প্রথম ভূমি, যা জলজ পদ্মে আকীর্ণ ও শ্রেষ্ঠ কাঞ্চনে পরিপূর্ণ সুবর্ণভূমির মতোই শোভা পাচ্ছিল।

১১. প্রবাল বেষ্টনীযুক্ত, প্রবলবর্ণের ভূমির কোন কোন অংশ রক্তিম বর্ণাভ, কোন কোন অংশ শুভ্রসমুজ্জল এবং সেই ইন্দ্রগোপক বর্ণাভ ভূমি দশদিকে জ্বল জ্বল করছিল।

১২. গৃহদ্বার অত্যন্ত সুবিভক্ত, জানালাগুলো সুবিন্যস্ত, চারিটি পূজার বেদিবিশিষ্ট প্রাসাদটি অত্যন্ত দীপ্তিময় ও মনোরম।

১৩. নীল, হলুদ, লাল, সাদা ও কাল এই পঞ্চ বর্ণবিশিষ্ট কূঠাগারটি বহু মূল্যবান সপ্তাবিধ রত্ন দ্বারা অলংকৃত।

১৪. ঐ প্রাসাদটি আলোকজ্জ্বল, নানাবিধ পদ্ম ও পাক-পাখালি পরিশোভিত, অসংখ্য তারকা-নক্ষত্ররাজিতে সমাকীর্ণ এবং চন্দ্র-সূর্য পরিবেষ্টিত।

২৫. সূবর্ণ বর্ণের হেমজালে আচ্ছাদিত, সুবর্ণ কিঙ্কণি তথা ছোঁ ছোঁ ঝুনঝুনিবিশিষ্ট ও সুবর্ণ মালাবিশিষ্ট মনোরম প্রাসাদটি মৃদুমন্দ হিম শীতল বাতাসে ঝনঝনিয়ে উঠে।

১৬. সেই সুউচ্চ মালাবিশিষ্ট প্রাসাদটি মঞ্জিষ্ঠা, লাল, হলুদ, পিঙ্গল বহুবিধ রং দিয়ে সাজানো হয়েছিল।

১৭. সেই প্রাসাদের শয়নকক্ষগুলো বহু শত স্ফটিকবিশিষ্ট, স্বর্ণময়, মণিময় ও লাল রঙের মূল্যবান পাথর পরিবেষ্টিত এবং অত্যুৎকৃষ্ট কোমল কাশি বস্ত্রে আচ্ছাদিত।

১৮. সুকোমল পশমী বস্ত্র, সুতিবস্ত্র, পট্টবস্ত্র ও গৌরবচনের বস্ত্র এই সমস্ত বিবিধ বস্ত্রে আমি মনে মনে সমস্ত শয়নকক্ষটি তৈরি করেছিলাম।

১৯. সেই সেই বহুবিধ মূল্যবান রত্নে অলংকৃত ভূমির মধ্যে মূল্যবান মণিবিশিষ্ট উল্কাধারীরা দাঁড়িয়ে থাকতেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২০. অতঃপর নগরদ্বারের স্বর্ণময় স্তম্ভগুলো ও শুভ্র কাঞ্চনে তৈরি তোরণগুলো অতিশয় শোভা পাচ্ছিল।

২১. প্রাসাদের প্রতিটি জানালা সুবিভক্ত, কবাঁগুলো বর্ণিলভাবে সাজানো ও প্রবেশদ্বারে পদ্ম-উৎফলবিশিষ্ট বহুবিধ পূর্ণঘট দেওয়া হয়েছিল।

২২. অতীতে লোকনায়ক সমস্ত বুদ্ধগণ সশিষ্যে প্রকৃতির অপরূপ বর্ণে নিজেদের তৈরি করতেন।

২৩. সকল বুদ্ধগণ সশিষ্যে সেই দ্বার দিয়ে প্রবেশ পূর্বক আর্যপবিবেষ্ঠিত হয়ে অবিমিশ্র স্বর্ণময় আসনে উপবেশন করতেন।

২৪. পৃথিবীতে অতীত, বর্তমান যেই সমস্ত অনুত্তর বুদ্ধগণ আছেন তাঁদের সকলকে আমি সেই প্রাসাদে সমবেত করেছিলাম।

২৫. অতীত, বর্তমান বহুশত সয়ম্ভূ অপরাজিত পচ্চেকবুদ্ধগণ আছেন তাঁদের সকলকে আমি সেই প্রাসাদে সমবেত করেছিলাম।

২৬. যে-সমস্ত দিব্য ও মনুষ্য কল্পতরুগুলো আছে সবগুলোই ত্রেচীবরে আচ্ছাদিত করেছিলাম।

২৭. আমি মণিময় শোভন পাত্রে খাদ্য, ভোজ্য বিধি পানভোজন পূর্ণ করে দান করেছিলাম।

২৮. দিব্যবস্ত্র পরিধানের ন্যায় শোভন চীবরে আচ্ছাদিত ও মধুর শর্করা (চিনি), তৈল, মধু ও গুড়সম্পন্ন।

২৯. সেই সমস্ত আর্যগণ উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজনে পরিতৃপ্ত হয়ে রত্নময় শয়নকক্ষে প্রবেশ করেছিলেন গুহাবাসী পশুরাজ সিংহের ন্যায়।

৩০. প্রবেশের পর মহার্ঘ মূল্যের শয্যার উপর সিংহশয্যায় শয়ন করেছিলেন এবং সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করেছিলেন।

৩১. ধ্যানরতিযুক্ত বিচরণরত বুদ্ধগণের মধ্যে কেউ কেউ ধর্মদেশনা করেন, আবার কেউ কেউ ঋদ্ধি ক্রীড়া করেন।

৩২. কেউ কেউ অভিজ্ঞা প্রাপ্ত হন এবং অভিজ্ঞা বশীভূত করায় কেউ কেউ অনেক শত সহস্র অতিপ্রাকৃত অলৌকিক ঋদ্ধিশক্তি প্রদর্শন করেন।

৩৩. সর্বজ্ঞ গোচরীভূত বিষয়াদি সম্বন্ধে বুদ্ধগণকে জিজ্ঞাসা করেন।

৩৪. শ্রাবকগণ বুদ্ধগণকে জিজ্ঞাসা করেন আর বুদ্ধগণ জিজ্ঞাসা করেন শ্রাবকগণকে। পরস্পর পরস্পরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে পরস্পর পরস্পরকে উত্তর দেন।

৩৫. বুদ্ধ, পচ্চেকবুদ্ধ, শ্রাবক ও পরিচারকগণ সকলেই এইভাবে আপন আপন রতিতে প্রাসাদে রমিত হন।

৩৬. মাথার উপর সপ্তরত্নময় কাঞ্চন বেষ্টনীযুক্ত, সুবর্ণজাল ঝুলানো ছাতা স্থিত হোক এবং মুক্তাজাল পরিবেষ্টিত সমস্ত ছাতাই আমার মাথার উপর ধারন করুক।

৩৭. সুবর্ণ তারকা চিত্রিত বর্ণিল চাঁদোয় পুষ্পমাল্যযুক্ত চাঁদোয় ধারন করুক।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৮. বিশাল পুষ্করিণী পুষ্পমাল্য ও গন্ধমাল্য দ্বারা পরিশোভিত এবং শুভ্র বস্ত্রে আচ্ছাদিত ও মূল্যবান রত্নে ভূষিত।

৩৯. চতুর্দিকে ফুল ছড়ানো ছিটানো, সুচিত্রিত, সুগন্ধি সৌরভে পরিব্যাপ্ত, পঞ্চাঙ্গুল দ্বারা সুগন্ধি লেপনকৃত ও সুবর্ণ আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত।

৪০. প্রাসাদের চতুর্দিকস্থ পুষ্করিণীগুলো পদ্ম, উৎপল দ্বারা আচ্ছাদিত এবং সুবর্ণ বর্ণের পদ্মরেণু ও ধূলিতে আকীর্ণ।

৪১. প্রাসাদের চতুদিকস্থ সমস্ত বৃক্ষগুলোতে ফুল প্রস্ফুটিত হোক এবং স্বয়ং পুষ্পবৃক্ষ হতে ঝড়েপড়ে প্রাসাদের উপরে স্থিত হোক।

৪২. সেখানে ময়ূরেরা নৃত্য করুক, দিব্যহংসরা কূজন করুক এবং সুকণ্ঠি কোকিলসহ সমস্ত পাখিরা আপন মনে গান করুক।

৪৩. প্রাসাদের চতুর্দিকে সর্বপ্রকার ভেরীশব্দ বেজে ইঠুক, সর্বপ্রকার বীনা সুর তুলুক এবং সকল গায়কগণ গান করুক।

৪৪. এই চক্রবালের সমস্ত বুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যেই আলোকজ্জ্বল ও রত্নময়।

৪৫. সোনার পালঙ্ক উৎপন্ন হোক, তথাকার দীপবৃক্ষগুলো জ্বলে উঠুক এবং দশ হাজার প্রদীপ একই সাথে জ্বলে উঠে একটি মাত্র প্রদীপ বলে প্রতীয়মান হোক।

৪৬. প্রাসাদের চতুর্দিকে গণিকা, নর্তকী ও অপসরাগণ নৃত্য করুক এবং নানা রঙ্গ-তামাশা প্রদর্শন করুক।

৪৭. বৃক্ষের উপর, পর্বতের উপর ও সিনেরু পর্বতের শীর্ষদেশে পঞ্চবর্ণের চিত্র বিচিত্র ধ্বজা পতাকা উত্তোলন করেছিলাম।

৪৮. মানুষ, নাগ, গন্ধর্ব ও দেবতা তারা সকলে উপস্থিত হোক এবং সমস্ত প্রাসাদের চতুর্দিকে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে নমস্কার করুক।

৪৯. যা কিছু কুশলকর্ম করা উচিৎ সেই সমস্ত কুশলকর্ম দেবালয়ে আমারদ্বারা কায়-বাক্য-মনে সুকৃত ও সুসম্পাদিত হয়েছে।

৫০. লোকে সংজ্ঞী ও অসংজ্ঞী যেই সমস্ত সত্ত্বগণ আছেন, তারা সকলেই আমার পুণ্যের ফল লাভ করুক।

৫১. আমি যেই সুকৃত পুণ্যের ফল দান করেছি, সেখানকার যেই সত্ত্বগণ তা জানেন না, তাদের সকলকে দেবতাগণ অবগত করেছিলেন।

৫২. সমস্ত চক্রবালের মধ্যে যেই সত্ত্বগণ কবলীকৃত আহারে জীবন ধারন করেন তারা সকলেই মনুষ্য ভোজন লাভ করুক।

৫৩. আমি মনে মনে দান দিয়েছি, অতএব মনে মনেই আমি প্রসাদ লাভ করেছি এবং এতে করে সকল সম্যকসম্বুদ্ধ; পচ্চেকবুদ্ধ ও জিনশ্রাবকগণ পূজিত হয়েছেন।

৫৪. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও চেতনা-প্রণিধি বলে আমি মনুষ্য দেহ ত্যাগ করে তাবতিংস দেবলোকে গমন করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫৫. মনে মনে প্রার্থনা করার ফলে দেবত্ব ও মনুষত্ব এই দ্বিবিধ জন্মই শুধু আমি জানতে পারি, অন্য কোন গতি হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

৫৬. রূপ-লাবণ্যে ও ঐশ্বর্যে আমি দেব ও মনুষ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়ে জন্ম নিই এবং প্রজ্ঞায় আমার সমকক্ষ কেউ নেই।

৫৭. বিবিধ প্রকারের ভোজন, শ্রেষ্ঠ রত্ন ও বিবিধি প্রকার বস্ত্র আকাশ হতে শীঘ্রই আমার উৎপন্ন হয়।

৫৮. পৃথিবীর মধ্যে পর্বতে, আকাশে, জলে ও বনে যেখানেই আমি হাত পাতি, সেখানেই আমার দিব্য আহার উৎপন্ন হয়।

৫৯. পৃথিবীর মধ্যে পর্বতে, আকাশে, জলে ও বনে যেখানেই আমি হাত পাতি, সেখানেই আমার সমস্ত প্রকার রত্ন উৎপন্ন হয়।

৬০. পৃথিবীর মধ্যে পর্বতে, আকাশে, জলে ও বনে যেখানেই আমি হাত পাতি, সেখানেই আমার সমস্ত প্রকার গন্ধ উৎপন্ন হয়।

৬১. পৃথিবীর মধ্যে পর্বতে, আকাশে, জলে ও বনে যেখানেই আমি হাত পাতি, সেখানেই আমার সমস্ত প্রকার যান (গাড়ি) উৎপন্ন হয়।

৬২. পৃথিবীর মধ্যে পর্বতে, আকাশে, জলে ও বনে যেখানেই আমি হাত পাতি, সেখানেই আমার সমস্ত প্রকার মালা উৎপন্ন হয়।

৬৩. পৃথিবীর মধ্যে পর্বতে, আকাশে, জলে ও বনে যেখানেই আমি হাত পাতি, সেখানেই আমার বিবিধ অরংকার উৎপন্ন হয়।

৬৪. পৃথিবীর মধ্যে পর্বতে, আকাশে, জলে ও বনে যেখানেই আমি হাত পাতি, সেখানেই আমার কন্যা উৎপন্ন হয়।

৬৫. পৃথিবীর মধ্যে পর্বতে, আকাশে, জলে ও বনে যেখানেই আমি হাত পাতি, সেখানেই আমার মধুপিণ্ড উৎপন্ন হয়।

৬৬. পৃথিবীর মধ্যে পর্বতে, আকাশে, জলে ও বনে যেখানেই আমি হাত পাতি, সেখানেই আমার সকল প্রকার খাদ্য উৎপন্ন হয়।

৬৭. আমি শ্রেষ্ঠ সম্বোধি লাভের জন্য দুঃস্থ, দরিদ্র লোকদের, যাচকদের ও পথিকদের শ্রেষ্ঠদান দিয়েছিলাম।

৬৮. 'ত্রিলোকে আমি বুদ্ধ হব' ইহা জেনে শিলাময় পর্বত নাচতে শুরু করল, বিশাল গিরি-পর্বত গর্জন করতে শুরু করল এবং সমস্ত দেবলোকে দেবগণ আনন্দিত হলো।

৬৯. ত্রিলোকের দশদিক আছে, যার অন্ত বা শেষ নেই এবং দশদিকে অসংখ্য বুদ্ধক্ষেত্র বিদ্যমান।

৭০. ত্রিলোকে আমার যুগ্ন রশ্মিবাহী প্রভা প্রদর্শিত হয়েছে এই সমস্ত রশ্মিজাল অত্যন্ত আলোকোজ্জ্বল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭১. এই পরিমাণ লোকধাতুর মধ্যে নিম্নে নিরয় হতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সকলেই আমাকে দেখুক এবং সকলেই আমার অনুগামী হোক।

৭২. সুমধুর শব্দে আমার অমৃতনির্ঝর উপদেশবানী এখানকার সকল সত্ত্বগণ শ্রবণ করুক।

৭৩. মহান ধর্মমেঘ ধর্মবারি বর্ষন করলে পরে সকল সত্ত্বগণ আসবমুক্ত হোক এবং নূন্যতমপক্ষে সত্ত্বগণ স্রোতাপন্ন হোক।

৭৪. যা যা দানের যোগ্য তৎসমস্তই দান করে, পরিপূর্ণভাবে শীল রক্ষা করে এবং নৈষ্ক্রম্য পারমী পূরণ করে আমি উত্তম সম্বোধি প্রাপ্ত হয়েছি।

৭৫. পণ্ডিতগণকে প্রতিপন্ন করে, উত্তম বীর্য অনুশীলন করে এবং ক্ষান্তি পারমী পূরণ করে আমি উত্তম সম্বোধি প্রাপ্ত হয়েছি।

৭৬. দৃঢ় অধিষ্ঠান করে, সত্য পারমী পূরণ করে এবং মৈত্রী পারমী পূরণ করে আমি উত্তম সম্বোধি প্রাপ্ত হয়েছি।

৭৭. লাভে-অলাভে, সুখে-দুঃখে, সম্মানে-অসম্মানে সর্বত্রেই আমি সমচিত্ত হয়ে আমি উত্তম সম্বোধি প্রাপ্ত হয়েছি।

৭৮. আলস্যকে ভয়ের চক্ষে দেখে এবং বীর্যকে মুক্তি প্রদায়ক ভেবে আরদ্ধবীর্য হও, ইহাই বুদ্ধের অনুশাসন।

৭৯. বিবাদ-কলহকে ভয়ের চক্ষে দেখে এবং অবিবাদকে শান্তিপ্রদায়ক ভেবে সকলেই বন্ধুভাবাপন্ন হও, ইহাই বুদ্ধের অনুশাসন।

৮০. প্রমাদকে ভয়ের চক্ষে দেখে এবং অপ্রমাদকে মুক্তিপ্রদায়ক ভেবে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন কর, ইহাই বুদ্ধের অনুশাসন।

৮১. বহু বুদ্ধ ও অর্হৎ সকলেই সমবেত হয়েছেন, সেই সম্বুদ্ধ ও অর্হৎগণকে বন্দনা পূর্বক নমস্কার কর।

৮২. বুদ্ধগণ এমনই অচিন্তনীয় এবং বুদ্ধগণের ধর্মও অচিন্তনীয়, সেই অচিন্তনীয় বুদ্ধ ও তার ধর্মের প্রতি যিনি প্রসন্নচিত্ত হবেন তার বিপাকও অচিন্তনীয় হয়।

ঠিক এভাবেই ভগবান বুদ্ধ নিজের বুদ্ধচর্যা চিন্তা করে সেই বুদ্ধ অপদান নামক ধর্মপর্যায় দেশনা করেছিলেন।

[বুদ্ধ অপদান সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২. পচ্চেকবুদ্ধ অপদান

প্রসঙ্গ-কথা :

একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ নির্জনে ধ্যানরত থাকাকালে তাঁর মনে এই চিন্তা উৎপন্ন হয়েছিল : 'আমরা বুদ্ধগণের প্রার্থনা ও দৃঢ়সংকল্প দেখতে পাই; অথচ ঠিক সেভাবে বুদ্ধের শ্রাবক ও পচ্চেকবুদ্ধগণের প্রার্থনা কিংবা দৃঢ়সংকল্প দেখতে পাই না। এ বিষয়ে ভগবানকে জিজ্ঞেস করলে কি ভালো হয় না?'

তিনি ধ্যান হতে উঠে এসে ভগবানের কাছে গেলেন এবং বন্দনা নিবেদনপূর্বক জিজ্ঞেস করলেন। ভগবান তাঁকে প্রথমে পূর্বযোগাবচর সূত্র দেশনা করলেন :

"হে আনন্দ, পূর্বযোগাবচরের এই পাঁচটি আনিশংস তথা সুফল আছে। যথা : কেউ কেউ পূর্বের মতো ইহজীবনেই সফলতা অর্জন করেন। পূর্বের মতো ইহজীবনেই সফলতা অর্জন করতে না পারলে কেউ কেউ মৃত্যুর সময় হলেও সফলতা অর্জন করেন। অথবা দেবপুত্র হয়ে সফলতা অর্জন করেন। অথবা বুদ্ধের সামনে ক্ষীপ্রাভিজ্ঞ হন। অথবা সবশেষে পচ্চেকবুদ্ধ হন।"

এভাবে বলার পর পুনরায় বললেন, 'হে আনন্দ, পচ্চেকবুদ্ধগণও প্রণিধান ও পূর্বযোগাবচরের অধিকারী। তাই পচ্চেকবুদ্ধ ও বুদ্ধের শ্রাবক সকলকেই প্রার্থনা ও প্রণিধানের মধ্য দিয়ে পরম লক্ষ্য অর্জন করতে হয়।'

আনন্দ বললেন, 'ভন্তে, বুদ্ধগণের প্রার্থনা পূর্ণ হতে কত দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়?'

ভগবান বললেন, আনন্দ, প্রজ্ঞাপ্রধান পুদ্গালের পক্ষে লক্ষাধিক চারি অসংখ্যেয় কল্প, শ্রদ্ধাপ্রধান পুদ্গালের পক্ষে লক্ষাধিক আট অসংখ্যেয় কল্প এবং বীর্যপ্রধান পুদ্গালের পক্ষে লক্ষাধিক ষোল অসংখ্যেয় কল্প পারমী পূরণ করতে হয়। প্রজ্ঞাপ্রধানের শ্রদ্ধা মন্দা ও প্রজ্ঞা তীক্ষ্ণ হয়। শ্রদ্ধাপ্রধানের প্রজ্ঞা মধ্যম ও শ্রদ্ধা তীক্ষ্ণ হয়। আর বীর্যপ্রধানের শ্রদ্ধা ও প্রজ্ঞা মন্দা হয় এবং বীর্য তীক্ষ্ণ হয়।

হে আনন্দ, কোনো এক বুদ্ধের কাছ থেকে বরপ্রাপ্ত বোধিসত্ত্ব এই আঠার প্রকার স্থানে তথা যোনিতে জন্মগ্রহণ করে না। যথা : ১) সে জন্মান্ধ হয় না, ২) জন্মগত বধির হয় না, ৩) উন্মাদ হয় না, ৪) বোবা হয় না, ৫) খোঁড়া বা পঙ্গু হয় না, ৬) অনার্য তথা হীন জাতিতে জন্মগ্রহণ করে না, ৭) দাসির গর্ভে জন্মগ্রহণ করে না, ৮) নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয় না, ৯) তার লিঙ্গ পরিবর্তন হয় না, ১০) পঞ্চ অনন্তরায়িক কর্ম করে না, ১১) কুষ্ঠরোগী হয় না, ১২) তির্যকজাতিতে জন্মগ্রহণ করলেও বট্টকের চাইতে ছোট এবং হাতির চাইতে বড় হয় না, ১৩) ক্ষুৎপিপাসিক, নিজ্ঝামতৃষ্ণিক প্রভৃতি প্রেতকুলে জন্মগ্রহণ করে না, ১৪) কালকঞ্চিক অসুরকুলে, অবীচি নিরয়ে ও লোকান্তরিক নরকে জন্মগ্রহণ করে না, ১৫) কামাবচর ভূমিতে মার হয়ে জন্মগ্রহণ করে না, ১৬) রূপাবচর ভূমির মধ্যে অসংজ্ঞসত্ত্ব ও সুদ্ধাবাসে জন্মগ্রহণ করে না, ১৭) অরূপ ভূমিতে জন্মগ্রহণ করে না, এবং ১৮) অন্য চক্রবালে জন্মগ্রহণ করে না।

আনন্দ পুনরায় প্রশ্ন করলেন, ভন্তে, পচ্চেকবুদ্ধগণের প্রার্থনা পূর্ণ হলে কত দীর্ঘ সময়ের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রয়োজন হয়?

ভগবান বললেন, পচ্চেকবুদ্ধগণকে লক্ষাধিক দুই অসংখ্যেয় কল্প পারমী পূরণ করতে হয়।

আনন্দ আবার প্রশ্ন করলেন, ভন্তে, শ্রাবকদের প্রর্থনা পূর্ণ হতে কত দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়?

ভগবান বললেন, অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের লক্ষাধিক এক অসংখ্যেয় কল্প এবং অশীতি মহাশ্রাবকগণের লক্ষ কল্প পারমী পূরণ করতে হয়। তদ্রুপ বুদ্ধের মাতাপিতা, উপস্থায়ক (সেবক) ও পুত্র হতে হলেও লক্ষ কল্প পারমী পূরণ করতে হয়।

ভগবান আরও বললেন, পচ্চেকবুদ্ধগণ ক্ষত্রিয়, ব্রহ্মণ অথবা গৃহপতি কুলের কোনো এক কুলে বা পরিবারে জন্মগ্রহণ করে থাকেন। তারা সব সময় বুদ্ধের অনুৎপত্তিকালে উৎপন্ন হয়ে থাকেন। সম্যকসম্বুদ্ধগণ স্বয়ং সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভ করে অপরকেও জ্ঞান লাভের জন্য উপদেশ দেন। পচ্চেকবুদ্ধগণ স্বয়ং সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভ করেন বটে, তবে অপরকে জ্ঞান লাভের জন্য উপদেশ দিতে পারেন না। তারা অর্থরসই মাত্র উপলব্ধি করতে পারেন, ধর্মরস নয়। তারা বোবা ব্যক্তির স্বপ্ন দর্শনের ন্যায় ধর্মজ্ঞান লাভ করে থাকেন। সেজন্য তারা লোকোত্তর ধর্মকে সধারণের ভাষায় দেশনা করতে পারেন না। গুণবিশিষ্টতার কারণে তাদের স্থান সম্যকসম্বুদ্ধগণের পরে এবং সম্বুদ্ধশ্রাবকগণের উপরে। তারা অন্য কাউকে প্রব্রজ্যা দিয়ে ধর্মশিক্ষা দিতে পারেন না। তারা গন্ধমাদন পর্বতের মঞ্জুসকবৃক্ষমূলে সমবেত হয়ে অধিষ্ঠান উপোসথ করেন মাত্র।

ঠিক এভাবেই পচ্চেকবুদ্ধগণের সুভাষিত গাথাগুলো সেবক আনন্দের প্রশ্নের জবাবে ভগবান বুদ্ধ নিজ মুখে এই 'পচ্চেকবুদ্ধ অপদান' ভাষণ করেছিলেন।

অতঃপর পচ্চেকবুদ্ধগণের অপদান শ্রবণ করুন।

৮৩. আনাথপিণ্ডিকের নির্মিত জেতবনে অবস্থানরত তথাগত বুদ্ধকে বৈদেহমুনি আনন্দ নতশিরে বন্দনা পূর্বক জিজ্ঞাসা করছিলেন : 'হে বীর, যাঁরা পচ্চেকবুদ্ধ হন, তাঁরা কোন হেতুতে এবং কী কারণে পচ্চেকবুদ্ধ হয়ে থাকেন?

৮৪. তখন মহর্ষি সর্বজ্ঞ বুদ্ধবর আনন্দকে মধুরস্বরে বললেন : 'যাঁরা পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগণের শাসনকালে অলব্ধমোক্ষ (মুক্তি, নির্বাণ) লাভের জন্য ছয় সংকল্পবদ্ধ হন।

৮৫. সেই ধীর সুতীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ এবং স্বয়ং সংবেগজাত হয়ে সম্যকসম্বুদ্ধের সাহায্য ব্যতীত সামান্য আলম্বন দৃষ্টি গোচর হলেই পচ্চেকবোধি লাভ করে থাকেন।

৮৬. সমগ্র ত্রিলোকের মধ্যে আমি ব্যতীত পচ্চেকবুদ্ধগণের সমান অন্য কেউ নেই। আমি এখন সেই সাধুবিহারী মহামুনিগণের আংশিক গুণকীর্তন করছি।

৮৭. মহর্ষি বুদ্ধগণের স্বয়ং ভাষণ করা মধুর অথচ অল্প, উত্তম বাক্যগুলো অনুত্তর ভৈষজ্য (ওষুধ) প্রার্থনাকারীগণ সকলেই প্রসন্ন চিত্তে শ্রবণ কর।

৮৮. সমাগত পচ্চেকবুদ্ধগণের পরস্পরগত জ্ঞান লাভ, আদীনব তথা উপদ্রব ও বৈরাগ্য-উৎপাদক কাহিনি প্রভৃতি, ঠিক যেভাবে তারা বোধিজ্ঞান লাভ করেছিলেন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮৯. আসক্তিযুক্ত বিষয়গুলোতে অনাসক্ত, অনুরাগজনক লোকের প্রতি অননুরক্ত চিত্ত হয়ে এবং মিথ্যা প্রপঞ্চ ত্যাগ করে তাঁরা পচ্চেকবোধিজ্ঞান লাভ করেন।

৯০. সকল সত্ত্বগণের প্রতি দণ্ড ব্যবহার না করে এবং কাউকে কোনরূপ কষ্ট না দিয়ে মৈত্রী তদগত চিত্তে পরহিতানুকামী হয়ে পচ্চেকবুদ্ধগণ খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

৯১. সকল সত্ত্বগণের প্রতি দণ্ড ব্যবহার না করে এবং কাউকে কোনরূপ কষ্ট না দিয়ে এমনকি পুত্রও পর্যন্ত ইচ্ছা করেন না, কোথায় সহায় (বন্ধু) খোঁজ করবেন। অতএব পচ্চেকবুদ্ধগণ খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

৯২. জনসংসর্গ করলে স্নেহ (মায়া) উৎপন্ন হয়, সেই স্নেহের কারণে বহু দুঃখ সহ্য করতে হয়। সেই আদীনব তথা দোষ দেখেই পচ্চেকবুদ্ধগণ খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

৯৩. মিত্র-সুহৃদদের প্রতি সদয় হলে পরে তাদের প্রতি প্রতিবদ্ধ চিত্ত বশত বহু কল্যান সাধন করতে হয়। বন্ধুত্বের এমন ভয় দেখেই পচ্চেকবুদ্ধগণ খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

৯৪. বিশাল বিশাল বাঁশ স্ত্রী-পুত্রদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধের ন্যায় পরস্পর দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু পচ্চেকবুদ্ধগণ বাঁশের অগ্রভাগের কচি ডগার ন্যায় ও খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

৯৫. বন্ধনহীন হরিণ যেমন অরণ্যের মধ্যে যথেচ্ছা খাদ্যান্বেষণে বিচরণ করে, তদ্রূপ বিজ্ঞ ব্যাক্তি মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

৯৬. বন্ধুদের সহিত একত্রে বাস করলে বিভিন্ন স্থানে বেড়াতে যাবার জন্য আমন্ত্রিত হতে হয়, তাই পচ্চেকবুদ্ধগণ লোভমুক্ত হয়ে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

৯৭. প্রিয়জনদের মধ্যে বাস করলে ক্রীড়া ও পঞ্চকামগুণের প্রতি আসক্তি বেড়ে যায়, পুত্র প্রেম বিপুল পরিমাণে বেড়ে যায়। প্রিয়বিয়োগকে অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখেই পচ্চেকবুদ্ধগণ খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

৯৮. চতুর্দিকে অপ্রতিঘ তথা মৈত্রীচিত্ত হয়ে, যে কোন বিষয়ে সন্তুষ্টচিত্ত হয়ে ও সম্ভাব্য বিপদে ভীত না হয়ে পচ্চেকবুদ্ধগণ খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

৯৯. গৃহস্থ ঘরে বসবাস না করা নিরাসক্ত প্রব্রজ্যিত সদৃশ পচ্চেকবুদ্ধ স্ত্রী-পুত্রদের প্রতি উদাসীন হয়ে খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

১০০. সমস্ত গৃহীব্যঞ্জনাদি খুলে ফেলে পারিজাত পুষ্পের মতো পাতিত পাত্র ধারণ করেছি। সমস্ত গৃহীবন্ধন তথায় কামবন্ধন মার্গজ্ঞানে ছিন্ন করে বীর খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০১. যদি পণ্ডিত, সাধুবিহারী, ধীর সহচর লাব হয়, তাহলে স্মৃতিমান ব্যক্তি সমস্ত আপদ-বিপদ অতিক্রম করে আনন্দিত মনে বিচরণ করেন।

১০২. যদি পণ্ডিত, সাধুবিহারী, ধীর সহচর পাওয় না যায়, তাহলে স্মৃতিমান ব্যক্তি রাজার বিজিত রাজ্য পরিত্যাগের ন্যায় ও অরণ্য মাঝে হস্তীরাজ মাতঙ্গের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

১০৩. আমি অবশ্যই সহায় সম্পদকে প্রশংসা করি। কিন্তু নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ অথবা সমাগুণসম্পন্ন সহচরের সংস্পর্শে থাকা উচিত বলে মনে করি। এমন সহচর না পাওয়া গেলে নির্দোষ অনুভোজী হয়ে মুক্তিকামী কুলপুত্র খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

১০৪. স্বর্ণকার পুত্রের সুনির্মিত উজ্জ্বল ও খাটি দুই সোনার বাটির পরস্পর সংঘর্ষণ দেখে মুক্তিকামী কুলপুত্র খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

১০৫. এইরূপে দ্বিতীয় সহচরের সহিত একত্রে বাস করলে আমার বাক্যের দ্বারা সে বিরক্ত হতে পারে। মুক্তিকামী কুলপুত্র দ্বিতীয় সহচরের এমন ভাবী ভয় দেখেই খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

১০৬. বাস্তুকাম ও ক্লেশকাম এই দ্বিবিধ কাম অত্যন্ত বিচিত্র, বহুরূপী, মধুর ও মনোজ্ঞ, ইহা চিত্তকে বিরূপভাবে মণিত করে। কামগুণের এই দোষ দেখেই মুক্তিকামী কুলপুত্র খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

১০৭. ইহা অনিষ্টকারী, অশুচিবাহী গণ্ডভীপউপদ্রব, রোগ, শল্য ও ভয়-উৎপাদক। কামগুণের এই ভয় দেখেই মুক্তিকামী কুলপুত্র খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

১০৮. শীত উষ্ণ, ক্ষুধা, পিপাসা, বায়ু-বৃষ্টির উপদ্রব, ডাঁশ-মশার উপদ্রব ও বিষাক্ত সরীসৃপ প্রাণীর উপদ্রব এই সমস্ত কষ্ট সহ্য করেই মুক্তিকামী কুলপুত্র খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

১০৯. হস্তীনাগের ন্যায় হস্তীদল পরিত্যাগ করে অশৈক্ষ্যশীলসম্পন্ন, আটজাতিতে জন্ম নেওয়া পরিশুদ্ধ কুলপুত্র অরণ্যে যথাভিরুচি অবস্থান করে খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

১১০. জনসংসর্গে বসবাসরত ব্যক্তি সাময়িক বিমুক্তি তথা লোকীয় সমাপত্তি লাভ করবে ইহা সম্ভব নয়। আদ্যিত্য পচ্চেকবুদ্ধের এই কথা গভীরভাবে বিচার করে জনসংসর্গ ত্যাগ করে মুক্তিকামী কুলপুত্র খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

১১১. যিনি যাবতীয় মিথ্যাদৃষ্টি মার্গ জ্ঞানে অতিক্রম করেছেন, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ ও পরে অর্হত্বমার্গলাভ করে ফলজ্ঞানে পচ্চেকবোধিজ্ঞান উৎপন্ন করেছেন সেই অনন্যসাধারণ ব্যক্তি খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

১১২. যিনি নির্লোভচিত্ত, কুহক নন, পিপাসা রহিত, ম্রক্ষহীন, ষড়্বিধ তিক্ততা (কসাব) দমন করেছেন এবং সমস্ত লোকের প্রতি নিরাসক্ত হয়েছেন সেই অনন্যসাধারণ ব্যক্তি খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১১৩. অনর্থকারী, অকুশলে নিবিষ্ট পাপী সহচরকে পরিবর্জন করে এবং স্বয়ং মিথ্যাঙ্গষ্টি পরায়ন প্রমত্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে না থেকে অনন্যসাধারণ ব্যক্তি খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

১১৪. শীলবান ত্রিবিধ প্রতিভানধারী, বহুশ্রুত, ধর্মধর মিত্রের ভজনা করবে। আত্মার্থ ও পরার্থ উভয় অর্থ (কল্যান) জ্ঞাত হয়ে ও ষোল প্রকার সংশয় দূরীভূত করে অনন্য সাধারণ ব্যক্তি খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

১১৫. সংসারে ক্রীড়ায় ও পঞ্চকামগুণে আসক্ত না হয়ে যাবতীয় বিভূষণ হতে বিরত সত্যবাদী ব্যক্তি খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

১১৬. স্ত্রী-পুত্র, পিতা-মাতা, ধন-ধান্য, বন্ধু-বান্ধব ও সমস্ত কামোৎপাদক বিষয়াদি থুথুর ন্যায় পরিত্যাগ করে অনন্য সাধারণ ব্যক্তি খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

১১৭. এই পঞ্চকামগুণ পরিভোগে ও শৈক্ষ্যে আস্বাদ অতি অল্পই, পরিণামে দুঃখই অত্যন্ত বেশি। পঞ্চকামগুণের এই আস্বাদের আকর্ষণ জ্ঞাত হয়েই বুদ্ধিমান পণ্ডিত ব্যক্তি খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

১১৮. জলচর মৎস্যের জাল ভেদ করে চলে যাওয়ার ন্যায় এবং অগ্নির দগ্ধস্থান ত্যাগের ন্যায় সমস্ত সংযোজন পদদলিত করে বুদ্ধিমান পণ্ডিত ব্যক্তি খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

১১৯. অধোচক্ষু হয়ে বিচরণকারী গণসংসর্গে দোষদর্শী, সংযতেন্দ্রিয়, সুরক্ষিতচিত্ত, অপ্রমত্ত বিহারী ও ক্লেশাগ্নিতে অদগ্ধ বুদ্ধিমান পণ্ডিত ব্যক্তি খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

১২০. গৃহী ব্যঞ্জনাদি পরিত্যাগ করে পতিত পাত্র ও কাষায় বস্ত্র ধারণ করে সংসার ত্যাগ পূর্বক বুদ্ধিমান পণ্ডিত ব্যক্তি খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

১২১. রসের প্রতি নিরাসক্ত নির্লোভী হয়ে অনন্যচারী, সপাদানচারী ও প্রতিটি কুলের (পরিবারের) প্রতি অনাসক্তচিত্ত হয়ে বুদ্ধিমান পণ্ডিত ব্যক্তি খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

১২২. পঞ্চনীবরণ পরিত্যাগ করে, মনের সমস্ত উপক্লেশ বিনাশ করে ও স্নেহাদোষ (মায়া) অনবশেষ ধ্বংস করে বুদ্ধিমান পণ্ডিত ব্যক্তি খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

১২৩. কায়িক সুখ-দুঃখ ও চৈতসিক সৌমনস্য-দৌর্মনস্য পিষ্ট করে, ছিন্ন করে চতুর্থধ্যানিকসমাধিজাত উপেক্ষা লাভ করে বুদ্ধিমান পণ্ডিত ব্যক্তি খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

১২৪. আরদ্ধবীর্য, পরমার্থলাভী, অলীনচিত্ত সতত উদ্যোমী, দৃঢ়পরাক্রমশালী ও সুস্থির জ্ঞানবলধারী বুদ্ধিমান পণ্ডিত ব্যক্তি খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

১২৫. নির্জনে ধ্যানাভিরত, ধর্মত জীবন যাপনকারী ও ভবের মধ্যে দোষদর্শী খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১২৬. তৃষ্ণার্থণকারী, অপ্রমত্তবিহারী, পণ্ডিত, দক্ষ, শ্রুতবান, স্মৃতিমান ও কঠোর প্রচেষ্টা দ্বারা অর্হত্ত্বলাভী ব্যক্তি খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

১২৭. সিংহ যেমন বিকট শব্দ শুনেও নির্ভীক থাকে, বায়ু যেমন জালে বদ্ধ হয় না, পদ্ম যেমন জলে অলগ্ন থাকে, তদ্রুপ বুদ্ধিমান পণ্ডিত ব্যক্তি খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

১২৮. সিংহগর্জনে গর্জন করে হরিণদের ভীতি উৎপন্ন করে বিচরণকারী মহাপরাক্রমশালী পশুরাজ সিংহের ন্যায় বনের সুদূর নির্জন বাসস্থান পরিভো করে মুক্তিকামী কুলপুত্র খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

১২৯. যথাসময়ে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা ও বিমুক্তি অনুশীলন করে সমস্ত লোকে বৈরী চিত্তহীন হয়ে পণ্ডিত ব্যক্তি খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

১৩০. রাগ (লোভ), দ্বেষ, মোহ পরিত্যাগ করে সমস্ত সংযোজন ছিন্ন করে জীবনের প্রতি বীততৃষ্ণা হয়ে পণ্ডিত ব্যক্তি খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

১৩১. সকলেই আপন স্বার্থ চিন্তা করে অপরের সেবা-পূজাদি করে, বর্তমানে নিঃস্বার্থ মিত্র পাওয়া বড়ই দুর্লভ। মানুষ বড়ই স্বার্থপর, শুধুই আত্মহিতকামী কিন্তু অনার্য হীন কর্মে লিপ্ত। বর্তমানে নিঃস্বার্থ পরার্থপর মিত্র লাভ করা বড়ই দুর্লভ। এই ভেবে পচ্চেকবুদ্ধগণ খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকীই বিচরণ করেন।

১৩২. বিশুদ্ধশীলসম্পন্ন, সুবিশুদ্ধপ্রাজ্ঞ, সমাহিতচিত্ত, জাগরণযুক্ত, বিদর্শক, ধর্মকে বিশেষভাবে দর্শণকারী, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ও সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ সম্প্রযুক্ত আর্যধর্মে অভিজ্ঞ।

১৩৩. শূন্যতা প্রণিধি নিমিত্ত বর্ধিত করে যেই ব্যক্তিগণ জিনশাসনে (বুদ্ধশাসনে) স্বীয় শিষ্যত্ব ত্যাগ করেন না, সেই ধীর ব্যক্তিগণই সয়ম্ভূ পচ্চেকবুদ্ধ হয়ে থাকেন।

১৩৪. মহৎ ধর্মধারী, বহুকর্মকায়সম্পন্ন, ধ্যাননিরত, সমস্ত দুঃখসাগর উত্তীর্ণ, উদগ্রচিত্ত ও পরমার্থ দর্শণকারী নির্ভীক সিংহসদৃশ ও একাচারী খড়্গবিষাণ গণ্ডার সদৃশ।

১৩৫. শান্ত-ইন্দ্রিয়, শান্তমনা, সমাধি-পরায়ণ, প্রত্যন্তদেশে বসবাসরত লোকদের প্রতি দয়াপরায়ণ, সকলের প্রতি দয়াপরায়ণ হওয়ায় ইহ-পরলোকে জ্বলন্ত প্রদীপ সদৃশ পচ্চেকবুদ্ধগণ সর্বকালে সব সময় পরহিতব্রতী।

১৩৬. পঞ্চ নীবরণমুক্ত, সমস্ত লোকেরইন্দ্র, লোকপ্রদীপ, রক্তিম সুবর্ণ জম্বু নদের প্রভাসম্পন্ন, দক্ষিণা লাভের উপযুক্ত পাত্র পচ্চেকবুদ্ধগণ নিরোধ সমাপত্তি ও ফলসমাপত্তি বশে দ্বিবিধ সমাপত্তিতে পরিপূর্ণ।

১৩৭. দেবলোকসহ মনুষ্যলোকে বহু সত্ত্ব পচ্চেকবুদ্ধগণের সুভাষিত উপদেশবাণী অনুশীলন করে সুখে অবস্থান করেন, আর যেই মূর্খ ব্যক্তিরা সেই উপদেশবাণী শুনেও তদনুরূপ অনুশীলন করে না, তারা বরাবর দুঃখে নিপতিত হয়ে থাকে।

১৩৮. পচ্চেকবুদ্ধগণের এমন সুভাষিত ত্যাগমূলক অমৃতোপম উপদেশবাণী নরশ্রেষ্ঠ শাক্যসিংহ নবলোকত্তর ধর্ম উপলব্ধির জন্য দেশনা করেছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৪০. সেই পচ্চেকবুদ্ধগণের এমন অদ্ভূত উপদেশবাণী একান্তই লোকের প্রতি অনুকম্পা ও মনের মওধ্য সংবেগ উৎপন্নের জন্য সয়ম্ভূ শাক্যসিংহ প্রকাশ করেছিলেন।

[পচ্চেকবুদ্ধ অপদান সমাপ্ত]

৩.১. সারিপুত্র স্থবির অপদান

বহুকাল অতীতে আজ থেকে লক্ষাধিক এক অসংখ্যেয় কল্প আগে আয়ুষ্মান সারিপুত্র ব্রাহ্মণ মহাশাল কূলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন তাঁর নাম ছিল সারদ মানব। আর মহামোগ্গল্লায়ন গৃহপতি মহাশাল কূলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল সিরিবর্ধন কুটুম্বিক। তাঁরা উভয়েই ছিলেন পরস্পর খেলার সাথী। তাদের দুজনের মধ্যে সারদ মানব পিতার মৃত্যুর পর পৈতৃক ধর্ম লাভ করে একদিন নির্জনে বসে চিন্তা করছিলেন : 'এই সমস্ত সত্ত্বগণের মরণ একান্ত সুনিশ্চিত। তাই আমাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে বিমোক্ষমার্গ খুঁজে দেখতে হবে।' তারপর বন্ধু সিরিবর্ধন কুটুম্বিকের কাছে গিয়ে বললেন : 'বন্ধু আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবো। তুমিও প্রব্রজ্যা নেবে কি? 'না' আমি প্রব্রজ্যা নেব না' সিরিবর্ধন কুটুম্বিক প্রত্যুত্তর করলেন।

সারদ মানব চিন্তা করলেন : 'সে প্রব্রজ্যা না নিলেও আমি একাই প্রব্রজ্যা নেবো।' যেই ভাবা সেই কাজ। তারপর নিজের সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি উজার করে দিয়ে গরীব-দুঃখীদের মহাদান দিলেন। পর্বতের পাদশে গিয়ে নিজে নিজেই ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। পরে তাঁকে অনুসরণ করে চুয়াত্তর হাজার ব্রাহ্মণপুত্র ও প্রব্রজ্যিত হলেন। সাধনা করতে করতে একসময় তিনি নিজে পঞ্চাভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করলেন। তারপর তিনি তাঁর অনুসারী জটিল সন্ন্যাসীদেরও তা অনুসরণ করতে উপদেশ দিলেন। এতে করে তাঁরাও পঞ্চাভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করলেন।

সেই সময় অনোমদর্শী নামক এক সম্যকসম্বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্র প্রবর্তনের পর বহু সত্ত্বগণকে সংসার দুঃখ হতে মুক্ত করেছিলেন। একদিন সারদ তাপস ও তাঁর অনুসারীদের উপকার করার উচ্ছায় অনোমদর্শী সম্যকসম্বুদ্ধ একাকী পাত্রচীবর নিয়ে 'আমার বুদ্ধত্বভাব তাঁরা জানতে পাড়ুক' এউ অধিষ্ঠান করে আকাশ মার্গে যেতে লাগলেন। যখনই সারদ তাপস তাঁকে দেখতে পেলেন, তখনই আকাশ হতে অবতরন করে ভূমিতে নেমে আসলেন। তারপর সারদ তাপস শাস্তার শরীরে মহাপুরুষ লক্ষণসমূহ আছে কিনা তা দেখতে লাগলেন। দেখার পর নিশ্চত হলেন যে, ইনি নিশ্চই সর্বজ্ঞ সম্যকসম্বুদ্ধ। তারপর তাড়াতাড়ি আসন হতে উঠে বুদ্ধের বসার আসন তৈরি করে দিলেন। ভগবান বুদ্ধ সেই আসনে বসলেন। আর সারদ তাপস শাস্তার কাছেই একপাছে বসে পড়লেন।

সেই সময় তাপসের শিষ্যরা সবাই উত্তম উত্তম পুষ্টিকর ফলমূল সংগ্রহ করতে বনে বিচরণ করছিলেন। সংগ্রহের পর সেখানে এসে তারা বুদ্ধকে উচ্চাসনে বসা ও তাঁদের আচার্য সারদ তাপসকে শাস্তার পাশে নিচ আসনে বসা দেখতে পেলেন। দেখার পর আচায্কে বললেন : 'আমরা তো ভাবতাম আপনার চেয়ে বড় কেউ নেই। এখন দেখছি এই লোকটি তো মনে হয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আপনার চাইতে বড়।

তৎক্ষনাৎ সারদ তাপস শিষ্যদের উদ্দেশে বললেন : 'বৎস, তোমরা কী সব বলছো! তোমরা দেখছি, একটি সর্ষপের সাথে আটষট্টি লক্ষ যোজনবিশিষ্ট সুমেরু পর্বতের তুলনা করছো। ভুলেও সর্বজ্ঞ বুদ্ধের সাথে আমার তুলনা করবে না।' আচার্যের এমন কথা শুনার পর তারা ভাবলেন 'এই ব্যক্তি অতি মহান পুরুষোত্তম।' সঙ্গে সঙ্গেই সবাই মিলে শাস্তার পদে নত শিরে বন্দনা করলেন।

অতঃপর আচার্য তাদের বললেন, 'বৎসগণ, শাস্তাই দান দেওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত পাত্র। শাস্তা এখানে ভিক্ষাচর্যার সময়েই এসেছেন। অতএব আমরা তাঁকে যথাসাধ্য দান করব। তোমরা যা যা উত্তম পুষ্টিকর ফলমুল এনেছো সেগুলো এদিকে আনো।' তারপর সেগুলো ভালভাবে ধুয়ে নিজ হস্তে তথাগতের পাত্রে দান করলেন। শাস্তা সেই ফলমুল গ্রহণ করা মাত্রই দেবতারা সেখানে দিব্য-ওজ দিয়ে দিলেন। সারদ তাপস নিজে জল ছেকে দান করলেন। সেখানেই ভগবান ভোজন কৃত্য সমাপ্ত করলেন। ভোজন শেষে উপবিষ্ট ভগবানের নিকটে সারদ তাপস সকল শিষ্যদের ডাকলেন। তারপর শাস্তার সহিত কুশল বিনিময় করে একপাশে বসে পড়লেন। 'আমার দুজন অগ্রশ্রাবক ভিক্ষুসংঘসহ এখানে আসুক' শাস্তা এই চিন্তা করামাত্রই শতসহস্র ক্ষীণাসব অর্হৎ পরিবেষ্টিত হয়ে অগ্রশ্রাবকদ্বয় সেখানে এসে ভগবানকে বন্দনা পূর্বক একপাশে দাঁড়ালেন।

তখন সারদ তাপস শিষ্যদের ডেকে বললেন, 'বৎসগণ, শাস্তাসহ ভিক্ষুসংঘকে পুষ্পাসন দিয়ে পূজা করা উচিত। তাই ফুল নিয়ে আস। তাঁরা তৎক্ষণাৎ ঋদ্ধিযোগে সুন্দর সুন্দর সুগন্ধিযুক্ত ফুল নিয়ে আসলেন। বুদ্ধের জন্য যোজনপ্রমাণ পুষ্পাসন তৈরি করলেন। অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের জন্য ত্রিগাবুত প্রমাণ ও নবীন ভিক্ষুদের জন্য উসভ প্রমাণ আসন তৈরি করলেন। আসন তৈরি করা শেষ হলে পরে সারদ তাপস তথাগতের সামনে গিয়ে হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করে প্রস্তুতকৃত আসনে বসতে প্রার্থণা করলে এই বলে যে, 'ভান্তে, আমার প্রতি অশেষ করুণা বশত এই পম্পাসনে বসুন।'

ভগবান সেই পুষ্পাসনে বসলেন। শাস্তার বসা শেষ হলে অগ্রশ্রাবকদ্বয়সহ অবশিষ্ট ভিক্ষুসংঘ নিজ নিজ আসনে বসে পড়লেন। তখন শাস্তা 'তাদের মহাফল লাভ হোক' এই ভেবে নিরোধসমাপত্তিতে মগ্ন হলেন। শাস্তার নিরোধসমাপত্তিতে মগ্ন হবার অবস্থা জ্ঞাত হয়ে অগ্রশ্রাবকদ্বয় ও অবশিষ্ট ভিক্ষুগণও নিরোধসমাপত্তিতে মগ্ন হলেন। সারদ তাপস তখন সপ্তাহকাল অবধি সব সময় শাস্তার মাথার উপর পুষ্পছত্র ধরে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তাঁর শিষ্যরা বনের ফলমূল খেয়ে অবশেষে হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

শাস্তা সপ্তাহ কাল শেষে নিরোধসমাপত্তি হতে উঠে অগ্রশ্রাবক নিসভ স্থবিরকে সম্বোধন করে বললেন, 'এই তাপসদেও পুষ্পাসন অনুমোদন করে দাও।' নিসভ স্থবির শ্রাবক পারমী জ্ঞানে স্থিত হয়ে তাঁদের পুষ্পাসন অনুমোদন করলেন। তার দেশনা শেষে শাস্তা দ্বিতীয় অগ্রশ্রাবক অনোম স্থবিরকে সম্বোধন করে বললেন, 'তুমিও এদেরকে ধর্মদেশনা কর।' তিনিও সমগ্র

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ত্রিপিটক বুদ্ধবচন রোমন্থন করে তাদের ধর্মদেশনা করলেন। তাদের দুজনের দেশনায়ও তাপসদের ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হলো না। তারপা শাস্তা নিজে বুদ্ধবিষয়ে স্থিত হয়ে ধর্মদেশনা করতে শুরু করলেন। দেশনা শেষে সারদ তাপস ব্যতীত বাকি চুয়াত্তর হাজার জটিল অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। শাস্তা তাদেরকে 'এসো ভিক্ষু' বলে হস্ত প্রসারিত করলেন। তৎক্ষণাৎ তাদের তাপসবেশ অন্তর্হিত হলো এবং অষ্টপরিষ্কারধারী ষাটবর্ষী স্থবিরের ন্যায় হয়েছিলেন। অন্যদিকে সারদ তাপস কিন্তু বুদ্ধ দেশনা করার সময় বারবার চিন্তা করতে লাগলেন যে, 'অহো, এই নিসভ স্থবিরের ন্যায় ভবিষ্যতে আমিও একজন বুদ্ধের শ্রাবক হবো।' মাথায় এমন চিন্তা খেলা করার কারণেই তিনি মার্গফল লাভ করতে পারেননি। তারপর শাস্তাকে বন্দনা করে তাঁর ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করলেন। শাস্তা তার ইচ্ছা সফল হবে দেখে বললেন, 'এখন হতে লক্ষাধিক এক অসংখ্যেয় কল্প পরে তুমি গৌতম নামক সম্যকসম্বুদ্ধের সারিপুত্র নামক অগ্রশ্রাবক হবে।' তারপর বহু ধর্মকথা বলে ভিক্ষুসংঘ পরিবেষ্টিত হয়ে শাস্তা আকাশ মার্গে চলে গেলেন।

সারদ তাপসও বন্ধু সিরিবর্ধনের কাছে গিয়ে বললেন, 'বন্ধু, আমি অনোমদর্শী ভগবানের পদমূলে ভবিষ্যতে গৌতম নামক যেই সম্যকসম্বুদ্ধ উৎপন্ন হবেন তাঁত অগ্রশ্রাবকত্ব প্রার্থনা করেছি। এখন তুমিও যাও, তার নিকট দ্বিতীয় অগ্রশ্রাবকত্ব প্রার্থনা করো।' সিরিবর্ধন তার বন্ধুর উপদেশ শুনে নিজের গৃহের প্রবেশ দ্বারে অষ্টক্রোশ পরিমাণ জায়গা সমতল করায়ে বিবিধ প্রকার পুষ্প ছিটায়ে দিলেন, নীলুৎপলে আচ্ছন্ন মণ্ডপ তৈরি করালেন। তারপর বুদ্ধাসনসহ ভিক্ষুগণের আসন যথোপযুক্তভাবে তৈরি করালেন। বহু দানীয় বস্তুসহ মহা সৎকারের ব্যবস্থান করলেন। অতঃপর সারদ তাপসকে দিয়ে শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করায়ে সপ্তাহকাল ব্যাপী মহাদান অনুষ্ঠান করলেন। বুদ্ধপ্রমুত ভিক্ষুসংঘকে মহার্ঘ মূল্যের বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে দ্বিতীয় শ্রাবকত্ব প্রার্থনা করলেন। শাস্তা তার প্রার্থনা পূর্ণ হবে দেখে পূর্বানুরূপ মত ব্যাক্ত করলেন। ভুক্তানুমোদনের পর সেখান থেকে চলে গেলেন। সিরিবর্ধন অত্যন্ত খুশি হয়ে আজবিন কুশলকর্ম করে কামাবচর দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। আর সারদ তাপস মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা এই চারি ব্রহ্মবিহার অনুশীলন করে ব্রহ্মলোকে জন্ম নিলেন।

তারপর থেকে তাঁদের দুজনের লক্ষাধিক এক অসংখ্যেয় কল্প পারমী পূরণের কথা এখানে বলা হলো না। আমাদের ভগবান বুদ্ধের উৎপত্তির কিছু পূর্বে সারদ তাপস রাজগৃহের অনতিদূরে উপতিষ্য গ্রামে রূপসার ব্রাহ্মণের গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেছিলেন। ঠিক সেই দিনেই বন্ধু সিরিবর্ধনও রাজগৃহের অনতিদূরে কোলিত গ্রামে মোগ্‌গলি ব্রাহ্মণীর গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেছিলেন। মোগ্‌গলী ব্রাহ্মণীর পুত্র বিধায় তার নাম মোগ্‌গল্লায়ন। অথবা মোগ্‌গলি গোত্রে জন্ম নিয়েছেন বিধায় মোগ্‌গল্লায়ন। অথবা তার মাতা কুমারি অবস্থায় তার মাতাপিতাকে 'মা উগ্‌গলী, মা উগ্‌গলী' বলতেন বিধায় তার মাতার নম মুগ্‌গলি। সেই মুগ্‌গলির পুত্র এই অর্থে মোগ্‌গল্লায়ন। অথবা স্রোতাপত্তি প্রভৃতি মার্গ লাভ করতে সমর্থ বিধায় মোগ্‌গল্লায়ন। সেই দুটি পরিবারের মধ্যে সাত পুরুষ ধরে গভীর বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ। তাঁরা দুজনেই একই দিনে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। দশমাস পরে জন্ম নেওয়া দুজনের জন্য ছষট্টি জন করে ধাত্রী নিয়োগ দেওয়া

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়েছিল। নামকরণ দিনে উপতিষ্য গ্রামের জৈষ্ঠ পরিবারের পুত্র হওয়ার কারণে রূপসারি ব্রাহ্মণের পুত্রের নাম উপতিষ্য আর কোলিও গ্রামের জৈষ্ঠ পরিবারের পুত্র হওয়ায় মোগ্গলির পুত্রের নাম কোলিত রাখা হয়েছিল। তাঁরা উভয়েই বহু সহচরের সহিত বর্ধিত হতে লাগলেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শিল্পবিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।

অতঃপর একদিন তাঁরা রাজগৃহে অনুষ্ঠিত বর্ণাঢ্য উৎসব দেখতে গিয়েছিলেন। সেই উৎসবে বিশাল জনতার উপস্থিতি দেখে জ্ঞানের পরিপক্কতায় জ্ঞানত চিন্তা করতে লাগলেন 'এবা সকলেই শতবর্ষ হওয়ার আগেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে।' এমন সংবেগ উৎপন্ন হওয়ার পর মনে মনে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, 'আমরা মোক্ষধর্ম অনুসন্ধান করব। তা অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে হবে।' তারপর পাঁচশত সহচরের সহিত তাঁরা সঞ্চয় পরিব্রাজকের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। তারা প্রব্রজ্যা নেওয়ার পর থেকে সঞ্চয়ের লাভ-সৎকার, যশ-খ্যাতি অত্যাধিক বেড়ে গিয়েছিল। তারা কিছুদিনের মধ্যেই সঞ্চয় পরিব্রাজকের সমস্ত শিক্ষা অধিগত করেছিলেন। কিন্তু তাতে কোন সার দেখতে পেলেন না। অতএব সেখান থেকে বেড়িয়ে পড়লেন। বিভিন্ন স্থানে পর্যটন করতে করতে যেখানে বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রামণ-ব্রাহ্মণ আছেন, সেখানে গিয়ে তাদেরকে প্রশ্ন করতেন। সেই পণ্ডিত শ্রামণ-ব্রাহ্মণগণ তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতেন না। বিভিন্ন অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতেন। এভাবে তারা মোক্ষমার্গ খোঁজ করতে লাগলেন। খোঁজ করতে করতে তারা পরস্পরকে কথা দিলেন যে, দুজনের মধ্যে যে-ই প্রথমে অমৃতের সন্ধান পাবে, সে অবশ্যই অপরকে খবরটা জানাবে।

সেই সময় আমাদের শাস্তা প্রথম অভিসম্বোধি লাভ করেছিলেন। শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্র প্রবর্তনের পর অনুক্রমে উরুবেলা কশ্যপসহ সহস্র জটিলকে দমন করে রাজগৃহে অবস্থান করছিলেন। একদিন উপতিষ্য পরিব্রাজক পরিব্রাজকের আরামে যাবার সময় আয়ুষ্মান অশ্বজিতকে রাজগৃহে পিণ্ডচারণরত দেখতে পেলেন এবং ভাবলেন যে, আমি তো ইতিপূর্বে এমন শান্ত সৌম্য প্রব্রজিত দেখিনি। নিশ্চয় ইনি মোক্ষলাভীর মধ্যে কেউ হয়ে থাকবেন। তার মনে অশ্বজিতের প্রতি ভীষণরকম প্রসন্নতাঅনুভব করলেন। অতএব তাঁকে একটা প্রশ্ন করার জন্য তার পিছন পিছন যেতে লাগলেন। স্থবির পিণ্ডচারণ শেষে ভোজন করতে অনুকুল স্থানে গেলেন। পরিব্রাজক উপতিষ্য নিজের পরিব্রাজকের বসার আসন তাকে বসার জন্য দিলেন। ভোজন শেষে তার নিজের কাছে থাকা জল দার করলেন। এভাবে তিনি যথাযতভাবে আচার্যব্রতসম্পন্ন করলেন। স্থবিরের সহিত কুশল বিনিময়ের পর জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার শাস্তা কে? কার ধর্মেই বা আপনার অভিরুচি?'

স্থবির সম্যকসম্বুদ্ধের কথা বললেন। পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আয়ুষ্মানের শাস্তা কী বাদী?' তখন স্থবির ভাবলেন যে তাকে এই শাসনের গভীরতা দেখাব। তারপর উত্তরে বললেন, 'আমি এই শাসনে অত্যন্ত নবীন। তাই বেশি কিছু আমি জানি না। তবে সংক্ষেপে বলতে পারি বলে স্থবির 'যে ধম্মা হেতুপ্পভাবা' এই গাথা ভাষণ করলেন। প্ররিব্রাজক উপতিষ্য এই গাথা শুনেই স্রোতাপত্তি মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন এবং স্থবিরকে বললেন, 'নাক ভন্তে, এর চাইতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বেশি ধর্মদেশনা করতে হবে না, ইহাই যথেষ্ট। এখন বলুন আমাদের শাস্তা কোথায় থাকেন?'

'বেনুবনে' স্থবির বললেন। 'ভন্তে, আপনি আগে যান। আমাকে আমার বন্ধুকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে। তাকে জানিয়েই তাকেসহ পরে আসছি।' এই বলে উপতিষ্য পঞ্চাঙ্গ লুটায়ে বন্দনা করলেন। বন্দনা শেষে প্রদক্ষিণপূর্বক পরিব্রাজকারামে চলে গেলেন।

কোলিত পরিব্রাজক তার বন্ধুতেক দূর থেকেই আসতে দেখলেন। দেখে ভাবলেন, 'আমার বন্ধুর মুখ অতিশয় প্রসন্ন মনে হচ্ছে। অন্য কোনদিন তো এমনটি মনে হয়নি। নিশ্চয় অমৃতের স্বাদ পেয়েছে বোধ হয়।' তারপর কাছে আসতেই প্রশ্ন করলেন, 'বন্ধু, অমৃতের সন্ধান পেয়েছো কি?' তিনি 'হ্যাঁ বন্ধু, পেয়েছি' বলে সেই গাথা তাকে শোনালেন। সেই গাথা শুনে কোলিতও স্রোতাপত্তি মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তারপর বললেন, 'আমাদের শাস্তা কোথায়?' 'বেনুবনে বন্ধু' উত্তরে উপতিষ্য বললেন। কোলিত বললেন, 'হ্যাঁ বন্ধু, চলুন আমরা শাস্তার সাথে দেখা করব।'

উপতিষ্য ছিলেন সব সময় আচার্যপূজক। তাই সঞ্চয়ের কাছে গিয়ে শাস্তার গুণের কথা প্রকাশ করলেন। এবং তাকেও শাস্তার নিকট নিয়ে যেতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি নিজে এত বড় গুরু হয়ে শাস্তাকে অন্তেবাসী হিসেবে মেনে নিতে পারবে না বলে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এই বলে যে, আমার পক্ষে জলপাত হয়ে জল সিঞ্চন করা সম্ভব নয়। তারা বহুভাবে বুঝাতে চেষ্টা করলেও তাকে বুঝাতে পারলেন না। তাই তারা আড়াই শত অন্তেবাসীর সহিত বেনুবনে চলে গেলেন। শাস্তা তাদের দূর থেকেই আসতে দেখে বললেন, 'এই দুজন আমার শাসনে অগ্রশ্রাবক হবে।' সেই পরিষদকে তাদের চরিত্র অনুসারে ধর্মদেশনা করে অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এবং 'এস ভিক্ষু' বলে উপসম্পদা দান করলেন। কিন্তু অগ্রশ্রাবক দ্বয়ের ঋদ্ধিময় পাত্রচীবর পেলেও উপরের মার্গত্রয় লাভ করতে পরননি। কী কারণে? শ্রাবক পারমী জ্ঞানের মহত্ত্বতার কারণে।

তাদের দুজনের মধ্যে আয়ুষ্মান মহামোগ্গল্লান প্রব্রজ্যিত হবার সাত দিনের মাথায় মগধ রাজ্যের কল্লবাল গ্রামে শ্রামণ ধর্ম অনুশীলন করার সময় তন্দ্রালস্য উৎপন্ন হয়েছিল। শাস্তা তা জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে তন্দ্রালস্য দূরীভূত করায়ে ধাতুকর্মস্থান শুনালেন। এভাবে ভাবনা করার পর উপরের মার্গত্রয় অধিগত করে শ্রাবকপারমী জ্ঞানের পূর্ণতা সাধন করলেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্র প্রব্রজ্যিত হবার অর্ধমাস পর শাস্তার সহিত রাজগৃহের শূকরক্ষত লেনে অবস্থান করার সময় নিজের ভাগিনা দীর্ঘনখ পরিব্রাজককে বেদনা পরিগ্রহ সূত্র দেশনা করলেন। দেশনা করার সময় সেই দেশনানুসারে জ্ঞান বিস্তার করে পরের বাড়া ভাত খাওয়ার ন্যায় শ্রাবকপারমী জ্ঞান অধিগত করেছিলেন।

এভাবে শ্রাবকপারমী জ্ঞান অধিগত করার পর আয়ুষ্মান সারিপুত্র 'কোন কর্ম দ্বারা এই সম্পত্তি আমি পেয়েছি' ভাবতে ভাবতে পূর্বকৃত কর্ম জানতে পারলেন এবং অত্যন্ত প্রীতি-সৌমনস্যসহকারে 'হিমালয়ের অনতিদূরে' এই উদান গাথা ভাষণ করলেন। তাই বলা হয়েছে:

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৪১. হিমালয়ের অনতিদূরে লম্বক নামক একটি পর্বত ছিল। তথায় আমি একটি আশ্যম তৈরি করেছিলাম এবং তাতে বহু পর্ণশালা ছিল।

১৪২. বিশাল সুন্দর তীরসম্পন্ন, ভীষণ রকম মনোরম ও শুদ্ধ বালুকাকীর্ণ অগভীর নদীর অনতিদূরে আমার আশ্রম।

১৪৩. নুড়ি পাথরহীন অগভীর কুলসম্পন্ন দুর্গন্ধমুক্ত সুমিষ্ট জলসম্পন্ন, ভীষণ রকম সুন্দর নদী সদা প্রবাহিত হয়, সেখানেই আমার আশ্রম।

১৪৪. সেই নদীতে বিবিধ প্রকার মৎস্য, কচ্ছপ ক্রীড়া করত। এমন অনিন্দ্যে সুন্দর সদাপ্রবহমান নদীর পাশেই আমার আশ্রম।

১৪৫. সেই নদীতে লাল, নীল, মঞ্জিষ্ঠা রঙের বিবিধ প্রকার জলজ মৎস্য মনের আনন্দে ইচ্ছেমতো ছুটাছুটি করত বিধায় আমার আশ্রমকে অতীব সুন্দন দেখাতো।

১৪৬. নদীর উভয় পাড়ে সারি সারি পুষ্পবৃক্ষ ও ফলজবৃক্ষ দাড়িয়ে থাকায় আমার আশ্রমকে অতীব সুন্দর দেখাতো।

১৪৭. আমার আশ্রমের আম্রবৃক্ষ, শালবৃক্ষ, তিলকৃক্ষ, পাটবৃক্ষ ও সিন্দুরারক বৃক্ষগুলোতে সব সময় ফুল ফুটতো। এতে করে মনে হয় যেন আমার আশ্রমে দিব্যগন্ধই প্রবাহিত হতো।

১৪৮. আমার আশ্রমের চম্পকবৃক্ষ, সললবৃক্ষ, সুবর্ণবাকল সদৃশবৃক্ষ, ষীপবৃক্ষ, নাগবৃক্ষ পুন্নাগবৃক্ষ ও সুগন্ধযুক্ত কেতক বৃক্ষগুলোতে সব সময় ফুল ফুটতো এবং ইহাতে মনে হয় যেন আমার আশ্রমে দিব্যগন্ধই প্রবাহিত হতো।

১৪৯. আমার আশ্রমের অশোকবৃক্ষ, অধিমুক্তকবৃক্ষ, ভগিনীমালাবৃক্ষ, অঙ্কোলবৃক্ষ ও বিম্বিজানবৃক্ষগুলো সদা পুষ্পিত থকতো।

১৫০. সুগন্ধ কেতকীবৃক্ষ, কদলীবৃক্ষ, গোধুকবৃক্ষ ও তৃণমূলিকাবৃক্ষগুলো দিব্যগন্ধ ছড়াতে ছড়াতে আমার আশ্রমে শোভা বৃদ্ধি করত।

১৫১. কনিকারা, কনির্কা, অসনা ও অজ্জুনা প্রভৃতি বহুবৃক্ষ দিব্যগন্ধ ছড়ায়ে আমার আশ্রামে শোভা বৃদ্ধি করত।

১৫২. পুন্নগা, গিরিপুন্নগা, কোবিলারা প্রভৃতি সুপুষ্পিতবৃক্ষগুলো দিব্যগন্ধ ছড়ায়ে আমার আশ্রামে শোভা বৃদ্ধি করত।

১৫৩. জদ্দালক, কুটজা, কদম্ব ও বকুল প্রভৃতি বহুবৃক্ষ দিব্যগন্ধ ছড়ায়ে আমার আশ্রামের শোভা বৃদ্ধি করত।

১৫৪. আলকা, ইসিমুগ্গা, কদলি ও মাতুলঙ্গি প্রভৃতি বহুবৃক্ষ সুগন্ধ চন্দনের জলে বর্ধিত হয়ে তাতে বহু ধরতো।

১৫৫. আমার আশ্রামে বিশাল দীঘিতে তখন একদিকে পদ্মফুল ফুটতো, অন্যদিকে কেশরীফুল ফুটতো আর সব সময় পাতাবিহীন পদ্মফুল ফুটে থাকত।

১৫৬. আমার আশ্রামের দীঘিতে তখন আমার অবস্থানের সময় কিছু কিছু পদ্মে দীঘির অজন্তরে মুকুল ধরতো। পদ্মের মূল গোড়া দৃঢ়ভাবে মাটিতে আবদ্ধ হতো। পত্রপল্লাযুক্ত সুগন্ধ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেই আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

১৫৭. দীঘিতে তখন নয়িতা, অম্বগন্ধী, উত্তলী ও বন্ধুজীবক প্রভৃতি বহু সুগন্ধবাহী সুপুষ্পিতবৃক্ষ দিব্যগন্ধ ছড়ায়ে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

১৫৮. দীঘিতে তখন মাগুর, সংশুলসহ লাল, নীল ও মঞ্জিষ্ঠা রঙের বিবিধ প্রকার জলজ মৎস্য বাস করত।

১৫৯. দীঘিতে তখন কুম্ভীলা, সুসুমার প্রভৃতি মৎস্য রাক্ষস ও বিষধর অজগর বাস করত।

১৬০. সেই দীঘিকে আশ্রয় করে তখন পারেবতা পাখি, রবিহাঁস, নদীচর বলাকা, কোকিল, শুকপাখি ও শালিক প্রভৃতি পাখি জীবিকা নির্বাহ করত।

১৬১. সেই দীঘিকে আশ্যয় করে তখন কুকুথকা, কুলীড়কা, পোক্ষরসাতকা, দিন্দিঙা ও সুবপোতা প্রভৃতি পাখি জীবিকা নির্বাহ করত।

১৬২. সেই দীঘিকে আশ্রয় করে তখন হাঁস, ময়ুর, কোকিল, তম্বচূলকা ও পর্মকা প্রভৃতি পাখি জীবিকা নির্বাহ করত।

১৬৩. সেই দীঘিকে আশ্রয় করে তখন বহু কোশিকা, পোষ্ঠসীসা, কুররা, সেনকা, মহাকাল ও শকুন পাখি জীবিকা নির্বাহ করত।

১৬৪. সেই দীঘিকে আশ্রয় করে তখন বহু মৃগ, শুকর, চমরা গাঁই গরু, গওকা, রোহিচ্চা ও সুকপোতা জীবিকা নির্বাহ করত।

১৬৫. সেই দীঘিকে আশ্রয় করে তখন বহু সিংহ, বাঘ, নেকড়ে বাঘ, ভালুক ও তিন জাতীয় মাতঙ্গ হস্তীনাগ জীবিকা নির্বাহ করত।

১৬৬. সেই দীঘিকে আশ্রয় করে তখন বহু কিন্নর, বানর এবং বনকর্মী ও পশু শিকারী জীবিকা নির্বাহ করত।

১৬৭. তিন্দুকা, পিয়াল, মধুকেকা ও সুমারিয় প্রভৃতি গাছগুলোতে নিত্য ফল ধরতো। তারই অনতিদূরে আমার আশ্রম।

১৬৮. কোসম্বা, সললা ও নিম্ব প্রভৃতি সুস্বাদু ফলজ গাছগুলোতে নিত্য ফল ধরতো। তারই অনতিদূরে আমার আশ্রম।

১৬৯. আমার আশ্রমের কাছেই সেই হরিতকী, আমলকী, আম, জাম প্রভৃতি সুমিষ্ঠ ফলজ বৃক্ষগুলোতে বহু ফল ধরতো।

১৭০. আমার আশ্রমের কাছেই আলুবা, কলম্বা, বিলালীতক্কল, জীবকা ও সুতকা বহু ফলজবৃক্ষ ছিল।

১৭১. আশ্রমের অনতিদূরেই স্বচ্চ, শীতল জলের আধার একটি বড় দীঘি নির্মিত হয়েছিল, যা অতীব মনোরম।

১৭২. পদ্ম-উৎপল আচ্ছন্ন, পুত্তরীকসম্পন্ন ও মন্দালক সমৃদ্ধ সেই দীঘিতে মনে হয় যেন দিব্যগন্ধই প্রবাহিত হতো।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৭৩. এইরূপ সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ, সুপুষ্পিত ও ফলবান বনে, সুনির্মিত অতীব মনোরম আশ্রমে আমি বসবাস করতাম।

[এই পর্যন্ত আশ্রমের বর্ণনা দেওয়ার পর নিজের শীলাদিগুণের কথা বলতে গিয়ে বললেন :]

১৭৪. শীলবান, ব্রতসম্পন্ন, ধ্যানী, অহর্নিশ ধ্যানরত, পঞ্চাভিজ্ঞালাভী ও বলপ্রাপ্ত সুরচি নামক তাপস হয়ে আমি সেখানে বসবাস করেছিলাম।

[এইরূপে নিজের গুণ বর্ণনা করার পর পর স্বীয় পরিষদের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন :]

১৭৫. চব্বিশ হাজার উচ্চবংশীরা যশস্বী ব্রাহ্মণ শিষ্য আমাকে সেবা-সৎকার করত।

১৭৬. তারা লক্ষণশাস্ত্রে, ইতিহাসে, বিবিধ শাস্ত্রে, ব্যাকরণ শাস্ত্রে ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ত্রিবিধ ভেদশাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করেছিল।

১৭৭. উল্কাপাত ও ভূমিকম্প বিষয়ে এবং স্ত্রীলক্ষণ, পুরুষলক্ষণ ও মহাপুরুষলক্ষণ শাস্ত্রে অত্যন্ত সুদক্ষ আমার শিষ্যরা পৃথিবীতে, ভূমিতে ও অন্তরীক্ষে সর্বত্রই সুশিক্ষিত।

১৭৮. অল্পেচ্ছু, প্রাজ্ঞ, অল্পভোজী, নির্লোভী ও লাভে-অলাভে সন্তুষ্ঠচিত্ত শিষ্যরা সব সময় আমার চর্তুপাশেই অবস্থান করে।

১৭৯. ধ্যানী, ধ্যানরত, ধীর, শান্তচিত্ত সুসমাহিত ও নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপনেচ্ছু আমার শিষ্যরা সব সময় আমার চর্তুপাশেই আবস্থান করে।

১৮০. অভিজ্ঞা পারমীপ্রাপ্ত, অযাচিত আহারান্বেষী ও অন্তরক্ষিচর ধীর শিষ্যরা সব সময় আমার চর্তুপাশেই আবস্থান করে।

১৮১. আমার শিষ্যরা ষড়বিধ দ্বারে অত্যন্ত সংযত, বীততৃষ্ণ, রক্ষিতেন্দ্রিয়, জ্ঞাতি-মিত্রদের সংসর্গ হতে বিরত, দুষ্ট আস্বাদ গ্রহণ হতে বিরত ও ধীর।

১৮২. আমার শিষ্যরা খাটের উপড় বসে, দাঁড়িয়ে থেকে ও চংক্রমণ করেই সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করে।

১৮৩. আমার শিষ্যরা লোভনীয় বিষয়ে লুব্ধ হয়না, দ্বেষ-উৎপাদনীয় বিষয়ে দ্বেষ উৎপন্ন করে না এবং মোহনীয় বিষয়ে মূর্হিত হয় না।

১৮৪. আমার শিষ্যরা সব সময় বিবিধ প্রকার অলৌকিক ঋদ্ধি প্রদর্শন করে, পৃথিবীকে প্রকম্পিত করে ও সকলে বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে নির্বিবাদে অবস্থান করে।

১৮৫. আমার শিষ্যরা ক্রীড়ার ইচ্ছা হলে ঋদ্ধিক্রীড়া করে থাকে এবং হিমালয়ের শতযোজন দূরে ঋদ্ধিযোগে সেখানে গিয়ে জম্বুবৃক্ষ হতে ঘট পরিমাণ জম্বফল আনয়ন করে।

১৮৬. আমার শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ আহার অন্বেষনের জন্য গোযান দীপে, কেউ কেউ পূর্ববিদেহ রাজ্যে আবার কেউ কেউ উত্তরকুরু রাজ্যে গমন করত।

১৮৭. আমার শিষ্যরা আকাশমার্গে যাবার সময় তাপসের ব্যবহার্য সামগ্রী আগে পাঠিয়ে দিতো এবং নিজে তার পেছনে পেছনে গমন করত। এভাবে যাবার সময় চব্বিশ হাজার তাপসের দ্বারা গোটা আকাশ ছেঁয়ে যেত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৮৮. আমার শিষ্যদের কেউ কেউ অগ্নিপাক ফলমূল খেতো, কেউ কেউ অগ্নিপাক না করে কাচা খেতো, কেউ কেউ দরজার চৌকাটে পিষ্ট করে খেতো, কেউ কেউ পাথরে পিষ্ট করে খেতো আবার কেউ কেউ গাছ থেকে স্বয়ং পতিত ফল সংগ্রহ করে খেতো।

১৮৯. আমার শিষ্যদের কেউ কেউ পরিশুদ্ধির ইচ্ছাই সন্ধ্যা-সকালে সুবিশুদ্ধ জলে আরোহন করত বা প্রবেশ করত। কেউ কেউ বিশুদ্ধ জল নিজ দেহে ঢালত।

১৯০. আমার শিষ্যরা হাত ও পায়ের নখ লম্বা রাখত, শরীরের কেশ-লোমগুলো লম্বা রাখত এবং সদা সর্বদা শীলগন্ধে সুগন্ধযুক্ত থাকত।

১৯১. আমার সুপসিদ্ধ জটিল শিষ্যরা তখন প্রত্যুষে আমার সামনে সমবেত হতো এবং লাভ-অলাভ সমস্ত কিছু প্রকাশ করে আকাশতলে গমন করত।

১৯২. আমার শিষ্যরা আকাশে ও ভূমিতে চলে যাবার সময় বিশাল শব্দ হতো। সেই শব্দ শুনে দেবতারা অতিশয় খুশি হতো।

১৯৩. সেই অন্তরীক্ষচর ঋষিরা দিকবিদিক গমন করত এবং নিজেদের শরীর বলে ও ধ্যানবলে যথেচ্ছা বিচরণ করত।

১৯৪. সেই নবোচারী ঋষিরা সকলেই পৃথিবীকে কম্পিত করার সামর্থ্য রাখে এবং স্বীয় আমিও ঋদ্ধিতেজে সাগরকেও কাঁপিয়ে তুলতে সমর্থ।

১৯৫. আমার প্রসিদ্ধ শিষ্যদের কেউ কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ কেউ চংক্রমণ করে অবস্থান করত, কেউ কেউ না ঘুমিয়ে নৈশ্যজ্জিক ব্রত অনুশীলন করত এবং কেউ কেউ স্বয়ং পতিত ফলমূল সংগ্রহ করে তা-ই খেয়ে জীবন ধারণ করত।

১৯৬. আমার শিষ্যরা সকলেই অহর্নিশ মৈত্রীবিহারী, সকল প্রাণীর প্রতি পরম হিতৈষী অহিংসক এবং পরচর্যা হতে সম্পূর্ণরূপে বিরত।

১৯৭. আমার শিষ্যরা সকলেই পশুরাজ সিংহের ন্যায়, অতীব বিশালী হস্তীরাজ মাতঙ্গের ন্যায় ও দৃঢ়পরাক্রমী বাঘের ন্যায় দৃঢ় পদক্ষেপে আমার কাছে আসতো।

১৯৮. সেই দীঘিকে আশ্রয় করে বহু বিদ্যাধর দেবতা, নাগ, গন্ধর্ব, রাক্ষস, কুম্ভাণ্ড ও দানব জীবিকা নির্বাহ করত।

১৯৯. জটাধারী, অজিনচর্মের বস্ত্রধারী অন্তরীক্ষচর আমার সেই শিষ্যরা সকলেই জীবিকা নির্বাহ করত।

১০০. আমার সেই চব্বিশ হাজার শিষ্যরা পরস্পর এতই বিনয়গারবী ও সম্মান প্রদর্শনকারী যে সেখানে কোন ক্রোধ-উদ্গাত কটুশব্দ শোনা যেত না।

২০১. আমার শিষ্যরা সকলেই অত্যন্ত সংযত, অল্পশব্দে ধীর পদক্ষেপে হেঁটে যেত এবং উপবেশন করে নতশিরে বন্দনা করত।

২০২. এমন গুণসম্পন্ন শান্ত প্রকৃতির সংযত শিস্য পরিবৃত হয়ে আমি সেই আশ্রমে বসবাস করতাম এবং ধ্যানরত থাকতাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২০৩. এই সকল ঋষিদের শীলগন্ধে, চর্তুপার্শ্বস্থ ফুলের গন্ধে ও সুগন্ধ ফলের ফলগন্ধে সেই আশ্রম সদা সুরভিত থাকত।

২০৪. সেই আশ্রমে আবস্থানকালে আমি কখন রাত-দিন অতিবাহিত হয় জানি না, কোন প্রকার অসন্তোষ আমার মনে ছিল না এবং অহর্নিশ আমার শিষ্যদের উপদেশ দিতাম। এতে করে আমি ভীষণ রকম আনন্দ পেতাম।

২০৫. ফুল ফোটার সময় ও ফলের মুকুল উদ্গত হওয়ার সময় মনে হয় যেন দিব্যগন্ধই প্রবাহিত হতো। এতে করে আমার আশ্রম অতিশয় শোভা পেত।

২০৬. আমি বীর্যবান, ধ্যানলাভী ও প্রাজ্ঞ ছিলাম। সমাধি হতে উঠে অজিনচর্মবস্ত্র নিয়ে গভীর বনে প্রবেশ করতাম।

২০৭. আমি তখন নক্ষত্রবিদ্যায়, সপ্নবিদ্যায় ও সর্ববিধ লক্ষণশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলাম এবং সমগ্র জম্বুদীপের প্রচলিত মন্ত্র আমি জানতাম।

২০৮. নরশেষ্ঠ লোকনায়ক, বিবেককামী সম্বুদ্ধ অনোমদর্শী ভগবান হিমালয়ে উপনীত হয়েছিলেন।

২০৯. মহাকারুণিক পুরুষোত্তম মুনি হিমালয়ে গমনের পর যথাপ্রস্তুত আসনে পদ্মাদমে উপবেশন করেছিলেন।

২১০. ইন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমান ও মনোরম আদিত্যের ন্যায় দীপ্তোজ্জ্বল সেই সম্বুদ্ধকে আমি দেখেছিলাম।

২১১. জ্বলন্ত দীপবৃক্ষের ন্যায় আকাশে অত্যুজ্জ্বল, সুপুষ্পিত শালবৃক্ষের ন্যায় লোকনায়ক বুদ্ধকে আমি দেখেছিলাম।

২১২. এমন দুঃখান্তকারী মহান নাগ মহাবীর মুনিকে দর্শন করলে সমস্ত দুৎখ হতে মুক্তি লাভ করা যায়।

২১৩. আমি এমন দেবাতিদেব, মহাপুরুষ লক্ষণবিশিষ্ট চক্ষুষ্মান বুদ্ধকে দেখে 'ইনি কি বুদ্ধ, নাকি নয়' এই ভেবে তার লক্ষণ বিচার করেছিলাম।

২১৪. আমি যখন তাঁর চরণ যুগলে সহস্র অর ও সহস্র চক্র এই মহাপুরুষ লক্ষণগুলো দেখতে পেলাম, তখন আমি নিশ্চিত হলাম যে, ইনিই তথাগত অর্হৎ সম্রক সম্বুদ্ধ।

২১৫. আমি তখন সমার্জনী (ঝাড়ু) নিয়ে সমার্জন করেছিলাম এবং ফুল সাজিয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে পূজা করেছিলাম।

২১৬. আমি সেই স্রোতোত্তীর্ন, অনাসক্ত লোকনায়ক বুদ্ধকে পূজা করার পর অজিনচর্মবস্ত্রকে একাংশ করে বন্দনা করেছিলাম।

২১৭. অনাসক্ত সম্বুদ্ধ যেই জ্ঞানে অবস্থান করতেন সেই জ্ঞানের কথাই আমি এখন বর্ণনা করব, মনযোগ দিয়ে শ্রবণ কর।

২১৮. হে সয়ম্ভূ, তুমিই একমাত্র অমৃতের স্বাদ পেয়েছো, আর সংসার দুঃখে নিপীড়িত সত্ত্বগণকে একমাত্র তুমিই উদ্ধার করতে সমর্থ। যেইসব সত্ত্ব তোমার দর্শনে আসে তারাই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কেবল বিচিকিৎসাস্রোত অতিক্রম করে থাকে।

২১৯. তুমিই শাস্তা, তুমিই প্রাণীকুলের ভিত্তিস্তম্ভ, শেষ আশ্রয়, প্রতিষ্ঠা, দ্বীপ ও দ্বিপদবিশিষ্ট সত্ত্বগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

২২০. মহাসমুদ্রের সমগ্র জলরাশি পরিমাপ করা সম্ভব হলে তোমার সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

২২১. দাঁড়িপাল্লায় সমগ্র পৃথিবীকে ধারণ করা সম্ভব হলেও তোমার সর্বজ্ঞতা জ্ঞান ধারণ করা সম্ভব নয়।

২২২. রাশি বা হাতের আঙুল দ্বারা আকাশের পরিমাপ করা সম্ভব হলেও তোমার সবৃজ্ঞতা জ্ঞানের পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

২২৩. পৃথিবীতে ধারণকৃত মহাসমুদ্রের বিপুল জলরাশিকে উপমা দিয়ে বুঝানো যেতে পারে। কিন্তু বুদ্ধজ্ঞান এতই ব্যাপক যে কোনো উপমা দিয়েই বুঝানো সম্ভব নয়।

২২৪. হে চক্ষুষ্মান, তোমার অনন্তবিস্তৃত জ্ঞানজাল বিস্তার করে দেবলোকসহ সমগ্র জগতের সত্ত্বগণের চিত্ত স্বচিত্তে অবগত হতে পারি।

২২৫. হে সর্বজ্ঞ, যেই জ্ঞানের দ্বারা একমাত্রই তুমিই শ্রেষ্ঠ বোধিজ্ঞান অধিগত করেছ, সেই জ্ঞানের দ্বারাই অন্য তীর্থিয়দেরকে অতিক্রম করেছ।

২২৬. সুরুচি তাপস এই গাথা যোগে বুদ্ধকে প্রশয়সা করার পর মাটিতে অজিনচর্মবস্ত্র বিছায়ে সেখানে বসে পড়লেন।

২২৭-২২৯. গিরিরাজ সুমেরু চুরাশি হাজার যোজন সমুদ্রগর্ভে, তত যোজন উর্ধ্বে এবং দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ও তত যোজন বলে কথিত হয়। সেই পবৃতকে চূর্ণ করে এক এক কণা নিক্ষেপ করলে সব শেষ হয়ে যায়। হে সর্বজ্ঞ, আপনার জ্ঞানের কিন্তু অন্ত করা যায় না।

২৩০. ছোট ছোট ছিদ্রবিশিষ্ট শক্ত জাল জলে ফেলা হলে যেমন জলজ মৎস্যগুলো সেই জালে আবদ্ধ হয়ে থাকে।

২৩১. ঠিক তদ্রুপ হে মহাবীর, যেই সমস্ত অন্যতীর্থিয়গণ বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টিতে আচ্ছন্ন।

২৩২. তারা সকলেই তোমার সুবিশুদ্ধ অনাবরণ জ্ঞান জালে ধরা পড়ে থাকে।

২৩৩. সেই সময় মহাযশস্বী অনোমদর্শী জিন ভগবান সমাধি হতে উঠে সমগ্র জম্বুদীপ দিব্যচক্ষু দিয়ে অবলোকন করেছিলেন।

২৩৪-২৩৫. মহামুনি অনোমদর্শী বুদ্ধের নিসভ নামক শ্রাবক লোকনায়ক বুদ্ধের চিত্তভাব জ্ঞাত হয়ে ষড়াভিজ্ঞালাভী, ধ্যানী, শান্তচিত্ত, শতসহস্র ক্ষীনাসব অর্হৎ পরিবৃত হয়ে সেখানে উপনীত হয়েছিলেন।

২৩৬. সেখানে আসার পর তারা অন্তরীক্ষে দাঁড়িয়ে প্রথমে প্রদক্ষিণ করেছিলেন। তারপর কৃতাঞ্জলি পুটে বন্দনা নিবেদনপূর্বক বুদ্ধের কাছেই অবতরণ করেছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৩৭. লোকশ্রেষ্ঠ, সরশ্রেষ্ঠ জিন অনোমদর্শী ভগবান ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবেশন করে স্মিত হেসেছিলেন।

২৩৮. অনোমদর্শী শাস্তার সেবক ছিলেন ররুণ স্থবির। তখন তিনি চীবর একাংশ করে লোকনায়ক শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

২৩৯. হে ভগবান, আপনি কী কারণে স্মিত হাঁসলেন? আমরা জানি, বুদ্ধগণ অকারণে হাঁসেন না।

২৪০. তখন লোকশ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠে অনোমদর্শী ভগবান ভিক্ষুসংঘের মধ্যে বসে এই গাথা ভাষণ করেছিলেন।

২৪১. যে আমাকে ফুল দিয়ে পূজা করেছিল এবং আমার অনন্ত জ্ঞানের প্রশংসা করেছিল, আমি এখন তার কথাই বলব। তোমরা মনযোগ দিয়ে শ্রবণ কর।

২৪২. বুদ্ধের কথা শুনে সকল দেবতারা সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। তারা সদ্ধর্ম শ্রবণেচ্ছু হয়ে সম্বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন।

২৪৩. দশটি লোকধাতুর মহাঋদ্ধিমান দেবতারা সকলেই সদ্ধর্ম শ্রবণেচ্ছু হয়ে সম্বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন।

২৪৪. হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক সেনা এই চতুরঙ্গিণী সেনা সব সময় তাকে পরিবেষ্টিত হয়ে থাকবে, বুদ্ধপূজার এমনই ফল।

২৪৫. বিবিধ অলংকার সজ্জিত ষাট হাজার তুর্য-ভেরী নিত্য সেবা করবে, বুদ্ধপূজার এমনই ফল।

২৪৬-২৪৭. বিবিধ অলংকার সজ্জিত, বিচিত্র বর্ণের বস্ত্রাভরণ পরিহিত, মণিকুণ্ডল মণ্ডিত, সদাহাস্যময় অনিন্দ্য সুন্দরী ষোল হাজার নারী তাকে পরিবেষ্টন করে থাকবে, বুদ্ধপূজার এমনই ফল।

২৪৮. শতসহস্র কল্প সে দেবলোকে রমিত হবে। হাজার বার সে চক্রবর্তী রাজা হবে।

২৪৯. হাজার বার সে দেবেন্দ্র শক্র হয়ে দেবলোকে রাজত্ব করবে। আর পৃথিবীতে প্রাদেশিক রাজা তো অসংখ্যবার হবে।

২৫০. অন্তিমজন্মে সে মনুষ্যত্ব লাভ করবে। সারি নামক ব্রাহ্মণী তাকে গর্ভে ধারণ করবে।

২৫১. এই ব্যক্তি মাতার গোত্রের নামেই সমাধিক পরিচিত হবে। সারিপুত্র নামে তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ পুদ্গল হবেন।

২৫২. আশি কোটি পার্থিব ভোগসম্পত্তি উদার হস্তে দান করে সে প্রব্রজ্যিত হবে। পরম শান্তিপদ নির্বাণ অনুসন্ধান করতে করতে সে পৃথিবীতে বিচরণ করবে।

২৫৩. এখন হতে অপরিমেয় কল্প পরে ওক্কাকু কুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

২৫৪. সে তার ধর্মে ধর্মৌরসজাত, ধর্মনির্মিত সারিপুত্র নামক অগ্রশ্রাবক হবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৫৫-২৫৬. হিমালয় হতে সৃষ্ট গঙ্গা নদী যেমন প্রবাহিত হয়ে মহাসমুদ্রকে বিপুল জলরাশিতে পরিপূর্ণ করে। তদ্রুপ সারিপুত্রও ত্রিবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ও প্রজ্ঞা পারমী পূর্ণ করে অসংখ্য প্রাণী কুলকে পরিতৃপ্ত করবে।

২৫৭. হিমালয় হতে প্রবাহিত সাগরের বিপুল জলরাশি ও পৃথিবীর বালুকারাশি পরিমাণ অসংখ্য, অপ্রমেয়।

২৫৮. সেই জলরাশি ও বালুকারাশিও যদি গণনা করা সম্ভব হয়, তারপরও সারিপুত্রের প্রজ্ঞার পরিমাপ করা সম্ভব হবে না।

২৫৯. একস্থানে স্তুপ করে রাখা গঙ্গার বালুকারাশি একদিন নিঃশেষ হতে পারে তারপরও সারিপুত্রের প্রজ্ঞার পরিমাপ করা সম্ভব হবে না।

২৬০. মহাসমুদ্রের ঊর্মিমালার সংখ্যা যেমন অনন্ত, অপ্রমেয়, তদ্রুপ সারিপুত্রের প্রজ্ঞার পরিমাপ করা সম্ভব হবে না।

২৬১. শাক্যসিংহ গৌতম সম্বুদ্ধকে সন্তুষ্ট করে, প্রজ্ঞা পারমী পূরণ করে সে তার অগ্রশ্রাবক হবে।

২৬২. সে ধর্মবারি বর্ষণ করতে করতে শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মচক্রের সম্যক অনুবর্তন করবে।

২৬৩. শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম এই সমস্ত কাহিনি স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে ভিক্ষুসংঘর মধ্যে উপবেশন করে তাকে অগ্রস্থানে স্থাপন করবেন।

[তারপর সারিপুত্র স্থবির অত্যন্ত প্রীতি-সৌমনস্যের সহিত পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে বলবেন।]

২৬৪. অহো, অনোমদর্শী শাস্তার নিকট আমি কতই না সুকর্ম সম্পাদন করেছি! এমন সুকর্ম সম্পাদন করার ফলে আমি সমস্ত পারমী পূরণ করেছি।

২৬৫. এখন আমি পূর্বকৃত সুকর্মের অপরিমেয় ফল ভোগ করছি। আমি সমস্ত ক্লেশঅরি দগ্ধ করে এখন সুমুক্ত হয়েছি।

২৬৬. অসংস্কৃত, অচলা শান্তিপ্রদ নির্বাণ খুঁজতে খুঁজতে আমি কত জন্মে তীর্থিয় হয়ে সংসারে জন্মপরিভ্রমণ করেছি।

২৬৭-২৬৮. রোগগ্রস্ত পীরিত ব্যক্তি যেমন রোগ মুক্তির জন্য ঔষধের খোঁজে বন হতে বনান্তরে পরিভ্রমণ করে, তদ্রুপ অসংস্কৃত অমৃতপদ নির্বাণ খোঁজ করতে করতে ক্রমান্নয়ে পাঁচশত জন্মে গৃহহীন ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

২৬৯. মাথায় জটা ধারণ করে, অজিনচর্মবস্ত্র পরিধান করে অভিজ্ঞা পারমী পূরণ করে ব্রহ্মলোকে জন্ম নিয়েছিলাম।

২৭০. বুদ্ধশাসনের বাইরে অন্য কোন ধর্মে শুদ্ধি (মুক্তি) লাভ করা সম্ভব নয়। অতএব বুদ্ধিমান সত্ত্বগণ বুদ্ধশাসনেই মুক্তি অন্বেষণ করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৭১. অসংস্কৃত অমৃতপদ নির্বাণ খুঁজতে গিয়ে হেন কোন তীর্থ নেই যেখানে আমি যাইনি।

২৭২. সারার্থী ব্যক্তি যেমন কলাগাছ কেটে যালা যালা করলেও তাতে সার বস্তু খুঁজে পায় না, কারণ কলাগাছ আসলেই সারহীন, রিক্ত।

২৭৩. তদ্রুপ পৃথিবীতে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন অন্যতীর্থিয় আছে যারা কলাগাছের ন্যায় অসংস্কৃত নির্বাণরূপ সারহীন।

২৭৪. অন্তিম জন্মে আমি ব্রহ্মবন্ধু হয়ে জন্ম নিয়েছিলাম এবং প্রভূত ভোগ সম্পত্তি মুক্ত হস্তে দান করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

[প্রথম ভাণবার]

২৭৫. শিক্ষাদাতা, মন্ত্রধর, ত্রিবিধ বেদে পারদর্শী ব্রাহ্মণ সঞ্চেয়ের নিকটই আমি অবস্থান করেছিলাম।

২৭৬. একদিন বুদ্ধের শ্রাবক মহাবীর অনাসক্ত, তেজস্বী অশ্বাজিত নামক ব্রাহ্মণ ভিক্ষার জন্য পিণ্ডচারণ করছিলেন।

২৭৭. প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় আমি সমাহিত চিত্ত, শান্ত, দান্ত, সৌম্য প্রাজ্ঞ মহানাগকে দেখেছিলাম।

২৭৮. সেই শান্ত, দান্ত, সৌম্য, বিশুদ্ধ মানস বীরকে দেখে আমার কেন যেন মনে হয়েছিল যে, ইনি নিশ্চয় অর্হৎ হয়ে থাকবেন।

২৭৯. তাঁর হাঁটা-চলা অত্যন্ত সুসংযত, অভিরূপ ও দর্শনীয়। সম্ভবত ইনি আত্মদান্ত অমৃতলাভী হয়ে থাকবেন।

২৮০. ভবলাম, আমি তো এখন তাহলে তাকে সন্তুষ্টমনে প্রশ্ন করতে পারি। আশা করি, সেও আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেবে। আমি তাঁকে প্রশ্ন করব বলে সিদ্ধান্ত নিলাম।

২৮১. তখন আমি পিণ্ডচারণ করছিলেন। তাই তখন তাকে ঝামেলা না করে তার পিছে পিছে আমিও যেতে লাগলাম। পরে সুযোগ বুঝে অমৃতপদের কথা জিজ্ঞেস করতে পারবো।

২৮২. পিণ্ডচারণ শেষে পথের পাশে ছায়াময় বৃক্ষতলে বসে পড়লে আমি তার কাছে গিয়ে বিনীতভাবে প্রশ্ন করলাম: 'হে বীর আপনি কোন গোত্রের? আপনি কার শিষ্য?

২৮৩. তিনি আমার দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে পশুরাজ সিংহের মতো অসম্ভব গম্ভীর স্বরে বললেন: পৃথিবীতে বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন, আমি তাঁরই শিষ্য।'

২৮৪. প্রভু, সেই মহাবীর কীদৃশ? কেমন তার শাসন? আপনি অনুগ্রহ করে তাঁর ধর্মমত আমার কাছে ব্যাখ্যা করুন।

২৮৫. তিনি আমার দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে সর্বদুঃখক্ষয়কর ও তৃষ্ণাশল্য উৎপাটনকারী একটি গভীর অর্থপূর্ণ গাথা আবৃত্তি করলেন।

২৮৬. যেই ধর্মসমূহ হেতুর প্রভাবে উৎপন্ন, তাদের হেতু তথাগত নির্দেশ করেন। তাদের নিরোধও প্রকাশ করেন। আমাদের পরম গুরু এরূপ মতবাদ প্রকাশ করেন।

২৮৭. আমার প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধের এমন উপদেশ শুনার পরপরই আমার বিরজ বীতমল

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দর্মচক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, আমি স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হই।

২৮৮. মহামুনির এমন বাক্য শোনার পর উত্তম, ধর্ম দর্শন করে, সদ্ধর্ম উপলব্ধি করে আমি এই গাথা ভাষণ করেছিলাম।

২৮৯. এই ধর্মের এমন কী জাদু আছে যে শুনার পরপরই সমস্ত ব্যাথা-বেদনা, শোক, প্রমাদ মুহুর্তেই দূরীভূত হয়। আমি এমন অত্যাশ্চর্য ধর্ম বহু শত কল্প ধরেও দেখতে পাইনি।

২৯০. আমি প্রকৃত ধর্মের খোঁজে কোন জায়গা নেই যেখানে আমি যাইনি। আজ আমার সেই ধর্ম উপলব্ধি হয়েছে। এখন আর প্রমত্ত হবার সময় নেই।

২৯১. আয়ুষ্মান অশ্বজিতের কথার হৃষ্ট-তুষ্ট হয়ে ও অমৃতপদ লাভ করে সহায়ককে সে-কথা জানাতে আমি আশ্রমে গিয়েছিলাম।

২৯২. আমার সুশিক্ষিত, সংযতেন্দ্রিয় সহায়ক দূর হতেই আমাকে দেখে বললেন।

২৯৩. তোমাকে আজ বেশ প্রসন্ন মনে হচ্ছে। শান্ত সৌম্য মুনির মতোই লাগছে। মনে হয় অচ্যুত, অমৃতপদ নির্বাণের স্বাদ পেয়েছো।

২৯৪. আজ তোমার মুখবর্ণ অতিউজ্জ্বল, সুশিক্ষিত, শান্ত, দান্ত, সৌম্য মনে হচ্ছে। সত্যই কি বন্ধু, অমৃতপদ নির্বাণ অধিগত করেছো?

২৯৫. হ্যাঁ বন্ধু, আমি শোকশল্য অপনোদনকারী অমৃতপদ নির্বাণ অধিগত করেছি। তুমিও তা অধিগত কর। তারপর আমরা আমাদের শাস্তা বুদ্ধের নিকট গমন করব।

২৯৬. 'সাধু, সাধু' বলে আমার কথায় সায় দিয়ে আমার সুশিক্ষিত সহায়ক হাতে হাত ধরে আপনার কাছে গিয়েছিলাম।

২৯৭. হে শাক্যপুত্র, আমরা উভয়েই আপনার নিকট প্রব্রজ্যা গহণ করব। আপনার শাসনে এসে অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করব।

২৯৮. কোলিত ঋদ্ধিশ্রেষ্ঠ আর আমি প্রজ্ঞায় শ্রেষ্ঠ আমরা উভয়েই একত্রে হয়ে বুদ্ধ শাসনকে শোভিত করব।

২৯৯. অতীতে আমার সংকল্প পূরণ না হওয়াতে হেন কোন জায়গা নেই যেখানে আমি যাইনি। কিন্তু এখন আপনার দর্শন পেয়ে আমার এতদিনের সংকল্প পূরণ হলো।

৩০০. পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত থেকেই অজস্র বৃক্ষ যেমন যথাসময়ে পুষ্পিত হয়ে দিব্যগন্ধ প্রবাহিত করতে থাকে। এতে করে অসংখ্য প্রাণীকূল প্রীত হয়।

৩০১. তদ্রুপ আমিও মহাবীর মহাযশস্বী শাক্যপুত্রের শাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিমুক্তি পুষ্পে পুষ্পিত হয়েছি।

৩০২. বিমুক্তি পুষ্পে পুষ্পিত হয়ে আমি ভবসংসারে দুঃখ হতে মুক্ত হয়েছি। এতে করে আমি সমস্ত প্রাণীদেরকেও সন্তুস্ত করছি।

৩০৩. হে চক্ষুষ্মান, সমস্ত বুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে মহামুনি ব্যতীত তোমার পুত্রের মত প্রজ্ঞাবান দ্বিতীয় কাউকে দেখছি না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩০৪. সুশিক্ষিত, সুবিনীত, শান্ত, দান্ত তার সেই শিষ্য পরিষদ সব সময় তাকে (প্রজ্ঞাবান সারিপুত্রকে) পরিবেষ্টিত হয়ে থাকত।

৩০৫. ধ্যানী, ধ্যানরত, ধীর, শান্তচিত্ত, সমইহতচিত্ত ও মুনিব্রতধারী শিষ্যগণ সব সময় তাকে পরিবেষ্টিত হয়ে থাকত।

৩০৬. অল্পেচ্ছু, প্রাজ্ঞ, ধীর, স্বল্পভোজী, অলোলুপ, যথালাভে সন্তুষ্ট শিষ্যগণ সব সময় তাকে পরিবেষ্টিত হয়ে থাকত।

৩০৭. অরণ্যবিহারী, অরিধুননকারী, সতত ধ্যানী, ছিন্নচীবরধারী, বিবেকাভিরত, ধীর শিষ্যগণ সব সময় তাকে পরিবেষ্টিত হয়ে থাকত।

৩০৮. ফললাভী ও ফলপ্রতিপন্ন, উত্তমার্থ অন্বেষী শৈক্ষ্য শিষ্যগণ সব সময় তাকে পরিবেষ্টিত হয়ে থাকত।

৩০৯. স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ বিমল শিষ্যগণ সব সময় তাকে পরিবেষ্টিত হয়ে থাকত।

৩১০. স্মৃতিপ্রস্থান ও বোধ্যাঙ্গ ভাবনায় রত তাঁর বহু শ্রাবক সবাই তাকে পরিবেষ্টিত হয়ে থাকত।

৩১১. চারি ঋদ্ধিপাদে দক্ষ, সমাধি ভাবনায় রত ও সম্যক প্রচেষ্টাকারী শিষ্যগণ সব সময় তাকে পরিবেষ্টিত হয়ে থাকত।

৩১২. ত্রিবিদ্যালাবী, ষড়াভিজ্ঞ, ঋদ্ধিধর ও প্রজ্ঞা পারমী পরিপূরণকারী শিষ্যগণ সব সময় তাকে পরিবেষ্টিত হয়ে থাকত।

৩১৩. হে মহাবীর, এমন সুশিক্ষিত, অনাসক্ত, তেজস্বী শিষ্যগণই তাকে সব সময় পরিবেষ্টিত হয়ে থাকত।

৩১৪. পশুরাজ সিংহের ন্যায় সেই সংযত তপস্বী শিষ্যদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে পূর্ণচন্দ্রের মতো শোভা পেত।

৩১৫. বৃক্ষ যেমন ধরনীর বুকে প্রতিষ্ঠিত থেকেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও ফল প্রদান করে।

৩১৬. তদ্রুপ হে মহাযশস্বী শাক্যপুত্র, আপনিও পৃথিবী সদৃশ। তারা আপনার শাসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে অমৃত ফল নির্বাণ লাভ করে থাকে।

৩১৭-৩১৮. সিন্ধু, সরস্বতী, চন্দ্রভাগি, গঙ্গা, যমুনা, সরভূ ও মহী প্রভৃতি মহানদী যেমন প্রবাহিত হয়ে সাগরকে পরিপূর্ণ করে এবং পূর্বের নাম ত্যাগ করে সাগরের পানী বলেই পরিচিত হয়।

৩১৯. তদ্রুপ ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈক্ষ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণ হতে আপনার নিকট প্রব্রজ্যিত হয়ে পূর্বের নাম ত্যাগ করে 'বুদ্ধপুত্র' হিসেবেই সবাই জানে।

৩২০. বিমল চন্দ্র যেমন অনন্ত আকাশে বিচরণ করে আর আকাশস্থ শতসহস্র লক্ষ কোটি তারার মধ্যেও চন্দ্র চির দেদীপ্যমান।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩২১. ঠিক তদ্রুপ হে মহাবীর, ত্রিলোকবাসী দেবমানবকে অতিক্রম করে আপনিও অতীব উজ্জ্বল।

৩২২. সাগরের গভীবে উৎপন্ন উর্মীমালা যেমন তীর অতিক্রম করতে পারে না, তীর স্পর্শ করলেও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।

৩২৩. ঠিক তদ্রুপ মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ অন্যতীর্থিয়গণ ধর্ম প্রকাশ করতে গিয়ে সেই মুনিকে অতিক্রম করতে পারে না।

৩২৪. যদি তারা তার কাছে আসেও চক্ষুষ্মান তাদের যথার্থ উত্তর দেন এবং তাতে তারা পরাস্থ হয়।

৩২৫. জলে উৎপন্ন কুমুদ বা মন্দালক পুষ্পবৃক্ষ যেমন কর্দমাক্ত পঙ্কিল হয়।

৩২৬. ঠিক তদ্রুপ ত্রিলোকের বহু সত্ত্ব রাগ-দ্বেষাদি কর্দমে কর্দমাক্ত হয়।

৩২৭. জলজ পদ্ম যেমন জলের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেও কর্দমাক্ত হয় না, পরিশুদ্ধ থাকে। হে মহামুনি, আপনিও পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে লোকসমাজে বসবাস করলেও পাপপঙ্ক আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না।

৩২৯. কার্তিক মাসে বহু পদ্মফুল ফুটলেও যেমন সেই কার্তিক মাসটিকে কোন সময় অতিক্রম করে না।

৩৩০. ঠিক তদ্রুপ হে মহাবীর, আপনার শিষ্যরা বিমুক্তি পুষ্পে পুষ্পিত হয়ে কস্মিনকালেও আপনার উপদেশ অতিক্রম করে না অর্থাৎ অমান্য করে না।

৩৩১. সুপুষ্পিত বৃক্ষরাজ শাল যেমন চৌদিকে দিব্যগন্ধ ছড়ায় এবং অন্য শাল গাছের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বৃক্ষরাজ শাল হিসেবে শোভা পায়।

৩৩২. ঠিক তদ্রুপ হে মহাবীর, বুদ্ধজ্ঞানে পুষ্পিত হয়ে ভিক্ষুসংঘ পরিবেষ্টিত আপনিও বৃক্ষরাজ শালের ন্যায় শোভিত হন।

৩৩৩. শিলাময় পর্বত হিমবা যেমন সকল সত্ত্বগণের ওষুধস্বরূপ এবং নাগ, অসুর ও দেবতাদের আশ্রয়স্থল।

৩৩৪. ঠিক তদ্রুপ হে মহাবীর, ত্রিবিদ্যা লাভী, ষড়াভিজ্ঞ, অলৌকিক ঋদ্ধিধর, পারমী পরিপূর্ণ আপনিও প্রাণীগণের ওষুধস্বরূপ।

৩৩৫. হে মহাবীর, আপনার অমিয় করুণায় সিক্ত হয়ে সত্ত্বগণ আপনার শাসনে ধর্মরতিতে রমিত হয় ও অবস্থান করে।

৩৩৬. পশুরাজ সিংহ যেমন স্বীয় আবাস হতে বের হয়ে এস চতুর্দিকে একটু তাকিয়ে দেখার পর তিনবার তীব্র স্বরে গর্জন করে থাকে।

৩৩৭. এভাবে পশুরাজ সিংহ গর্জন করায় মৃগসহ অন্যান্য পশুরা ভীত হয়, ত্রাসিত হয়।

৩৩৮. ঠিক তদ্রুপ হে মহাবীর, আপনিও সিংহনিনাদে গর্জন করলে সমগ্র বসুধা প্রকম্পিত হয়, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা ধর্ম বুঝতে পারে, মার ভীত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৩৯. মহামুনি এভাবে গর্জন করলে ত্রাসিত মৃগের ন্যায় তীর্থিয়গণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়, কাকসহ অন্যান্য পাখিরা বিভ্রান্ত হয়।

৩৪০. পৃথিবীতে যে-সমস্ত গণাচার্য আছেন তারা সকলে শাস্তা হিসেবে পরিচিত হন এবং পরিষদের মধ্যে তারা পরম্পরাগত ধর্মদেশনা করেন।

৩৪১. হে মহাবীর, আপনি স্বয়ং চর্তুসত্য ও বোধিপক্ষীয়ধর্ম জ্ঞাত হয়ে সত্ত্বগণের উদ্দেশে ধর্মদেশনা করেননি।

৩৪২. আসব, অনুশয় ও ইন্দ্রিয় সমূহের বলসম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে এবং উচিত, অনুচিত সম্বন্ধে সম্যক অবগত হয়ে এবার মহামেঘের ন্যায় গর্জন করুন।

৩৪৩. সমগ্র চক্রবাল জুড়ে যে সমস্ত সত্ত্বগণ আছে তারা সবাই সংশয়াকীর্ণ ও ভীষণ মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ।

৩৪৪. ঐ পম্যকুশলমুনি সকল সত্ত্বগণের চিত্ত স্বচিত্তে জ্ঞাত হয়ে মাত্র একটি প্রশ্নের মাধ্যমেই সত্ত্বগণের বিমতি তথা সংশয় দূর করতে পারেন।

৩৪৫. সমগ্র পৃথিবী উপতিষ্যের মত জ্ঞানীগুণীওত পরিপূর্ণ। তারা সকলেই কৃতাঞ্জলি হয়ে লোকনায়ক বুদ্ধের গুণকীর্তন করছিলেন।

৩৪৬. তারা সকলে কল্পকাল ধরে নানা উপমা যোগে তথাগতের গুণকীর্তন করলেও ও শেষ করতে পারবে না, কারণ তথাগতের গুণ অনন্ত অপ্রমেয়।

৩৪৭. আমি এতক্ষণ সাধ্যানুসারে বুদ্ধের গুণকীর্তন করলাম। এভাবে কোটি কল্প ধরে গুণকীর্তন করলেও শেষ করা সম্ভব নয়।

৩৪৮. যদি কোন সুশিক্ষিত দেবতা বা মনুষ্য সে-চেষ্টা করে, তাহলে সে শুধু দুঃখেরই ভাগী হবে।

৩৪৯. হে মহাযশস্বী শাক্যপুত্র, আপনার শাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, প্রজ্ঞা দ্বারা পারমীর পূর্ণতা সাধন করে এখন আমি অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩৫০. আজ আমি শাক্যপুত্রের শাসনে ধর্মসেনাপতি হয়ে তীর্থিয়গণকে দমন করি এবং জিনশাসনকে অনুবর্তন করি।

৩৫১. অপরিমিত সুকৃত সুকর্মের ফল আমি এই জন্মে পেয়েছি, পরম সুখের অধিকারী হয়েছি এবং সমস্ত ক্লেশ অরি আমি তীরের গতিতে দগ্ধ করেছি।

৩৫২. কোন মানুষের মাথার উপর ভারী বোঝা তুলে দিলে যেমন সেই মানুষটি ভীষণ কষ্টপায়, দুঃখগ্রস্ত হয়।

৩৫৩. ঠিক তদ্রুপ আমিও দীর্ঘকাল ধরে এই সংসারে জন্ম-জন্মান্তরে রাগ, দ্বেষ, মোহ এই ত্রিবিধ অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে ভীষণ রকম কষ্ট পেয়েছি, দুঃখগ্রস্ত হয়েছি।

৩৫৪. আজ আমি ভবমুক্ত, সমস্ত দুঃখ ভার আমার শরীর থেকে নেমে গিয়েছে এবং শাক্যপুত্রের শাসনে আমার সমস্ত করণীয় কর্ম শেষ হয়েছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৫৫. সমস্ত বুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে শাক্যসিংহ বুদ্ধ ব্যতীত প্রজ্ঞার দিক দিয়ে সবার চাইতে আমিই শ্রেষ্ঠ। আমার সমকক্ষ অন্য কেউ নেই।

৩৫৬. আমি সমাধিতে সুকৌশলী ও অমিত ঋদ্ধি শক্তির অধিকারী। আমি চাইলেই নিজেকে ঋদ্ধিযোগে সহস্র জনে রূপান্তরিত করতে পারি।

৩৫৭. আনুপূর্বিকভাবে মহামুনি বুদ্ধ সমস্ত কিছু বশীভূত করেছেন। তিনিই আমাকে উপদেশ দিয়েছেন। এখন নিরোধই (নির্বাণ) আমার পরম শয়ন।

৩৫৮. আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। আমি সমাধিতে অতিশয় দক্ষ। আমি সম্যক প্রচেষ্টায় রত ও বোধ্যাঙ্গ ভাবনায় রত।

৩৫৯. একজন শ্রাবকের দ্বারা যা প্রাপ্তব্য তৎসমস্তই আমি লাভ করেছি। একমাত্র লোকনাথ বুদ্ধ ব্যতীত আমার সমকক্ষ দ্বিতীয় কেউ নেই।

৩৬০. আমি সমাপত্তিতে ভীষণ দক্ষ। ধ্যান বিমোক্ষ অসম্ভব তাড়াতাড়ি আমি লাভ করতে পারি। আমি বোধ্যাঙ্গ ভাবনায় রত এবং শ্রাবকগণের সমস্ত গুণ ও পারমী আমার অধিগত।

৩৬১. শ্রাবকগুণের পরম স্পর্শে আমি পুরুষোত্তম হয়েছি। সব্রহ্মচানিগণের প্রতি সদা শ্রদ্ধাতদ্গত চিত্ত।

৩৬২. বমিত বিষ সর্পের মত ও ভগ্নশিং বৃষের মত আমি আমার সমস্ত মান, অহংকার ছুড়ে ফেলে দিয়ে পরম গৌরমসহকারে সংঘের নিকট উপস্থিত হয়েছি।

৩৬৩. আমার প্রজ্ঞা এমন ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, এই ধরনীর কেউই তার সমতুল্য হতে পারে না। অনোমদর্শী ভগবানের জ্ঞানস্তুতির এমনই ফল।

৩৬৪. শাক্যপুত্র প্রবর্তিত ধর্মচক্র আমিই একমাত্র অনুপ্রর্বতন করতে সক্ষম, জ্ঞানস্তুতির এমনই ফল।

৩৬৫. কস্মিনকালেও পাপেচ্ছার বশবর্তী, আলস্যপরায়ণ, অল্পশ্রুত ও অগৌরবী, হীনবীর্য মানুষের সহিত আমার সাক্ষাত না হোক।

৩৬৬. বহুশ্রুত, পণ্ডিত, মেধাবী, শীলে সুসমাহিত ও চিত্ত সমাধিযুক্ত ব্যক্তিই আমার মস্তকের উপরে স্থিত হোক।

৩৬৭. হে ভদন্তগণ, এখানে সমবেত সকলের উদ্দেশেই আমি বলছি, আপনারা সবাই অল্পেচ্ছু হোন, সন্তুষ্টচিত্ত ও ধ্যানরত ধ্যানী হোন।

৩৬৮. আমি যাঁকে দেখে প্রথম বিরজ বীতমল হয়েছিলাম, সেই অশ্বজিত নামক ধীর শ্রাবকই আমার পরম গুরু।

৩৬৯. তার অসীম দয়ায় আজ আমি ধর্মসেনাপতি হয়েছি এবং সমস্ত পারমী পূরণ করে আসবহীন হয়ে অবস্থান করছি।

৩৭০. অশ্বজিত নামক যেই শ্রাবক আমার পরম গুরু ছিলেন, তিনি যেই দিকে অবস্থান করতেন আমি সেই দিকে মাথা রেখেই ঘুমাতাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৭১. শাক্যসিংহ গৌতম আমার পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে ভিক্ষুসংঘের মধ্যে আমাকেই অগ্রস্থানে স্থাপন করেছিলেন।

৩৭২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে জন্ম নিরুদ্ধ হয়েছে। নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে অনাসক্ত হয়ে আমি অবস্থান করছি।

৩৭৩. বুদ্ধ শ্রেষ্ঠের নিকট আমাকে স্বাগত জানানো হয়েছে এবং ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের সমস্ত উপদেশসম্পন্ন করেছি।

৩৭৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধশাসনে কৃতকার্য হলাম।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সারিপুত্র স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সারিপুত্র স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

৩.২. মহামোগ্গল্লান স্থবির অপদান

এই মহামোগ্গল্লান স্থবির অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যেমে জন্মে জন্মে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে অনোমদর্শী ভগবানের সময় প্রভৃতি ধর্ম সেনাপতি সারিপুত্র স্থবির অপদানে বর্ণিত বর্ণনার মতো জ্ঞাতব্য। স্থবির প্রব্রজ্যিত হওয়ার সপ্তম দিনের মাথায় মগধরাষ্ট্রে কল্লবালগ্রামকে আশ্রয় করে শ্রমণধর্ম অনুশীলন করতে করতে একসময় স্ত্যনমিদ্ধ তথা তন্দ্রালস্য দ্বারা আক্রান্ত হলে শাস্তা এসে উৎসাহ বাক্যে তাকে বললেন: 'মোগ্গল্লান তোমার জন্মজন্মান্তরের প্রচেষ্ঠা মোটেও তুচ্ছ করার মতো নয়।' এভাবে শাস্তা কর্তৃক উৎসাহিত হওয়ার পর প্রবল পরাক্রমে উৎপন্ন স্ত্যনমিদ্ধকে তিনি দূরীভূত করেছিলেন। তারপর ভগবানের ধাতুকর্মস্থানের কথা শুনে পর্যায়ক্রমে বিদর্শন ভাবনার মাধ্যমে উপরের মার্গত্রয় অধিগত করলেন এবং পরমুহূর্তেই অর্হত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শীর্ষ শ্রাবকজ্ঞান লাভ করেছিলেন।

এভাবে দ্বিতীয় অগ্রশ্রাবকত্ব প্রাপত হয়ে আয়ুষ্মান মহামোগ্গল্লান স্থবির নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে অত্যন্ত খুশিমনে নিজের পূর্বজন্মের কাহিনি (অপদান) প্রকাশ করতে গিয়ে শুরুতেই 'অনোমদর্শী ভগবান' প্রভৃতি বলেছিলেন।

৩৭৫. অনুত্তর দেবসংঘ প্রমুখ লোকশ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ অনোমদর্শী ভগবান হিমালয়ে অবস্থান করতেন।

৩৭৬. তখন আমি বরুণ নামক শীলগুণসম্পন্ন, মহাঋদ্ধিধর নাগরাজ হয়ে জন্মেছিলাম এবং আমার আবাস ছিল মহাসাগর।

৩৭৭. আমি তখন আমার সঙ্গীগণের সঙ্গ ত্যাগ করে বিবিধ প্রকার স্থাপন করেছিলাম এবং সম্বুদ্ধকে পরিবেষ্টিত করে অপ্সরাগণ নানা বাদ্যযন্ত্র বাজিয়েছিল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৭৮. এভাবে দিব্য তূর্য বাজানোর সময় বুদ্ধ সেই শব্দ শুনতে পেয়ে জাগ্রত হয়েছিলেন।

৩৭৯. তারপর আমি সম্বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম এবং নিজ নাগভবনে এসে আসন প্রস্তুত করার পর 'সময় হয়েছে' বলে সম্বুদ্ধকে আমি জানিয়েছিলাম।

৩৮০. তারপর লোকনায়ক বুদ্ধ সহস্র ক্ষীণাসব অর্হৎ পরিবেষ্টিত হয়ে দশদিক আলোকিত করে আমার নাগ ভবনে এসেছিলেন।

৩৮১. তখন আমি আসনে উপবিষ্ট ভিক্ষুসংঘসহ দেবাতিদের নরশ্রেষ্ঠ মহাবীরকে বিবিধ প্রকার অন্নপানীয় দান করে পরিতৃপ্ত করেছিলাম।

৩৮২. সয়ম্ভূ অগ্রপুদ্গল মহাবীর ভগবান সেই দান অনুমোদন করেছিলেন এবং ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবিষ্ট হয়ে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৩৮৩. যেই ব্যক্তি লোকনায়ক বুদ্ধপ্রমুখ অনুত্তর সংঘকে পূঁজা করলো, সে সেই চিত্তপ্রসন্নতা হেতু দেবলোকে গমন করবে।

৩৮৪. সাতাত্তর বার দেবকুলে রাজত্ব করবে এবং এই পৃথিবীতে আটশতবার রাজত্ব করবে।

৩৮৫. পঞ্চান্নবার রাজচক্রবর্তী হবে এবং তখন তার অসংখ্য ভোগসম্পত্তি উৎপন্ন হবে।

৩৮৬. এখন হতে অপরিমেয় কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

৩৮৭. সে তখন নিরয় হতে চ্যুত হয়ে মানবজন্ম লাভ করবে এবং কোলিত নামক ব্রহ্মবন্ধু হবে।

৩৮৮. পরবর্তীতে সে প্রব্রজ্যিত হওয়ার পর কুশলমূলে উপদিষ্ট হয়ে গৌতম ভগবানের দ্বিতীয় অগ্রশ্রাবক হবে।

৩৮৯. সে আরদ্ধবীর্য, ভাবিতচিত্ত, অতুলনীয় ঋদ্ধিমান হয়ে সমস্ত আসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

৩৯০. আমি কোন এক জন্মে পাপমিত্রের সাহায্যে কামরাগ চরিতার্থ করার জন্য প্রদুষ্টমনে মাতাপিতাকে হত্যা করেছিলাম।

৩৯১. নিরয় অথবা মনুষ্যলোকে আমি যেখানেই জন্মগ্রহণ করিনা কেন সেখানেই মস্তক ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করি, পূর্বকৃত পাপকর্মের কারণে।

৩৯২. এমনকি এই অন্তিম জন্মেও সেই পূর্বকৃত পাপকর্ম আমার পেছনে সদা ধাবমান। সুতরাং এই জন্মেও আমি সেভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হবো।

৩৯৩. বিবেকযুক্ত ও সমাধিভাবনায়রত হয়ে আমি সমস্ত আসব ক্ষয় করে অনাসক্ত হয়েই অবস্থান করি।

৩৯৪. আমি জন্মজন্মান্তরে পুণ্যবলে এমন অমিত ঋদ্ধি শক্তির অধিকারী যে এই সুগভীর বিশাল এই ধরণীকেও আমার বাম হাতের আঙুলে কম্পিত করতে পারি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৯৫. আমার মধ্যে সামান্য পরিমাণও অস্মিমান দেখতে পাচ্ছি না। মান-অহংকার আমার মধ্যে নেই। শ্রমণ গৌতম প্রমুখ সমস্ত ভিক্ষুসংঘকে আমি গৌরব প্রদর্শন করছি।

৩৯৬. আমি এই হতে অপরিমেয় কল্প আগে যে অগ্রশ্রাবকত্ব প্রার্থনা করেছিলাম, আজ আমি এই শেষ জন্মে আসবক্ষয় করে সেই অগ্রশ্রাবকত্ব লাভ করেছি।

৩৯৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ এ ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধশাসনে কৃতকার্য হলাম।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মহামোগ্গল্লান স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মহামোগ্গলান স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩.৩. মহাকাশ্যপ স্থবির অপদান

এই মহাকাশ্যপ স্থবির অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মে জন্মে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে বৈদেহ নামক আশিকোটি ধনী এক কুটুম্বিক ছিলেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘ এই ত্রিরত্নের প্রতি অচলাশ্রদ্ধাসম্পন্ন এক উপাসক। একসময় উপোসথ দিনে তিনি খুব ভোরে সুখাদ্য খেয়ে উপোসথশীল অধিষ্ঠান করে গন্ধ-পুষ্পমাল্যাদি হাতে নিয়ে বিহারে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে শাস্তাকে পূজা ও বন্দনা করার পর একপাশে উপবেশন করেছিলেন।

সেই মুহূর্তে শাস্তা মহানিসভ স্থবিরকে শাস্তাশাসনের মধ্যে তৃতীয়শ্রাবক হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন এই বলে যে, হে ভিক্ষুগণ আমার শ্রাবক ধুতাঙ্গধারী ভিক্ষুগণের মধ্যে এই নিসভ স্থবিরই প্রধান। ূপাসক তা শুনে অতিশয় প্রসন্ন হলেন। ভগবানের ধর্মকথা বলা শেষ হলে উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী চলে গেলেন। তারপর সেই উপাসক শাস্তাকে বন্দনা করার পর এই বলে নিমন্ত্রণ করলেন; 'ভন্তে, আগামীকাল আমার গৃহে পিণ্ডগ্রহণ করুন।' 'উপাসক, ভিক্ষুসংঘ তো বিশাল।' 'ভন্তে, কতজন?' 'উপাসক, ভিক্ষর সংখ্যা আটষট্টি লক্ষ।' 'ভন্তে, তাহলে বিহারে একজন শ্রামণকেও না রেখে সকলেই আমার গৃহে পিণ্ডগ্রহণ করুন।' শাস্তা সেই উপাসকের ফাং গ্রহণ করলেন। উপাসক শাস্তা ফাং গ্রহণ করেছেন জানতে পেরে স্বীয় গৃহে গিয়ে মহাদানের আয়োজন করে পরদিন শাস্তাকে ভোজনের সময় অবগত করলেন। শাস্তা পাত্র-চীবর নিয়ে ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হয়ে উপাসকের ঘরে গিয়ে নির্দিষ্ট আসনে বসলেন। তারপর অতিশয় তৃপ্তিসহকারে ভোজন করলেন। উপাসক তখন শাস্তার সামনে বসলেন।

এরই মধ্যে মহানিসভ স্থবির পিণ্ডচরণ করতে করতে সেই পথে এসে পড়লেন। উপাসক তাকে দেখে আসন হতে উঠে সেখানে গিয়ে স্থবিরকে বন্দনা নিবেদনপূর্বক বললেন; 'ভন্তে, আপনার পাত্রটি আমাকে দেন।' স্থবির পাত্রটি তাকে দিলেন। উপাসক বললেন: 'ভন্তে, শাস্তা আমার গৃহে উপবিষ্ট আছেন, আপনিও আমার গৃহে প্রবেশ করুন।' স্থবির বললেন, 'উপাসক তা সম্ভব হবে না।' সেই উপাসক স্থবিরের পাত্র হাতে নিয়ে পিণ্ডপাত দিয়ে পূর্ণ করে পাত্রটি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাঁকে দিয়েদিলেন। তারপর স্থবির পাত্র হাতে নিয়ে চলে গেলে উপাসক শাস্তার কাছে গিয়ে উপবেশনপূর্বক এরূপ বললেন, ভন্তে মহানিসভ স্থবিরকে 'শাস্তা গৃহে উপবিষ্ট আছেন' বলা হলেও গৃহে প্রবেশ করলেন না। এই স্থবির কি আপনাদের চাইতে অধিক গুণধর? বুদ্ধগণের কিন্ত সামান্যতমও বর্ণ মাৎসর্য নেই। তাই শাস্তা বললেন, উপাসক, আমরা ভিক্ষাগ্রহণ করে গৃহে উপবেশন করি, কিন্তু সেই ভিক্ষু এভাবে গৃহে উপবেশন করে আহার করে না। আমরা গ্রাম্য বিহারে বসবাস করি, সে কিন্তু অরণ্যেই বসবাস করে। আমরা কুঠিরে বসবাস করে, সে কিন্তু খোলা আকাশের নিচেই বসবাস করে। ভগবান 'তার এই এই গুণ' এভাবে মহাসমুদ্র পরিপূরণ করার ন্যায় সেই স্থবিরের গুণের কথা প্রকাশ করলেন।

উপাসকও স্বাভাবিকভাবে জ্বলন্ত প্রদীপে আরো তেল ঢেলে দেওয়ার ন্যায় অধিকতর প্রসন্ন হয়ে চিন্তা করলেন, আমি অন্য সমাপত্তি পেয়ে কী করব, বরঞ্চ ইহাই ভাল হয় যে, ভবিষ্যতে আমি কোন এক বুদ্ধের শাসনে ধুতাঙ্গধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য প্রার্থণা করব। এই ভেবে সেই উপাসক পুনঃরায় শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করলেন। পূর্বক্তোভাবে সাত দিন পর্যন্ত মহাদান দিয়ে শেষ দিনে বুদ্ধপ্রমুখ মহাভিক্ষুসংঘকে ত্রিচীবর দান করে শাস্তার পাদমূলে মাথা নোয়ায়ে এরূপ বললেন, ভন্তে, আমি যে সাত দিন পর্যন্ত মহাদান দিলাম এবং মৈত্রীসহগত কায়কর্ম, বাক্যকর্ম ও মনোকর্মসম্পন্ন করলোম, এই পুণ্যের ফলে আমি কোন দিব্যসম্পত্তি, শক্র সম্পত্তি, মারসম্পত্তি বা ব্রহ্মসম্পত্তি প্রার্থনা করব না। আমি প্রার্থনা করব, এই পুণ্যের ফলে আমি যাতে ভবিষ্যতে কোন এক বুদ্ধের শাসনে মহানিসভ স্থবিরের মত ধুতাঙ্গধারীদের মধ্যে অগ্রস্থান লাভ করতে পারি। শাস্তা জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখতে পেলেন যে, এর পথ্যেনা পূর্ণ হবে' দেখতে পেয়ে বললেন, উপাসক, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে। ভবিষ্যতে শতসহস্র কল্প পরে পৃথিবীতে গৌতম নামক বুদ্ধ আবির্ভূত হবেন। তুমি তার শাসনে মহাকাশ্যপ স্থবির নামে তৃতীয় শ্রাবক হবে। বুদ্ধের এই কথা শোনার পর উপাসক 'বুদ্ধগণের কথা অব্যর্থ' এই কথা ভেবে পরদিন প্রাত হওয়ার ন্যায় সেই সম্পত্তি লাভের কথা অবগত হলেন। তারপর থেকে সেই উপাসক আমরণকাল পর্যন্ত দান দিয়ে শীল রক্ষা করে নানাবধ পুণ্যকর্ম করে মৃত্যুর পর স্বর্গে জন্ম নিলেন।

তারপর থেকে দেবলোকে দেবসম্পত্তি ও মনুষ্যলোকে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করতে করতে এখন হতে একানব্বই কল্প আগে বিপশ্বী সম্যকসম্বুদ্ধ বন্ধুমতীনগরকে আশ্রয় করে মৃগদায়ে অবস্থান করছিলেন। তখন সেই উপাসক দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে জীর্ণশীর্ণ জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই সময় বিপশ্বী ভগবান বুদ্ধত্ব লাভের সপ্তমবর্ষে ধর্মদেশনা করলে পরে বিরাট কোলাহলের সৃষ্টি হয়েছিল। সমগ্র জম্বুদীপে দেবতা বলতে লাগলেন যে, শাস্তা ধর্মদেশনা করবেন। ব্রাহ্মণ সেই সংবাদটি শুনেতে পেলেন। ব্রাহ্মণ ও তার স্ত্রী তাদের দুজনের মাত্র একটি করে অন্তর্বাস আছে। কিন্তু পরিধেয় বস্ত্র স্বামী-স্ত্রী দুজনের জন্য মাত্র একটি। সেজন্য সেই ব্রাহ্মণ সমগ্র নগরে একসাটকব্রাহ্মণ বলে পরিচিত ছিলেন। কোন কার্যাপলক্ষে ব্রাহ্মণগণ সমবেত হলে সেই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে ঘরে রেখে নিজে সেই পরিধেয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বস্ত্রটি পরিধান করে সেখানে যেতেন এবং ব্রাহ্মণীগণ সমবেত হলে সেই ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে ঘরে রেখে নিজে সেই পরিধেয় বস্ত্রটি পরিধান করে সেখানে যেতেন। কিন্তু সেই দিন সেই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে বললেন, ওগো, তুমি কি রাতে ধর্ম শুনতে যাবে নাকি দিনে? ব্রাহ্মণী বললেন, স্বামীন, আমি তো মেয়ে মানুষ, ভীরু প্রকৃতির। অতএব আমি রাতে ধর্ম শুনতে যেতে পারব না, দিনেই যাব। ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে ঘরে রেখে সেই বস্ত্রটি পরিধান করে ধর্মশ্রবণেচ্ছ উপাসকদের সাথে বিহারে গিয়ে শাস্তাকে বন্দনা নিবেদন করে একপাশে বসে ধর্ম শুনে আবার সেই উপাসকদের সাথেই ঘরে ফিরে আসলেন। অতঃপর ব্রাহ্মণও অনুরূপভাবে ব্রাহ্মণীকে ঘরে রেখে সেই বস্ত্রটি পরিধান করে বিহারে গেলেন।

সেই সময় শাস্তা সমবেত পরিষদের মধ্যে সাজানো গুছানো ধর্মাসনে বসে উপবিস্থ শ্রোতাদের চিত্তানুসারে আকাশগঙ্গায় অবতরণের ন্যায় ও সিনেরু পর্বতকে মর্দন করে সাগরে নিমজ্জিত করার ন্যায় ধর্মকথা বলছিলেন। ব্রাহ্মণ শ্রোতামণ্ডলীর একদম শেষ প্রান্তে বসে ধর্ম মুনতে লাগলেন। প্রথম যামেই তার সমস্ত শরীর পরিব্যপ্ত করে পঞ্চপ্রীতি উৎপন্ন হলো। সেই ব্রাহ্মণ পরিহিত বস্ত্রটি ধরে চিন্তা করলেন, এই বস্ত্রটি দশবল বুদ্ধকে দান করব। তারপর 'বহু সমস্যা হতে পারে' এই ভেবে তার মনে মাৎসর্য উৎপন্ন হলো। তিনি ভাবলেন, আমাদের দুজনের এই একটি মাত্র পরিধেয় বস্ত্র। এই একটি মাত্র বস্ত্র দান করে দিলে পরে পরিধেয় বস্ত্র ছাড়াই বাইরে বেরোতে পারব না। এভাবে চিন্তা করার পর তার মনের সমস্ত দানচেতনাই অন্তর্হিত হলো। তারপর প্রথম যাম শেষে মধ্যম যামেও তার মনে পূর্বানুরূপ পঞ্চপ্রীতি উৎপন্ন হলো এবং পূর্বানুরূপ নানা বিচার-বিশ্লেষণের পর পূর্ববৎ দানচেতনা অন্তর্হিত হলো। অতঃপর মধ্যম যাম অতিক্রান্ত হলে শেষ যামেও তার মনে পূর্বানুরূপ পঞ্চপ্রীতি উৎপন্ন হলো। তখন তিনি উৎপন্ন মাৎসর্য দমন করে বস্ত্রটি হাতে নিয়ে শাস্তার পদমূলে রাখলেন। তারপর বামহাতে বস্ত্রটি ধরে ডানহাতে তুলে 'আমার জয় হয়েছে, আমার জয় হয়েছে' বলে তিনবার উচ্চস্বরে চিৎকার করলেন।

সেই সময় বন্ধুসা রাজা ধর্মাসনের পেছনের সারিতে বসে ধর্ম শ্রবণ করছিলেন। 'আমার জয় হয়েছে, আমার জয় হয়েছে' এই চিৎকার শুনে রাজা বেশ অসন্তুষ্ট হলেন। তারপর রাজা একজন লোককে আদেশ করলেন' 'যাও, তাকে জিজ্ঞেস কর, সে কী বলতে চাই? এভাবে জিজ্ঞাসিত হলে ব্রাহ্মণ বললেন, হস্তী যানাদিতে আরোহিত হয়ে অজীনচর্ম পরিহিত হয়ে প্রতিপক্ষের সৈন্যকে পরাজিত করা, ইহা তেমন কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়। অথচ পেছনে আগমনরত দুর্বিনীত গরুকে লাঠি দিয়ে মাথায় আঘাত করে পালিয়ে যাওয়ার ন্যায় আমি আমার চিত্তে উৎপন্ন মাৎসর্যকে পরাভূত করে একমাত্র পরিহিত বস্ত্রটি দশবল বুদ্ধকে দান করতে পেরেছি, ইহাই বড় আশ্চর্যের বিষয়। সেই লোকটি রাজাকে খবরটি জানালেন। শোনার পর রাজা ভাবলেন, আমরা দশবল বুদ্ধের অনন্ত গুণের কথা না জানলেও ব্রাহ্মণ জানতে পেরেছেন। সেই ব্রাহ্মণের প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হয়ে রাজা তাকে দুটি বস্ত্র দান করলেন। তা দেখে ব্রাহ্মণ চিন্তা করলেন, রাজা প্রথমে আমাকে নীরবে উপবিষ্ট দেখেও কিছুই দিলেন না। পরে শাস্তা গুণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্পর্কে কিছু বলার পরই এই বস্ত্রদুটি দান করলেন। ইহা শাস্তাই পাওয়ার উপযুক্ত পাত্র। এই ভেবে ব্রাহ্মণ সেই বস্ত্রদুটি দশবল বুদ্ধকে দান করে দিলেন।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, ব্রাহ্মণ কী করেছেন? উত্তরে 'ব্রাহ্মণ সেই বস্ত্রটি তথাগতকে দান দিয়েছেন' শুনে আরো দুই জোড়া বস্ত্র সেই ব্রাহ্মণকে পাঠিয়ে দিলেন। ব্রাহ্মণ সেই দুই জোড়া বস্ত্রও শাস্তাকে দান করে দিলেন। পুনরায় রাজা 'আরো চার জোড়া বস্ত্র' এভাবে বস্ত্রযুগল পাঠিয়ে দিতে দিতে বত্রিশটি বস্ত জোড়া পাঠালেন। তারপর ব্রাহ্মণ ভাবলেন, মনে হয় ইহা যেন বাড়িয়ে বাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে।' তাই ব্রাহ্মণ করলেনকী, এক জোড়া নিজের জন্য আর এক জোড়া ব্রাহ্মণীর জন্য এই দুই জোড়া বস্ত্র রেখে বাকি ত্রিশ জোড়া তথাগতকে দান করলেন। তারপর থেকে সেই ব্রাহ্মণ শাস্তার অত্যন্ত বিশ্বাস ভাজন হলেন।

অনন্তর রাজা একদিন শীতকালে শাস্তার কাছে সেই ব্রাহ্মণকে ধর্ম শুনতে দেখে লক্ষটাকা মূল্যমানের পরিহিত রক্তকম্বলটি দিয়ে বললেন, 'এখন থেকে এই বস্ত্রটি পরিধান করেই ধর্ম শ্রবণ করবে।' সেই ব্রাহ্মণ তখন ভাবলেন, 'এত সুন্দর বচস্ত্রটি এই অশুচিপূর্ন দেহে জড়িয়ে কী হবে?' তারপর সেই ব্রাহ্মণ গন্ধকুঠিরের ভিতরে তথাগতের মঞ্চের উপরে চাঁদোয়া আকারে টাঙিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

অতঃপর একদিন রাজা খুব ভোরে বিহারে গিয়ে গন্ধকুঠিরের ভিতরে গিয়ে শাস্তার কাছে বসলেন। সেই মুহুর্তে বুদ্ধের ষড়রশ্মি সেই কম্বলে প্রতিফলিত হচ্ছিল। তাই সেই কম্বলটিকে আরো বেশি উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। রাজা তা দেখে নিজের দেওয়া কম্বলটি চিনতে পেরে বুদ্ধকে বললেন, 'ভন্তে, এই কম্বলটি তো আমার। এটি তো আমি একসাটকব্রাহ্মণকে দিয়েছিলাম।' বুদ্ধ বললেন, 'মহারাজ, আপনি ব্রাহ্মণকে পূজা করেছেন আর ব্রাহ্মণ আমাকে পূজা করেছেন। তখন রাজা চিন্তা করলেন, 'ব্রাহ্মণ আসলে আমার চাইতে বেশি জ্ঞানী। এই ভেবে তার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হয়ে একজন মানুষের যা যা প্রয়োজন তৎসমস্তই তাকে দান দিলেন এবং পুরোহিত হিসেবে নিয়োগ দিলেন। সেই ব্রাহ্মণও রাজপ্রদত্ত সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে আজীবন দান দিয়ে ও শীল রক্ষা করে মৃত্যুর পর স্বর্গে জন্মগ্রহণ করলেন।

পুনঃরায় সেখান থেকে চ্যুত হয়ে এই ভদ্রকল্পে ভগবান কোনাগমন ও কশ্যপ বুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে বারনাসীতে এক কুটুম্বিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বয়স বাড়ার সাথে সাথে খরবাস করতে করতে একদিন অরণ্যে হাঁটছিলেন। সেই সময় এক পচ্চেকবুদ্ধ নদীতীরে চীবর সেলাই করার সময় কাপড়ের সংকট হওয়ায় অসমাপ্ত চীবরটি ভাজ করে রেখে দিচ্ছিলেন। তিনি ঘটনা দেখে বললেন, 'ভন্তে, ভাজ করে নেখে দিলেন কেন?' পচ্চেকবুদ্ধ বললেন, কাপড়ে কুলাচ্ছে না তাই। তখন সেই কুটুম্বিক 'ভন্তে, এটি দিয়েই সেলাই করুন' বলে নিজের উত্তরীয় বস্ত্রটি দান করে প্রার্থনা করলেন, 'জন্মে জন্মে যাতে আমার কোন পরিহানি না হয়।'

এদিকে ঘরের মধ্যে তখন তার ভগ্নি ও ভার্যা মিলে দুজনে কলহ করছিল। এমন সময় পচ্চেকবুদ্ধ তাদের ঘরে পিণ্ডচরণ করতে আসলেন। তখন তার ভগ্নি পচ্চেকবুদ্ধকে পিণ্ড দান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দিয়ে সেই ভার্যাকে লক্ষ্য করে প্রার্থনা করল, 'ভবিষ্যতে যাতে এমন মূর্খের সংসর্গ করতে না হয়।' সেই ভার্যা গৃহাঙ্গনে দাঁড়িয়ে তা শুনতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে 'এর দেওয়া ভাত ইনি ভোজন না করুক' এই বলে নিজে তাঁর পাত্রটি হাতে নিয়ে ভাতগুলো ফেলে দিয়ে সেখানে ময়লা তুলে দিল। সেই ভগ্নি তা দেখে বললেন, 'মূর্খ কোথাকার, ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে গারি দাও আর প্রহার কর। কিন্তু দুই অসংখ্য কল্প ধরে পারমী পূরণকারী এমন পচ্চেকবুদ্ধের পাত্র হতে ভাত ফেলে দিয়ে তাতে ময়লা দেওয়া মোটেও তোমার উচিত হয়নি।' তারপর সেই ভার্যার বোধোদয় হলো। সে 'ভন্তে, একটু দাঁড়ান বলে পাত্র হতে ময়লা ফেলে দিয়ে, পাত্রটি ভালভাবে ধুয়ে সুগন্ধচূর্ণ মেখে উত্তম উত্তম খাদ্য-ভোজ্য পূরিয়ে দিয়ে পচ্চেকবুদ্ধের হাতে দিয়ে প্রার্থনা করল' 'এই ভাতগুলো যেমন ধবধবে সাদা তেমনি আমার সমস্ত শরীরও ধবধবে সাদা হোক।' পচ্চেকবুদ্ধ তার প্রার্থনা অনুমোদন করে আকাশ মার্গে চলে গেলেন। অতঃপর সেই দম্পতি যথায়ুকাল জীবিত থেকে মৃত্যুর পর স্বর্গে জন্মগ্রহণ করলেন। পুনঃরায় সেখান থেকে চ্যুত হয়ে উপাসক কশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের সময় বারানসিতে আশিকোটি ধনীর ঘরে জন্ম নিলেন। আর তার স্ত্রীও তেমন এক ধনী শ্রেষ্ঠীর কন্যা হয়ে জন্ম নিলেন। তারা উভয়েই প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠী কন্যার পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে স্বামী গৃহে আসার পর থেকেই দরজার চৌকাট থেকে মুরু করে সমস্ত ঘরেই খোলা ঘুয়ের গর্ত হতে দুর্গন্ধ বের হওয়ার ন্যায় প্রচণ্ড রকম দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। শ্রেষ্ঠপুত্র জিজ্ঞেস করলেন, এই গন্ধ কার কাছ থেকে বের হচ্ছে? উত্তরে 'শ্রেষ্ঠাকন্যার কাছ থেকে শোনার পর 'তাকে তার ঘরে পাঠিয়ে দাও, বলে নির্দেশ দিলেন। পরে সেই শ্রেষ্ঠী কন্যা এভাবে সাতটি কুলগৃহ হতে নির্বাসিত হয়েছিলেন।

সেই সময় দশবল কশ্যপবুদ্ধ পরিনির্বাপিত হয়েছিলেন। তাঁর জন্য লক্ষটাকা মূল্যের সুবর্ণ ইট দ্বারা যোজন প্রমাণ উচ্চতাবিশিষ্ট একটি চৈত্য নির্মাণ করা হচ্ছিল। নির্মাণকালে সেই শ্রেষ্ঠী কন্যা চিন্তা করলেন, আমি এই পর্যন্ত সাতটি স্থান হতে নির্বাসিত হয়েছি, বেঁচে থেকে আমার লাভ কী? শ্রেষ্ঠী কন্যা নিজের সমস্ত আভরণ দিয়ে দের্ঘ্যে-প্রস্থে চারি আঙুলবিশিষ্ট সুবর্ণ ইট তেরী করালেন। তারপর হরিত বর্ণের মনোশিলাপিণ্ড নিয়ে হাতে আটটি উৎপলপুষ্প নিয়ে চৈতাঙ্গনে গেলেন। সেই মুহূর্তে ইটা দ্বারা সেই চৈত্যটি নির্মাণ করে আসতে আসতে কিছু পরিমাণ ইটের অভাবে কাজটি শেষ করা হচ্ছিল না। শ্রেষ্ঠীকন্যা রাজমিস্ত্রীকে বললেন, 'এই ইটগুলো আমি এনেছি এই নেন এইগুলো দিয়ে কাজ শেষ করুন। রাজমিস্ত্রী বলল, হ্যাঁ ভদ্রে, আপনি যথাসময়েই এসেছেন, আপনি নিজ হাতেই তা স্থাপন করুন। তারপর সেই শ্রেষ্ঠকন্যা নিজের ইটটি যথাস্থানে স্থাপন করে সেই স্থানটিকে হাতে থাকা আটটি উৎপলপুষ্প দিয়ে পূজা ও বন্দনা করলেন এবং প্রার্থনা করলেন এই বলে যে, এই পুণ্যের ফলে জন্মে জন্মে আমার দেহ হতে চন্দনগন্ধ বের হোক এবং মুখ হতে উৎপলগন্ধ বের হোক। প্রার্থনা শেষে পুনঃরায় চৈত্যকে বন্দনা নিবেদন পূর্বক প্রদক্ষিণ শেষে স্বগৃহে চলে গেলেন।

অন্যদিকে সেই মুহূর্তেই তাকে প্রথমে যেই ঘরে নেওয়া হয়েছিল সেই শ্রেষ্ঠপুত্রের মনে তার কথা মনে পড়ল। নগরের মধ্যে তখন নক্ষত্র উৎসব উৎযাপিত হচ্ছিল। সেই শ্রেষ্ঠীপুত্র নিজের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিচারককে বললেন, 'পূর্বে আনীত সেই শ্রেষ্ঠীকন্যা এখন কোথায়? 'প্রভু, সে তো তার নিজের ঘরে' 'যাও, তাকে নিয়ে আস, নক্ষত্র উৎসবে তাকে নিয়ে ক্রীড়া করব।' পরিচারক শ্রেষ্ঠকন্যার ঘরে গিয়ে তাকে বন্দনা করে একপশে দাঁড়ালেন। তখন তাকে শ্রেষ্ঠীকন্যা জিজ্ঞেস করলেন, 'বৎস, এখানে আসার কারণ কী?' পরিচারক সমস্ত ঘটনা তাকে জানালেন। শ্রেষ্ঠকন্যা বললেন, 'বৎস, আমি তো আমার সমস্ত আভরণ দিয়ে চৈত্য পূজা করেছি। তাই আমার তো এখন কোন আভরণ নেই।' পরিচারক ফিরে গিয়ে শ্রেষ্ঠীপুত্রকে তা জানালেন। শ্রেষ্ঠপুত্র বললেন, 'যাও তাকে নিয়ে আস, এখানে আসলে পরিধেয় আভরণ সে পেয়ে যাবে।' তারপর পরিচারকেরা গিয়ে সেই শ্যেষ্ঠীকন্যাকে নিয়ে আসলেন। শ্রেষ্ঠীকন্যা ঘরে প্রবেশের সাথে সাথেই সমস্ত ঘর চন্দনগন্ধ ও উৎপলগন্ধে ভরে গেল। শ্রেষ্ঠীপুত্র তাকে জিজ্ঞেস করল 'ভদ্রে, তোমার শরীর হতে প্রথমে দুর্গন্ধ বের হতো। আর এখন দেখছি তোমার শরীর হতে চন্দনগন্ধ ও মুখ হতে উৎপলগন্ধ বের হচ্ছে, ইহার কারণ কী? তখন সেই শ্রেষ্ঠীকন্যা আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা জানালেন। শ্রেষ্ঠীপুত্র চিন্তা করলেন, 'অহো, বুদ্ধের শাসন কতোই হিতকর ও মঙ্গলদায়ক।' এরূপ বুদ্ধশাসনের প্রতি অতিশয় প্রসন্ন চিত্ত হয়ে এক যোজনবিশিষ্ট একটি সুবর্ণচৈত্য উত্তম কম্বল দিয়ে আচ্ছাদিত করে সেখানে রথচক্র প্রমাণ, সুবর্ণ পদ্ম দিয়ে সাজিয়ে তুললেন। তার চতুর্পাশে বার হাতবিশিষ্ট বস্ত্র ঝুলিয়ে দিলেন।

সেই শ্রেষ্ঠীপুত্র সেখানে যথায়ুষ্কাল জীবন যাপন করে সেখান হতে চ্যুত হয়ে স্বর্গে জন্মগ্রহণ করলেন। পুনঃরায় সেখান হতে চ্যুত হয়ে বারণসী হতে একযোজন দূরে এক জায়গায় জনৈক অমাত্যকুলে জন্ম নিলেন। তার স্ত্রীও দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে রাজপরিবারে বড় রাজকন্যা হয়ে জন্ম নিলেন। তারা উভয়েই প্রাপ্তবয়স্ক হলে একদিন সেই কুমারের গ্রামে নক্ষত্র উৎসব উৎযাপিত হচ্ছিল। কুমার মাকে বলল, 'মা, আমাকে একটি বস্ত্র দাও, আমি নক্ষত্র উৎসবে ক্রীড়া করব।' তার মা তখন তাকে একটি ধৌত বস্ত্র বের করে দিল। কুমার বলল, 'মা, ইহা অত্যন্ত স্থূল ও রুক্ষ।' তার মা তখন অন্য একটি বস্ত্র বের করে দিল। সে তাও নিল না। তারপর তার মা তাকে বলল, 'বৎস, আমরা যেই ঘরে জন্মেছি, তাতে এর চাইতে সূক্ষ্ম ও কোমল বস্ত্র পাবার পুণ্য আমাদের নেই।' কুমার বলল, 'মা, তাহলে আমি যেখানে গিয়ে সেই বস্ত্র পাব, সেখানেই যাচ্ছি।' মা বলল, 'পুত্র, তোমার জন্য আজই সমস্ত বারাণসী রাজ্য পাবার ইচ্ছা করছে আমার।' কুমার মাকে বন্দনা করে 'মা, আমি চলে যাচ্ছি' বলে চলে গেল। মাও বলল, 'যাও বৎস, যাও।' কুমার ঘর হতে বের হয়ে বারণসীতে গিয়ে উদ্যানের মঙ্গল শিলার উপর মস্তকাবৃত করে ঘুমিয়ে পড়ল। তখন কিন্তু বারণসীর রাজা মৃত্যুবরণ করেছেন মাত্র সাত দিন হলো।

এদিকে অমাত্যগণ রাজার শরীর কৃত্য শেষ করার পর রাজ অঙ্গণে বসে পরস্পর পরামর্শ করেছিলেন, এই ভাবেঃ 'রাজার একটি মাত্র কন্যা আছে। কিন্তু কোন পুত্র নেই। রাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টি হকে পারে। এমন পরিস্থিতিতে কাকে রাজা করলে ভাল হয়?' তখন অমাত্যগণ পরস্পর বলাবলি করছিলেন ও পরস্পরকে বলছিলেন, 'তুমি রাজা হও, তুমিই রাজা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হও।' পুরোহিত বললেন, 'একে ওকে দেখে লাভ নেই, চলুন আমরা সবাই সাজানো গুছানো চমৎকার একটি রথ ছেড়ে দেব।' তখন তারা সবাই মিলে কুমুদবর্ণের চারিটি সিন্ধু দেশীয় অশ্বকে রথের সাথে বেঁধে, পঞ্চবিধ রাজভাণ্ড ও শ্বেতচ্ছত্র স্থাপন করে রথটি ছেড়ে দিলেন। তারপর তার পেছনে পেছনে বিবিধ বাদ্যতূর্য বাজানোর ব্যবস্থা করলেন। সেই রথটি ক্রমে পরোনো দ্বার দিয়ে বের হয়ে উদ্যানের অভিমুখে যাত্রা করল। তখন কেউ কেউ বলল, 'রথটি উদ্যানের অভিমুখেই যাচ্ছে, তাই রথটিকে আমরা থামিয়ে দেব।' পুরোহিত বললেন, 'না, রথটিকে থামাবে না।' সেই রথটি তখন স্বাভাবিকভাবেই সেখানে গিয়ে কুমারকে প্রদক্ষিণ করল এবং রথে আরোহনের জন্য আপনাতেই দরজাটা খোলা গেল। পুরোহিত পায়ের কাপড়টি উল্টায়ে পদতল দেখে বললেন, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান, ইনিই এই রাজ্য শাসন করার যোগ্য ব্যক্তি।' তারপর বেশ জোড়ে তিনবার তূর্য বাজানোর আদেশ দিলেন।

অতঃপর কুমার সেই তূর্য শব্দে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। মুখের কাপড় সরিয়ে সামনে লোকজনকে দেখে বললেন, 'আপনারা এখানে কেন এসেছেন?' তারা বললেন, 'প্রভু, আপনাকেই আমাদের রাজ্য শাসন করতে হবে।'

কুমার বললেন, 'আপনাদের রাজা কোথায়?' তারা বললেন, প্রভু, তিনি কালগত হয়েছেন।' কুমার বললেন, কতদিন হলো?' তারা বললেন, সাত দিন হলো প্রভু।' কুমার বললেন, 'তার পুত্র কিংবা কন্যা নেই?' তারা বললেন, 'প্রভু, তার একটি কন্যা আছে, কিন্তু কোন পুত্র নেই।'

কুমার বললেন, 'তাহলে আমিই রাজ্য পরিচালনা করব।'

তৎক্ষণাৎ তারা অভিষেকমণ্ডপ তেরী করে রাজকন্যাকে সর্ণালঙকারে ভূষিত করে উদ্যানে এনে কুমারকে অভিষিক্ত করলেন। সেই অভিষেক অনুষ্ঠানে তারা লক্ষটাকা মূলের বস্ত্র নিয়ে গিয়েছিলেন। কুমার বললেন, 'বৎস, ইহা কী?' তারা বললেন, 'প্রভু, ইহা পরিধেয় বস্ত্র।' কুমার বললেন, 'ইহা এত স্থূল ও রুক্ষ কেন?' তারা বললেন, 'প্রভু মানুষের পরিভোগ্য বস্ত্রের মধ্যে এর চাইতে কোমল বস্ত্র আর নেই।' তোমাদের রাজা কি এই বস্ত্রই পড়তেন?' 'হ্যাঁ প্রভু।' 'তোমাদের রাজা তো দেখছি পুণ্যবান নয়। যাও, একটি সোনার পাত্র নিয়ে আস। আমি সেখান হতে বস্ত্র নেব।' তারপর তারা সোনার পাত্র আনালেন। কুমার হাত ও মুখ ধুয়ে হাতে জল নিয়ে পূর্বদিকে ছিটায়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তখন পৃথিবী ভেদ করে আটটি কল্পবৃক্ষ উৎপন্ন হলো। কুমার সেখান থেকে একটি দিব্যবস্ত্র পরিধান করে আদেশ দিলেন যে, নন্দরাজা রাজত্বে অভিষিক্ত হয়েছেন, তাই এই রাজ্যের সমস্ত সূত্রধর স্ত্রীলোককে কাপড় বুনবে না বলে ডোল পিটিয়ে ঘোষণা করে দাও। তারপর কুমার ছাতা ঊর্ধে তুলে অলংকৃত হয়ে হাতি পিঠি চড়ে নগরে প্রবেশ পূর্বক রাজপ্রাসাদে আরোহন করে মহাসম্পত্তি ভোগ করলেন।

এভাবে যাবার সময় দেবী রাজার এমন বিত্ত-বৈভব দেখে করুণা বশত বললেন, 'অহো, তপস্বী!' রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'দেবী, ইহা কী?' দেবী বললেন, 'প্রভু, আপনার প্রভূত বিত্ত-বৈভব।' ইহা অতীতে বুদ্ধগণকে শ্রদ্ধার সহিত দান করার ফল। কিন্তু আপনি তো এখন ভবিষ্যতের জন্য কোন পুণ্যকর্মই করছেন না।' 'কাকে দান করব, এখন তো কোথাও শীলবান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নেই।' 'প্রভু, জম্বুদীপ অর্হৎ শূন্য নয়। প্রভু, আপনি দানের আয়োজন করুন আমি আপনাকে অর্হৎ এন দিচ্ছি।' পরদিন রাজা প্রাচীনদ্বারে দানের আয়োজন করলেন। দেবী খুব ভোরে উপসোথশীল অধিষ্ঠান করে প্রাসাদের উপরে গিয়ে পূর্বাভিমুখী হয়ে ভুলুণ্ঠিত হয়ে বললেন, 'যদি এই দিকে কোন অর্হৎ থেকে থাকেন, তাহলে আগামীকাল এখানে এসে আমার ভিক্ষা গ্রহণ করুন।' কিন্তু সেই দিকে কোন অর্হৎই ছিলেন না। তাই সেই আয়োজিত দান সমস্তই যাচকদের দিলেন।

পরদিন দক্ষিণ দ্বারেও সেভাবেই দানের আয়োজন করলেন, কিন্তু সেইদিকেও কোন দক্ষিণার্হ অর্হৎ পেলেন না। তদ্রুপ পশ্চিম দ্বারেও। কিন্তু উত্তর দ্বারে পূর্বানুরূপ দানের অয়োজন করে দেবী নিমন্ত্রণ করলে হিমালয়ে বসবাসরত পদুমবতীর পুত্র পাঁচশত পচ্চেকবুদ্ধের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ মহাপদুম পচ্চেকবুদ্ধ ভাইকে বললেন, 'ভাই, নন্দরাজা তোমাদের নিমন্ত্রণ করছেন, সেই নিমনত্রণ গ্রহণ কর।' তারা সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে পরদিন অনোতওদহ হ্রদে মুখ ধুয়ে আকাশমার্গে গিয়ে উত্তরদ্বারে অবতরন করলেন। লোকেরা তাদের দেখে রাজার কাছে গিয়ে জানালেন, 'প্রভু' পাঁচশত পচ্চেকবুদ্ধ এসেছেন।' দেবীসহ রাজা সেখানে গিয়ে বন্দনা নিবেদনপূর্বক পচ্চেকবুদ্ধগণকে প্রাসাদে তুললেন। সেখানে তাদের দান দিলেন। ভোজন শেষে রাজা সংঘ স্থবিরকে ও দেবী সর্বকণিষ্ঠ পচ্চেকবুদ্ধের পদমূলে মাথা নত করে অনুমতি চাইলেন, 'ভন্তে, আর্যগণ যাতে চতুপ্রতয়ে কষ্ট না পান ও আমরাও যাতে পুণ্য হতে বঞ্চিত না হই, সেজন্য আপনারা এখানে আজীবন বসবাস করবেন বলে আমাদের প্রতিশ্রুতি দিন।' পচ্চেকবুদ্ধগণ প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেন। তারপর তারা উদ্যানে পাঁচশত পর্ণশালা ও চংক্রমণঘর নির্মাণ করালেন এবং তখন থেকে পচ্চেকবুদ্ধগণ সেখানে বসবাস করতে লাগলেন।

এভাবেই সময় অতিক্রান্ত হতে লাগল। একদিন রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অরাজকতা দেখা দিলে রাজা দেবীকে এই বলে উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন, 'আমি প্রত্যন্ত অঞ্চলে উদ্ভূত অরাজকতা দূর করতে সেখানে যাচ্ছি, তুমি পচ্চেকবুদ্ধগণের দেখভাল করবে।' রাজা সেখান থেকে ফিরে আসার আগেই পচ্চেকবুদ্ধগণের আয়ু শেষ হয়ে এসেছিল। মহাপদুম পচ্চেকবুদ্ধ রাত্রির তিনটি যাম ধ্যানে রত থেকে অরুণোদয়ের সময় চংক্রমণ ঘরের খুটি ধরে দাঁড়ানো অবস্থায়ই অনুপাদিশেষ নির্বাণ ধাতুতে পরির্বাপিত হলেন। ঠিক এভাবেই অবশিষ্ট সকল পচ্চেকবুদ্ধগণও পরিনির্বাপিত হলেন। পরদিন দেবী পচ্চেকবুদ্ধগণের জন্য বসার আসন সাজিয়ে তাতে ফুল ছিটিয়ে দিয়ে ধূপ জ্বালিয়ে পচ্চেকবুদ্ধগণের আগমনের অপেক্ষায় বসে থাকলেন। দেবী তাদের আসতে না দেখে লোক পাঠালেন এই বলে, 'বৎস যাও, আর্যদের কোন সমস্যা হয়েছে কিনা জেনে আস।' তারা সেখানে গিয়ে মহাপদুম পচ্চেকবুদ্ধের পর্ণশালার দরজা খুলে সেখানে তাকে দেখতে পেলেন না। তারপর চংক্রমণঘরে গিয়ে ঘরে খুটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বন্দনা নিবেদন করে বললেন, 'ভন্তে, পিণ্ড গ্রহণের সময় হয়েছে।' পরিনির্বাপিত শরীর কী আর বলবে। নীরব দেখে তারা মনে করলেন সম্ভবত ঘুমাচ্ছেন। তারপর হাত দিয়ে পায়ে স্পর্শ করে পায়ের শীতলতা ও স্তব্ধতা দেখে বুঝতে পারলেন যে, ইনি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিনির্বাপিত হয়েছেন। তারপর অন্য একজনের কাছে গিয়ে সেখানে একই অবস্থা দেখতে পেলেন। এভাবে সকল পচ্চেকবুদ্ধগণ পরিনির্বাপিত হয়েছেন জানতে পেরে রাজকুলে চলে আসলেন। দেবী তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'বৎস, পচ্চেকবুদ্ধগণ কোথায়?' তারা বললেন, 'দেবী, তারা পরিনির্বাপিত হয়েছেন।' তখন দেবী কাঁদতে কাঁদতে নাগরিকদের সাথে সেখানে গিয়ে সসম্মানে পচ্চেকবুদ্ধগণের শরীরকৃত্য করার পর ধতুিগুলো নিয়ে চৈত্য প্রতিষ্ঠা করালেন।

রাজা প্রত্যন্ত অঞ্চলে উদ্ভূত অরাজকতা দূর করার পর ফিরে আসলে দেবীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভদ্রে, তুমি পচ্চেকবুদ্ধগণের যথাযথ দেখভাল করেছ তো? আর্যগণ সুস্থ ছিলেন তো?' দেবী বললেন, 'প্রভু, পচ্চেকবুদ্ধগণ পরিনির্বাপিত হয়েছেন।' তা শোনার পর রাজা চিন্তা করলেন, 'ঈদৃশ পণ্ডিত ব্যক্তিদের যদি মৃত্যুবরণ করতে হয়, তাহলে আমাদের মুক্তি কোথায়?' রাজা নগরে না ঢুকেই উদ্যানে গেলেন। তারপর জৈষ্ঠপুত্রকে ডাকায়ে তার হাতে রাজ্যভার অর্পন করে নিজে শ্রমণপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। দেবীও চিন্তা করলেন, 'রাজা প্রব্রজ্যিত হয়েছেন, আমি গৃহে থেকে কী করব?' এই ভেবে তিনিও উদ্যানে গিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। তারা দুজনেই ধ্যান অনুশীলন করে সেখান থেকে চ্যুত হয়ে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হলেন।

তারা সেখানে অবস্থানকালে চিন্তা করতে লাগলেন যে, আমাদের শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে ধর্মচক্র প্রবর্তনের পর অনুক্রমে রাজগৃহে উপনীত হবেন। তাই তারা শাস্তা দেবলোকে অবস্থানকালেই এই পিপ্পলীমানব মগধরাষ্ট্রে মহাতীর্থ নামক এক ব্রাহ্মণ গ্রামে কপিল ব্রাহ্মণের ভগ্নির গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন। এই ভদ্রাকপিলানী মর্দরাষ্ট্রে সাগলনগরে কোশিয় গোত্র ব্রাহ্মণের ভার্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন। তারা অনুক্রমে বয়স বাড়তে বাড়তে যখন পিপ্পলিমানবের বয়স বিশ ও ভদ্রাকপিলানীর বয়স ষোল তখন পিপ্পলি মানবের মা-বাবা তাকে দেখে এই বলে ভীষণভাবে মানসিক নির্যাতন করতে লাগলেন, 'বৎস, তুমি এখন প্রাপ্তবয়স্ক যুবক। কুলের বংশ রক্ষা করতে হবে।' পিপ্পলিমানব মা-বাবাকে বললেন, 'আমাকে এমন কথা বলবেন না। আপনারা যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন আমি আপনাদের সেবা-শশ্রুষা করবো। তারপর তোমরা কালগত হলে আমি গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যিত হবো।' তারা কিছু দিন পর আবার একই কথা বললেন। পিপ্পলিমানবও একই ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। তারপর তার মা বারবার একই কথা বলতে লাগলেন।

পিপ্পলি মানব 'মায়ের বোধোদয় করাব' এই ভেবে রক্তবর্ণের সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা দিয়ে স্বর্ণকারদের মাধ্যমে একটি অনিন্দ্য সুন্দরী স্ত্রীপ্রতিমা নির্মাণ করালেন। তাতে লালবস্ত্র অলংকার দিয়ে অলংকৃত করে বললেন, 'মা, এমন অনিন্দ্য সুন্দরী স্ত্রীলোক পেলেই আমি সংসারী হবো, আর না পেলে সংসার ত্যাগ করব।' ব্রাহ্মণী ছিলেন ভীষণরকম বিচক্ষণ পণ্ডিত। তিনি ভাবলেন, 'আমার পুত্র অত্যন্ত পুণ্যবান। সে অতীত জন্মে কত দান দিয়েছে, পুণ্যকর্ম করেছে। সে, পুণ্যকর্ম করার সময় একা করেনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তার সাথে পুণ্যকর্ম করা এমন কোন অনিন্দ্য সুন্দরী স্ত্রীলোক থাকবে। অতঃপর ব্রাহ্মণী আটজন ব্রাহ্মণকে ডেকে প্রভূত ভোগসম্পত্তি দিয়ে সন্তুষ্ট করে সেই সুবর্ণ প্রতিমাসহ রথে তুলে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন এই বলে যে, 'যাও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বৎসগণ, যেখানে জাতি-গোত্র প্রভৃতির দিক দিয়ে আমাদের সমমর্যাদাসম্পন্ন কুলগৃহ আছে, সেখানে গিয়ে এই সুবর্ণ প্রতিমার মতো একজন কন্যা দেখ। পেলে বিয়ের কথাবার্তা পাকাপাকি করবে।'

তারা 'ইহাই আমাদের কাজ' এই বলে বেরিয়ে পড়লেন। তারা ভাবলেন, 'মর্দ রাষ্ট্রটিতে নাকি অনেক সুন্দরী স্ত্রীলোক আছে। তাই সেখানেই প্রথমে গমন করব।' যেই ভাবা সেই কাজ। তারা মর্দরাষ্ট্রে গেলেন। অতঃপর তারা সেই সুবর্ণ প্রতিমাটিকে স্নানঘাটে রেখে একপাশে বসলেন। এদিকে পরিচারিকা ভদ্রাকপিলানীকে স্নান করানোর পর অলংকৃত করলেন। তারপর নিজে স্নান করতে স্নানঘাটে গিয়ে সেই সুবর্ণ প্রতিমাটিকে দেখে বললেন, 'অবিনতি কোথাকার! কীজন্য এখানে এস দাঁড়িয়ে আছো।' বলার পরপরই পিঠে চাপড় দিয়ে বুঝতে পারলেন যে, আসলে ইহা সুবর্ণপ্রতিমা। তখন তিনি বললেন, কী আশ্চর্য ইহা তো দেখতে একদম আমার আর্যকন্যার মতো! এমনকি পরিহিত বস্ত্রও অবিকল।' তারপর সেই ব্রাহ্মণেরা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার প্রভুর মেয়ে কি দেখতে অবিকল এরকমই? পরিচারিকা বললেন, 'কী যে বলেন, এই সুবর্ণপ্রতিমার চাইতে আমার প্রভুর মেয়ে শত-সহস্র গুণ সুন্দরী। তিনি যখন নিজ কক্ষে প্রবেশ করেন তখন তার সমস্ত কক্ষটি তার শরীরের আলোয় সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত হয়।' তখন তাকে ব্রাহ্মণেরা বললেন, আমরা তাহলে তার মাতাপিতার কাছে যাব। এই বলে সুবর্ণ প্রতিমাটিকে রথে উঠায়ে সেই ধাত্রীর সাথে তাদের ঘরে গিয়ে দরজায় দাড়িয়ে প্রথমে আগমন সংবাদটি জানালেন।

ব্রাহ্মণ তাদের অভ্যর্থনা জানানোর পর 'কোথা থেকে এসেছেন?' জানতে চাইলেন। তারা বললেন, 'আমরা মগধরাষ্ট্রের মহাতীর্থ গ্রামে বসবাসরত কপিলব্রাহ্মণের ঘর হতে এখানে এই কারণে এসেছি।' তখন ব্রাহ্মণ বললেন, 'ভালই তো, সেই ব্রাহ্মণ পরিবারটি জাতি-গোত্র প্রভৃতির দিক দিয়ে আমাদের সমমর্যাদাসম্পন্ন। অতএব কন্যা বিয়ে দিতে আমার কোন আপত্তি নেই।' তারা সেই খবরটি কপিলব্রাহ্মণের কাছে পাঠালেন এই বলে যে, 'প্রভু, ভদ্রাকপিলানী নামক একজন কন্যা পাওয়া গিয়েছে, এখন কর্তব্য জানাতে পারেন।' খবরটি শুনে তারা পিপ্পলিমানবকে বললেন, 'বৎস, কন্যা পাওয়া গিয়েছে।' পিপ্পলিমানব, মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন, 'আমি তো ভেবেছি, পাওয়া যাবে না। কিন্তু এখন পাওয়া গিয়েছে বলে জানতে পেরেছি। এখন আমি নিজের অনিচ্ছার কথা জানিয়েই তাকে একটি পত্র পাঠাব। তারপর নির্জনে গিয়ে একটি পত্র লিখলেন এইভাবে: 'ভদ্রা, তুমি মোর সমমর্যাদাসম্পন্ন স্বামী লাভ কর এটা একান্তভাবে আমি চাই। মনে রাখবে আমি গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যিত হব। তাই আমাকে বিয়ে করে পরে অনুতপ্ত হও আমি তা চাই না।' এদিকে ভদ্রাও শুনতে পেলেন যে, আমাকে নাকি অমুকের জন্য বিয়ে দেওয়া হবে। তিনিও নির্জনে গিয়ে একটি পত্র লিখলেন এইভাবে: 'আর্যপুত্র, 'আপনি আপনার সমমর্যাদাসম্পন্ন স্ত্রী লাভ করুন এটা আমি একান্তভাবে চাই। মনে রাখবেন, আমি কিন্তু গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যিত হবো। তাই আমাকে বিয়ে করে পরে অনুতপ্ত হোন আমি তা চাই না।' দুজনের লিখিত দুটি পত্র পথিমধ্যে একই জায়গায় পৌছাল। তারা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বলাবলি করছিল, 'ইহা কার পত্র?' 'ইহা পিপ্পলিমানবের।' 'আর ইহা কার পত্র?' 'ইহা ভদ্রাকপিলানীর।' এভাবে বলা হলে তারা দুজনের পত্র পড়ে 'এই দেখ, বালকদের কাজ' এই বলে পত্রদুটি ছিড়ে ফেললেন। তারপর ঠিক একই ভাবে অন্য দুটি পত্র লিখে পরস্পরকে পাঠিয়ে দিলেন। এভাবেই তাদের উভয়কেই প্রেমপত্র পাঠিয়ে দিয়ে তাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিবাহ কার্যসম্পন্ন করা হলো।

সেই দিনই পিপ্পলি মানব ভদ্রাকপিলানীকে একটি পুষ্পমাল্য দিলেন। ভদ্রাকপিলানীও সেই পুষ্পমাল্যটি শয়নের সময় দুজনের মাঝখানে রাখলেন। এভাবে তারা উভয়েই পৃথকভাবে শয়ন করতে লাগলেন। পিপ্পলিমানব ডানপাশে শয়ন করতেন আর ভদ্রাকপিলানী বাম পাশে শয়ন করতেন। পরস্পর পরস্পরকে বললেন, যার দিকের ফুলগুলো বিবর্ণ হবে, তার রাগচিত্ত উৎপন্ন হয়েছে বলে আমরা জানব। অন্যথায় এই পুষ্পমাল্য স্পর্শও করব না।' তারা পরস্পরের শরীর স্পর্শ হবে এই ভয়ে সমস্ত রাত্রিই নিদ্রা না গিয়ে কাটিয়ে দিতেন। এমনকি দিনেও পরস্পরের সাথে হাস্যরস করতেন না। তারা এভাবে লোকামিত্ত মুক্ত থেকে মা-বাবা মারা না যাওয়া পর্যন্ত আত্মীয়তা বিচার না করে মারা যাওয়ার পরই আত্মীয়তা বিচার করলেন। পিপ্পলিমানবের বিশাল বিত্ত-বৈভব। তিনি একদিন ঘোড়ার পিঠে চড়ে মহাজনতা পরিবৃত হয়ে কর্মক্ষেত্রে গিয়ে পাশে দাড়িয়ে থেকে দেখতে পেলেন, 'লাংরের দ্বারা ছিন্নভিন্ন মৃত পাখিকে কয়েকটি কাক খাচ্ছিল।' ইহা দেখে লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বৎসগণ, এরা কী খাচ্ছে?' 'পাখিটিকে খাচ্ছে।' 'এদের কৃতপাপ কার হবে?' 'আপনার আর্য।' তখন তিনি ভাবলেন, 'এদের কৃতপাপ যদি আমার হয়ে থাকে, তাহলে এই আশিকোটি বিত্ত-বৈভব দিয়ে আমি কী করব? বরঞ্চ এই সমস্ত সম্পত্তি আমি ভদ্রাকপিলানীকে দিয়ে গৃহ ত্যাগ করে প্রব্রজ্যিত হব।

এদিকে ভদ্রাকপিলানী সেই মুহূর্তে উঠানে তিনটি তিলের কুম্ভ বের করে ধাত্রী পরিবেষ্টিত হয়ে উপবিষ্ট অবস্থায় কাকগুলো তিলের মধ্যে থাকা ছোট ছোট প্রাণীকে খেতে দেখে 'মাত, এরা কী খাচ্ছে?' বলে জানতে চাইলেন। 'আর্যা ছোট ছোট প্রাণী।' 'এতে কার পাপ হয়ে?' 'আর্যা, আপনারই পাপ হয়।' তখন তিনি ভাবলেন 'আমাকে প্রথমে চারিহাতবিশিষ্ট একটি বস্ত্র ও এক লালি পরিমাণ ভাত নিতে হবে। এদের কৃতপাপ যদি আমাকেই নিতে হয়, তাহলে জন্ম জন্মান্তরের পাপের ভারে মাথাও তুলাতে পারব না। আর্যপুত্র কর্মক্ষেত্র হতে ফিরে আসলে আমাদের সমস্ত ধনসম্পত্তি তাকে দিয় আমি গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যিত হবো। পিপ্পলিমানব এসে স্নান করে প্রাসাদে আরোহন করলেন এবং মহার্ঘ মূল্যের শয্যার উপড় বসলেন। অতঃপর তাদের জন্য চক্রবর্তী রাজার পরিভোগ্য ভোজন আনা হলো। তারা দুজনেই ভোজন করার পর আত্মীয় পরিজন চলে গেলে নির্জনে আরামদায়ক স্থানে বসলেন। তখন পিপ্পলি মানব ভদ্রাকপিলানীকে বললেন, 'ভদ্রে, এই ঘরে আসার সময় তুমি কী পরিমাণ ধন সাথে এনেছিলে?' 'আর্য. পঞ্চান্ন হাজার শকট।' 'ভদ্রে, সেই সমস্ত ও এই ঘরে সাতাশি কোটি ধন ও ষাটটি বিশাল দীঘি আছে, তৎসমস্তই আমি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি।' 'আর্য, আপনি কোথায় যাবেন?' 'ভদ্রে, আমি প্রব্রজ্যিত হবো।' 'আর্য, আমি আপনার আগমনের অপেক্ষায় বসে থেকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কী করব, আমিও প্রব্রজ্যিত হবো।' তখন তাদের মনে হলো কামভব, রূপভব ও অরূপভব এই ত্রিবিধ ভব যেন জ্বলন্ত পর্ণকুঠির। তারা 'প্রব্রজ্যিত হবো' এই বলে দোকান থেকে হলুদ কাষায় বস্ত্র চীবর ও মৃত্তিকাপাত্র আনায়ে পরস্পরের চুল কেটে 'পৃথিবীতে যিনিই অর্হৎ হয়েছেন তাঁর উদ্দেশেই আমাদের প্রব্রজ্যা' এই বলে প্রব্রজ্যিত হলেন। তারপর পাত্র থলিতে ভরে কাঁধে নিয়ে প্রাসাদ হতে অবতরণ করলেন। ঘরের দাস, কর্মচারী কেউই জানে না।

অনন্তর তারা ব্রাহ্মণ গ্রাম হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে দাসদের গ্রামের দরজায় গিয়ে পৌছালে তাদের দুজনে পোষাক-অশাক, হাব-ভাব ও চাল-চলন দেখে দাসগ্রামের সবাই বিষয়টি বুঝতে পারলেন। তখন তারা তাদের পায়ে পরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আর্য, আমাদেরকে অনাথ করে চলে যাচ্ছেন কেন?' তখন তার বললেন, বৎসগণ, আমরা মনে করি এই ত্রিবিধ ভব জ্বলন্ত পর্ণশালার মতো। তাই আমরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব। আমরা যদি তোমাদের প্রত্যককে ভরণ পোষণ করি তাহলে শতবর্ষও কুলাবে না। তোমরাই তোমাদের ভরণপোষণ কর। আত্মনির্ভরশীল হয়ে জিবন ধারণ কর। এই বলে দাসেরা উচ্চ স্বরে ক্রন্দন করলেও তারা চলে গেলেন।

স্থবির আগে আগে যেতে যেতে পেছন দিকে একটু তাকিয়ে দেখে চিন্তা করলেন, এই ভদ্রা কপিলানী সমগ্র জম্বুদীপের মধ্যে অন্যতম সুন্দরী স্ত্রী। সে আমার পেছনে পেছনে আসছে। এমনও তো হতে পারে যে, কোন মানুষ চিন্তা করতে পারে 'এরা প্রব্রজ্যিত হয়েও পরস্পর পরস্পর ত্যাগ করতে পারছে না এবং অনুচিত কর্ম করছেন'। এভাবে কেউ আমাদের প্রতি অমূলকভাবে খারাপ ধারণা পোষন করে অপায়ে গমন করুক, ইহা আমি চাই না। তাই আমাকে অবশ্যই একে ছাড়তে হবে। এই চিন্তা করে যেতে যেতে একটি দ্বিধাবিভক্ত রাস্তা দেখতে পেয়ে দাঁড়ালেন। ভদ্রাকপিলানীও সামনে এসে বন্দনাপূর্বক দাঁড়ালেন। অতঃপর মানব তাকে বললেন, 'ভদ্রে, তোমার স্ত্রীলোক আমার পেছনে পেছনে আসতে দেখে 'এরা প্রব্রজ্যিত হয়েও পরস্পর পরস্পরকে ত্যাগ করতে পারছেন না' এই ভেবে আমাদের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করতে পারে। এতে করে বহু মানুষ অপায়ে যেতে পারে। এখন এই দ্বিধাবিভক্ত পথে তুমি একটি বেছে নাও, আমি অন্যপথে গমন করব।' ভদ্রাকপিলানী 'হ্যাঁ আর্য মাতৃজাতি প্রব্রজ্যিতদের বাধা স্বরূপ। প্রব্রজ্যিত হয়েও পরস্পর ছাড়াছাড়ি হতে পারছেন না এই ভেবে তারা আমাদের প্রতি প্রদুষ্টচিত্ত হতে পারে। এই বলে তিনবার প্রদক্ষিণ করে চারি স্থানে পঞ্চাঙ্গ লুটায়ে বন্দনা করে উজ্জ্বল দুটি হাত জোড় করে প্রণামের আকারে ঊর্ধ্বে তুলে 'আজ আমাদের শতসহস্র কল্পের মিত্রতা বন্ধন ছিন্ন হচ্ছে। আপনি পুরুষ মানুষ তাই ডানদিকে যান। আর আমি মাতৃজাতি, তাই বামদিকে যাই। এই বলে বন্দনাপূর্বক হাটা শুরু করলেন। তাদের দুজন পরস্পর বিছিন্ন হওয়ার সময় এই মহাপৃথিবী 'আমি চক্রাবালস্থ, সিনেরু পর্বত প্রভৃতি ধারণ করতে সমর্থ হলেও আপনাদের গুণ ধারণ করতে সমর্থ নই' এভাবে বলার ন্যায় ভিকট শব্দ করতে করতে কম্পিত হয়েছিল। আকাশে অশনি শব্দ উদগত হওয়ার ন্যায় চক্রবাল পর্বত হতে শব্দ নির্গত হয়েছিল।

এদিকে সম্যকসম্বুদ্ধও বেনুবন মহাবিহারে কুঠিরে বসে ভূকম্পনের শব্দ শুনতে পেলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'ভূকম্পন কী কারণে হচ্ছে?' চিন্তা করতে গিয়ে দেখতে পেলেন পিপ্পলিমানব ও ভদ্রাকপিলানী আমার উদ্দেশে প্রভূত বিত্ত-বৈভব ত্যাগ করে প্রব্রজ্যিত হয়েছেন। তারা দুজনে দুই পথে গিয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় উভয়ের মহান গুণের প্রভাবে এই পৃথিবী কম্পিত হয়েছিল। এখন আমাকে অবশ্যই তাদের উপকার করতে হবে। এই ভেবে গন্ধকুটি হতে বের হয়ে নিজে পাত্র-চীবর নিয়ে আশিজন মহাস্থবিরকে কিছুই না জানিয়ে ত্রিগাবুত রাস্তা মুহূর্তেই অতিক্রম করে রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যে বহুপুত নিগ্রোধ বৃক্ষমূলে পদ্মাসনে উপবেশন করলেন। উপবেশনের সময় কিন্তু জনৈক পাংশুকূললিক ভিক্ষুর ন্যায় উপবেশন না করে বুদ্ধবেশ ধারণ করে আশি হাতবিশিষ্ট বুদ্ধরশ্মি বিকীর্ণ করেই উপবেশন করলেন। এভাবে সেই মুহূর্তে বুদ্ধরশ্মি এখানে ওখানে সর্বত্রই বিস্তার লাভ করল। সূর্য উদিত হলে যেমন অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়, তদ্রুপ এমন বুদ্ধরশ্মি বিকিরিত হওয়ার ফলে সমস্ত বন-জঙ্গল একই বর্ণ ধারণ করেছিল। তখন বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণের শ্রী-সৌন্দর্য চতুর্দিকে বিকিরিত হওয়ার ফলে সমগ্র আকাশকে মনে হচ্ছিল শুভ্রসমুজ্জ্বল তারার মতো। জল ও বন-জঙ্গল মুকুল উদ্গত সুপুষ্পিত বৃক্ষের মতো শোভা পাচ্ছিল। নিগ্রোধবৃক্ষের শাখাগুলো নীল কিন্তু পাকলে সেগুলো লাল হয়ে যায়। অথচ সেই দিন সমস্ত নিগ্রোধবৃক্ষই সুবর্ণ ধারণ করেছিল।

মহাকশ্যপ স্থবির সেই অসম্ভব সুন্দর দৃশ্য দেখে মনে মনে ভাবলেন, 'নিশ্চয় ইনিই আমাদের শাস্তা হবেন। সম্ভবত উনার উদ্দেশেই আমি প্রব্রজ্যা নিয়েছি।' তারপর কাছে গিয়ে বন্দনা নিবেদন পূর্বক বললেন, 'ভন্তে ভগবান, আপনিই আমার শাস্তা, আমাকে আপনার শ্রাবক করুন। ভন্তে ভগবান, আপনিই আমার শাস্তা। আমাকে আপনার শ্রাবক করুন।'[১] তখন ভগবান তাকে বললেন, 'কশ্যপ, যদি তুমি মহাপৃথিবীকে এই সম্মান প্রদর্শন না করতে, সেও তোমার এই সম্মান প্রদর্শন করতে পারতো না। কিন্তু তথাগতের এমন কতগুলো মহৎগুণ আছে যে, তাতে করে তোমার এই সম্মান আমার লোম পর্যন্তও শিহরিত করতে সক্ষম নয়। বসো কশ্যপ বসো, আমিও তোমাকে পৈতৃক সম্পত্তি প্রদান করব।' অতঃপর ভগবান তাকে উপসম্পদা দিলেন। উপসম্পদা দেওয়ার পর তাকে বহুপুত নিগ্রোধবৃক্ষমূহ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে স্থবির পশ্চাঃরূপী শ্রমণ করে পথে হাঁটতে শুরু করলেন। শাস্তার শরীর বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষলক্ষণে প্রতিমণ্ডিত আর মহাকশ্যপ স্থবিরের শরীর সপ্ত মহাপুরুষলক্ষণে প্রতিমণ্ডিত। তাই স্থবির সোনার তরীর পেছনে আবদ্ধ হয়ে যাওয়ার ন্যায় শাস্তার পেছনে পেচনে যেতে লাগলেন। শাস্তা অল্প কিছু রাস্তা গমনের পর রাস্তার পাশে অন্যতর এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করার ইঙ্গিত দিলেন। স্থবির 'শাস্তা বসতে চাইছেন' জেনে নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্র খণ্ডে সেলাই করা সংঘাটি (দোয়াজিক) চারগুণ করে ভাজ করে বিছিয়ে দিলেন।

শাস্তা সেখানে বসলেন। হাতে চীবরটি মৃদু স্পর্শ করে বললেন, 'কশ্যপ, এই জোড়াতালি দিয়ে সেলাই করা সংঘাটি ভীষণ রকম মৃদু ও কোমল।'[২] স্থবির বুঝতে পারলেন যে শাস্তা

---

[১] সংযুক্ত নিকায়ে দ্রষ্টব্য।

[২] সংযুক্ত নিকায়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমার সংঘাটির মৃদুতা ও কোমলতার কথা বলছেন, সম্ভবত শাস্তা ইহা পরিধান করতে চাইছেন। তারপর সাথবির বললেন, 'ভন্তে ভগবান, আমার এই সংঘাটি পরিধান করুন।' 'কশ্যপ, তুমি কী পরিধান করবে?' 'ভন্তে, আপনার পরিধেয় চীবরটি পেলে আমি তাই পরিধান করব।' 'কিন্তু কশ্যপ, তুমি কি এই জীর্ণশীর্ণ পাংশুকূল চীবর ধারণ করতে পারবে? আমি এই পাংশুকুল চীবর যেদিন গ্রহণ করেছিলাম সেদিন জলসমেত এই মহাপৃথিবী কম্পিত হয়েছিল। বুদ্ধ কর্তৃক ব্যবহৃত জীর্ণশীর্ণ এই চীবর কোন সাধারণ ভিক্ষু ধারণ করতে সমর্থ নয়। একমাত্র পণ্ডিত, প্রতিপত্তি ব্রত পরিপূরণকারী ও জন্মগতভাবে পাংশুকূলিক ভিক্ষুই এই চীবর ধারণ করতে সমর্থ। এই বলে শাস্তা স্থবিরের সহিত চীবর অদলবদল করলেন।

এভাবেই চীবর পরিবর্তন করে স্থবিরের চীবর ভগবান ও ভগবানের চীবর স্থবির পরিধান করলেন। সেইমুহূর্তেই মহাপৃথিবী অচেতন হলেও 'ভন্তে, আপনারা অতিশয় দুষ্কর কার্য সম্পাদন করেছেন। এভাবে পূর্বে ভগবান নিজের পরিহিত চীবর কোন শ্রাবকের সহিত পরিবর্তন করেননি। অতএব আমি আপনাদের এই গুণ ধারণ করতে সমর্থ নই।' এভাবে বলার ন্যায় জলসমেত এই মহাপৃথিবী কম্পিত হয়েছিল। স্থবিরও চিন্তা করলেন, 'আমি এই মুহূর্তে বুদ্ধ ব্যবহৃত চীবর গ্রহণ করেছি। অতএব আমার পরবর্তী করণীয় কী?' এইভাবে চিন্তা করার পর সঙ্গে সঙ্গে শাস্তার নিকটেই তের প্রকার ধুতাঙ্গ গ্রহণ করে সাত দিন পর্যন্ত পৃথকজন হিসেবে জীবন যাপন করেছিলেন। অষ্টম দিনের মাথায় প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হলেন। অতঃপর শাস্তা এই বলে প্রশংসা করলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, কশ্যপ পঞ্চদশী পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় কুলসমূহে উপস্থিত হয়। কুলসমূহে সপ্রতিভ হয়েই চিরনবীনের ন্যায় উপস্থিত হয়।[১] প্রভৃতি প্রকারে প্রশংসা করার পর পরবর্তীতে আর্য সংঘের মধ্যে উপবিষ্ট হয়ে এই বলে তাকে ধুতাঙ্গধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনটি দিয়েছিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক ধুতাঙ্গধারী ভিক্ষুগণের মধ্যে এই মহাকশ্যপ স্থবিরই অগ্র, শ্রেষ্ঠ।'[২]

এভাবে ভগবানের কাছ থেকে অগ্রস্থান পাওয়ার পর আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ স্থবির নিজের পূর্বকৃত কর্ম অনুস্মরণ করে খুশিমনে নিজের পূর্বজীবন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে 'ভগবান পদুমুত্তরকে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৯৮. লোকশ্রেষ্ঠ, লোকনাথ, ভগবান পদুমুত্তর শাস্তা পরিনির্বাপিত হলে মহাজনতা তাঁকে বিবিধোপায়ে পূজা করেছিলেন।

৩৯৯. উদগ্রচিত্ত, আমোদ-প্রমোদরত ও সংবেগজাত সেই জনতার মধ্যে আমার মনে তখন প্রীতি উৎপন্ন হয়েছিল।

৪০০. আমার সমস্ত জ্ঞাতি-মিত্রদের সমবেত করায়ে আমি এই কথা বলেছিলাম যে, মহাবীর পরিনির্বাপিত হয়েছেন। আসুন আমরা তাকে সসম্মানে পূজা করি

৪০১. 'সাধু সাধু' বলে তারা আমার কথায় সম্মত হলে আমি ভীষণ রকম ভাবে অনন্দিত

---

[১] সংযুক্ত নিকায়।

[২] অঙ্গত্তর নিকায়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়েছিলাম। কারণ লোকনাথ বুদ্ধের কাছে আমরা পুণ্য সঞ্চয় করতে পারব।

৪০২. দৈর্ঘ্যে শত হাত ও প্রস্থে দেড় হাতবিশিষ্ট বিমান তথা প্রাসাদ বহু অর্থের বিনিময়ে নভোমণ্ডেলে অসম্ভব সুন্দর ভাবে তৈরি করেছিলাম।

৪০৩. তাতে হর্ম্য নির্মাণ করেছিলাম এবং তালপাতায় চিত্র আকিয়েছিলাম। আমি নিজের চিত্তে প্রসন্নতা উৎপন্ন করে সশ্রদ্ধ চিত্তে পূজা করেছিলাম।

৪০৪. সেই চৈত্যটি জ্বলন্ত অগ্নিস্কন্ধের ন্যায় শুভ্রসমুজ্জ্বল, পলাশ বৃক্ষের ন্যায় সুপুষ্পিত ও ইন্দ্রলতার ন্যায় আকাশের চতুর্দিকে দৃষ্টনন্দন আলো ছড়াচ্ছিল।

৪০৫. সেই অনিন্দ্য সুন্দর চৈত্যটির প্রতি চিত্ত প্রসন্নতা উৎপন্ন করে আমি বহু পুণ্য সঞ্চয় করেছিলাম। এই পূর্বকৃত কুশলকর্ম স্মরণ করার ফলে আমি স্বর্গে উৎপন্ন হয়েছিলাম।

৪০৬. আমার চারিপাশে সব সময় সহস্র বন্ধুপরিজন পরিবেষ্টিত হয়ে থাকত, আমার জন্য সব সময় দিব্য রথ প্রস্তুত থাকত। সেখানে সপ্ততলবিশিষ্ট উচু ভবন আমার জন্য উৎপন্ন হয়েছিল।

৪০৭. আমার সম্পূর্ণ স্বর্ণময় সহস্র কুটাগার ছিল। সেই স্বর্ণময় কূটগারগুলো স্বতেজে জ্বল জ্বল করে প্রভা বিস্তার করত। এই দৃশ্য সকল দেবতারাই উপভোগ করতেন।

৪০৮. সেই ভবনের দরজাগুলো ছিল রক্তিম বর্ণের। সেই সোনারঙা দরজাগুলো চতুর্দিক আলোকিত করে তুলতো।

৮০৯. আমার অমিত পুণ্যের ফলে উৎপন্ন সুনির্মিত মণিময় কূটাগারগুলো দশদিক আলোকিত করে তুলতো।

৪১০. সেই মণিময় কূটাগারগুলো যখন দশদিক আলোকিত করে তুলতো তখন সকল দেবতারা তাতে অভিভূত হতো, পুণ্যকর্মের এমনই সুফল।

৪১১. আমি এখন হতে ষাট কল্প পরে উব্বিদ্ধ নামক রাজ চক্রবর্তী হয়ে চতুর্দিকের সমস্ক রাজ্য জয় করে এই পৃথিবীকে শাসন করেছিলাম।

৪১২. অনুরূপভাবে এই ভদ্র কল্পে অতীতের পুণ্যকর্মের ফলে ত্রিশবার মহাপরাক্রমশালী রাজ চক্রবর্তী হয়েছিলাম।

৪১৩. সপ্ত রত্ন লাভ করে আমি চারিমহাদীপ শাসন করেছিলাম। সেখানে আমার ভবনটি ইন্দ্রলতার মতো উজ্জ্বলতা ছড়াত।

৪১৪. দৈর্ঘ্যে চব্বিশ যোজন আর প্রস্থে দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত রম্য নামক নগর নির্মাণ করেছিলাম। সেই নগরের তৌরণগুলো ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ়।

৪১৫. দৈর্ঘ্যে পাঁচশত যোজন আর প্রস্থে আড়াইশত যোজন বিস্তৃত, বহুজনাকীর্ণ স্বর্গের দেবপুরের মতোই দেখাত।

৪১৬. সূঁচ রাখার পাত্রে সূঁচ রাখলে যেমন পরস্পর ঘর্ষণ, সংঘর্ষণ হয় এবং সমগ্র পাত্রটি সূঁচে আকীর্ণ হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪১৭. ঠিক তদ্রুপ আমার সেই রম্য নগরটিও সব সময় হস্তীরথ, অশ্বরথসহ জনমানুষে ভরপুর থাকত।

৪১৮. সেই নগরে পান-ভোজন শেষ করে পুনঃরায় দেবালয়ে যেতাম। এমনকি এই অন্তিম জন্মেও আমার ব্যাপক কুলসম্পদছিল।

৪১৯. আমার জন্ম হয়েছিল কুলীন ব্রাহ্মণবংশে। আমার ছিল প্রভূত বিত্ত-বৈভব, আশিকোটি ধন ও প্রভূত স্বর্ণালংকার। তৎসমস্তই ত্যাগ করে আমি প্রব্রজ্যিত হয়েছিলাম।

৪২০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধশাসনে কৃতকার্য হলাম।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মহাকাশ্যপ স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৩.৪. অনুরুদ্ধ স্থবির অপদান

এই অনুরুদ্ধ স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মে জন্মে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় বিত্তবান এক ধনী কুটুম্বিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর একদিন বিহারে গিয়ে শাস্তার কাছে ধর্ম শ্রবণ করছিলেন। তখন শাস্তা একজন ভিক্ষুকে দিব্যচক্ষুসম্পন্ন ভিক্ষুগণের মধ্যে অগ্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে দেখে উৎসাহিত হয়ে তিনি নিজেও তেমন মহাদান দেওয়ার ইচ্ছায় ভগবান ফাং করলেন। পরদিন শতসহস্র ভিক্ষু পরিবেষ্টিত ভগবানকে সপ্তাহকাল যাবত মহাদান দিয়ে শেষ দিনে ভগবান প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে উত্তম উত্তম বস্ত্র দান করে দিব্যচক্ষুধারীদের মধ্যে অগ্রস্থান লাভের প্রার্থনা করলেন। শাস্তা জ্ঞানচক্ষে ভবিষ্যতে তার প্রাথূনা পূর্ণ হবে দেখে তাকে বললেন, 'ভবিষ্যতে তুমি গৌতম নামক সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে দিব্যচক্ষুধারীদের মধ্যে অগ্রস্থান লাভ করবে।' তিনি সেইভাবে পুণ্যকর্ম করতে করমে একসময় শাস্তা পরিনির্বাপিত হলেন। পরিনির্বাপিত বুদ্ধের জন্য সাতযোজনবিশিষ্ট কনকাস্তুপে বহু দীপবৃক্ষ ও দীপমৃত্তিকাসহ বহু কাংশপাত্র দিয়ে ধাতুপূজা করে এই প্রার্থনা করলেন, 'এই পুণ্য দিব্যচক্ষুজ্ঞান লাভের উপনিশ্রয় হোক।' এভাবে আজীবন পুণ্যকর্ম করতে করতে ভগবান কশ্যপের সময় বারাণসীতে এক কুটুম্বিক গৃহে জন্মগ্রহণ করলেন। তখনও কশ্যপবুদ্ধ পরিনির্বাপিত হলে তার জন্য একযেজনবিশিষ্ট কনকস্তুপ নির্মিত হয়েছিল। সেই কনকস্তুপে বহু কাংশপত্রে ঘি পূর্ণ করে মাঝখানে একটি করে গুলপিণ্ড স্থাপন করলেন। এভাবে সমস্ত কনকস্তুপে বহুকাংশপাত্র সাজালেন। সেই কাংশপাত্রগুলোতে আগুণ ধরিয়ে দিয়ে কনকস্তুপের চারপাশে চংক্রমণ করে করে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করলেন।

এভাবে সেই জন্মেও আজীবন কুশলকর্ম করে দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। সেখানে যথায়ুষ্কাল জীবিত থেকে সেখান হতে চ্যুত হয়ে বুদ্ধ অনুৎপত্তিকালে সেই বারানসীতেই এক দরিদ্র ঘরে জন্মগ্রহণ করলেন। তখন তার নাম রাখা হয়েছিল 'অন্নভার'। তিনি তখন সুমনশ্রেষ্ঠীর গৃহে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। একদিন তিনি উপরিট্‌ঠ নামক পচ্চেকবুদ্ধ নিরোধ সমাপত্তি হতে উঠে গন্ধমাদনপর্বত হতে আকাশ মার্গে গিয়ে বরানসী নগরের দ্বারে অবতরন করে চীবর পরিধান করে নগরে পিণ্ডচরণ করতে দেখে অতীব প্রসন্ন মনে তার কাছ থেকে পাত্র নিয়ে নিজের জন্য বরাদ্ধ করা ভাতের সম্পূর্ণ ভাগটি পাত্রে ঢেলে পচ্চেকবুদ্ধকে দান করলেন। তখন তার ভার্যাও নিজের ভাগটি সেভাবেই পচ্চেকবুদ্ধের পাত্রে ঢেলে দিলেন। তিনি তখন সেই পাত্রটি নিয়ে পচ্চেকবুদ্ধের হাতে দিলেন। পচ্চেকবুদ্ধ পাত্রটি নিয়ে অনুমোদন করার পর চলে গেলেন। সেই দিন সুমনশ্রেষ্ঠীর ছায়ায় অবস্থিত এক দেবতা 'অহো; এই দান পরমদান। এই দান উপরিট্‌ঠ পচ্চেকবুদ্ধ কর্তৃক সুপ্রতিষ্ঠিত হোক।' এই বলে বেশ চিৎকার করে অনুমোদন করলেন। তা শুনে সুমনশ্রেষ্ঠী চিন্তা করলেন, 'এভাবে দেবতা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। আসলে ইহাই উত্তমদান।' এভাবে চিন্তা করার পর অন্নভারের কাছে পুণ্য প্রার্থনা করলেন। অন্নভার শ্রেষ্ঠীকে পুণ্যদান করলেন। তাতে অতিশয় প্রসন্ন চিত্ত হয়ে সুমনশ্রেষ্ঠী তাকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বললেন, 'আজ থেকে তোমাকে আমার এখানে কাজ করতে হবে না। এই টাকা দিয়ে তোমার জন্য একটি বাড়ি বানিয়ে সেখানেই বসবাস কর।

যেহেতু নিরোধসমাপত্তি হতে উত্থিত পচ্চেকবুদ্ধকে দান দেওয়া পিণ্ডপাত সেই দিনই বলবতী বিপাক দান করে, তাই সুমনশ্রেষ্ঠী রাজার নিকট যাবার সময় অন্নভারকে সঙ্গে নিয়েই গেলেন। রাজা অন্নভারকে খুব স্নেহের চক্ষে দেখলেন। শ্রেষ্ঠী বললেন, 'মহারাজ, ইনি একজন দর্শনযোগ্য ব্যক্তি।' তখন তার কৃতকর্মের জন্য আমি তাক সহস্রমুদ্রা দান করেছি বলে জানালেন। তা শুনে রাজা তার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হয়ে আরো সহস্রস্বর্ণমুদ্রা দিয়ে 'যাও, অমুক স্থানে গিয়ে গৃহ নির্মাণ করে বসবাস কর।' এই বলে গৃহনির্মাণের স্থান দেখিয়ে দিলেন। তার জন্য সেই স্থান পরিস্কার করার সময় বিশাল বিশাল নিধিকুম্ভ (গুপ্তধন) মাটিভেদ করে উত্থিত হলো। অন্নভার সেগুলো দেখে রাজাকে অবগত করলেন। রাজা সমস্ত ধন উত্তোলন করে একজায়গায় জড়ো করলেন। জড়ো করার পর এই বিশাল ধন দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই নগরের মধ্যে এই পরিমাণ ধন কার ঘরে আছে?' 'প্রভু কারো ঘরেই নেই।' 'তাহলে এই অন্নভারকেই এই নগরের মধ্যে মহাশ্রেষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক' এই বলে সেই দিনই তাকে স্বীকৃতিস্বরূপ শ্রেষ্ঠীধ্বজা দিলেন।

তারপর তিনি শ্রেষ্ঠী হয়ে আজীবন কল্যাণকর্ম করে দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। এভাবে দীর্ঘকাল দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে সংসরণ করে আমাদের ভগবানের উৎপত্তির সময় কপিলাবস্তু নগরে শুক্রোধন শাক্যের ঘরে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করলেন। তার নাম রাখা হলো অনুরুদ্ধ। তিনি ছিলেন মহানাম শাক্যের ছোট ভাই আর ভগবান বুদ্ধের চাচাতো ভাই। তিনি ছিলেন পরম সুকুমার ও মহাপুণ্যবান। তার জন্য সোনার পাতে ভাত উৎপন্ন হতো। একদিন তার মা ভাবলেন, 'আমার ছেলে 'নাই' এই শব্দের সাথে পরিচিত নয়। আমি তাকে সেটা কৌশলে জানাব।' এভাবে চিন্তা করার পর একটি খালি সোনার পাত্র ঢাকনা দিয়ে ঢেকে তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে দেবতারা সেই খালি সোনার পাত্রে দিব্যপিঠা ভরে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দিলেন। তিনি এমনই মহাপুণ্যবান ছিলেন যে, তিনটি ঋতুর বাসোপযোগী করে তার জন্য তিনটি প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। তাতে তিনি সুবেশা নর্তকী পরিবেষ্টিত হয়ে দেবতার ন্যায় মহাভোগ সম্পত্তি পরিভোগ করতে লাগলেন।

আমাদের বোধিসত্ত্বও সেই সময় তুষিত স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে শুদ্ধোধন মহারাজার অগ্রমহিষীর গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেছিলেন। অনুক্রমে বড় হতে হতে ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে মহাভিনিষ্ক্রমন কনে ছয়বৎসর কঠোর সাধনা করে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তারপর বোধিমূলে সাতসপ্তাহ অবস্থান করার পর ঋষিপতন মৃগদাবে ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছিলেন। লোকের প্রতি অনুকম্পা করত রাজগৃহে গিয়ে বেনুবনে অবস্থান করছিলেন। তখন শুদ্ধোধন মহারাজা 'আমার পুত্র নাকি রাজগৃহে পৌছেছেন। বৎসগন, যাও আমার পুত্রকে নিয়ে আস।' এই বলে দশজন অমাত্য প্রেরণ করেছিলেন। তারা সবাই ভগবানের কাছে 'এহি ভিক্ষু' প্রব্রজ্যায় প্রব্রজ্যিত হয়েছিলেন। তম্মধ্যে উদায়ী স্থবিরের প্রার্থনায় ভগবান বিশ হাজার ক্ষীণাসব অর্হৎ পরিবেষ্টিত হয়ে রাজগৃহ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে কপিলাবস্তু নগরে গেলেন। সেখানে জ্ঞাতিগণ সমাগত হলে বহু অলৌকিক ঋদ্ধি প্রতিহার্য প্রদর্শনের পর গভীর অর্থপূর্ণ ধর্মদেশনা করলেন। এভাবে সমবেত জনতাকে অমৃত পান করায়ে দ্বিতীয় দিনে পাত্র-চীবর নিয়ে নগর দ্বারে দাড়িয়ে চিন্তা করলেন, 'জ্ঞাতিগণের নগরে আগত সকল বুদ্ধগণের কী করণীয়? এভাবে চিন্তা করতে করতে বুঝতে পারলেন যে, 'একটি ঘরও বাদ না দিয়ে ধনী-গরীব নির্বিশেষে ক্রমান্বয়ে পিণ্ডচরণ করা উচিত।' তাই বুদ্ধ সেভাবেই ক্রমান্বয়ে পিণ্ডচরণ করলেন। রাজা 'আমার পুত্র দ্বারে দ্বারে পিণ্ডচরণ করছেন' শুনতে পেয়ে অতিসত্ত্ব সেখানে এসে পথিমধ্যে ধর্ম মুনে নিজের আবাসে প্রবেশ করায়ে অতীব সেবা, সৎকার সম্মান প্রদর্শন করলেন। ভগবান সেখানে জ্ঞাতিগণের প্রতি করণীয় কর্তব্য সেরে কুমার রাহুলকে প্রব্রজ্যিত করায়ে পর্যটন করতে করতে অনুক্রমে অনুপিয় আম্রবনে উপনীত হলেন।

সেই সময় শুদ্ধোধন মহারাজা শাক্যগণকে সমবেত করায়ে বললেন, 'আমার পুত্র যদি গৃহবাস করত তাহলে অবশ্যই সে সপ্তরত্ন পতিমণ্ডিত রাজচক্রবর্তী হতো। আমার নাতি কুমার রাহুলও ক্ষত্রিয়গণের সহিত তার সাথে অবস্থান করছে। তোমরা নিশ্চয় এটা জান। এখন আমার পুত্র জগতে বুদ্ধ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সে যেন ক্ষত্রিয় পরিবেষ্টিত হয়ে অবস্থান করতে পারে, সেজন্য তোমরা প্রত্যেকের ঘর থেকে একটি করে বালক দান কর।' এভাবে তার এককথায় বিরাশি হাজার ক্ষত্রিয় কুমার প্রব্রজ্যিত হয়েছিল।

সেই সময় মহানাম শাক্য নিজের ছোট ভাই অনুরুদ্ধ শাক্যের কাছে উপস্থিত হয়ে এরূপ বললেন, 'ভাই, অনুরুদ্ধ, অভিজাত শাক্যকুমারগণ ভগবানের কাছে প্রব্রজ্যিত হয়েছেন। কিন্তু আমাদের ঘর হতে কেউই প্রব্রজ্যিত হয়নি। তাই আমি বলতে চাচ্ছি যে, তুমি প্রব্রজ্রিত হও, নতুবা আমি প্রব্রজ্যিত হবো।' তা শুনে অনুরুদ্ধ গৃগবাসের প্রতি আগ্রহ না থাকায় অচিরেই প্রব্রজ্যিত হলেন। তার প্রব্রজ্যিত হবার কাহিনি চুল্লবর্গের সংঘভেদকার ন্যায় জ্ঞাতব্য। এভাবে অনুপিয়তে গিয়ে প্রব্রজ্যিত হওয়ায় সঙ্গী ভিক্ষুদের মধ্যে সেই বর্ষার অভ্যেন্তরেই ভদ্দিয় স্থবির

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অনুরুদ্ধ স্থবির দিব্যচক্ষু লাভ করেছিলেন। দেবদত্ত অষ্ট সমাপত্তি লাভ করেছিলেন। আনন্দ স্থবির স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ভৃগু স্থবির ও কিমিলি স্থবির পরবর্তীতে অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলেন। উক্ত সকল স্থবিরের নিজ নিজ প্রার্থনা ও পূর্বজন্মের কাহিনি যথাস্থানে বিবৃত করে চৈত্যরাষ্ট্রে প্রাচীনবংশায়ে গিয়ে শ্রমণ ধর্ম অনুশীলন করতে করতে সপ্ত মহাপুরুষের বিতর্ক চিন্তা করলেন। কিন্তু অষ্টম মহাপুরুষের বিতর্ক চিন্তা করতেই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। শাস্তা 'অনুরুদ্ধ অষ্টম মহাপুরুষের বিতর্ক চিন্তা করতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন জেনে 'তার এই সংকল্প পূরণ করব' এই ভেবে সেখানে গিয়ে যথাপ্রস্তুত বুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হয়ে অষ্টম মহাপুরুষের বিতর্ক পূরণ করে দিয়ে চতুপ্রত্যয়ে সন্তোষ ও ভাবনারাম প্রতিমণ্ডিত মহান আর্যবংশ প্রতিপদা (সূত্র) দেশনা করে আকাশে উত্থিত হয়ে ভেসকলাবনে চলে গেলেন।

স্থবির তথাগত চলে যাওয়া মাত্রই ত্রিবিদ্যাসহ ক্ষীণাসব অর্হৎ হয়ে চিন্তা করলেন, 'শাস্তা আমার মনের কথা জ্ঞাত রহয় এখানে এসে অষ্টম মহাপুরুষ বিতর্ক পূরণ করে দিয়েছেন, এতে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে।' বুদ্ধগণের এই ধর্মদেশনা ও নিজের জ্ঞানলাভ সম্বন্ধে এ প্রীতি উচ্ছ্বসিত মনে এই উদান গাথা ভাষণ করেছিলেন।

"জগতের অনুত্তর শাস্তা আমার সংকল্প জ্ঞাত হয়ে মনোময় শরীর নির্মাণ করে ঋদ্ধিবলে আমার নিকট উপস্থিত হলেন।

যখন আমার অষ্টম মহাপুরুষ বিতর্ক হয়, তখন শাস্তা আমার সংকল্প জ্ঞাত হয়ে ঋদ্ধিবলে আমার নিকট উপস্থিত হলেন এবং অতিরিক্ত দেশনা করলেন। কামতৃষ্ণাদি প্রপঞ্চহীন লোকোত্তর ধর্মে অভিরত বুদ্ধ চারি সত্যধর্মদেশনা করলেন।

আমি তাঁর ধর্ম জ্ঞাত হয়ে তদনুরূপ পালন পূর্বক শিক্ষাত্রয়ে রত হলাম, আমার ত্রিবিদ্যালাভ হল এবং বুদ্ধশাসনে আমি কৃতকার্য হলাম। (থেরগাথা)

পরবর্তীতে শাস্তা জেতবন মহাবিহারে অবস্থানের সময় 'দিব্যচক্ষুধারী ভিক্ষুগনের মধ্যে অনুরুদ্ধই শ্রেষ্ঠ' এই বলে অগ্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

এভাবে তিনি ভগবানের কাছ থেকে দিব্যচক্ষুধারী ভিক্ষুগণের মধ্যে অগ্রস্থান লাব করে নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে অত্যন্ত খুশিমনে পূর্বজন্মের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সমেধ ভগবানকে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪২১. লোকশ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ, লোকনায়ক, নির্জনবিহারী সুমেধ ভগবানকে আমি দেখেছিলাম।

৪২২. লোকনায়ক সম্বুদ্ধ বুদ্ধশ্রেষ্ঠ সুমেধের নিকট গিয়ে হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করে প্রার্থনা করেছিলাম।

৪২৩. হে মহাবীর, লোকশ্রেষ্ঠ, লোকনায়ক, অনুকম্পা প্রদর্শন করুন। বৃক্ষমূলে ধ্যানরত থাকার সময় আমি আপনাকে প্রদীপ দান করব।

৪২৪. সেই ধীর সয়ম্ভূ শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ আমার প্রর্থনা অনুমোদন করেছিলেন। তখন আমি বৃক্ষগুলো ভেদ করে তাতে তৈলপ্রদীপ ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪২৫. আমি লোকবন্ধু বুদ্ধকে যেই সহস্রবটিবিশিষ্ট প্রদীপ দান করেছিলাম, আমার সেই প্রদীপগুলো সপ্তাহ কাল অবধি প্রজ্জ্বলিত হয়ে নিভে গিয়েছিল।

৪২৬. সেই চেতনা প্রনিধি ও চিত্ত প্রসন্নতা হেতু মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে স্বর্গের দিব্যতিমানে উৎপন্ন হয়েছিলাম।

৪২৭. আমি দেবত্ব লাভ করার পর সেখানে আমার ব্যাম পরিমাণ জায়গার সর্বত্রই আলোকোজ্জ্বল থাকত। ইহা প্রদীপ দানের ফল।

৪২৮. আমি তখন শতযোজন বিস্তৃত জায়গায় বিবোচিত হতাম এবং দেকগণকে স্বতেজে অভিভূত করতাম, ইহা প্রদীপ দানের ফল।

৪২৯. আমি দেবেন্দ্র হয়ে ত্রিশকল্প দেবলোকে রাজত্ব করেছিলাম। কেউই আমাকে কোনরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করত না। ইহা প্রদীপ দানের ফল।

৪৩০. আমি আটাশ বার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম এবং তখন রাতদিন যোজন যোজন দূর পর্যন্ত দেখতে পেতাম।

৪৩১. আমি শাস্তার শাসনে দিব্যচক্ষু লাভ করেছি, সেই দিব্যচক্ষু জ্ঞানের দ্বারা সহস্র লোক দর্শন করতে পারি। ইহা প্রদীপ দানের ফল।

৪৩২. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প আগে প্রথিবীতে সুমেধ সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন। আমি তাঁকে অতীব প্রসন্ন মনে প্রদীপ দান করেছিলাম।

৪৩৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধশাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অনুরুদ্ধ স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৩.৫. মন্তানিপুত্র পূর্ণ স্থবির অপদান

এই মন্তানিপুত্র পূর্ণ স্তবির অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মে জন্মে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের আবির্ভাবের কিছু র্পবে হংসবতী নগরে ব্রাহ্মণ মহাশাল কুলে জন্মগ্রহণ করে অনুক্রমে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়েছিলেন। পরবর্ততে পদুমুত্তর ভগবান উৎপন্ন হওয়ার পর বিজ্ঞ ব্যক্তিদের উদ্দেশে ধর্মদেশনা করার সময় তিনি পূর্বানুরূপভাবে মহাজনতার সহিত বিহারে গেলেন। একদম শেষপ্রান্তে বসে ধর্ম শুনতে লাগলেন। তখন শাস্তা একজন ভিক্ষুকে ধর্মকথিক ভিক্ষুদের মধ্যে অগ্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত করছেন দেখে 'আমাকেও ভবিষ্যতে এই ভিক্ষুর ন্যায় শ্রেষ্ঠ ধর্মকথিক ভিক্ষু হতে হবে' এই ভেবে ভগবানের দেশনা শেষ হলে এবং উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলি চলে গেলে শাস্তার কাছে গিয়ে তাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেণ পূর্বানুরূপভাবে মহাদান দেওয়ার পর ভগবান এরূপ বললেন, 'ভন্তে, আমি এই পুণ্যের ফলে অন্য কোন প্রার্থনা করব না। এই ভিক্ষুকে আপনি যেমন ধর্মকথিক ভিক্ষুদের মধ্যে অগ্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, অনুরূপভাবে ভবিষ্রতে আমিও কোন এক বুদ্ধের শাসনে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধর্মকথিক ভিক্ষুদের মধ্যে অগ্র তথা শ্রেষ্ঠ হতে চাই।' এইভাবে প্রার্থনা করেছিলেন। শাস্তা 'ভবিষ্যতে আজ থেকে শতসহস্র কল্প পরে পৃথিবীতে গৌতম নামক বুদ্ধ উৎপন্ন হবেন। তার শাসনে প্রব্রজ্যিত হয়ে তুমি ধর্মকথিক ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হবে।'

তিনি যথায়ুষ্কাল কল্যানকর্ম করে সেখান থেকে চ্যুত হয়ে শতসহস্র কল্প ধরে দেব ও মনুষ্যলোকে সংসরণ করে পুণ্যসঞ্চয় করেছিলেন। আমাদের ভগবানের সময় তিনি কপিলাবস্তু নগরের অনতিদূরে দ্রোণবাস্তু নামক এক ব্রাহ্মণ গ্রামে ব্রাহ্মণ মহাশালকুলে অঞ্ঞাসি কোণ্ডঞ্ঞ স্থবিরের ভাগিনেয় হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার নাম রাখা হয়েছিল 'পূর্ণ'। শাস্তা অভিসম্বোধি লাভ করার পর ও ধর্মচক্র প্রবর্তনের পন অনুক্রমে রাজগৃহকে আশ্রয় করে অবস্থান করার সময় তিনি অঞ্ঞাসি কোণ্ডঞ্ঞ স্থবিরের কাছে প্রব্রজ্যিত হয়েছিলেন। পরে উপসম্পদা লাভের পর কঠোর সাধনায় নিয়োজিত হয়ে সমস্ত প্রব্রজ্যিত কৃত পূর্ণ করেছিলেন। তারপর 'দশবল বুদ্ধের কাছে গমন করব' এই ভেবে তিনি মাতুল স্থবিরের সাথে শাস্তার কাছে গিয়ে কপিলাবস্তু নগরে অবস্থান করে জ্ঞানত মনোনিবেশ করে কর্ম করতে করতে অচিরেই বিদর্শন জ্ঞান উৎপন্ন করে অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলেন।

সেই পূর্ণ স্থবিরের নিকট প্রব্রজ্যিত হওয়া পাঁচশত কুলপুত্র ছিলেন। স্থবির তাদেরকে দশবস্তু কথায় উপদেশ দিয়েছিলেন। তারাও সকলেই দশবস্তু কথায় উপদিষ্ট হয়ে আপন আপন জীবনে তা অনুশীলন করে অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলেন। তারা নিজেদের প্রব্রজ্যিত কৃত্য শেষ হয়েছে জেনে উপাধ্যায়ের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'ভন্তে, আমরা প্রব্রজ্যিত কৃত্য সুসম্পন্ন করেছি এবং দশবস্তু কথায় যথাযথভাবে অনুশীলন করেছি। ভন্তে, এখন আমরা দশবল বুদ্ধকে দর্শনে উচ্ছুক।' স্থবির তাদের কথা শুনে চিন্তা করলেন, 'আমার দশকথাবস্তু লাভের কথা শাস্তা সয়ং জানেন। আমি ধর্মদেশনা করার সময় দশকথাবস্তু সর্বতোভাবেই দেশনা করি। আমি যদি তাদের সাথে যাই, তাহলে এই সকল ভিক্ষু আমাকে পরিবেষ্টিত হয়েই যাবে। এভাবে গণের সহিত দশবল শাস্তাকে দর্শন করতে আমার পক্ষে অশোভন। তাই এরাই আগে যাক।' অতঃপর তাদেরকে এরূপ বললেন, 'আবুসো, আগে গিয়ে দশবল বুদ্ধকে দর্শন করো। আমার কথায় তথাগতের পায়ে বন্দনা করো। আমিও তোমাদের অনুসৃত পথেই পরে আসব।' সেই ভিক্ষুগণ সকলেই দশবলের জন্মভূমিবাসী, সকলেই ক্ষীণাসব অর্হৎ, সকলেই দশকথাবস্তু লাভী। তারা উপাধ্যায়ের উপদেশ মতে স্থবিরকে বন্দনাপূর্বক অনুক্রমে পর্যটন করতে করতে ষাট যোজন পথ অতিক্রম করে রাজগৃহস্থ বেনুবন বিহারে গিয়ে দশবল বুদ্ধের পায়ে বন্দনা করে একপাশে উপবেশন করলেন। আগন্তুক ভিক্ষুগণের সহিত কুশল বিনিময় করা বুদ্ধগণের স্বভাব। তাই স্বভাবতই ভগবান সেই ভিক্ষুগনের সহিত কুশল বিনিময় করলেন। তারপর ভগবান বললেন, 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কোথা থেকে এসেছো? 'আপনার জন্মভূমি হতে।' তখন ভগবান দশকথাবস্তুলাভী এক ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, আমার জন্মভূমিতে জন্মভূমিবাসী সব্রহ্মচারী ভিক্ষুদের কে এমন উপদেশ দিয়েছেন, যে নিজেই অল্পেচ্ছু আর ভিক্ষুকে অল্পেচ্ছু হওয়ার উপদেশ দেন?' তারা জানালেন, 'ভন্তে তিনি হচ্ছেন মন্তানিপুত্র আয়ুষ্মান পূর্ণ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেই ভিক্ষুদের কথা শুনে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের মনে মন্তানিপুত্র পূর্ণ স্থবিরকে দেখার প্রবল ইচ্ছা উৎপন্ন হলো। অতঃপর রাজগৃহ হতে শ্রাবস্তীতে গেলেন। পূর্ণ স্থবিরও দশবল বুদ্ধ সেখানে এসেছেন শুনে 'শাস্তাকে দেখব' এই ভেবে সেখানে গেলেন এবং গন্ধকুঠিরের ভিতরেই তথাগতের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তথাগত তাকে দেশনা করলেন। স্থবির ধর্ম শ্রবণের পর দশবলবুদ্ধকে বন্দনা করে নির্জনে অবস্থানের জন্য অন্ধবনে গেলেন। সেখানে এক ছায়াসম্পন্ন বৃক্ষমূলে দিবাবিহারের জন্য উপবেশন করলেন। এদিকে সারিপুত্র স্থবিরও তার আগমনের কথা শুনে সেখানে সপ্তবিশুদ্ধি সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। স্থবির তখন জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের যথার্থ উত্তর রথবিনীত উপমায় প্রদান করলেন। তারা পরস্পর সুভাষিত বাক্য অতিশয় সন্তুষ্টচিত্তে অনুমোদন করলেন।

পরবর্তীতে শাস্তা ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবিষ্ট পূর্ণ স্থবিরকে এই বলে অগ্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত করলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক ধর্মকথিক ভিক্ষুগণের মধ্যে পূর্ণ স্থবিরই শ্রেষ্ঠ।'[১] তিনি নিজের পূর্বকৃতকর্ম স্মরণ করে অতীব খুশিমনে পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'অধ্যাপক, মন্ত্রধর' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪৩৪. অধ্যাপক, মন্ত্রধর ও ত্রিবিধ ওবদ বিশেষজ্ঞ হয়ে আমি বহু শিষ্য পরিবৃত হয়ে নরোত্তম শাস্তার কাছে গিয়েছিলাম।

৪৩৫. অত্যন্ত পূজাই, লোকবিদ, মহামুনি পদুমুত্তর বুদ্ধ সংক্ষেপে আমার কৃতকর্মের ভাবী ফল ঘোষণা করেছিলেন।

৪৩৬. আমি শাস্তার কাছে শোনার পর তাঁকে অভিবাদন করেছিলাম। তারপর হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করে দক্ষিণমুখী হয়ে চলেগিয়েছিলাম।

৪৩৭. সংক্ষিপ্তভাবে শোনার পর অমি বিস্তারিতভাবে ভাষণ করেছিলাম। আমার সেই বিস্তারিত উপদেশ শুনে আমার সকল শিষ্যই অতিশয় আনন্দিত হয়েছিল। নিজেদের মনের সমস্ত মিথ্যাদৃষ্টি পরিহার করে বুদ্ধের প্রতি চিত্ত প্রসন্নতা উৎপন্ন হয়েছিল।

৪৩৮. আমি যেমন সংক্ষিপ্তভাবে দেশনা করতে পারি, তেমনি বিস্তারিতভাবে দেশনা করতে পারি। আমি অভিধর্ম বিশারদ। কথাবত্থু ও সপ্তবিশুদ্ধি সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞান আমার নখদর্পনে। আমি উক্ত সকল বিষয় সকলকে অবগত করায়ে সনাক্ত হয়েই অবস্থান করি।

৪৩৯. আজ থেকে পাঁচশত কল্প আগে চতুর্বিধ দীপের সপ্তরত্নসমন্বিত বিচক্ষণ ও বাকপণ্ডিত রাজ চক্রবর্তী হয়ে অবস্থান করি।

৪৪০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎকরে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই মন্তানিপুত্র আয়ুষ্মান পূর্ণ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মন্তানিপুত্র পূর্ণ স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

---

[১] অঙ্গুত্তর নিকায়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩.৬. উপালি স্থবির অপদান

এই উপালি স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধি পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মে জন্মে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে এক বিত্তবান ধনী ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। একদিন শাস্তার নিকট ধর্মদেশনা শ্রবণ করছিলেন। এমন সময় শাস্তা একজন ভিক্ষুকে বিনয়ধর ভিক্ষুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করছিনে দেখে তিনিও পূর্বানুরূপ মহাদান দিয়ে শাস্তার কাছে সেই পদ প্রার্থনা করেছিলেন এবং সেইবর পেয়েছিলেন।

তিনি আজীবন কুশলকর্ম সম্পাদন করে দেবলোক ও মনুষ্যলোকে সংসরণ করতে করতে এই গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালে এক নাপিতেরঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার নাম রাখা হয়েছিল উপালি। তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে অনুরুদ্ধ প্রমুখ অপর ছয়জন ক্ষত্রিয়ের প্রিয় বন্ধু ছিলেন। পরে তথাগত অনুপিয়বনে অবস্থানকালে সেই ছয়জন ক্ষত্রিয়ের সাথে সেখানে গিয়ে প্রব্রজ্যিত হয়েছিলেন। তিনি প্রব্রজ্যিত হওয়ার পর উপসম্পদা লাভ করে শাস্তার কাছ থেকে কর্মস্থান নিয়ে বললেন, 'ভন্তে, আমাকে অরণ্যে বসবাসের জন্য অনুমতি প্রদান করুন।' তখন ভগবান বললেন, 'ভিক্ষু অরণ্যে বাস করলে একটি মাত্র ধুরই বর্ধিত করতে পারে। কিন্তু তুমি যদি আমার কাছে অবস্থান কর, তাহলে বিদর্শধুর ও গ্রন্থধুর উভয়ই পূরণ করতে পারবে।' অতঃপর তিনি শাস্তার কথা ধরে বিদর্শণ ভাবনা করতে করতে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলেন। শাস্তাও তাকে স্বতঃ প্রনোদিত হয়েই সমগ্র বিনয়পিটক শিক্ষা দিলেন। পরবর্তীতে তিনি ভারুকচ্ছ বাখু, অজ্জুক বাখু ও কুমার কস্সপ বাখু এই তিনটি বাখু বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছিলেন। শাস্তা প্রত্যেকটি বাখু বিশ্লেষণের পর সাধুবাদ দিয়ে অনুমোদন করেছিলেন এবং পরে তাকে বিনয়ধর ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষনা করেছিলেন।

এভাবে তিনি শ্রেষ্ঠ আসন পেয়ে নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে খুশিমনে পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'হংসবতী নগরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪৪১. হংসবতী নগরের সুতাজ নামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি আশিকোটি ধনী ও প্রভূত বিত্ত-বৈভবের মালিক।

৪৪২. ব অধ্যাপক, মন্ত্রধর, ত্রিবিধ বেদ শাস্ত্রে পারদর্শী, লক্ষণ শাস্ত্র, ইতিহাসবিদ ও সধর্মে পারমীবান।

৪৪৩. অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজক, তাপসগণ সেই সময় পৃথিবীতে বিচরণ করতেন।

৪৪৪. সেই বিশ্ববিশ্রুত পরিব্রাজকগণ আমাকে পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতেন। বহু মানুষ আমাকে পূজা করলেও আমি কাউকেই পূজা করতাম না।

৪৪৫. কারণ জগতে আমি আমার পূজ্যই কাউকেই দেখতাম না। আমি ভীষণভাবে মানমত্ত ছিলাম। যতদিন জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হন না ততদিন 'বুদ্ধ' নামক শব্দ বিদ্যমান থাকে না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৪৬. দীর্ঘ অতিবাহিত হওয়ার পর পদুমুত্তর নামক চক্ষুষ্মান বুদ্ধ সমস্ত অন্ধকার বিদুরিত করে পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৪৪৭. সেই সময় বহুমানুষ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়লে বুদ্ধ হংসবতী নগরে উপনীত হয়েছিলেন।

৪৪৮. চক্ষুষ্মান বুদ্ধ যখন পিতার উদ্দেশে ধর্মদেশনা করছিলেন, তখন সেখানে যোজন বিস্তৃত জায়গায় বিপুল শ্রোতামণ্ডলী ছিল।

৪৪৯. সেই সমবেত শ্রোতামণ্ডলীর মধ্যে সুনন্দ নামক এক তাপস সমগ্র বুদ্ধপরিষদকে পুষ্পাচ্ছাদনে আচ্ছাদিত করেছিলেন।

৪৫০. সেই পুষ্পমণ্ডপে উপবিষ্ট হয়ে চক্ষুষ্মান বুদ্ধ চতুর্সত্য সম্বন্ধে দেশনা করলে কোটি শতসহস্র সত্ত্ব ধর্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন।

৪৫১. বুদ্ধ মোট সাত দিন সাতরাত ধর্মবারি বর্ষণ করে অষ্টম দিনে তাপস সুনন্দের ভূয়শী প্রশংসা করেছিলেন।

৪৫২. এই একত্রিশ লোকভূমির দেবলোক ও মনুষ্যলোক সংসরণ করতে করতে এই সুনন্দ তাপস সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও মহান হয়েই জন্মগ্রহণ করবে।

৪৫৩. আজ থেকে শতসহস্র কল্পপরে ওক্কাকু কুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

৪৫৪. তার শাসনে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী মন্তানিপুত্র পূর্ণ নামক শাস্তা শ্রাবক হবেন।

৪৫৫. এভাবে বিবিধ প্রকারে সম্বুদ্ধ সুনন্দ তাপসকে ভূয়সী প্রশংসা করলে সমবেত জনতা অতিশয় আনন্দিত হয়েছিল এবং নিজেদের শক্তি প্রকাশিত করেছিল।

৪৫৬. সেই সমবেত জনতা সুনন্দ তাপসকে কৃতাঞ্জলি পুট প্রণাম করেছিলেন। এত সুনন্দ তাপস অহংকার না করে বুদ্ধকে পূজা করলেন এবং নিজের গতি পরিশুদ্ধ করলেন।

৪৫৭. এইরূপে মহামুনির উপদেশ শোনার পর আমার মনে মনে সংকল্প হয়েছিল যে, ভাবী গৌতম বুদ্ধ যেভাবে পারমী সম্ভার পূর্ণ করছেন ঠিক সেভাবেই আমিও পারমী সম্ভার পূর্ণ করব।

৪৫৮. এভাবে চিন্তা করার পর 'আমার কী পুণ্যকর্ম করা উচিত এই বিষয়ে আমি চিন্তা করেছিলাম। অনুত্তর পুণ্য ক্ষেত্র ত্রিরত্নে আমি কীদৃশ পুণ্য পারমী পূরণ করব?

৪৫৯. এই অধ্যায়নশীল ভিক্ষু বুদ্ধের শাসনে বিনয়ে অগ্রস্থান লাভ করেছিলেন, আমিও তার মতো হওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছিলাম।

৪৬০. আমার সেই অপরিমাণ বিপুল ভোগ সম্পত্তি ছিল, সেই সমস্ত ভোগ সম্পত্তি দিয়ে আমি বুদ্ধের জন্য একটি আরাম (বিহার) নির্মাণ করেছিলাম।

৪৬১. নগরের পূর্বদিকে শোভন নামক আরামটি লক্ষ টাকার বিনিময়ে ক্রয় করেছিলাম এবং সেখানে একটি বিহার নির্মাণ করেছিলাম।

৪৬২. সেই সংঘারামে আমি কুটাগার, প্রাসাদ, মণ্ডপ, হর্ম্য, গুহা ও চংক্রমণঘর নির্মাণ করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৬৩. সেখানে জন্ত্রাঘর[১], অগ্নিশালা, জলাধার ও স্নানঘর তৈরি করে আমি ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশে দান করেছিলাম।

৪৬৪. বসার আসন, পিড়ি, পরিভোগ্য ভোজন, আবাসিক (সেবক) ও ওষুধ প্রভৃতি সমস্তই আমি দিয়েছিলাম।

৪৬৫. আমি সেই সংঘারামের চতুর্পাশে সুদৃঢ় ঘেড়া দিয়েছিলাম, যাতে করে সেখানে বসবাসরত শান্ত-সমাহিত ভিক্ষুসংঘকে কেউ অন্তরায় করতে না পারে।

৪৬৬. সেই সংঘারামে আমি লক্ষ টাকা ব্যয় করে আবাস (কুঠির) তৈরি করেছিলাম। এভাবে তৈরি করার পর আমি সম্বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম।

৪৬৭. হে মুনি, সংঘারাম তৈরি র কাজ সমাপ্ত। এখন আপনি তা গ্রহণ করুণ। আমি আপনাকে তা দান করব। অতএব হে চক্ষুষ্মান, আপনি অনুমোদন করুন।

৪৬৮. অত্যন্ত পূজাই, লোকবিদ, নায়ক পদুমুত্তর বুদ্ধ আমার সংকল্পের কথা জেনে তা অনুমোদন করেছিলেন।

৪৬৯. মহর্ষী সর্বজ্ঞ বুদ্ধের সকরুণ অনুমোদন জ্ঞাত হয়ে আমি ভোজনের ব্রবস্থা করেছিলাম এবং ভোজনের সময় অবগত করেছিলাম।

৪৭০. ভোজনের সময় অবগত করা হলে পদুমুত্তর বুদ্ধ সহস্র ক্ষীণাসব অর্হৎ পরিবেষ্টিত হয়ে আমার আরামে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৪৭১. ভগবান প্রমুখ অনুত্তর ভিক্ষুসংঘ আসনে উপবেশন করলে আমি পান-ভোজনে তৃপ্ত করেছিলাম। বোজন শেষ হয়েছে জেনে আমি আমার কথা নিবেদন করেছিলাম।

৪৭২. প্রভু, আমি এই শোভন নামক আরাম লক্ষ টাকার বিনিময়ে ক্রয় করেছি এবং সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ মিস্ত্রি দিয়ে তৈরি করিয়েছি।

৪৭৩. এই আরাম দানের ফলে ও চেতনা প্রতীনিধির দ্বারা জন্ম জন্মান্তরে আমি যেন আমার প্রার্থিত বিষয় লাভ করি।

৪৭৪. এই সুনির্মিত সংঘারাম গ্রহণ করার পর সম্বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের মধ্যে উপবেশন করে এই কথা বলেছিলেন।

৪৭৫. হে ভিক্ষুগণ, যেই ব্যক্তি এই সুনির্মিত সংঘারাম বুদ্ধকে দান করলো, আমি এখন তার গুণকীর্তন করব। তোমরা মনযোগ দিয়ে শ্রবণ কর।

৪৭৬. হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক সেনা এই চতুরঙ্গিনী সেনা সুনন্দ তাপসকে নিত্য পরিবেষ্টিত হয়ে থাকবে। ইহা তার সংঘারাম দানেরই ফল।

৪৭৭. তূর্য, ভেরী সমলংকৃত হয়ে তাকে নিত্য পরিবেষ্টিত হয়ে থাকবে। ইহা সংঘারাম দানের ফল।

৪৭৮-৪৭৯. সমলংকৃত সুসজ্জিত, সুরসনা মাথায় মণিকুণ্ডলধারী সুকাজলা, সুদর্শনা, কৃশতমবিশিষ্ট বিরাশি হাজার নারী তাকে নিত্য পরিবেষ্টিত হয়ে থাকবে। ইহাই সংঘারাম দানের

---

[১] শরীর গরম করবার জন্য গরমভাপ নেওয়ার ঘর।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ফল।

৪৮০. সে ত্রিশ হাজার কল্প দেবলোকে রমিত হবে এবং সহস্রবার দেবেন্দ্র হয়ে দেবলোকে রাজত্ব করবে।

৪৮১. দেবলোকে রাজত্ব পেয়ে যা প্রাপ্তব্য তৎসমস্তই সে লাভ করবে এবং অপরিমাণ ভোগসম্পত্তি লাভ করে দেবলোকে রাজত্ব করবে।

৪৮২. সে সহস্রবার রাজচক্রবর্তী হবে এবং পৃথিবীতে কতবার যে প্রাদেসকি রাজা হবে তার ইয়ত্তা নেই।

৪৮৩. আজ থেকে শতসহস্র কল্প পরে এক্কাকুকুলে গৌতম নাকম শাস্তা প্রথিবীতে আভির্ভূত হবেন।

৪৮৪. সে তাঁর প্রবর্তিত ধর্মে ধর্মৌরসজাত পুত্র ও উত্তরাধিকারী হবে এবং উপালি নামক শাস্তার শ্রাবক হবে।

৪৮৫. বুদ্ধের প্রজ্ঞাপি বিনয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে ও বিশরদ হিসেবে সর্বত্র পরিচিতি পেয়ে বুদ্ধ শাসনকে ধারণ করে সে অনাসক্ত হয়েই অবস্থান করবে।

৪৮৬. শাক্যসিংহ গৌতম এই সমস্ত বিষয় অবগত হয়ে ভিক্ষুসংঘের মাঝে বসে তাকে অগ্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

৪৮৭. পূর্বে অপরিমেয় দান করার ফলে আমি আপনার শাসনে বিনয়ে শ্রেষ্ঠ হবার বর প্রার্থনা করেছিলাম। আমি সর্ববিধ সংযোজন ছিন্ন করেছি। এখন আমার সেই প্রার্থনা সফল হবার সময় উপস্থিত হয়েছে।

৪৮৮. রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি যেমন রাজদণ্ডে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দণ্ড ভোগ করার আগেই নিজের মুক্তি ইচ্ছা করে।

৪৮৯-৪৯০. ঠিক তদ্রুপ হে মহাবীরম, আমি ভবদণ্ডে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে, কর্ম তীরে বিদ্ধ হয়ে, বেদনাকাতর হয়ে এই ভবে স্বাদ পাচ্ছি না। রাগ, দ্বেষ, মোহ এই ত্রিবিধ অগ্নিতে প্রতিনিয়ত দগ্ধ হচ্ছি। তাই আমিও রাজদণ্ডে ভীত, সন্তস্ত ব্যক্তির ন্যায় এই ভব হতে মুক্তি অন্বেষণ করি।

৪৯১-৪৯২. বিষধর সর্প কর্তৃক দংশিত ব্যক্তি যেমন ছটফট করতে করতে ওষুধ খুজতে থাকে এবং ওষুধ দেখতে পেলে সেই বিষনাশক ওষুধ সেবন করে বিষমুক্ত হয় ও সুখী হয়।

৪৯৩-৪৯৫. ঠিক তদ্রুপ হে মহাবীর, সর্পদৃষ্ট ব্যক্তির ন্যায় আমিও অবিদ্যা দ্বারা পীড়িত হয়ে সদ্ধর্মরূপ ওষুধ খুজতে থাকি। খুজতে খুজতে একপর্যায়ে শাক্য শাসন দেখতে পাই, যা সর্বপ্রকার ওষুধের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্ববিধ দুঃখবিমোচনকারী। তেমন ধর্মৌষুধ সেবন করে আমার সমস্ত অবিদ্যারূপ বিষ বিদূরিত করি এবং অজর, অমর, শীতিভূত নির্বাণ আমি সাক্ষাৎ করি।

৪৯৬-৪৯৭. ভূতেধরা ব্যক্তি যেমন ভূতের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে সেই ভূত হতে রক্ষা পাবার জন্য ভূতবিদ্যা সন্ধান করে এবং সন্ধানের পর ভূতবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিকে দেখতে পায়। তখন সেই ব্যক্তির কাছে গিয়ে তার দেহে ভর করা ভূতকে তাড়ায়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৯৮-৪৯৯. ঠিক তদ্রুপ হে মহাবীর, অজ্ঞতা রূপ অন্ধকারে প্রপীড়িত হয়ে সেই অন্ধকার হতে মুক্তির ইচ্ছায় আমিও জ্ঞানালোক সন্ধান করি। অতঃপর অন্ধকার ধ্বংসকারী শাক্যমুনিকে আমি দেখতে পেলাম। ভূতবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তির ন্যায় তিনিই আমার অজ্ঞতারূপ সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত করেন।

৫০০. ভূতবিদ্যঅয় পারদর্শী ব্যক্তির ন্যায় তিনিই আমার সংসার স্রোত ছিন্ন করে দেন, তৃষ্ণাস্রোত নিবারিত করেন এবং সর্ববিধ ভব উত্তীর্ণ করে দেন।

৫০১-৫০২. গরুড় পক্ষি যেমন নিজের আহার ভূমিতেস্থিত সর্পকে শতযোজন বিস্তৃত বিশাল বিশাল সরোবরে খুজতে থাকে। সর্প দেখতে পেলে অধোশির করে নখ দিয়ে ধরে যথেচ্ছা চলে যায়।

৫০৩-৫০৪. ঠিক তদ্রুপ হে মহাবীর, শক্তিশালী গরুড় পক্ষির ন্যায় আমিও অমৃতরূপ অসংস্কৃত নির্বাণ সন্ধান করতে করতে অনুত্তর শান্তিপদ ধর্মধরকে দেখতে পাই। গরুড় পক্ষির সর্প ধরার ন্যায় আমিও তা নিয়েই অবস্থান করি।

৫০৫. আশাবতী নামক এক জাতীয় লতা চিত্তলতাবনে জন্মাত। সেই লতায় হাজার বৎসর পরে একটি মাত্র ফল ধরে।

৫০৬. সেই ফল যত দূরেই থাকুক না কেন দেবগণ সেই ফলই সেবন করে। কারণ সেই আশাবতী লতার ফল দেবগণের অসম্ভব প্রিয়।

৫০৭. শতসহস্র বৎসর পরে এখন আমি সর্বজ্ঞ বুদ্ধের সংস্পর্শে বিচরণ করি। দেবগণ আশাবতীলতাকে করার ন্যায় আমিও সন্ধ্যা-সকাল দুবার বুদ্ধকে নমস্কার করি।

৫০৮. বুদ্ধদর্শন হেতু আমি নির্বাণ সাক্ষাৎ করেছি, তাই এই বুদ্ধচর্যা ও প্রতিপত্তি শীল আচরণ আমার কাছে একান্তই অমোঘ মোটেই তুচ্ছ করার বষয় নয়। দীর্ঘকাল পরে দেখা পাওয়া এই পরম মুহূর্তটি আমাকে অতিক্রম করে যায়নি। ।

৫০৯. সমগ্র ভবের মধ্যে কোথাও আমার প্রতিসন্ধি হবার সম্ভবনা আমি দেখতে পাই না। কারণ আমি উপাধি হীন, বিপ্রমুক্ত ও উপশান্ত হয়ে বিচরণ করি।

৫১০. পদ্মফুল যেমন সূর্যরশ্মিতে ফোটে, ঠিক তদ্রুপ হে মহাবীর, আমিও বুদ্ধরশ্মিতে প্রস্ফুটিত হই।

৫১১. বলাকা যোনিতে যেমন কখনও পুরুষ বলাকা বিদ্যামান থাকে না, স্তী বলাকারা মেঘগর্জনের সময়ই গর্ভবতী হয়।

৫১২. পরবর্তীতে মেঘ গর্জন না করা পর্যন্ত দীর্ঘদিন যাবত গর্ভ রক্ষা করতে হয়। দীর্ঘ কাল পরে মেঘ গর্জন সহকারে প্রবল বর্ষন করে তখনই কেবল তারা সন্তান জন্ম দিয়ে ভারমুক্ত হয়।

৫১৩. ঠিক তদ্রুপ বহু কল্প পূর্বে পদুমুত্তর বুদ্ধের ধর্মমেঘ তীব্র গর্জন সহকারে প্রবল বর্ষণ করেছিল। ধর্মমেঘের সেই গর্জন শব্দে আমি ধর্মরূপ গর্ভ ধারণ করেছিলাম।

৫১৪. লক্ষ বৎসর ধরে আমি সেই ধর্মরূপ পুণ্য গর্ভ ধারণ করে আসছি। ধর্মমেঘ গর্জন না করলে আমি গর্ভভার হতে মুক্ত হতে পারব না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫১৫. হে শাক্যমুনি, আপনি যখন কপিলাবস্তু রম্য নগরে ধর্মমেঘ গর্জন করেছিলেন তখনি আমি সেই গর্ভভার হতে মুক্ত হয়েছিলাম।

৫১৬. শূন্যত, অনিমিত্ত ও অপ্রনিহিত এই ত্রিবিধ বিমোক্ষ এবং চারি ফল সমাপ্ত ধর্মই আমি জ্ঞাত হয়েছি।

[দ্বিতীয় ভাণবার]

৫১৭. অনন্ত অপ্রমেয় কল্প আগে আপনার শাসনে বিনয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের যেই প্রার্থনা আমি করেছিলাম, আমার কাছে সেই পরম মুহূর্তটি উপস্থিত। অমি অনুত্তর শান্তিপদ নির্বাণ অধিগত করেছি।

৫১৮. পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে বিনয়ে শ্রেষ্ঠ ভিক্ষুর ন্যায় আমিও আজ বিনয়ে বিশারদ হয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছি। আমার সমতুল্য বিনয়জ্ঞ দ্বিতীয় কেউ নেই। আমিই বুদ্ধের শাসনকে ধারণ করি।

৫১৯. ভিক্ষু-ভিক্ষুনী এই উভয় বিভঙ্গ মহাবর্গ-চুল্লবর্গ নামক খন্ধক, সাঙঘাদিশেষ ও পাচিত্তিয়তিকে এবং পরিবার পাঠ এই সমগ্র বিনয় পিটকের প্রতিটি অক্ষরে ও ব্যাঞ্জনে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

৫২০. পাপী ভিক্ষুগণকে নিগ্রহ করণে আপত্তিগ্রস্ত ভিক্ষুগণকে আপত্তিমুক্ত করণে, কারণে, অকারণে, আহ্বানে ও আপত্তি উত্তরণে সর্বত্রই আমি দক্ষ ও অভিজ্ঞ।

৫২১. খন্ধকে অথবা সমগ্র বিনয় পিটকে সূত্রপদ পরিত্যাগ করে খন্ধক ও বিনয়ের সাথে মিলায়ে দেখে আমি তার থেকে রস উৎসারণ করি।

৫২২. আমি ব্যাকরণ বিশারদ ও অর্থ অনর্থ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। আমার অজ্ঞাত কোন কিছুই নেই। আমিই বুদ্ধের শাসনে বিনয়ধর ভিক্ষুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৫২৩. আজ আমি শাক্যপুত্র বুদ্ধের শাসনে বিনয় বিষয়ক সমস্যা সমাধানে অতিশয় দক্ষ। সমস্ত সন্দেহ আমি বিদূরিত করি এবং সর্ববিধ সংশয় ছিন্ন করি।

৫২৪. পদ, অনুপদ, অক্ষর, ব্যঞ্জন, নিদান ও পর্যাবসান এই ছয় বিষয়ে আমি অত্যন্ত দক্ষ।

৫২৫-৫২৬. পরাক্রমশালী রাজা যেমন শত্রুপক্ষীয় সেনাদের বিতাড়িত করে সংগ্রামে বিজয়ীর বেশে এসে নগর নির্মাণ করে এবং সেই নগরে প্রাচীর, পরিখা, স্তম্ভ, তোরণ, দ্বার প্রকোষ্ঠ ও অট্টালিকা প্রভৃতি নির্মাণ করান।

৫২৭. সেই নগরে চৌরাস্তার সংযোগস্থলে চেকপোষ্টের মটো বাড়ি, নানা রকমের দোকান-পাট, বিচার-আচার করার জন্য সগ্‌গৃহ নির্মাণ করান।

৫২৮. শত্রুপক্ষের দোষত্রুটি ও দূরভিসন্ধি জানার জন্য গুপ্তচর ও রাজ্য রক্ষার জন্য বিশাল সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন।

৫২৯. রাজ্যের সম্পদ বিনষ্ট না হোক এই ভেবে সম্পদ রক্ষার জন্য সুদক্ষ ভাঙ্গার রক্ষক নিয়োগ করেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫৩০. যেই রাজা পণ্ডিত, সুদক্ষ ও আপন রাজ্যের উন্নইত-শ্রীবৃদ্ধি ইচ্ছা করেন, তিনি প্রজাগণের বিচারকার্য সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য দক্ষ বিচারক নিয়োগ করেন।

৫৩১. যিনি উল্কাপাত ও নক্ষত্র বিদ্যায় পারদর্শী, নির্মাণবিশারদ, লক্ষনবিদ, অধ্যাপক ও মন্ত্রধর তাকেই তিনি রাজ্যের পুরোহিত হিসেবে নিয়োগ দেন।

৫৩২. এই সমস্ত গুণাবলী সম্পন্ন যোগ্য ব্যক্তিই ক্ষত্রিয় রাজা বলে পরিচিত হন। তিনি সব সময় আপন রাজ্যের প্রজাগণকে রক্ষা করেন।

৫৩৩. ঠিক তদ্রুপ হে মহাবীর, আপনিও ক্লেশরূপ শত্রুকে হত্যা করে সদেবলোকের ধর্মরাজ হয়েছেন।

৫৩৪. অন্যতীর্থিয়গণকে দমন করে, সসৈন্য-মারকে পরাস্ক করে ও অজ্ঞতারূপ সমস্ত অন্ধকারকে বিদূরিত করে আপনিও ধর্মনগর নির্মাণ করেছেন।

৫৩৫. আপনার প্রতিষ্ঠিত ধর্মনগরে শীল হচ্ছে প্রাচীর সদৃশ, জ্ঞান হচ্ছে দ্বার প্রকোষ্ট। হেবীর, শ্রদ্ধা হচ্ছে খুটি, সংযম হচ্ছে দ্বাররক্ষক।

৫৩৬. চারি স্মৃতিপ্রস্থান হচ্ছে পাহারা দেওয়ার জন্য উচু প্রকোষ্ঠ, প্রজ্ঞা হচ্ছে চৌরাস্তার সংযোগস্থলে স্থাপিত বাতি, চতুর্বিধ ঋদ্ধিপাদ হচ্ছে চৌমহনী যেখানে চতুর্দিক হতে ধর্মবীথি (ধর্মপথ) এসে মিলিত হয়েছে।

৫৩৭. সূত্র, অভিধর্ম ও বিনয় এই নবাঙ্গ বুদ্ধবচন আপনার ধর্মে ধর্মসভা নামে প্রসিদ্ধ।

৫৩৮. শূন্যতা, অনিমিত্ত ও অপ্রনিহিত এই ত্রিবিধ বিমোক্ষ, অনেঞ্জা তথা অরূপধ্যান ও নির্বাণ এই সমস্তই হচ্ছে আপনার ধর্মকুঠির।

৫৩৯. প্রজ্ঞাবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধের কাছ থেকে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, দক্ষ সারিপুত্র স্থবিরই আপনার শাসনে ধর্মসেনাপতি।

৫৪০. সত্ত্বগণের চ্যুতি-উপত্তি বিষয়ে বিশেষ পারদশী ও অসম্ভব ঋদ্ধির অধিকারী কোলিতই আপনার শাসনে পুরোহিত।

৫৪১. প্রাচীনবংশধর, প্রবল প্রতাপী অনাসক্ত ধুতাঙ্গধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাকশ্যপ স্থবিরই আপনারর শাসনে সুদক্ষ বিচারক।

৫৪২. বহুশ্রুত, শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্মধর আনন্দ স্থবিরই আপনার শাসনে ধর্মরক্ষক।

৫৪৩. এই সকল অভিজ্ঞ ভিক্ষুদের বাদ দিয়ে ভগবান আমাকেই নির্বাচিত করেছেন। বুদ্ধোপদিষ্ট বিনয় মীমাংসার ভার বুদ্ধ আমাকেই দিয়েছেন।

৫৪৪. কোন বুদেধর শ্রাবক আমাকে বিনয় বিষয়ক প্রশ্ন করলে চোখ বুজেই আমি সেসকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকি।

৫৪৫. সমগ্র বুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে একমাত্র মহামুনি বুদ্ধ ব্যতীত বিনয়ে আমার সমতুল্য কেউই নেই, কোথায় আবার আমার চাইতে দক্ষ।

৫৪৬. বিশাল ভিক্ষু সংঘের মাঝে উপদিষ্ট হয়ে গৌতম বুদ্ধ এভাবেই ঘোষণা করেন যে, আমার শাসনে বিনয় ও খন্ধক বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী উপালির সমতুল্য কেই নেই।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫৪৭. সে উপালি বুদ্ধোপদিষ্ট নবাঙ্গ বুদ্ধশাসনের সবকিছু বিনয়বিদ, বিনয়মূলক হিসেবে দর্শন করে।

৫৪৮. আমার পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে শাক্যসিংহ গৌতম ভিক্ষু সংঘের মাঝে উপবিষ্ট হয়ে আমাকে বিনয়ে শ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

৫৪৯. শতসহস্র কল্প আগে থেকে আমি এই শ্রেষ্ঠ স্থান প্রার্থনা করে আসছিলাম, এখন আমার সামনে সেই পরম মুহূর্তটি উপস্থিত। কারণ আমি বিনয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের পারমী পূরণ করেছি।

৫৫০. পূর্বে আমি শাক্যকুলের বহু মানুষের অনন্দদায়ক নাপিত ছিলাম। সেই নাপিত জীবন ত্যাগ করে আমি এখন মহর্ষি বুদ্ধের পুত্র হয়েছি।

৫৫১. এই ভদ্রকল্পের দুই কল্প আগে অঞ্জস নামক এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন, যিনি অত্যন্ত তেজস্বী, যশশ্বী, প্রজাপালক ও মহাধনী।

৫৫২. তখন সেই রাজার পুত্র হয়ে জন্মেছিলাম ভীষণ রকম জাত্যাভিমানী, যশ ও ভোগে মত্ত।

৫৫৩. সর্বালংকারে বিভষিত, চোখ, কান ও কোষ এই ত্রিবিধ অঙ্গপরিপূর্ণ শতসহস্র মাতঙ্গ হস্তী সদসর্বদা আমাকে পরিবেষ্টিত হয়ে থাকত।

৫৫৪. এক সময় আমি সদলবলে উদ্যানে গমনেচ্ছু হয়ে শ্রীমণ্ডিত এক হস্তীর পিঠে আরোহন করে নগর হতে বেরিয়েছিলাম।

৫৫৫. তখন শীলসংবরাদি প্রনর প্রকার চরণসম্পন্ন, গুপ্তদার ও সুসংযত দেবল নামক সম্বুদ্ধ আমার সামনে আসছিলেন।

৫৫৬. সেই সময় আমি শ্রীমণ্ডিত হস্তী দিয়ে বুদ্ধকে আঘাত করেছেলাম, পীড়িত করেছিলাম। তাতে করে সেই আক্রমণকারী হস্তী নিজের পদযুগল আর নাড়াতে পারছিলেন না।

৫৫৭. সেই হস্তীকে অনড় অবস্থায় দেখে আমি বুদ্ধের প্রতি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম। এবং সম্বুদ্ধকে নানাভাবে নিপীড়ন, অত্যাচার করে আমি উদ্যানে চলে গিয়েছিলাম।

৫৫৮. সেখানে যাওয়ার পর আমি কোনভাবে সুখ পাচ্ছিলাম না। আমার মাথা যেন আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছিল। পচ্চেকবুদ্ধকে নানাভঅবে কষ্ট দেওয়ার কারণে আমি অনুতাপ আগুনে দগ্ধ হচ্ছিলাম, স্থলে উৎক্ষিপ্ত মৎস্যের ন্যায় ছটফট করছিলাম।

৫৫৯. তখন আমার মনে হচ্ছিল, সসাগরা প্রথিবী যেন প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় জ্বলছে। তারপর আমি পিতার কাছে এসে এই কথা নিবেদন করলাম।

৫৬০. বিষধর ক্রুদ্ধ সর্পকে, দাউ দাউ করে জ্বলন্ত অগ্নি কুণ্ডকে ও প্রমত্ত মাতঙ্গ হস্তীকে নিপীড়িত করার ন্যায় আমি সেই সয়ম্ভূ পচ্চেকবুদ্ধকে নিপীড়ন করেছিলাম।

৫৬১. ঘোর তপস্বী সয়ম্ভ বুদ্ধবে আমি নিপীড়িত করায় রাজ্যসহ আমরা সবাই বিনষ্ট হব। আমরা যাতে বিনষ্ট না হই সেজন্য আমাদেরকে ক্ষমা করুন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫৬১. সেই আত্মদান্ত, শান্ত সমাহিত পচ্চেকবুদ্ধ যাদ আমাদেরকে অনুগ্রহ না করেন, ক্ষমা না করেন, তাহলে সাত দিনের মধ্যেই আমাদের এই রাজ্য সম্পূর্ণ ধ্বংস হবে।

৫৬৩. পূর্বে সুমেখলা প্রমুখ চারজন রাজাও ঋষিগণকে নিপীড়িত করে রাজ্যসহ দুর্গতিতে গিয়েছিলেন।

৫৬৪. সুসংযত ব্রহ্মচারী ঋষিগণ যখন ক্রুদ্ধ রাগান্বিত হন, তখন সসাগরা পৃথিবীসহ সমস্ত দেবলোক বিনষ্ট হয়।

৫৬৫. সেই ঋষিগণের প্রবল প্রতাপ জ্ঞাত হয়ে চন্দন ক্ষত্রিয় ত্রিযোজন বিস্তৃত জায়গায় সহস্র মানুষকে সমবেত করেছিলাম। আমার সমস্ত দোষ অকপটে স্বীকার করার জন্য সয়ম্ভূ বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম।

৫৬৬. আমরা সবাই ভেজাবস্ত্রে ভেজামাথায় অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে বুদ্ধের পায়ে নিপতিত হয়ে এই কথা নিবেদন করেছিলাম।

৫৬৭. হে মহাবীর, আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। আমরা কাতর স্বরে প্রার্থনা করছি, আমাদের সমস্ত কষ্ট বিদূরিত হোক, আমাদের রাজ্য বিনষ্ট না হোক।

৫৬৮. দেবমনুষ্য, দানব, রাক্ষস সকলেই মুগর দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করুক।

৫৬৯. জলে যেমন অগ্নি প্রজ্বলিত হয় না, বীজ যেমন শিলাময় পর্বতে অঙ্কুরোদগম হয় না, ওষুধে যেমন ক্রিমি জন্মায় না, ঠিক তদ্রূপ বুদ্ধের মনেও ক্রোধ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নয়।

৫৭০. অচলা ভূমি, অপ্রমেয় সাগর ও অনন্ত আকাশ যেমন কখন ক্রুদ্ধ হয় না, তদ্রূপ বুদ্ধগণ ক্রুদ্ধ হন না।

৫৭১. মহাবীর বুদ্ধগণ সতত ক্ষমাশীল হয়ে থাকেন। তাদৃশ ক্ষমাশীল বুদ্ধগণের সহিত যারা বসবাস করেন, তারা কখনও দুর্গতিতে গমন করেন না।

৫৭২. সম্বুদ্ধ এই কথা বলার পর তাদের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করেছিলেন। তখন সেই বিশাল জনতার সামনেই সম্বুদ্ধ আকাশে উত্থিত হয়েছিলেন।

৫৭৩. হে বীর, সেই পাপকর্মের ফলে আজ আমি এই অন্তিম জন্মে নীচুকুলে জন্ম নিয়েছি। সমস্ত জন্ম অতিক্রম করে আমি নির্বাণ নামক অভয় নগরে প্রবেশ করেছি।

৫৭৪. সেই সময়ও মহাবীর বুদ্ধ আমার সমস্ত দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করেছিলেন, আমাকে ক্ষমা করেছিলেন।

৫৭৫. এই জন্মেও মহাবীর বুদ্ধ ত্রিবিধ অগ্নিতে দগ্ধমান আমাকে শীতিভূত নিবৃত উপশান্ত করেছেন।

৫৭৬. যারা এখনো শোনেননি, তারা আমার কথা মনোযোগসহকারে শ্রবণ করুণ। আমি যেভাবে নির্বাণ দর্শন করেছি তারই আলোকে আপনাদের এখন পরমার্থ দেশনা করব।

৫৭৭. সেই শান্তচিত্ত, সমাহিত, সয়ম্ভূকে সেভাবে কষ্ট দেওয়ার ফলে আজ আমি নীচকলে জন্ম নিয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫৭৮. তোমরা এখন যেই সুক্ষণ-লাভ করেছ, তাকে অবহেলা কর না। এই বুদ্ধোৎপত্তি অতিক্রান্ত হলে পরে অনুশোচনা করিও না। তোমরা মুক্তি লাভের জন্য আরদ্ধবীর্য সহকারে চেষ্টা কর। কারণ তোমরা সেই দুর্লভ বুদ্ধেৎপত্তিক্ষণ পেয়েছ।

৫৭৯. বুদ্ধ কিছু কিছু ব্যক্তির উর্ধগমন, কিছু কিছু ব্যক্তির অধোগমন, কিছু কিছু ব্যক্তির ঘোরতর বিষ এবং কিছু কিছু ব্যক্তির অমৃতোপম ওষুধ বিবিধ উপমাযোগে দেশনা করেন।

৫৮০. ভগবান বুদ্ধ মার্গলাভীদের জন্য সংসারদুঃখ মোচন, ফলেস্থিতাদের জন্য সংসার উত্তরণ, ফললাভীদের জন্য নির্বাণরূপ ওষুধ এবং মনুষ্য-দেব-নির্বাণ সম্পত্তি প্রত্যাশীদের জন্য অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র সংঘ বিবিধ উপমাযোগে দেশনা করেন।

৫৮১. বুদ্ধশাসনের বিরুদ্ধবাদীদের অকুশল পাপরূপ ঘোরতর বিষ তাদেরই দগ্ধ করে।

৫৮২. সাধারণত ঘোরতর বিষ একবার পান করলে একবারই শুধু জীবন নাশ হয়। কিন্তু যারা বুদ্ধশাসনের বিরোধিতা করে তারা কোটিকল্প পর্যন্ত দগ্ধ হয়ে থাকে।

৫৮৩. বুদ্ধ একান্তই আপন ক্ষমা মৈত্রী বলে দেবলোকসহ এই ত্রিলোক অতিক্রমকরেন। তাই তোমরাও তার বিরুদ্ধাচরণ করিও না। সম্যকভাবে বুদ্ধশাসনে আত্মনিয়োগ কর।

৫৮৪. পৃথিবী যেমন লাভে, অলাভে, সম্মানে, অসম্মানে নির্লিপ্ত থাকে, বুদ্ধগণও ঠিক তদ্রুপ। তাই তোমরা তার বিরুদ্ধাচরণ করিও না।

৫৮৫. দেবদত্ত, হত্যাকারী, চোর, অঙ্গলিমাল, রাহুল অথবা ধনপাল সকলের প্রতিই বুদ্ধ সমচিত্ত পোষণ করেন।

৫৮৬. কারণ বুদ্ধগণের বিন্দুমাত্রও প্রতিঘ ও রাগ বা আসক্তি বিদ্যমান নেই। তারা সকলের প্রতি সমচিত্ত পোষণ করেন, এমনকি চোর, ঘাতকদের প্রতিও।

৫৮৭. গূথমিশ্রিত মলিন কাষায় বস্ত্র যা আর্যগণের ধ্বজা, তেমন কাষায় বস্ত্র পথে-প্রান্তরে পতিত অবস্থায় দেখতে পেলে হস্তদয় অঞ্জাজলিবদ্ধ করে সেই আর্যধ্বজাকে বন্দনা করা উচিত।

৫৮৮. অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যে সকল বুদ্ধ আছেন তারা সকলেই এই আর্যধ্বজা দ্বারা শোভিত হন, তাই আর্যধ্বজাকে নমস্কার করা কর্তব্য।

৫৮৯. বুদ্ধসদৃশ সেই সুপ্রজ্ঞাপিত বিনয়কে আমি হৃদয়ে ধারণ করি। আমি সব সময় সেই বিনয়কে নমস্কার করেই অবস্থান করি।

৫৯০. বিনয় অঅমার আশ্রয়স্থল তথা গৃহ, বিনয় আমার স্থিতির স্থান ও চংক্রমণের স্থান। বিনয়েই আমি বসবাস করি এবং বিনয়ই আমার বিচরণ ক্ষেত্র।

৫৯১. হে মহাবীর, বিনয়পারমী পূরণকারী ও মমথ ভাবনায় সুদক্ষ ইপালি আপনার চরণযুগলে সব সময় বন্দনা নিবেদন করে।

৫৯২. আমি যখন গ্রাম হতে গ্রামে নগর হতে নগরে বিচরণ করি, তখনও সম্বুদ্ধ ও তাঁর প্রবর্তিত সদ্ধর্মকে নমস্কার করি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫৯৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার জন্ম ধ্বংস হয়েছে, সর্ববিধ আসব আমার পরিক্ষীণ হয়েছে এবং আমার পুনর্জন্ম নেই।

৫৯৪. বুদ্ধশ্রেষ্ঠের কাছে আমার আগমন সার্থক হয়েছে, আমি ত্রিবিদ্যা লাভ করেছি এবং বুদ্ধের শাসনে অঅমি কৃতকার্য হয়েছি।

৫৯৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উপালি স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উপালি স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৩.৭. অঞ্ঞাসিকোণ্ডাঞ্ঞো স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকম অনুণষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মে জন্মে সুখদপুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে গৃহপতি মহাশাল কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর একদিন শাস্তার কাছে ধর্ম শ্রবণ করছিলেন। তখন শাস্তা তাঁর শাসনে একজন ভিক্ষুকে প্রথম ধর্ম সাক্ষাৎকারীর মধ্যে অগ্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত করছিলেন। তা দেখে তিনি নিজেই সেই অগ্রস্থান লাভের আশায় শতসহস্র ভিক্ষুপরিবৃত ভগবানকে সপ্তাহ কাল যাবত মহাদান দিয়ে, প্রার্থনা করেছিলেন। শাস্তাও তার প্রার্থনা সফল হবে বলে ঘোষনা দিয়েছিলেন। তারপর তিনি আজীবন বিবিধ পুণ্যকর্ম করতে করতে শাস্তা পনিনিবাপিত হলে তার উদ্দেশে নির্মিত চৈত্যের মধ্যে হাজার হাজার মূল্যের রত্নপরিবেষ্টিত করে একটি রত্নঘর নির্মাণ করায়েছিলেন।

তিনি এভাবে পুণ্যকর্ম করে সেখান থেকে চ্যুত হয়ে দেবলোকেও মনুষ্যলোকে সংসরণ করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় মহাকাল নামক একজন কুটুম্বিক হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন তিনি অষ্টক্রোশ পরিমাণ জায়গায় শালিধান চিয়ে প্রথমে শালি চাল বের করেছিলেন। তারপর দুগ্ধমিশ্রিত করে পায়াস তৈরি করে সেখানে মধু, ঘি, গুড় প্রভৃতি মিশ্রিত করে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান করেছিলেন। শালিধান চিড়ে চাল নেওয়ার পর সেখানে পুনঃরায় শালিধানে পূর্ণ হয়েছিল। তিনি এভাবে পৃথুকালে পুথুকাগ্র, লায়নকালে লায়নাগ্র, বেনীকরার সময় বেণীর অগ্র, কলাপ করার সময় কলাপাগ্র, খলাগ্র, ভণ্ডাগ্র, মিনাগ্র প্রভৃতি প্রকারে নয় বার অগ্রদান দিয়েছিলেন। তাতে করে তার শষ্য আরো অধিক ফলবান হয়েছিল। এভাবে আজীবন পুণ্য করার পর সেখান থেকে চ্যুত হয়ে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তারপর বহুজন্ম দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে সংসরণ করতে করতে আমাদের ভগবান উৎপন্ন হওয়ার কিছুকাল পূর্বে কপিলাবস্তু নগরের অনতিদূরে দ্রোণবাস্তু নামক এক ব্রাহ্মণগ্রামে ব্রাহ্মণ মহাশাল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর ত্রিবিধ বেদ শিক্ষা করেছিলেন। পরে পযায়ক্রমে লক্ষণশাস্ত্র ও মন্ত্রশাস্ত্রে ব্যাপক পারদর্শীতা অর্জন করেছিলেন। সেই সময় আমাদের বোধিসত্ত্ব তুষিত স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে কপিলাবস্তুর নগরে শুদ্ধোধন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মহারাজার রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার নামকরণ দিনে সেই আটশতাধিক ব্রাহ্মণ সেখানে সমবেত হয়েছিলেন, তার মধ্য থেকে মাত্র আটজন ব্রাহ্মণকে বেছে নেওয়া হয়েছিল, যারা লক্ষণশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। সেই আটজনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। সদ্যজাত শিশু বোধিসত্ত্বের লক্ষণ বিচার করার পর তার দেহে মহাপুরুষ লক্ষণ দেখতে পেয়ে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে পৌছালেন যে, এই শিশু একমাত্র বুদ্ধই হবে। তারপর তিনি মহাসত্ত্ব কখন মহাভিনিষ্ক্রম করবেন তার বিচার করতে লাগলেন।

তারপর শিশু বোধিসত্ত্ব মহান রাজপরিবারে বেড়ে উঠতে লাগলেন। ক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক হলে জ্ঞানপরিপক্ক হয়ে ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে মহাভিনিষ্ক্রম করেছিলেন। অনোমানদীর তীরে প্রব্রজ্যিত হয়ে অনুক্রমে উরুবেলায় গিয়ে কঠোর সাধনা শুরু করেছিলেন। সেই সময় কোণ্ডাঞ্ঞা মানব মহাসত্ত্ব প্রব্রজ্যিত হয়েছেন এই কথা শুনার পর লক্ষণশাস্ত্রবিধ অপর ব্রাহ্মণদের পুত্র বপ্প প্রমুখ নিজেসহ পাঁচজন প্রব্রজ্যিত হয়ে অনুক্রমে বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। তারসাথে তারা প্রায় ছয় বৎসর যাবত অবস্থান করার পর একদিন দেখতে পেলেন যে, তিনি স্থূল আহার ভোজন করছেন। তাই তারা তখন তাকে ছেড়ে ঋষিপতন মৃগদাবে চলেগেলেন। অতঃপর বোধিসত্ত্ব স্থূল আহার পরিভোগের পর শরীরে বেশ বল অনুভব করছিলেন। সেই বলবান শরীর নিয়ে তিনি পূর্ণশালী বৈশাখী পূর্নিমা দিনে বোধিবৃক্ষমূলে অপরাজিত পালঙ্কে উপবিষ্ট হয়ে ত্রিবিধ মারের মায়া পদদলিত করে অভিসম্বোধি জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তারপর সাত সাপ্তাহ ধরে বোধিমণ্ডপে অবস্থান করে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের দেশনা করার পর উদ্দেশে ঋষিপতন মৃগদাবে চলে গেলেন, সেখনে গিয়ে তাদেরকে ধর্মচক্রপবর্তনসূত্র দেশনা করেছিলেন।

এভাবে তিনি অর্হত্ত্ব লাভ করার পর চিন্তা করলেন, 'আমি কী কর্মের ফলে এমন অমৃতনির্ঝর লোকোত্তর সুখ নির্বাণ অধিগত করতে সক্ষম হয়েছি?' এভাবে চিন্তা করতে করতে নিজের পূর্বকৃত কর্মের কথা জেনে অত্যন্ত খুশিমনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর বুদ্ধ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৫৯৬. বুদ্ধভূমিতে অবত্তীর্ণ লোকশ্রেষ্ঠ, লোকনায়ক পদুমুত্তর বুদ্ধকে প্রথমে আমিই দেখতে পেয়েছিলাম।

৫৯৭. বোধিমূলের সর্বত্রই সকল যতক্ষণ সমবেত হয়েছিলেন। তারা সম্বুদ্ধকে পরিবেষ্টিত করে কৃতাঞ্জলি হয়ে বন্দনা করছিলেন।

৫৯৮. সকল দেবতারা অত্যন্ত খুশিমনে আকাশে বিচরণ করছিলেন, কানণ অজ্ঞতা রূপ অন্ধকার দূরকারী বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হয়েছেন।

৫৯৯. তারা সকলে আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার করেছিলেন এবং এই ভেবে ভীষণ খুশি হয়েছিলেন যে, এবার আমরা বুদ্ধের শাসনে সমস্ত ক্লেশঅরি দগ্ধ করব।

৬০০. দেবগনের এই কথা শুনে আমিও হৃষ্ট তুষ্ট চিত্তে সম্বুদ্ধকে প্রথম ভিক্ষা দান দিয়েছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬০১. অনুত্তর শাস্তা আমার সংকল্পের কথা অবগত হয়ে দেবসংঘে উপবিষ্ট হয়ে এই গাথা গুলো ভাষণ করেছিলেন।

৬০২. সপ্তাহকাল অতিক্রান্তের পর আমি বোধিজ্ঞান লাভ করেছি। আমার ব্রহ্মচর্যজীবনের ইহাই প্রথম পিণ্ডগ্রহণ।

৬০৩. তুষিত স্বর্গ হতে এখানে এসে যিনি এই পিণ্ড আমাকে দান করেছেন, আমি এখন তার কথাই বলব। তোমরা মনযোগ সহকারে শ্রবণ কর।

৬০৪. সে ত্রিশ হাজার কল্প দেবলোকে রাজত্ব করবে। সকল দেবগণকে অবিভূত করে ত্রিবিধ নামে পরিচিত হবে।

৬০৫. দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে মনুষ্যজন্ম লাভ করবে। মনুষ্যজন্মে সে হাজার বার রাজচক্রবর্তী হবে।

৬০৬. আজ থেকে শতসহস্র কল্প পরে এক্কাকু কুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

৬০৭. স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে সে তখন মনুষ্যজন্মগ্রহণ করবে। গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যিত হয়ে সে ছয়বৎসর যাবত কঠোর সাধনা করবে।

৬০৮. তারপর সপ্তম বর্ষে প্রবেশ করলে বুদ্ধ সত্যধর্ম দেশনা করবেন। তখন কোণ্ডাঞ্ঞাই সর্বপ্রথম সত্যধর্ম সাক্ষাৎ করবে।

৬০৯. গৃহত্যাগের পর থেকে আমি প্রব্রজ্যিত হয়ে কঠোর সাধনা করেছিলাম এবং সমস্ত ক্লেশঅরি দগ্ধ করার উদ্দেশেই আমি প্রব্রজ্যিত হয়েছিলাম।

৬১০. সর্বজ্ঞ বদ্ধ পৃথিবীতে অন্যান্য সত্ত্বগণকে ফেলে ঋষিপতন মৃগদাবে গিয়ে প্রথম অমৃত ভেরি বাজিয়েছিলেন।

৬১১. সে কারণেই আমি অনুত্তর শান্তিপদ অমৃত নির্বাণ লাভ করেছি এবং সর্ববিধ আসব ক্ষয় করে অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৬১২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট সমাপত্তি ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবে আয়ুষ্মান অঞ্ঞাসি কোণ্ডাঞ্ঞো স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অঞ্ঞাসি কোণ্ডাঞ্ঞো স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৩.৮. পিন্ডোল ভারদ্বাজ স্থবির অপদান

এই স্থবির অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যেমে জন্মে জন্মে সুখদপুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় সিংহযোনিতে জন্মগ্রহণ করে পর্বতের পাদদেশে একটি গুহায় প্রবেশ করে নিরোধ সমাপত্তি ধ্যানে বসেছিলেন। সিংহ ফিরে এসে বুদ্ধকে তার গুহায় দেখতে পেল। সে অতিশয় খুশি হয়ে জলজও স্থলজ ফুলে পূজা করল। অন্য প্রচন্ড পশুপক্ষিরা যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেভাবেই সে প্রবেশদ্বারে পাহাড়া দিতে লাগল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দিনে তিন বার সিংহনাদ করে বুদ্ধের প্রতি স্মৃতি রক্ষা করে দাড়িয়ে থাকত। এভাবে সাত দিন যাবত সে পূজা করল। ভগবান সপ্তাহকাল পরে নিরোধ সমাপত্তি হতে উঠে চিন্তা করলেন, 'সিংহের পক্ষে এই পুণ্যসম্পদই যথেষ্ট হবে।' তারপর ভগবান আকাশমার্গে সিংহ দেখতে পায় মতো বিহারে চলে গেলেন।

সিংহ বুদ্ধের বিয়োগদুঃখ সহ্য করতে না পেরে সেখানেই প্রাণ ত্যাগ করল। অতঃপর সে সিংহবতী নগরে এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করল। ক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক হলে একদিন নগরবাসীর সাথে বিহারে গিয়ে শাস্তা শ্রীমুখনিঃসৃত শ্রবণ করলে বুদ্ধের প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হয়ে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে সাত দিন পর্যন্ত মহাদান দিলেন। এভাবে আজীবন পুণ্যকমর্ক করার পর অপরাপর দেবমনুষ্য জন্মে সংসরণ করতে করতে আমাদের ভগবানের সময় কৌশাম্বীতে রাজা উদয়নের পুরোহিতের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করলেণ, তার নাম রাখা হলো ভারদ্বাজ। স্বয়ং ত্রিবেদ শিক্ষা করে পাঁচশত শিষ্যকে ত্রিবেদ শিক্ষা দিতে লাগলেন। ভোজনের প্রতি অতি আসক্তিবশত সে শিষ্যদিগকে ত্যাগ করে সে রাজগৃহে চলে গেলেন। সেখানে ভগবানের শাসনে প্রব্রজ্যিত হলেন। তার ভোজনে মাত্রাজ্ঞান মোটেই ছিল না। ভগবান সুকৌশলে তাকে শিক্ষা দিলেন। অচিরেই তিনি ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হয়ে বিদর্শন ভাবনাবলে ষড়াভিজ্ঞা লাভ করলেন। ষড়াভিজ্ঞা লাভের পর ভগবানের সামনে গিয়ে বললেন, 'ভগবানের শ্রাবকের দ্বারা যা প্রাপ্তব্য, তা আমি পেয়েছি।' তিনি ভিক্ষুসংঘকে সিংহনাদে বললেন, 'মার্গ-ফল সম্বন্ধে যার বিন্দুমাত্র সন্দেহ আছে, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করুক।' সে কারণেই ভগবান তাকে সিংহনাদকারী ভিক্ষুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনে বসালেন এই বলে, 'হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক সিংহনাদকারী ভিক্ষুগণের মধ্যে পিন্ডোল ভারদ্বাজই শ্রেষ্ঠ।'

এভাবে শ্রেষ্ঠত্ব পাবার পর পূর্বকৃত পুণ্য সম্ভার স্মরণ করে অত্যন্ত খুশিমনে নিজের পূর্বজন্মের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর বুদ্ধ' প্রভৃতি বলেছিলেন।

৬১৩. সেই সয়ম্ভূ অগ্রপদগল পদুমুত্তর নামক বুদ্ধ হিমালয়ের চিত্রপর্বতের শীর্ষদেশে বসবাস করতেন।

৬১৪. সেখানে চতুদির্ক গমনে সক্ষম এক নির্ভীক পশুরাজ সিংহ ছিল। তার সিংহনাদ শুনে বহুসত্ত্ব ভীত, সন্ত্রস্থ হতো।

৬১৫. সুপুষ্পিত পদ্মফুল হাতে নিয়ে নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম। বুদ্ধ সপ্তাহকাল শেষে নিরোধ সমাপত্তি ধ্যান হতে উত্থিত হলে আমি তাকে ফুল দিয়ে পূজা করেছিলাম।

৬১৬. নরোত্তর বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে চর্তুদিকে বন্দনা নিবেদন করেছিলাম। এতে করে নিজের চিত্ত অতিশয় প্রসন্ন হয়ে দিনে তিনবার সিংহনাদ করেছিলাম।

৬১৭. অত্যন্ত পূজার্হ, লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ স্বীয় আসনে উপবেশন করে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬১৮. বুদ্ধের কথা জ্ঞাত হয়ে তথায় সকল দেবতারা সমবেত হয়েছিলেন। তারা বলেছিলেন যে, আমরা বুদ্ধশ্রেষ্ঠের শ্রীমুখনিঃসৃত ধর্মবাণী শ্রবণ করব।

৬১৯. লোকনায়ক দূরদর্শী মহামুনি বুদ্ধ সেই হৃষ্ট, তুষ্ট, আনন্দিত জনতার সামনে আমার কথা ঘোষনা করেছিলেন।

৬২০. যেই সিংহ এই পদ্মফুল দান দিয়েছে ও সিংহনাদ করেছে, এখন আমি তার গুনকীর্তন করব। তোমরা মনযোগ সহকারে শ্রবণ কর।

৬২১. আজ থেকে আটকল্প পরে সে পৃথিবীতে সপ্তরত্নসম্পন্ন, চারি মহাদীপের অধিশ্বর রাজচক্রবর্তী হবে।

৬২২. পুদুম নামক মহাপরাক্রশালী চক্রবর্তী রাজা হয়ে সে চৌষট্টিটি জাতির মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করবে।

৬২৩. আজ থেকে শতসহস্র কল্প পরে এক্কাকু কুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে অবির্ভূত হবেন।

৬২৪. গৌতম শাস্তা সত্যধর্ম প্রচার করলে পরে সে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করবে। গৃহত্যাগ করে সে বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে।

৬২৫. সমাধি ভাবনায় সে নিজের চিত্তকে দমন করে উপশান্ত ও নিরুপধি হবে। সর্ববিধ আসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

৬২৬. সে গ্রাম হতে অনেক দূরে কোলাহলমুক্ত, বন্য পশুপক্ষি সমাকুল নির্জন স্থানে বসবাস করবে। সর্ববিধ আসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

৬২৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি। ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পিন্ডোল ভারদ্বাজ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পিন্ডোল ভারদ্বাজ স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৩.৯. খদির বুনিয় রেবত স্থবির অপদান

এই স্থবির অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে এক তীর্থনাবিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বিশাল গঙ্গানদীতে তীর্থ নৌকায় করে আপন জীবিকা নির্বাহ করতেন। একদিন তিনি সশ্রাবক ভগবানকে গঙ্গানদীর তীরে উপস্থিত হয়েছেন দেখে বেশ খুশিমনে তার নৌকায় করে সসম্মানে পরপারে পার করে দিয়েছিলেন। সেই সময় শাস্তা জনৈক ভিক্ষুকে আরন্যিক ভিক্ষুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে প্রশংসা করলে তিনি ও তা দেখে সেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভের আশায় ভগবান প্রমুখ অনুত্তর ভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিলেন। দান শেষে সেই বর প্রার্থনা করলেন। ভগবান তার প্রার্থনা পূনণ হবে বলে ঘোষনা দিলেন।

তিনি তারপর থেকে ব্যাপকভাবে পুণ্য করতে লাগলেন। দেব ও মনুষ্যলোকে সংসরণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করতে করতে দেবসম্পত্তি ও মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করতে লাগলেন। আমাদের গৌতম বুদ্ধ উৎপন্ন হলে পরে তিনি মগধরাষ্ট্রের নামক গ্রামে রূপসারি ব্রামণের গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন। পরে প্রাপ্তবয়স্ক হলে মাতাপিতা তাকে সংসারী হওয়ার কথা কললেন। তখন তিনি সারিপুত্র স্থবির প্রব্রজ্যিত হয়েছেন শুনে চিন্তা করলেন, 'আমার বড় ভাই আর উপতিষ্য এই সমস্ত পার্থিব ভোগ-সম্পত্তি ত্যাগ করে প্রব্রজ্যিত হয়েছেন। থুথুর ন্যায় ফেলে দেওয়া তার এই সম্পত্তি আমি কেন ভোগ করতে যাব?' এভাবে মনের মধ্যে গভীর সংবেগ উৎপন্ন করলেন। তারপর তিনি মৃগশিকারিদের পেতে রাখা জাল পাশ কেটে ফেলে যাওয়ার হরিণের ন্যায় সমস্ত জ্ঞাতিগণকে ত্যাগ করে পলে গেলেন। পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে তিনি মনের মধ্যে প্রবল উৎসাহ পেলেন। তারপর ভিক্ষুদের কাছে গিয়ে 'আমি ধর্মসেনাপতির ছোট ভাই' এই বলে নিজের প্রব্রজ্যা নেওয়ার ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করলেন। ভিক্ষুগণ তাকে প্রব্রজ্যিত করালেন। বিশ বৎসর পূর্ণ হলে পরে ভিক্ষুগণ তাকে উপসম্পদা দিয়ে কর্মস্থান ভাবনায় নিয়োজিত করালেন। তিনি কর্মস্থান গ্রহণের পর খদিরবনে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি আরদ্ধবীর্যসহকারে ভাবনা করতে করতে জ্ঞানের পরিপক্কতা হেতু অচিরেই ষড়াভিজ্ঞাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। তিনি অর্হৎ হয়ে শাস্তাকে ও ধর্মসেনাপতিকে বন্দনা করার জন্য শয্যাসন গুছায়ে রেখে পাত্র-চীবর নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তারপর আনক্রমিকভাবে শ্রাবস্তীতে গিয়ে জেতবনে প্রবেশ করে শাস্তাকে ও ধর্মসেনাপতিকে বন্দনা নিবেদন করে কিছুদিন জেতবনে অবস্থান করলেন। অতঃপর একদিন শাস্তা আর্যসংঘের মধ্যে উপবিষ্ট হয়ে তাকে এই বলে আরন্যিক ভিক্ষুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষনা দিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক আরন্যিক ভিক্ষুগণের মধ্যে রেবতই শ্রেষ্ঠ।'

এভাবে শ্রেষ্ঠত্ত্ব লাভের পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে অত্যন্ত খুশি হয়ে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'গঙ্গা বাগীরথী' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৬২৮. হিমালয় হতে উদ্ভূত গঙ্গা, ভাগীরথী প্রভৃতি নদী সদা প্রবাহমান। আমি সেই প্রবাহমান প্রবল স্রোতস্বিনী নদীর পরপারে কেবট্ট পরিবারে জন্ম নেওয়া একজন নাবিক ছিলাম। আমি ঘাটে আসা বহু মানুষকে পারাপারে সাহায্য করতাম।

৬২৯. একদিন দ্বিপদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নায়ক পদুমুত্তর বুদ্ধ শতসহস্র ক্ষীণাসব অর্হৎ পরিবেষ্টিত হয়ে সেই গঙ্গানদীর তীরে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৬৩০. ভগবান সেখানে উপস্থিত দেখে ক্ষীপ্রবেগে আমি মিস্ত্রি দ্বারা বহু নৌকা আরোহণ করিয়েছিলাম। দুটি নৌকা পাশাপাশি বেঁধে উপরে চাঁদোয়া দিয়ে নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম।

৬৩১. সম্বুদ্ধ সেখানে এসে সেই নৌকায় আরোহণ করেছিলেন। জলের উপরে ভাসমান অবস্থায় শাস্তা এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৬৩২. যেই ব্যক্তি বুদ্ধপ্রমুখ অনাসক্ত সংঘকে পরপারে পার করে দিলেন, সেই ব্যক্তি অতীব চিত্তপ্রসন্নতা হেতু দেবলোকে রমিত হবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬৩৩. দেবলোকে তার জন্য সুনির্মিত অতীব দর্শনীয় বিশাল নৌকা উৎপন্ন হবে এবং তাতে উপরে চাঁদোয়ার মতো করে পুষ্পাচ্ছাদনী সব সময় ঝুলে থাকবে।

৬৩৪. আজ থেকে আটান্ন কল্প পরে সে তারকো নামক চতুরন্ত বিজয়ী রাজচক্রবর্তী হবে।

৬৩৫. আজ থেকে সাতান্ন কল্প পরে সে মহাপরাক্রমশালী চর্মক নামক রাজা হয়ে জগতে সূর্যের ন্যায় দীপিমান হবে।

৬৩৬. আজ শতসহস্র কল্প পরে এক্কাকু কুলে গৌতম নামক শাস্তা জগতে আর্বিভূত হবেন।

৬৩৭. স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে সে তখন মনুষ্যলোকে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করবে এবং তার নাম হবে রেবত।

৬৩৮. গৃহত্যাগ করে সে পূর্বজন্মের পুণ্যপ্রভাবে গৌতম ভগবানের শাসনে প্রব্রজ্যিত হবে।

৬৩৯. প্রব্রজ্যিত হওয়ার পর সে অরদ্ধবীর্য বিদর্শক হয়ে সর্বাসব ক্ষয় করে অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

৬৪০. বীর্য আমার অতীব তীক্ষ্ণ, এবং অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ আমার প্রার্থিত বিষয়। সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে আমি এখন অন্তিমদেহ ধারণ করেছি।

৬৪১. শতসহস্র কল্পধরে আমি যেই কুশলকর্ম করে এসেছি, তারই ফল আমিই এখন ভোগ করছি। তীরের গতিতে সমস্ত ক্লেশঅরি দগ্ধ-বিদগ্ধ করে আমি এখন সুমুক্ত হয়েছি।

৬৪২. লোকবিদ মহামতি বুদ্ধ আমাকে সব সময় অরণ্যে বাস করতে দেখে আরন্যিক ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

৬৪৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে বুদ্ধের শাসনে আমি কৃতজ্ঞতা হয়েছি। ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান খদিরবনিয় রেবত স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[খদিরবনিয় রেবত স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

৩.১০. আনন্দ স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে শাস্তার বৈমাত্রেয় ভাই হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার নাম রাখা হয়েছিল 'সুমন'। তার পিতা ছিলেন নন্দরাজা। রাজা সুমন কুমার প্রাপ্তবয়স্ক হলে হংসবতী নগর হতে একশত বিশ যোজন দূরে একটি উপরাজ্য প্রদান করলেন। সুমন কুমার সেখানে নিয়মিত বসবাস করতেন। মাঝেমধ্যে শাস্তা ও পিতাকে এক নজর দেখার জন্য হংসবতী নগরে আসতেন। সেই সময় রাজা স্বয়ং লক্ষ ভিক্ষুসংঘসহ শাস্তাকে সেবা-পূজা করতেন। অন্য কাউকে সেবা করতে দিতেন না। সেই সময় প্রত্যন্ত রাজ্যে প্রবল বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। সুমন কুমার রাজাকে না জানিয়ে নিজেই সেই বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। রাজা খবর পেয়ে তার প্রতি ভীষণ খুশি হয়ে তাকে বর দিতে ডেকে পাঠালেন, এই বলে! 'বৎস, আমি তোমাকে বর দিতে চাই। এখানে এসে বর গ্রহণ করো।' সুমন কুমার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বললেন, 'বাবা, আমাকে যদি শাস্তাপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে তিনমাস সেবা করতে দেন, তাহলে আমার জীবন সার্থক হবে।' রাজা বললেন, 'এই বর দিতে পারব না, অন্য বর চাও। 'সুমন কুমার বললেন, 'দেব, ক্ষত্রিয়গণের দুই কথা বলেন না, আমাকে এই বরই দিন। অন্য বর আমি চাই না।' রাজা বললেন, 'শাস্তা যদি সম্মত হন, তাহলে আমিও বর প্রদান করলাম।' অতঃপর্ সুমন কুমার শাস্তা কী বলেন জানতে বিহারে চলে গেলেন। সেই সময় ভগবান ভোজনশেষে এইমাত্র গন্ধকুঠিরে প্রবেশ করেছেন। সুমন কুমার ভিক্ষুগণের কাছে গিয়ে বললেন, 'ভন্তে, আমি ভগবানের সাথে দেখা করতে এসেছি। অনুগ্রহ করে দেখা করার ব্যবস্থা করুন। 'ভিক্ষুগণ বললেন, 'সুমন নামক স্থবিরই শাস্তার সেবক। আপনি তার কাছে যান। 'অত;পর সুমন কুমার স্থবিরের কাছে গিয়ে বললেন, 'ভন্তে, আমি শাস্তার সাথে দেখা করতে চাই। অনুগ্রহ করে তার ব্যবস্থা করুন।' অত;পর স্থবির সুমন কুমার দেখেমত পৃথিবীতে নিমগ্ন হয়ে ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'ভন্তে, রাজপুত্র আপনার সাথে দেখা করতে চাই।''সুমন, তাহলে বাইরে আসন প্রস্তুত কর।' স্থবির পুনরায় মাটি ভেদ করে কুমারের সামনে আসলেন এবং গন্ধকুঠিরের পরিবেনে আসন প্রস্তুত করলেন। কুমার স্থবিরের অলৌকিক ঋদ্ধিশক্তি দেখে অতিশয় আশ্চর্য হলেন।

ভগবান গন্ধকুঠির হতে বের হয়ে এসে আসনে বসলেন। রাজপুত্র কুমার শাস্তাকে বন্দনা করার পর কুশল জিজ্ঞাসা করে বললেন, 'ভন্তে, এই স্থবির আপনার শাসনে প্রধান কি?' 'হ্যা কুমার, প্রধান।' 'ভন্তে, কী প্রকারে প্রধান হওয়ার যায়?' 'দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করলে।' 'ভন্তে ভগবান, আমি ও এই স্থবিরের ন্যায় ভবিষ্যতে কোন এক বুদ্ধের শাসনে এমন প্রধান হতে চাই।' এই বলে কুমার বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে সপ্তাহকাল মহাদান দিয়ে সপ্তম দিনে বললেন, 'ভন্তে, আমি পিতার কাছ থেকে আপনাকে তিনমাস সেবা করার বর পেয়েছি। অতপর আগামী তিনমাস বর্ষাবাসের জন্য ফাং করছি। 'শাস্তা তার কথায় সম্মতি প্রদান করলেন। শাস্তা সম্মত হয়েছেন জেনে কুমার ভগবান প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের বাসোউযোগী বিহার নির্মাণ করালেন। কুমার সেখানে নিজের বাসস্থানের কাছেই লক্ষটাকায় ক্রয় করা শোভন নামক উদ্যানে লক্ষটাকার ব্যয় করে নির্মিত বিহারে ভগবান প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে প্রবেশ করায়ে দুহাত জোর করে বিনীতভাবে বললেন:

"ভন্তে, আমি এই বিহারের জায়গা লক্ষটাকায় কিনেছি
এবং লক্ষটাকা ব্যয় করে আবাস নির্মাণ করেছি।
হে মহামুনি, এই শোভন নামক উদ্যান
অনুগ্রহ করে গ্রহণ করুন।"

এই বলে কুমার জল ঢাললেন। তিনি বর্ষাবাস অধিষ্টান করার দিনে (আষাঢ়ী পূর্ণিমা) মহাদানের আয়োজন করে 'এই পদ্ধতিতে দান করবে' বলে স্ত্রী, পুত্র ও অমাত্যবর্গকে দান কার্যে নিয়োজিত করলেন। তিনি স্বয়ং সুমন স্থবিরের বাসস্থানের কাছেই নিজের আবাসে বাস করে শাস্তাকে তিনমাস পর্যন্ত সেবা-সৎকার করলেন। বর্ষাবাস শেষ হলে প্রবারণার সময় তিনি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গ্রামে প্রবেশ করে সপ্তাহকাল মহাদান দিয়ে সপ্তম দিনে শাস্তা প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের পদমূলে ত্রিচীবর স্থাপন করে বন্দনা নিবেদন পূর্বক বিনীতভাবে প্রার্থনা করলেন 'ভন্তে, আমি এতোদিন যাবত যেই পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছি, তা শক্র সম্পতি প্রভৃতি লাভ করার জন্য করিনি। আমি এই পুণ্যের প্রভাবে সুমন স্থবিরের ন্যায় ভবিষ্যতে কোন এক বুদ্ধের প্রধান সেবক হতে চাই।' শাস্তা তার প্রার্থনা পূর্ণ হবে বলে অনুমোদন করে চলে গেলেন। তিনি সেই বুদ্ধের সময় শতসহস্র বৎসর ব্যাপী বিবিধ পুণ্যকর্ম করলেন। তারপর জন্ম জন্মান্তরে বিবিধ পুণ্যকর্ম করে দেবলোক ও মনুষ্যলোকে সংসরণ করতে করতে কাশ্যপ ভগবানের সময় কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে পিণ্ডাচরণরত এক স্থবিরকে একটি বস্ত্র দান করে পূজা করেছিলেন। সেই ফলে পুনরায় স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেখান হতে চ্যুত হয়ে বারাণসীরাজ্যের রাজা হয়েছিলেন। আটজন পচ্চেকবুদ্ধকে দেখে তাদের ভোজন করায়ে নিজের মঙ্গল উদ্যানে আটটি পর্ণশালা নিমার্ণ করান। তাদের বসার জন্য সম্পূর্ণ রত্নময় আটটি চেয়ায় ও মণিময় পাত্র নির্মাণ করায়ে দশ হাজার বৎসর ব্যাপী সেবা-সৎকার করেছিলেন।

শতসহস্র কল্পধরে জন্মজন্মান্তরে পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে আমাদের বোধিসত্ত্বের সহিত সর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেখান থেকে চ্যুত হয়ে তিনি অমিতোধন শাক্যের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মক্ষণে জ্ঞাতিগণের মনে আনন্দ উৎপন্ন হয়েছিল বিধায় তার নাম রাখাহয়েছিল আনন্দ। তিনি অনুক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক হলেন। এদিকে ভগবান মহাভিনিষ্ক্রমণের পর সম্যক সম্বোধি লাভ করে ধর্মচক্র প্রবর্ত্তন করেছিলেন। ধর্মচক্র প্রবর্ত্তনের পর প্রথম কপিলাবস্তুতে গিয়ে সেখান হতে চলে গেলে ভগবানের কাছে প্রব্রজ্যিত হওয়ার ইচ্ছায় ভদ্দীয় প্রমুখ ছয়জন শাক্যকুমারের সহিত গৃহত্যাগ করে ভগবানের কাছে প্রব্রজ্যিত হয়েছিলেন। তিনি মন্তানিপুত্র পূর্ণ স্থবিরের কাছে ধর্মদেশনা শুনে স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সেই সময় ভগবানের বদ্ধত্ত্ব লাভের বিশবৎসর পর্যন্ত তার নির্দ্দিষ্ঠ কোন সেবক ছিলেন না। নাগসমান, নাগিত, উপবান, সুনক্ষত্র, চুন্দ, স্বাগত, মেঘিয় প্রমুখ প্রভৃতি ভিক্ষুগণ বিভিন্ন সময় বুদ্ধের সেবা করতেন বটে, কিন্তু তাঁর মনোমত হতো না। অতঃপর একদিন ভগবান গন্ধকুঠিরের পরিবেনে ভিক্ষুসংঘের পরিবেষ্টিত হয়ে হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত বুদ্ধাসনে বসে ভিক্ষুগণকে বললেন: 'হে ভিক্ষুগণ, আমি বৃদ্ধ হয়েছি। কোন কোন ভিক্ষুকে 'আমি এই পথে যাব' বললে তারা আমাকে অন্যপথে নিয়ে যায়। কোন কোন ভিক্ষু আমার পাত্র-চীবর মাটিতে রাখে। আসলে এখন আমার একজন স্থায়ী সেবকের প্রয়োজন।'

বুদ্ধের এই কথা শোনার পর ভিক্ষুগণের ধর্মসংবেগ উৎপন্ন হলো। অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র প্রথমে উঠে ভগবানকে বন্দনা করে সেবকত্ব প্রার্থনা করে বললেন: 'ভন্তে. আমিই আপনার যথাযথ সেবা করব। 'ভগবান তার প্রত্যাখ্যান করলেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে আয়ুষ্মান আনন্দ ব্যতীত মহামোগ্গল্লান স্থবির প্রমুখ আশিজন মহাশ্রাবক সেকলেই সেবক হওয়ার প্রার্থনা করলেন। কিন্তু ভগবান সকলেই প্রার্থনাই প্রত্যাখ্যান করলেন। অন্যদিকে আনন্দ কিন্তু চুপচাপ বসে থাকলেন। তখন ভিক্ষুগন তাকে বললেন, 'আবুসো আনন্দ, আপনিই শাস্তার সেবক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হওয়ার জন্য প্রার্থনা করুন।' আনন্দ বললেন, 'সেবকত্ব খুজে নিতে হবে, এটা আবার কী রকম? শাস্তা যদি চান তাহলে তিনি নিজেই আমাকে বলবেন।' তারপর ভগবান বললেন, 'হে ভিক্ষুগণ, আনন্দকে তোমাদের উৎসাহ যোগাতে হবে না। সে নিজের জ্ঞানেই আমার সেবা করবে। তারপর ও ভিক্ষুগণ বলতে লাগলেন, 'উঠো আবুসো আনন্দ, যাও শাস্তার সেবক হবার জন্য প্রার্থনা কর।' তখন আনন্দ উঠে দাড়িয়ে বললেন, 'ভগবান যদি স্বীয়লব্ধ চীবর আমাকে না দেন, নিমন্ত্রণে না নিয়ে যান, তাহলে আমি ভগবানের সেবা করিব। 'এই সমস্তগুণ থাকা শাস্তা সেবকের একান্তই বাঞ্ছনীয়। আনন্দ স্থবির অপরের যাতে নিন্দা করতে না পারে সেজন্যই এই চারটি বিষয় প্রত্যাখ্যান করলেন।

আনন্দ আরও বললেন, 'ভগবান যদি আমার গৃহীত নিমন্ত্রণে গমন করেন, কোন দেশবাসী বুদ্ধের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইলে আমি যাতে যখন তখন বুদ্ধকে দেখাতে পারি, যখন আমার কোন বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিবে তখন যদি আমি বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হতে পারি ও আমার অনুপস্থিতিতে বুদ্ধ যা ধর্মোপদেশ দিবেন তা যদি আমাকে ফিরে এসে বলেন, তাহলে আমি বুদ্ধের সেবা করব।' আনন্দ স্থবির এই আটটি বর অপরের নিন্দ এড়ানোর জন্য এবং ধর্মভান্ডাগরিকত্ব পরিপূরণের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। বুদ্ধের কাছ থেকে এই আটটি বর পেয়ে আনন্দ স্থায়ী সেবক হলেন। তিনি বুদ্ধের সেবক হবার জন্য লক্ষকল্প পারমী পূরণ করে আসতেছেন। আজ সেই ফল লাভ করলেন। তিনি বুদ্ধের সেবকের দায়িত্ব পাওয়ার পরদিন থেকে প্রতিদিন দুই প্রকার জল ও তিন প্রকার দন্ত মাজন দিতেন। পেট পিঠ মালিশ করে দিতেন। সমস্ত গন্ধকুঠির ঝাট দিতেন। এভাবে প্রভৃতি প্রকারে তিনি বুদ্ধের সেবা করতে লাগলেন। 'এই সময় শাস্তার এই দ্রব্য প্রয়োজন হবে' এই ভেবে সবকিছু যাথাস্থানে ঠিকঠাক করে রাখতেন। দিনে শাস্তার কাছাকাছি থাকতেন। রাতে গন্ধকুঠিরের চতুর্দিকে দাত্র প্রদীপ হাতে নিয়ে নয়বার ঘোরাফেরা করতেন। ভগবান যখনই ডাক দেবেন তখন যাতে উপস্থিত হতে পারেন। আলস্য যাতে শরীরে চেপে না বসে সেজন্য পরিভ্রমণ করতেন। অতঃপর শাস্তা জেতবনে আর্যসংঘের মধ্যে উপবিষ্ঠ হয়ে অনেক প্রকারে আনন্দের প্রশংসা করলেন। ভগবান আনন্দকে বহুশ্রুত, স্মতিমান, গতিমান, ধৃতিমান ও সেবাপরায়ন ভিক্ষুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি দিলেন।

এভাবে শাস্তা তাকে পঞ্চবিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলে দিলেন। কালক্রমে বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হলে তখনও কিন্তু আনন্দ স্থবির শৈক্ষ্য পুদগল ছিলেন। আজীবন বুদ্ধের সেবা করতে করতে স্রোতাপত্তি ফল লাভের পর তদুর্ধ মার্গত্রয় লাভের জন্য সচেষ্ট হতে পারেননি। বুদ্ধ পরিনির্বাণোত্তর প্রথম সঙ্গীতিতে আমন্ত্রিত হলে চিন্তা করলেন, 'ধর্মসঙ্গীতিতে আমাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। অথচ আমি এখনো শৈক্ষ্য। সঙ্গীতিতে আমন্ত্রিত অন্য সকল ভিক্ষুগন অশৈক্ষ্য। সেই অশৈক্ষ্য ভিক্ষুগণের সহিত সেই ধর্মসঙ্গীতিতে যোগদান করা আমার পক্ষে কি সমীচীন হবে? এভাবে চিন্তা করার পর দেবতাদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে বিদর্শন কর্মস্থান ভাবনায় আত্মনিয়োগ করলেন। স্থবির সারারাত্রি চংক্রমণে বিদর্শন ভাবনা করে যখন ক্লান্ত শরীরে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শোয়ার চেষ্টা করতেছেন, তখন পদদ্বয় ভূমি হতে তুলেছে, বালিশে মাথা রাখেননি এমতাবস্থায় ষড়াভিজ্ঞা লাভ করলেন।

এভাবে ষড়াভিজ্ঞা লাভ করার পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে খুশিমনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'বিহারের দরজা হতে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৬৪৪. বিহারের দরজা হতে বের হয়ে এসে প্রজ্ঞাপ্ত বুদ্ধাসনে বসে মহামুনি পদুমুত্তর বুদ্ধ অমৃত বারি বর্ষণ করে মহাজনতাকে র্নিনামৃত পান করায়েছিলেন।

৬৪৫. ষড়াভিজ্ঞাপ্রাপ্ত. মহাঋদ্ধিশালী, ধীর শতমহস্র ক্ষীণাসব অর্হৎ অবিচ্ছেদ্য ছায়ার ন্যায় সম্বুদ্ধকে পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতেন।

৬৪৬. সেই সময় আমি হস্তীপিঠে উপবিষ্ট ছিলাম। আমার মাথার উপর স্বেতচ্ছত্র ধারণ করা হয়েছিল। অতীব সুদর্শন সম্বুদ্ধকে দেখে আমার মনে ভীষণ সন্তুষ্টি ও প্রসন্নতা অনভব করেছিলাম।

৬৪৭. তারপর আমি হস্তীপিঠ হতে নেমে এসে নরশ্রেষ্ঠ সম্বুদ্ধের কাছে গিয়েছিলাম। আমার সেই রত্নখচিত শ্বেতচ্ছত্র বুদ্ধের মাথার উপর ধারণ করেছিলাম।

৬৪৮. মহাঋষি পদুমুত্তর বুদ্ধ আমার সংকল্প অবগত হয়ে ধর্মকথা না বলে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৬৪৯. যেই ব্যক্তি আমার মাথার উপর রত্নখচিত শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করেছে, এখন তার গুণকীর্তন করব। তোমরা মনযোগ দিয়ে শ্রবণ কর।

৬৫০. সে এখান হতে চ্যুত হয়ে তুষিত স্বর্গে জন্মগ্রহণ করবে এবং সেখানে অপ্সরা পরিবৃত হয়ে দিব্য ভোগসম্পত্তি উপভোগ করবে।

৬৫১. সে চৌত্রিশবার দেবলোকে রাজত্ব করবে এবং সেখান হতে চ্যুত হয়ে সনুষ্যলোকে আটশতবার মহাপরাক্রমশালী প্রাদেসিক রাজা হবে।

৬৫২. আটান্ন বার সে রাজচক্রবর্তী হবে এবং তার অধীনে তখন বহু প্রদেশ তথা রাজ্য পরিচালিত হবে।

৬৫৩. আজ থেকে শতসহস্র কল্প পরে এক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা জগতে আবির্ভূত হবেন।

৬৫৪. শাব্যকুলে জন্মগ্রহণ করে সে তখন বুদ্ধের জ্ঞাতি হবে এবং পরে বুদ্ধের প্রধান সেবক হয়ে আনন্দ নামে পরিচিত হবে।

৬৫৫. সে অত্যন্ত বীর্যবান, প্রজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, বিশারদ, অনুগত, বিনীত ও অধ্যায়নশীল হবে।

৬৫৬. বিদর্শন ভাবনায় নিয়েজিত হয়ে সে উপশান্ত নিরুপধি হবে এবং সর্বনিধ আসব ক্ষয় করে অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

৬৫৭. গম্ভীর অরণ্যের মধ্যে হস্তীরাজের যেমন বয়োবৃদ্ধ যৌবনরহিত, ঈষাদন্ত, শক্তিহীন দূর্বল বহু মাতঙ্গ হস্তী আছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬৫৮. ঠিক তদ্রূপ মহাঋদ্ধিশালী অনেক শতসহস্র পণ্ডিত ক্ষীণাসব অর্হৎ বুদ্ধনাগের কাছে অবস্থান করছেন। তারা ভয়রহিত হয়ে কোনভাবেই একা থাকতে পারেন না।

৬৫৯. আমি অতীব প্রসন্ন চিত্তে প্রথম, মধ্যম ও শেষযামে বুদ্ধশ্রে'কে প্রনাম নিবেদন করি এবং তার যথাযথ সেবা-পূজা করি।

৬৬০. আমি অরদ্ধবীর্য, প্রজ্ঞ, স্মৃতিসম্পজ্ঞানী হয়ে স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেছি এব শৈক্ষ্য ভিক্ষুদের মধ্যে আমিই বিশারদ।

৬৬১. লক্ষ কল্প আগে আমি যেই প্রার্থনা করেছিলাম, সেই প্রার্থনা আমার পূর্ণ হয়েছে এবং এখন আমি সদ্ধমে স্থিরভাবে দাড়িয়ে আছি।

৬৬২. বুদ্ধশ্রেষ্ঠের নিকট আমার আগমন শুভ হয়েছে এবং ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৬৬৩. চারি প্রতিসম্ভীদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এবাবেই আয়ুষ্মান আনন্দ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[আনন্দ স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

বুদ্ধ, পচ্চেকবুদ্ধ, সারিপুত্রও কোলিত,
কাশ্যপ, অনুরুদ্ধ, পূর্ণ ও উপালি
অঞ্ঞাসি কোণ্ডাণ্য, পিন্ডোল ও রেবত,
আনন্দ কর্তৃক এই গাথাগুলো সুভাষিত।

[অপদানের বুদ্ধবর্গ প্রথম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২. সিংহাসনীয় বর্গ

১. সিংহাসনদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধর্থ ভগবানের জন্মগ্রহণ করেন। সিদ্ধার্থ ভগবান যতদিন জীবিতছিলেন ততদিন তিনি দেবলোকে বাস করলেন। ভগবান পরিনির্বাপিত হওয়ার পর তিনি মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করলেন। কালক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক হলেন। পরে ভগবানের উদ্দেশে নির্মিত শারীরিক চৈত্য দেখে চিন্তা করলেন, 'অহো, ইহা আমার পক্ষে বড়ই অলাভ যে, আমি ভগবান জীবিত থাকাকালে পৃথিবীতে জন্মাইনি!' এই চিন্তা করার পর ভগবানের শারীরিক চৈত্যের প্রতি তার জিত্ত প্রসন্নতা উৎপন্ন হলো। বেশ খুশিমনে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে দেবতানির্মিত আসন সদৃশ সম্পূর্ণ রত্নময় ধর্মাসনে একটি সিংহাসন তৈরি করায়ে জীবিত বুদ্ধকে পূজা করার ন্যায় পূজা করলেন। তার উপর দিব্যবিমানের ন্যায় গৃহ নির্মাণ করালেন, পাদকাপিড়ি নির্মাণ করালেন। এভাবে আজীবন দীপ, ধূপ, পুষ্প, গন্ধ প্রভৃতি দিয়ে বিবিধ প্রকারে পূজা করে সেকান হতে চ্যুত হয়ে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করলেন। কাম সুগতি ভূমির ছয়টি স্বর্গে বিবিধ প্রকার দিব্যসম্পত্তি উপভোগ করে মনুষ্যলোকে বহুবার রাজচক্রবর্তী হলেন। অসংখ্যবার প্রাদেসিক রাজা হলেন। তারপর কাশ্যপ বুদ্ধের মাসনে প্রব্রজ্যিত হয়ে শ্রমনধর্ম অনুশীলন করে দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে সংসরণ করতে করতে এই বুদ্ধের আবির্ভাব হলে এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেন। কালক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক হলেন। পরে শাস্তার ধর্ম দেমকনা শুনে মনের মধ্যে অতীব শ্রদ্ধা উৎপন্ন হলো। পরে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভের পর তিনি কর্মস্থান ভাবনা করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করলেন।

এভাবে অর্হত্ত্ব লাভের পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে অত্যন্ত খুশিমনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'দ্বিপদোত্তম সিদ্ধার্থ লোকনাথ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. দ্বিপদোত্তম সিদ্ধার্থ লোকনাথ পরিনির্বাপিত হওয়ার পর তাঁর উপদেশবাণী ব্যাপকভাবে প্রচার লাভ করলে বহু মানুষ ধর্মজ্ঞান লাভ করেছিল।

২. আমি অত্যন্ত সশ্রদ্ধ চিত্তে, খুশি মনে সিংহাসন নির্মাণ করিয়েছিলাম এবং সিংহাসন নির্মাণের পর পাদপিঁড়ি নির্মাণ করিয়েছিলাম।

৩. সিংহাসনের উপর দিব্যবিমানের ন্যায় একটি ঘর তৈরি করে দিয়েছিলাম। সেই চিত্ত প্রসন্নতা হেত আমি তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হয়েছিলাম।

৪. সেখানে আমার দিব্য বিমানটি ছিল দৈঘ্যে চব্বিশ যোজন ও প্রস্থে চৌদ্দ যোজন বিস্তৃত।

৫. শতসহস্র দেবকন্যা সব সময় আমাকে পরিবেষ্টিত হয়ে থাকত। সেখানে আমার অত্যন্ত সুনির্মিত স্বর্ণময় পালঙ্ক উৎপন্ন হয়েছিল। ইহা আমার সিংহাসন দানেরই ফল।

৬. একদম আমার ইচ্ছেমতো যেমন যেখানেই চাইতাম সেখানেই আমার জন্য হস্তীযান, অশ্বযান, দিব্যযান ও সিবিকা প্রাসাদ উৎপস্থিত হতো।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. আমার জন্য সেখানে মণিময় ও সারময় বহু পালঙ্ক উৎপন্ন হয়েছিল। ইহা আমার সিংহাসন দানেরই ফল।

৮. আমি সেখানে স্বর্ণময়, রৌপ্যময়, স্ফটিকময় ও বৈদুর্যময় পাদুকা (জুতা) পড়তাম। ইহা আমার পাদাপিড়ি দানের ফল।

৯. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুণ্যকর্ম করেছিলাম তখন থেকে এখনো পর্যন্ত কোন দুর্গতিতে আমি জন্মগ্রহণ করিনি। ইহা আমার পুণ্যকর্মের ফল।

১০. আজ থেকে তিয়াত্তর কল্প আগে আমি তিন জন্মে তিনবার 'ইন্দ্র' নামক চক্রবর্তী রাজাহয়েছিলাম এবং বাহাত্তর কল্প আগে তিনজন্মে তিনবার 'সুমন' নামক চক্রবর্তী হয়েছিলাম।

১১. সত্তর কল্প আগে আমি আরও তিনজন্মে তিনবার 'বরুণ' নামক সপ্তরত্নসম্পন্ন, চারি দীপের অধিশ্বর রাজচক্রীবর্তী হয়েছিলাম।

১২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎকরে আমি বদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সিংহাসনদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সিংহাসনদায়ক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. একস্তম্ভিক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মে জন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক বনকর্মী হয়ে একটি ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই সময় শ্রদ্ধাবান উপাসকেরা সকলেই একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আমরা ভগবানের জন্য একটি উপস্থানশালা নির্মাণ করব। বিবিধ দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহের জন্য তারা বনে প্রবেশ করে সেই উপাসককে দেখে 'আমাদের একটি খুটি দিন' বলে তার কাছথেকে একটি খুটি চাইলেন। উপাসক সবকিছু অবগত হয়ে তাদেরকে বললেন 'আপনারা কোন চিন্তা করবেন না।' এভাবে বলে তাদের সকলকে পাঠিয়ে দিয়ে একটি সারময় খুটি নিয়ে শাস্তাকে দেখিয়ে সেই উপসকদের দিলেন। এতে সেই উপাসক মনে মনে ভীষণ খুশি হলেন। পরে তিনি দানাদি বহু পুণ্যকর্ম করতে লাগলেন। মৃত্যুর পর তিনি দেবলোকে জন্ম নিয়ে ছয়টি স্বর্গেই সর্ববিধ দিব্যসম্পত্তি ভোগ করে মনুষ্যলোকে জন্ম নিয়ে বহুবার চক্রবর্তী রাজা হলেন। অসংখ্যবার প্রাদেসিক রাজা হলেন। পরে তিনি এই বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হলে এক শ্রদ্ধাসম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেন। তিনি প্রায় সময় মাতাপিতার সহিত বিহারে গিয়ে ভগবানের কাছ থেকে ধর্ম শ্রবণ করতেন। এভাবে একদিন মনে অচলা শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা নিলেন। পরে কর্মস্থান ভাবনা করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করলেন।

এভাবে অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে অত্যন্ত কুশী মনে নিজে পূর্বজীবন কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সিদ্ধার্থ ভগবানের প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৩. সিদ্ধার্থ ভগবানের বহু শ্রদ্ধাবান উপাসক ছিলেন। তারা ছিলেন বুদ্ধের শরণাগত উপাসক এবং তথাগতকে ভীষণ শ্রদ্ধা করতেন।

১৪. তারা সকলে মিলে পরামর্শ করে শাস্তার জন্য একটি উপস্থানশালা নির্মাণ করছিলেন। একটি খুটির অভাব হওয়ার খুটির খোঁজে তারা গভীর বনে প্রবেশ করেছিলেন।

১৫. আমি তাদের অরণ্যে দেখতে পেয়ে তাদের কাছে গেলাম এবং হাত জোড় করে বিনীতভাবে কারণ জিজ্ঞেস করলাম।

১৬. সেই শীলবান উপাসকেরা আমার প্রশ্নের জবাবে বললেন: 'আমরা ভগবানের জন্য একটি উপস্থানশালা নির্মাণ করতে যাচ্ছি। কিন্তু একটি খুটি কোথাও পাচ্ছি না।'

১৭. সেই একটি খুটি দানের ভার আমাকে দেন। আমি তা শাস্তাকে দেখাব। আপনারা চিন্তামুক্ত হোন।

১৮. তারা অত্যন্ত খুশিমনে আমাকে সেই খুটির ভার দিয়ে দিলেন। তারপর ফিরে এসে আমি প্রথমে আমার ঘরে গেলাম।

১৯. সেই শ্রদ্ধাবান উপসকেরা চলে যাওয়ার সাথে সাথেই আমি একটি সারময় খুটি দান করলাম। অত্যন্ত খুশিমনে আমিই প্রথম সেই খুটিটি মাটিতে গাড়ালাম।

২০. সেই চিত্ত প্রসন্নতা হেতু দেবলোকে আমার দিব্যবিমান উৎপন্ন হয়েছিল। আমার ভবনটি ছিল সাততলাবিশিষ্ট।

২১. বিবিধ তূর্য-বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে নর্তকী পরিবেষ্টিত হয়ে আমি সব সময় থাকথাম। পঞ্চান্ন কল্প পরে আমি প্রবল যশস্বী রাজা হয়েছিলাম।

২২. সেখানে ও আমার রাজাপ্রাসাদটি ছিল সাততলাবিশিষ্ট এবং তাতে একটি অত্যন্ত মনোরম খুটি ছিল।

২৩. একুশ কল্প পরে আমি উদেন নামক এক ক্ষত্রিয় হয়ে জন্ম নিয়েছিলাম এবং তখনও আমার রাজ প্রাসাদটি ছিল সাততলাবিশিষ্ট।

২৪. দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই আমি জন্মগ্রহণ করেছি, সেখানেই সর্ববিধ সুখ আমি ভোগ করেছি।

২৫. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যখন সারময় খুটি দান করেছিলাম, তখন থেকে আমার দুর্গতিতে জন্ম হয়নি। ইহা একটি সারময় খুটি দানের ফল।

২৬. চারি প্রদিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একম্মন্তিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একম্মন্তিক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩. নন্দ স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংবতী নগরে এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরে প্রাপ্তবয়স্ক হলে একদিন ভগবানের কাছে ধর্ম শ্রবণ করছিলেন।

এমন সময় ভগবান একজন ভিক্ষুকে ইন্দ্রিয়সংযমী ভিক্ষুগণের মধ্যে শ্রেষ্টস্থান দিতেছেন দেখে তার নিজের ও ঐ শ্রেষ্টস্থান লাভের ইচ্ছা উৎপন্ন হয়েছিল। বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে বহু পূজা-সৎকার ও মহাদান দিয়ে এই প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন, 'ভন্তে, আমি ভবিষ্যতে আপনার ন্যায় বুদ্ধের এরূপ শ্রাবক হতে চাই। তিনি তারপর থেকে দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে সংসরণ করতে করতে অর্থদর্শী ভগবানের সময় ধর্মতা নামক নদীতে বিশাল এক কচ্ছপ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। একদিন ভগবান নদী পার হবার ইচ্ছায় সেই নদীতীরে উপস্থিত হলেন। কচ্ছপ নদীতীরে দাড়িয়ে থাকা শাস্তাকে দেখে নিজেই নদী পার করে দিবার ইচ্ছায় বুদ্ধের পদতলে এসে পড়ে রইলেন। শাস্তা তার ইচ্ছার কথা জেনে তার পিঠে উঠলেন। সে ভীষণ রকম খুশি হয়ে দ্রুতবেগে স্রোত অতিক্রম করে নদীর পরপারে পৌছে দিলেন। ভগবান তার পুণ্য অনুমোদন করার সময় তার ভাবী সম্পত্তি লাভের কথা বলে চলে গেলেন। সে সেই পুণ্যকর্মের ফলে সুগতি স্বর্গলোকে সংসরণ করতে করতে এই বুদ্ধের আবির্ভাব হলে কপিলাবস্তুতে শুদ্ধোধন রাজার ঔরসে অগ্রমহিষী মহাপ্রজাপতি গৌতমীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করল। তার নামকরা দিনে 'জ্ঞাতিগণকে নন্দিত করে জন্মগ্রহণ করেছে বিধায় তার নাম রাখা হল নন্দ। তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হলে ভগবান জগতের হিতার্থে ধর্মচক্র প্রবর্তন করে তখন কপিলাবস্তুতে গিয়ে পৌছালেন। ব্যাপক জ্ঞাতি সমাগমে বুদ্ধ পুষ্কর বর্ষণ করেন ও বেশ্বান্তর জাতক দেশনা করেন। দ্বিতীয় দিনে পিন্ডাচরণে প্রবিষ্ট হয়ে ধর্মদেশনা করে পিতাকে স্রোতাপত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন। পুনঃরায় গৃহে গিয়ে মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে স্রোতাপত্তি ফলে ও শুদ্ধোধন রাজাকে সকৃদাগামী ফলে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তৃতীয় দিনে কুমার নন্দের অভিষেক ও বিবাহ মঙ্গল সম্পাদিত হবে। তিনি পিন্ডাচরণে করতে সেখানে গিয়ে কুমার নন্দের হাতে ভিক্ষাপাত্র দিলেন ও মঙ্গলার্শীবাদ করলেন। তার কাছ থেকে ভিক্ষা পাত্র গ্রহণ করলেন না ভিক্ষাপাত্রসহ কুমার নন্দকে বিহারে নিয়ে আসলেন এবং নন্দের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করলেন। সেভাবে প্রব্রজ্যিত হওয়ার কারণে নন্দ উৎকণ্ঠিত ও পীড়িত জেনে বুদ্ধ তাকে কৌশলে দমন করলেন। বুদ্ধের উপদেশে তিনি বিদর্শন ভাবনায় মনোনিবেশ করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। স্থবির পরদিন ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে এরূপ বললেন, 'ভন্তে, ভগবান যে আমাকে পাঁচশত অপ্সরা এনে দিবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছেন, আমি এখন সেই প্রতিশ্রুতি হতে ভগবানকে মুক্তি দিচ্ছি।' ভগবান বললেন, 'নন্দ, যখন তোমার চিত্ত সর্ববিধ আসব হতে মুক্ত হয়েছে, তখনই আমি আমার প্রতিশ্রুতি হতো মুক্কি পেয়েছি।' অতঃপর ভগবান নন্দের বিশেষ ইন্দ্রিয়সংযমতা জ্ঞাত হয়ে তার গুণকে ভিক্ষুসংঘের মাঝে তুলে ধরতে এই বলে তাকে শ্রেষ্ঠস্থান দিলেন, 'হে ভিক্ষগণ, আমার শ্রাবক ইন্দ্রিয়সংযমী ভিক্ষুদের মধ্যে নন্দই শ্রেষ্ঠ।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এভাবে তিনি শ্রেষ্ঠস্থান লাভের পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে ভীষণ খুশি হয়ে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর ভগবানের' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২৭. লোকশ্রেষ্ঠ, সয়ম্ভূ, মহর্ষী পদুমুত্তর ভগবানকে আমি একটি ক্ষৌমবস্ত্র দান করেছিলাম।

২৮. পদুমুত্তর বুদ্ধ তখন আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন 'এই বস্ত্র দানের ফলে তুমি সুবর্ণ বর্ণের অধিকারী হবে।'

২৯. সেই কুশলকর্মের প্রভাবে দেবলোকে দেবসম্পত্তি ও মনুষ্যলোকে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে তুমি ভবিষ্যতে গৌতম ভগবানের কণিষ্ঠ ভাই হয়ে জন্মগ্রহণ করবে।

৩০. তুমি রাগাসক্ত, সুখশীল ও পঞ্চকামগুণে আমক্তি পরায়ণ হবে, কিন্তু বুদ্ধ কর্তৃক উৎসাহিত হয়ে তুমি তখন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে।

৩১. প্রব্রজ্যিত হওয়ার পর তুমি তখন পূর্বকৃত পুণ্যের প্রভাবে সর্বাসব ক্ষয় করে অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

৩২. আজ থেকে সাত হাজার কল্প পূবে আমি চারবার চেল নামক চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম এবং ছয় হাজার কল্প পূর্বে আমি চারবার উপচেলা নামক চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৩. আজ থেকে পাঁচহাজার কল্পপূর্বে আমি সপ্তরত্নসমন্বিত রাজচক্রবর্তী জম্বুদীপ, অপরগোয়ান, উত্তরকুরু ও পূর্ববিদেহ এই চারিদীপ শাসন করেছিলাম।

৩৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ, ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নন্দ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নন্দ স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. চুলপন্থক স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় থেরগাথা অর্থকথায় বর্ণিত মহাপন্থকের কাহিনির মতো জ্ঞাতব্য। তবে বিশেষত্ব শুধু এই: মহাপন্থক স্থবির অর্হত্ত্ব লাভ করে ফলসমাপত্তি সুখে অবস্থান করে চিন্তা করলেন, 'আমার ছোট ভাই চুলপন্থককে কীভাবে এই সুখে প্রতিষ্ঠিত করব?' তখন তিনি মাতামহ ধনশ্রেষ্ঠীর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'মহাশ্রেষ্ঠী যদি আদেশ করেন, আমি চুলপন্থককে প্রব্রজ্যা প্রদান করব।' 'শ্রেষ্ঠী বললেন, 'ভন্তে, আপনি তাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।' স্থবির তাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করলেন। তিনি দশশীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বড় ভাইয়ের নিকট এই একটি মাত্রগাথা চারমাসে ও মুখস্থ করতে পারলেন না। গাথাটি হলো:

"পদুমং যথা কোকনদং সুগন্ধং পাতো সিযা ফল্লমবীতগন্ধং,
অঙ্গীরসং পস্‌স বিরোচমানং তপন্তমাদিচ্চমি বন্তলিকখেতি।" (সংনি; অংনি)

তখন মহাপন্থক স্থবির তাকে বললেন, "দেখ চুলপন্থক, তুমি এই শাসনে অযোগ্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চারমাসে একটি গাথাও মুখস্থ করতে পারলে না। আর কীভাবে প্রব্রজ্যিত কৃত্যের চরমাবস্থায় (নির্বাণ) প্রাপ্ত হবে? তুমি এখনি এখান থেকে চলে যাও।" তিনি স্থবির দ্বারা এভাবে বহিষ্কৃত হয়ে দরজার কাছে দাড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন।

সেই সময় ভগবান জীবকের আম্রবনে বাস করছিলেন। জীবক একজন লোককে এই বলে পাঠালেন, 'যাও, পাঁচশত ভিক্ষুসহ শাস্তাকে নিমন্ত্রণ কর।' সেই সময় আয়ুষ্মান মহাপন্থক ছিলেন ভিক্ষুসংঘের পক্ষে নিমন্ত্রণ গ্রহীতা তথা ভত্তুদ্দেসকো। তিনি চুলপন্থককে বাদ দিয়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। চুলপন্ত্রক তা শুনে ভীষণ দুঃখিত হলেন। ভগবান তার ক্ষোভের বিষয় জানতে পেরে ভাবলেন, 'কোন উপায়ে চুলপন্থক আমার সমস্ত বিষয় জানতে পারবে?' তখন ভগবান তার অনতিদূরে গিয়ে দেখা দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, 'পন্থক, তুমি কাঁদছো কেন?' ভন্তে, আমার বড়ভাই আমাকে বহিষ্কার করেছেন।' 'পন্থক, তুমি কোন চিন্তা করিও না। আমার শাসনেই তোমার প্রব্রজ্যা। এদিকে আস, এই বস্ত্রখন্ড হাতে নিয়ে মর্দন করে করে 'রজহরণ, রজহরণ, বলতে থাক।' তিনি বুদ্ধের উপদেশমত সেই বস্ত্রখন্ড হাতে নিয়ে মর্দন করতে লাগলেন। এভাবে মর্দন করতে করতে দুই হাতের সংঘর্ষণে বস্ত্রখন্ড অতিশয় মলিন হল। তিনি জ্ঞানপরিপক্ক হয়ে চিন্তা করলেন। অথচ এই অশুচি দেহের আশ্রয়ে অতিশয় মলিন হয়েছে। বাস্তবিকই এই দেহ অনিত্য।' এভাবে ক্ষয় ব্যয়ের প্রতি স্মৃতি নিবদ্ধ করে সেই নিমিত্তকে রক্ষা করে ধ্যান উৎপন্ন করলেন। ক্রমে বিদর্শনে মনোনিবেশ করে প্রতিসম্ভিদা সহ অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। অর্হত্ত্ব লাভের সাথে সাথেই ত্রিপিটকে তার অসাধারণ জ্ঞানও পঞ্চাভিজ্ঞা উৎপন্ন হল।

এদিকে শাস্তা চারশত নিরানব্বই জন ভিক্ষুকে সঙ্গে নিয়ে জীবকের ঘরে ভোজনের জন্য উপস্থিত হয়ে আসনে উপবিষ্ট হলেন। মহাপন্থক চুলপন্থকের জন্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি জেনে তিনি সেখানে যাননি। জীবক যাগু পরিবেশন করতে আসলে শাস্তা হাত দিয়ে পাত্র ঢেকে রাখলেন। তখন জীবক জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভন্তে, কেন যাগু গ্রহণ করছেন না?' 'জীবক, বিহারে একজন ভিক্ষু আছে।' তিনি একজন লোককে পাঠিয়ে দিলেন, 'যাও, বিহারে গিয়ে এখনি ভিক্ষুকে নিয়ে আস।' সেই সময় চুলপন্থক ঋদ্ধিবলে নিজের চেহারার মতো এক হাজার ভিক্ষু তৈরি করে বসে আছেন। লোকটি বিহারে গিয়ে বহু ভিক্ষু দেখে ফিরে এসে জীবককে বললেন, 'বিহারে তো অনেক বেশি ভিক্ষু আসেন। তাদের মধ্য থেকে আমি আর্যকে চিনতে পারিনি।' জীবক শাস্তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভন্তে, বিহারে উপবিষ্ট ভিক্ষুর নাম কী?' 'জীবক, তার নাম চুলপন্থক।' জীবক লোকটিকে বললেন, যাও 'চুলপন্থক কে? এভাবে জিজ্ঞেস করে তাকে নিয়ে আস।" লোকটি বিহারের গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভন্তে, চুলপন্থক কে? আমি চুলপন্থক' পুনরায় ফিরে গিয়ে সেই সংবাদটি জীবককে জানালেন। জীবক বুদ্ধকে জানালেন। তখন বদ্ধ বললেন, "আবার যাও, যে প্রথমে 'আমি চুলপন্থক' বলবে তুমি তাকে বলবে 'শাস্তা আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন' এই বলে চীবরের কোণে ধরবে।" লোকটি বিহারে গিয়ে তাই করল। সঙ্গে সঙ্গেই ঋদ্ধিযোগে নির্মিত ভিক্ষুগণ অন্তর্হিত হলেন। তখন লোকটি স্থবিরকে সঙ্গে নিয়ে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আসলেন।

শাস্তা তখন যাগুও খাদ্য-ভোজ্যাদি গ্রহণ করলেন। ভোজনকৃত্য শেষে ভগবান আয়ুষ্মান চুলপন্থককে আদেশ করলেন, 'চুলপন্থক, অনুমোদন করে দাও।' তখন তিনি পতিসম্ভিদালাভী হওয়ায় সিনেরু পর্বতকে ধরে মহাসমুদ্রে মর্দন করার ন্যায় সমগ্র বুদ্ধবচন ত্রিপিটক মন্থন করে পুণ্যানুমোদন করলেন। দশবল বুদ্ধ ভোজন কৃত্য শেষে বিহারে চলে আসলেন। একদিন ধর্মসভায় এই কথা উঠলো যে, 'অহো, বুদ্ধগণের কী অশ্চর্য প্রভাব! যেই চুলপন্থক চারমাসে একটি মাত্র গাথা মুখস্থ করতে পারলেন না, সেই চুলপন্থককে বুদ্ধ এত অল্প সময়ের মহাঋদ্ধিশালী কললেন!

ভগবান আসলে জীবকে গৃহে উপবিস্থত থাকা অবস্থায়ই 'এখন চুলপন্থকের চিত্ত সমাহিত হয়েছে, বিদর্শনের উপযুক্ত হয়েছে' জেনে আয়ুষ্মান চুলপন্থকে সামনে নিজে দেখা দিয়ে 'পন্থক, সাধারণের দৃষ্টিতে এই বস্ত্রখন্ড মলিন হলেও, আর্য বিনয়ে কিন্তু অন্য আরও সংক্লেশ ও ময়লা আছে' এভাবে উপদেশ দিয়ে এই তিনটি গাথা ভাষণ করলেন। যথা:

'রাগ (লোভ) হচ্ছে মনের ময়লা। রাগের অন্য নাম হচ্ছে ময়লা। হে ভিক্ষুগণ, যারা এই মনের ময়লা ত্যাগ করে অবস্থান করেন, তারাই আমাকে শাসনে সির্মল ও বীতরাগ।" "দ্বেষ হচ্ছে মনের ময়লা। দ্বেষের অন্য নাম হচ্ছে ময়লা। হে ভিক্ষুগণ, তারাই আমার শাসনে নির্মল ও বীতদ্বেষ।"

"মোহ হচ্ছে ময়লা। হে ভিক্ষুগণ, যারা এই মনের ময়লা ত্যাগ করে অবস্থান করেন, তারাই আমার শাসনে নির্মল ও বীতমোহ।" (মহানিদ্দেস, চুলনিদ্দেস)

এই গাথা আবৃত্তি শেষেই চুলপন্থক প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করে ছিলেন। শাস্তা তখন সেই ভিক্ষুগণের পারস্পরিক আলোচনা শুনে সেখানে এসে বুদ্ধাসনে বসে জিজ্ঞেস কললেন, 'হে ভিক্ষুগন, তোমরা এখানে বসে কী আলোচনা করছিলে?' ভিক্ষুগণ বললেন, 'ভন্তে, এই কথা।'তখন ভগবান বললেন, 'হে ভিক্ষুগণ, চুলপন্থক শুধু এই জন্মেই আমার উপদেশে লোকোত্তর সম্পত্তি লাভ করেনি, পূর্বজন্মে ও সে আমার দ্বারা লোকিয় সম্পত্তি লাভ করেছে।' এই বলে ভগবান ভিক্ষুগণের প্রার্থনায় 'চুলশ্রেষ্ঠী জাতক' দেশনা করলেন। পরবর্তীতে ভগবান আর্যসংঘ পরিবেষ্টিত হয়ে ধর্মাসনে বসে তাকে মনোময় কায় নির্মাণকারী ভিক্ষুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থানে রাখলেন।

এভাবে তিনি শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করে নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে অত্যন্ত প্রীত হয়ে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর বুদ্ধ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৫. অত্যন্ত পূর্জাহ পদুমুত্তর বুদ্ধ বিশাল ভিক্ষুসংঘকে ছেড়ে জনকোলাহল শূন্য নির্জন স্থান হিমালয়ে অবস্থান করছিলেন।

৩৬. তখন আমিও তাপস হয়ে হিমালয়ের সমীপে নির্মিত আশ্রমে বাস করছিলাম এবং অধুনা আগত মহাবীর লোকনায়ক বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৭. নিরোধ সমাপত্তিতে অবস্থানরত নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে কেউ যাতে অন্তরায় করতে না পারে তার জন্য আমি তার মাথার উপর পুষ্পছত্র ধরে দাঁড়িয়ে থাকতাম।

৩৮. সপ্তাহকাল পর নিরোধ সমাপত্তি হতে জাগ্রত হলে আমি তাকে দুহাতে ধরে পুষ্পছত্র দান করেছিলাম। পদুমুত্তর মহামুনি ভগবান তা সাদরে গ্রহণ করেছিলেন।

৩৯. চক্ষুষ্মান পদুমুত্তর বুদ্ধ যখন অনুমোদন করছিলেন তখন সকল দেবতারা ভীষণ খুশি হয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং সাধুবাদ দিয়েছিলেন।

৪০. এভাবে সাধুবাদ দেওয়ার পর দেবতারা নরোত্তম বুদ্ধের কাছে গেলেন এবং তার মাথার উপর আকাশে পমফলেন উত্তম বিশাল ছাতা ধরে থাকলেন।

৪১. তখন পদুমুত্তর বুদ্ধ দেবতাগণকে উদ্দেশে করে বললেন: যেই তাপস শতপত্রবিশিষ্ট বিশাল ছাতা আমাকে দান করেছে, আমি এখন তার গুণকীর্তন করব তোমরা মনযোগ সহকারে শ্রবণ কর।

৪২. সে পঁচিশ কল্প পর্যন্ত দেবলোকে নাজত্ব করবে এবং পৃথিবীতে চৌত্রিশ বার রাজ চক্রবর্তী হবে।

৪৩. সে দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখনেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন সেখানে তার মাথার উপর শূন্যে পদ্মফুলের ছাতা ঝুলে থাকবে।

৪৪. আজ থেকে লক্ষ কল্প পরে এক্কাকু কুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন।

৪৫. তিনি ধর্ম প্রচার করলে পরে সে মনুষ্যজন্ম লাভ করবে এবং তার শাসনে সে মনোময় কায়ধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে।

৪৬. তারা মহাপন্থক ও চুলপন্থক নামে দুই ভাই জন্মগ্রহণ করবে এবং সত্যধর্ম উপলব্ধি করে বুদ্ধের শাসনকে উজ্জল করবে। তারপর নিজের সম্পর্কে চুলপন্থক স্থবির বললেন:

৪৭. আমি জন্মের পর আঠার বৎসরে পা রাখলে গৃহত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম। শাক্যপুত্রী বুদ্ধের শাসনে প্রথমে বিশেষ কিছুই আমি লাভ করতে পারিনি।

৪৮. আমি ছিলাম মোটাবুদ্ধির মানুষ। পৃথকজন থাকাকালে আমার স্মৃতিশক্তি অতীব দুর্বলছিল। তাই আমার বড় ভাই আমাকে 'যাও, ঘরে চলে যাও' এই বলে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

৪৯. আমি আমার বড় ভাই কর্তৃক বহিষ্কৃত হয়ে সংঘারামের দ্বার সমীপে বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যা ত্যাগ না করার ইচ্ছায় ভীষণ দুঃখিত মনে সেখানে দাড়িঁয়ে ছিলাম।

৫০. ভগবান সেখানে আসলেন। পরম আদরে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন এবং বাহুতে ধরে আমাকে সংঘারামের ভিতরে প্রবেশ করালেন।

৫১. শাস্তা আমার প্রতি আশেষ গয়া বশত ঋদ্ধি নির্মিত পা মোছার একখানি বস্ত্রটি ধরে 'রজহরণ, রজহরণ, বলে চিত্তে সম্যকরূপে ধারণ কর।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫২. আমি ভগবান প্রদত্ত একটুকরা শ্বেতবস্ত্র খন্ডটি হাতে নিয়ে সেখানেই 'রজহরণ, রজহরণ' বলতে লাগলাম। তাতেই আমার চিত্ত সর্বাসব হতে মুক্ত হল এবং আমি অর্হত্ত্ব লাভ করলাম।

৫৩. আমি বহু জন্ম ধরে মনোময় শরীর ধারী হবার পারমী পূরণ করেছিলাম। আমি এখন সর্বাসব ক্ষয় করে অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান চুলপন্থক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[চুলপন্থক স্থবির অপদানা চুতুর্থ সমাপ্ত]

৫. পিলিন্দবচ্ছ স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংবতী নগরে মহাধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পূর্বানুরূপ তিনিও শাস্তার কাছে ধর্মদেশনা শ্রবণ করতে পেলেন। এমন সময় শাস্তা এক ভিক্ষুকে দেবতাদের প্রিয় ও মনোজ্ঞ ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দিলেন। তা দেখে তিনিও সেই শ্রেষ্ঠস্থান প্রার্থনা করলেন। বুদ্ধের কাছ থেকে বর পেয়ে আজীবন কুশলকর্ম করে সেখান হতে চ্যুত হয়ে দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে সংসরণ করতে করতে সুমেধ ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেন। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর তিনি চৈত্যপূজা ও সংঘপূজা করলেন। সেখান হতে চ্যুত হয়ে দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে যথাক্রমে দেবসম্পত্তি ও মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে বুদ্ধের অনুৎপত্তিকালে রাজচক্রবর্তী হলেন। তখন তিনি বহুমানুষকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত করে স্বর্গপরায়ণ কররেন। তারপর আমাদের ভগবান উৎপন্ন হওয়ার কিছু সময় আগে তিনি শ্রাবস্তীতে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেন। তার নাম রাখা হল 'পিলিন্দ'। আর 'বচ্ছ' হচ্ছে, তার গোত্রের নাম। পরবর্তীতে তিনি 'পিলিন্দবচ্ছ'' হিসেবেই সবিশেষ পরিচিত হয়েছিলেন। সংসারের প্রতি বীতস্পহ হয়ে তিনি পরিব্রাজক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। সেখানে তিনি 'চুলগান্ধার' নামক বিদ্যা সাধন করে আকাশ পথে বিচরণ করতেন এবং পরের চিত্ত সর্ম্পকে জানতেন। সেই কারণে রাজগৃহে অবস্থানকালে তার লাভ-সৎকার অতিশয় বুদ্ধি পেয়েছিল। অতঃপর আমাদের ভগবান বুদ্ধত্ব লাভ করার পর অনুক্রমে রাজগৃহে উপস্থিত হলেন। তখন থেকে বুদ্ধ প্রভাবের কারণে তার সেই বিদ্যা বিনষ্ট হয়েছিল। তাই আগের মতো আর আকাশে বিচরণ করতে পারতো না এবং পরের চিত্ত সর্ম্পকে অবগত হতে পারতেন না। তখন তিনি চিন্তা করলেন, 'আমার আচার্য-প্রাচার্যের মুখে শুনেছি যে, যেখানে কেউ মহাগান্ধার ধারণ করেন সেখানে চুলগান্ধার বিদ্যা আর টিকটে পারে না।' এই রাজগৃহে শ্রমণ গৌতম আসার পর থেকে আমার গান্ধার বিদ্যা বিনষ্ট হয়েছে। নিশ্চয়ই এই শ্রমণ গৌতম মহাগান্ধার বিদ্যা জানবেন। এখন আমি তার আশ্রয়ে থেকে তার কাছ থেকে সেই বিদ্যা শিক্ষা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করব। এই ভেবে তিনি ভগবান বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে মহাশ্রমণ, আমি আপনার কাছে একটি বিদ্যা শিক্ষা করতে চাই। অনুগ্রহ করে আমাকে যদি একটু সেই সুযোগ দেন।' ভগবান বললেন, 'তাহলে আমার শাসনে প্রব্রজ্যিত হও।' তিনি মনে করলেন বোধ হয় এই বিদ্যা শিক্ষা করতে হরে বুদ্ধের কাছে দীক্ষা নিতে হয়, তাই তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। ভগবান তাকে ধর্মকথা বলার পর তাঁর চরিতানুযায়ী কর্মস্থান দিলেন। পূর্বকৃত পুণ্য বেশি থাকায় অচিরেই তিনি বিদর্শন ভাবনা বলে অর্হত্ত্ব লাভ করলেন।

পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যপ্রভাবে তৎকালীন স্বর্গে বসবাসরত দেবতারা সকলেই কৃতজ্ঞতাবশত স্থবিরকে সন্ধ্যা -সকাল সেবা করতে যেতেন। তিনি দেবতাদের অতি পিয়ভাজন হলেন। তাই ভগবান একদিন তাকে এই বলে দেবতাদের পিয়-ভাজন ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঘোষণা দিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক দেবতাদের অতিপ্রিয়ভাজন ভিক্ষুদের মধ্যে পিলিন্দবচ্ছই শ্রেষ্ঠ।'

এভাবে তিনি শ্রেষ্ঠস্থান লাভের পর নিজের পূর্বকৃতকর্ম স্মরণ করে অত্যন্ত প্রীত হয়ে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'লোকনাথবুদ্ধ পরিনির্বাপিত হলে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৫৫. শ্রেষ্ঠপুদ্গল লোকনাথ সুমেধ সম্বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হলে আমি অতীব প্রসন্নচিত্তে ও খুশিমনে তার উদ্দেশে নির্মিত ধাতুচৈত্য পূজা করেছিলাম।

৫৬. তার শিষ্য যেইসমস্ত ষড়াভিজ্ঞা প্রাপ্ত, মহাঋদ্ধিশালী, ক্ষীণাসব অর্হৎ ছিলেন, আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করে সংঘের উদ্দেশে আহার্য দান করেছিলাম।

৫৭. সেই সময় মুমেধ ভগবানের একজন সেবক ছিলেন, তিনি আমার আহার্যদান অনুমোদন করেছিলেন।

৫৮. সংঘের উদ্দেশে আহার্য দান জনিত চিত্তপ্রসন্নতা হেতু আমি স্বর্গের দিব্য বিমানে উৎপন্ন হয়েছিলাম। তখন ছিয়াশি হাজার অপ্সরা নিত্য আমাকে আনন্দ দান করত।

৫৯. সেই অপ্সরাবৃন্দ পঞ্চকামগুনে আমাকে সেবা করতে করতে নিত্য আমাকেই অনুসরণ করত এবং দেবলোকে আমি অন্য সকল দেবগণকে সর্ববিষয়ে অভিভূত করতাম। ইহা আমার পুণ্যকর্মেরই ফল।

৬০. পঁচিশ কল্প পরে আমি বরুণনামক রাজ চক্রবর্তী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলাম এবং তখন আমি বিশুদ্ধ ভোজন করতাম।

৬১. সেই সময় মানুষেরা ক্ষেতে বীজ বপন করত না, লাঙল দিয়ে জমি কর্ষণ করত না এবং অকর্ষিত জমির শালি ধানই পরিভোগ করত।

৬২. সেখানে রাজত্ব করেই আমি দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলাম এবং তখনও আমার এই রকম বহু ভোগসম্পত্তি উৎপন্ন হয়েছিল।

৬৩. আমার কোন শত্রু-মিত্র ছিল না। সকলেই পরস্পরকে কোনরূপ হিংসা করত না এবং আমি সকলেরই অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ছিলাম। ইহা আমার পুণ্যকর্মেরই ফল।

৬৪. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, তারপর থেকে এখনো

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুণ্যকমেরই ফল।

৬৫. এই ভদ্রকল্পে আমি মহাপরাক্রমশালী, মহানুভব রাজচক্রবর্তী হয়েছিলাম।

৬৬. সেই সময় আমি বহু মানুষকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত করায়েছিলাম এবং তাদের সবাইকে সুগতি স্বর্গ প্রাপ্ত করায়ে আমি দেবতাদের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন হয়েছিলাম।

৬৭. চারি পতিসম্ভিদা, অষ্ট সমাপত্তি ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পিলিন্দবচ্ছ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পিলিন্দবচ্ছ স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. রাহুল স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরে প্রাপ্তবয়স্ক হলে একদিন শাস্তার নিকট ধর্মশ্রবণ করতে গেলেন। এমন সময় শাস্তা একজন ভিক্ষুকে শিক্ষাকামী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দিলেন। তা দেখে তিনি নিজেই সেই শ্রেষ্ঠস্থান লাভের ইচ্ছায় শয্যাসন প্রভৃতি প্রভূত দান দিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করে ঐ শ্রেষ্ঠস্থান প্রার্থনা করলেন। তিনি সেখান হতে চ্যুত হয়ে দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে সংসরাণ করতে করতে যথাক্রমে দেবসম্পত্তি ও মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করতে লাগলেন। পরে এই গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হওয়ার পর তিনি আমাদের বোধিসত্ত্বের ঔরসে ও যশোধরা দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাকা হলো 'রাহুল'। তিনি ক্রমে ক্ষত্রিয় পরিবারে বড় হতে লাগলেন। পরাবর্তীকে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে শাস্তার নিকটে অনেক সূত্রপদ শিক্ষা করে জ্ঞানপরিপক্ক হলে বিদর্শনে মনোনিবেশ করে অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের প্রতিপত্তি তথা গাথা চতুষ্টয় প্রকাশ করলেন।

"জ্ঞাতিসম্পদ ও মার্গসম্পদ এই উভয় সম্পদে পরিপূর্ণ ছিলাম বিধায় আমাকে 'রাহুল ভদ্র' নামে লোকেরা চিনে। যেহেতু আমি বুদ্ধের পুত্র ও ধর্মজ্ঞানে চক্ষুষ্মান।"

"আমার আসব ক্ষীণ হয়েছে। আমার আর পুন্মজন্ম নেই। আমি অর্হৎ, দক্ষিণালাভের যোগ্য, ত্রিবিদ্যালাভ, ও নির্বাণামৃতদর্শী।"

"কামসমূহে অন্ধ, তৃষ্ণারূপজালে প্রচ্ছন্ন, তৃষ্ণারূপ প্রচ্ছাদনে আচ্ছাদিত, কুমীরের মুখে আবদ্ধ মৎস্যের ন্যায় প্রমত্তবন্ধু মার দ্বারা কামবন্ধনে আবদ্ধ সত্ত্বগণ এই বন্ধন হতে বের হতে পারে না।"

"আমি সেই কামনা বাসনাকে পরিত্যাগ করে, মারবন্ধনকে উচ্ছেদ করে এবং তৃষ্ণাকে সমূলে উৎপাটন করে সমাপ্ত ক্লেশ পরিদাহ শীতল করেছি এবং অনুপাদিশেষ নির্বাণে নিবৃত হয়েছি।"

পরবর্তীতে শাস্তা রাহুলকে এই বলে শিক্ষাকামী ভিক্ষুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দিলেন, 'হে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগন, আমার শ্রাবক শিক্ষাকামী ভিক্ষুগণের মধ্যে রাহুলই শ্রেষ্ঠ।'

এভাবে তিনি শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করার পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে অতীব খুশিমনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর ভগবানের' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৬৮. লোকশ্রেষ্ঠ পদুমুত্তর ভগবানের সপ্ততলাবিশিষ্ট বিশাল প্রাসাদে আমি একটি বিছানার চাঁদর দান করেছিলাম।

৬৯. দ্বিপদীদের মধ্যে ইন্দ্র, নরশ্রেষ্ঠ মহামুনি ভগবান সহস্র ক্ষীণাসব অর্হৎ পরিবৃত হয়ে গন্ধকুটিরে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৭০. গন্ধকুঠিরে অত্যজ্জ্বল দেবাতিদেব নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবিষ্ট হয়ে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৭১. যেই ব্যক্তি এই অত্যুজ্জ্বল বিছানার চাঁদর দান করেছে, এখন আমি তার গুণকীর্তন করব। তোমরা মনযোসহকারে শ্রবণ কর।

৭২. এই পুণ্যের ফলে সে তার মনমত প্রিয় স্বর্ণময়, রৌপ্যময় ও বৈদুর্যময় প্রাসাদ লাভ করবে।

৭৩. সে দেবলোকে দেবেন্দ্র হয়ে চৌষট্টিবার রাজত্ব করবে এবং পৃথিবীতে সহস্রবার রাজচক্রবর্তী হবে।

৭৪. আজ থেকে একুশ কল্প পরে সে চতুরন্ত বিজয়ী রাজচক্রবর্তী হবে।

৭৫. তার রেনুবতী নামক ইষ্টক নির্মিত ন্যায় থাকবে এবং সেটি হবে দৈর্ঘ্য তিনশত যোজন ও প্রস্থে চার যোজন।

৭৬. বিশ্বকর্মা নির্মিত সপ্তরত্ন প্রতিমন্ডিত সুদর্শন নামক একটি প্রাসাদ থাকবে।

৭৭. দেবতাদের সুদর্শন নামক একটি জনকোলাহল মুক্ত নগর থাকবে। সেখানে বহু বিদ্যাধর বসবাস করবে।

৭৮. সূর্য উদিত হলেও সেই নগর চৌদিকে আলো ছড়াতে থাকবে এবং চারপাশের আটযোজন পর্যন্ত বিস্তৃত জায়গা নিত্য আলোকিত করে রাখবে।

৭৯. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে এক্কাকু কুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহন করবেন।

৮০. সে তখন তুষিত স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে পূর্বজন্মের পুণ্যপ্রভাবে গৌতম ভগবানের ঔরসজাত সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করবে।

৮১. তখন সে যদি গৃহে বাস করে তাহলে অবশ্যই রাজচক্রবর্তী হবে। তবে তার মনে গৃহবাসের প্রতি ঈষৎ পরিমাণ ও আসক্তি থাকবে, ইহা সম্ভব নয়।

৮২. সে গৃহত্যাগ করে অবশ্যই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে এবং অসম্ভব সংযত ও বিনতি হবে। অতঃপর সে রাহুল স্থবির নামে অর্হৎ হবে।

৮৩. কিকী পক্ষি যেমন তার ডিম রক্ষা করে, চামরী গাই গরু যেমন তার একমাত্র লেজ রক্ষা করে, ঠিক তদ্রুপ মহামুনি বুদ্ধ ও প্রাজ্ঞও শীলবান হয়ে আমাকে রক্ষা করেছেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮৪. সেই কারণে আমি সত্যধর্ম জ্ঞাত হয়ে তার শাসনে অবস্তান করি এবং সর্বাসব ক্ষয় করে আমি অনাসক্ত হয়েই অবস্থান করি।

৮৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্টবীমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান রাহুল স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[রাহুল স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. বঙ্গান্ত পুত্র উপসেন স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংবতী নগরে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে একদিন শাস্তার কাছে গিয়ে ধর্মশ্রবণ করছিলেন। এমন সময় শাস্তা একজন ভিক্ষুকে সবর্ত্র প্রসন্নতালাভী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দিলেন। তা দেখে শাস্তার কাছ থেকে বর পেয়ে তিনি আজীবন কুশল কর্ম করে দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে সংসরণ করতে লাগলেন। এই গৌতম বুদ্ধ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলে তিনি নালকগ্রামে রূপসারি ব্রাহ্মনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন। তার নাম রাখা হল 'উপসেন'। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে তিনি ত্রিবিধবেদ শিক্ষা করেন। পরে ভগবানের নিকট ধর্ম শুনে অতিশয় শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা নেন। উপসম্পদার এক বৎসর পরে 'আর্য গর্ভ বৃদ্ধি করব' এই ভেবে একজন ভিক্ষু শিষ্য গ্রহণ করে বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হন। শাস্তা তখন একবর্ষাও লাভ করেনি এমন ভিক্ষুর সহিত অবস্থান করছেন জেনে বললেন, 'মোঘপুরুষ, তুমি এত শিগগিরি বহুলতায় রত হয়েছ কেন?' এভাবে শাস্তা তাকে ভীষণ তিরষ্কার করলেন। তিনি ভাবরেন, 'আজ আমি যেই ব্যক্তির কারণে বুদ্ধ কর্তৃক তিরস্কৃত হলাম, সেই ব্যক্তির দ্বারাই ভগবানের প্রশংসা লাভ করব।' তারপর দৃঢ়বীর্য সহকারে বিদর্শন ভাবনা আত্মনিয়োগ করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজে নিজে ত্রয়োদশ ধুতাঙ্গের সবকটি গ্রহণ করে পালন করতে লাগলেন এবং অপরকে ও তা পালন করতে উপদেশ দিতে লাগলেন। তাই ভগবান তাকে সর্বত্র প্রসন্নতালাভী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দিলেন। পরবর্তীতে কোন এক সময় কোশাম্বী বাসী ভিক্ষুদের মধ্যে কলহ দেখা দিলে তখন কলহ মিটমাট করতে ইচ্ছুক এমন এক তাকে প্রশ্ন করলেন, 'এখন এক বিরাট কলহ আমার কী করা উচিত?' জবাবে তিনি তার বিবেকবাস হতে শীলাদি ব্রত-প্রতিব্রতের উপকারীতার কথা বললেন। এভাবেই স্থবির সেই ভিক্ষুকে উপদেশ দেবার সময় নিজের আচরিত বিষয় উদাহণ হিসেবে টেনে অন্যকে উপদেশ দিতেন। এভাবে তিনি শ্রেষ্ঠস্থান লাভের পর নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর ভগবান' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮৬. বিবেকাসনে ইপবিষ্ট লোকশ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ ও নরোত্তম পদুমুত্তর ভগবানের নিকট আমি উপস্থিত হয়েছিলাম।

৮৭. তখন আমি কনিকারফুল দেখামাত্র তা বৃন্তচ্যুত করে বিশাল একটি ছাতায় অলংকৃত করে বুদ্ধের মাথার উপর ধারণ করেছিলাম।

৮৮. আমি পরম উৎকৃষ্ঠ অন্ন, সুভোজন পিণ্ডপাত দান করেছিলাম। আমার প্রদত্ত পিণ্ডপাত আটজন শ্রমণসহ অন্নদান ও বিশাল ছাতা ধারণ সয়ম্ভূ অগ্রপুদ্গল মহাবীর বুদ্ধকে স্বয়ং অনুমোদন করেছিলেন। অতঃপর ভগবান আমার সম্বন্ধে বললেন:

৯০. সেই চিত্তপ্রসন্নতা হেতু সে বিপুল ভোগসম্পত্তি লাব করবে এবং দেবলোকে দেবেন্দ্র হয়ে ছত্রিশবার রাজত্ব করবে।

৯১. একুশবার সে রাজচক্রবর্তী হবে এবং অসংখ্যবার প্রাদেসিক রাজা হবে।

৯২. আজ থেকে লক্ষ কল্প পরে এক্কাকু কুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

৯৩. পৃথিবীতে যখন বুদ্ধের শাসন চির দেদীপ্যমান হবে তখন সে মনুষ্যত্ব লাভ করবে। তার ধর্মোরস জাত পুত্র হয়ে ধর্মের উত্তরাধিকারী হবে।

৯৪. তখন সে উপসেন নামক শাস্তা শ্রাবক হবে। ভগবান তখন তাকে সর্বত্র প্রসন্নতালাভী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দিবেন।

৯৫. আমি এখন শীলাদি ব্রত-প্রতিব্রত পালন করছি। আমার সর্ববিধ ভবই ধ্বংস হয়েছে। সসৈন্য মারকে পরাজিত করে আমি এখন অন্তিমদেহ ধারণ করেছি।

৯৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই বঙ্গন্তপুত্র আয়ুষ্মান উপসেন স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বঙ্গন্তপুত্র উপসেন স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

[তৃতীয়-ভাণবার]

৮. রাষ্ট্রপাল স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের উৎপন্ন হবার কিছু কাল পূর্বে হংসবতী নগরে গৃহপতি মহাশাল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে পিতার মৃত্যের পর গৃহবাসের সময় মহাধনের অধিকারী হলে কোষাধ্যক্ষ তাকে সেই অপরিমেয় রত্নভান্ডার দেখালেন। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সেই অপরিমেয় ধন দেখে ভাবলেন, 'এই ধনরাশি আমার পিতা, পিতামহ কেউই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেননি। কিন্তু আমাকে অবশ্যই এই বিপুল ধনরাশি সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।' তৎপর তিনি প্রতিদিন চরম দরিদ্রক্লিষ্ট দুঃস্থ লোকজনকে মহাদান দিতে লাগরেন। তিনি অভিজ্ঞানলাভী একজন তাপসের কাছে গিয়ে তার সেবায়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিজেকে নিয়োজিত করলেন। এভাবে আজীবন পুণ্যকর্ম করে সেখান থেকে চ্যুত হয়ে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করলেন। সেখানে তিনি দিব্যসম্পত্তি ভোগ করতে করতে যথায়ুষ্কাল জীবতি থেকে সেখান হতে চ্যুত হয়ে মনুষ্যলোকে ভগ্নশীল রাষ্ট্রে একত্রিত করতে সমর্থ এমন এক পরিবারে একমাত্র পুত্রসন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন।

সেই সময় পদুমুত্তর ভগবানের জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। অনুক্রমে তিনি ধর্মচক্র প্রবর্তনের পর সংসার দুঃখে প্রপীড়িত বহু সত্ত্বকে পরম শান্তিভূমি নির্বাণ মহানগরে প্রবেশ করায়েছিলেন। অতঃপর সেই কুলপুত্র অনুক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক হলেন। একদিন তিনি উপসকদের সহিত বিহারে গিয়ে শাস্তাকে ধর্মদেশনা করতে দেখে অতিশয় প্রসন্নচিত্ত হয়ে পরিষদের একদম শেষপ্রান্তে বসলেন।

সেই সময় ভগবান এক ভিক্ষুকে শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্যিত ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দিলেন। তিনি তা দেখে অতিশয় খুশি হয়ে সপ্তাহকাল যাবত বুদ্ধ প্রমুখ লক্ষ ভিক্ষুকে মহাদান দিলেন এবং সেই শ্রেষ্ঠস্থান প্রার্থনা করলেন। শাস্তা ভবিষ্যতে তার প্রার্থনা সফল হবে দেখে বললেন, 'ভবিষ্যতে এই ব্যক্তি গৌতম সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে শ্রদ্ধাপ্রব্রজ্যিত ভিক্ষুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হবে।' তৎপর তিনি শাস্তা প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে বন্দনা নিবেদনপূর্বক আসন হতে উঠে চলে গেলেন। এভাবে তিনি আজীবন পুণ্যকর্ম করার পর সেখান থেকে চ্যুত হয়ে দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণ করতে লাগলেন। আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে ফুস্‌স ভগবানের সময়ে শাস্তার বৈমাথেয় ভাই তিনজন রাজপুত্র যখন দান দিতেছিলেন, তখন তিনি জন্মগ্রহণ করে তাদের সঙ্গে পুণ্যকার্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এভাবে জন্মে জন্মে বহুপুণ্যকার্য সম্পাদন করে গৌতম বুদ্ধের সময়ে কুরুরাজ্যে থুল্লকোটিক নগরে রাষ্ট্রপাল শ্রেষ্ঠীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ভগ্নশীলরাষ্ট্র একত্রিত করতে সমর্থ এমন পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় বংশানুগত নামে পরিচিত হলেন। তাই তার নাম রাখা হলো 'রাষ্ট্রপাল'। তিনি বিশাল একপরিবারে বর্ধিত হতে লাগলেন। অনুক্রমে তিনি যৌবনে উপনীত হলে মাতাপিতার উৎসাহে দ্বার প্ররিগ্রহ করলেন। সেই হতে তিনি পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে দেবতুল্য অঢেল সম্পত্তি ভোগ করতে লাগলেন। অতঃপর ভগবান কুরুরাজ্যে ধর্মপ্রচারার্থে জনপদ ভ্রমণ করতে করতে থুল্লকোটিক নগরে পর্দাপন করলেন। খবর পেয়ে রাষ্ট্রপাল কুলপুত্র শাস্তার নিকট উপস্থিত হয়ে ধর্মশ্রবণ করেন। তারপর তার প্রব্রজ্যিত হবার প্রবল বাসনা উৎপন্ন হল। কিন্তু কোনভাবেই মাতাপিতার অনুমতি মিলছে না। এমতাবস্থায় তিনি প্রায় সপ্তাহকাল মুখে কোন আহারই দিলেন না। পুত্রের এমন কাণ্ড দেখে মাতাপিতা অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনুমতি দিলেন। তারপর তিনি শাস্তার কাছে উপস্থিত হয়ে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করলেন। শাস্তা অনুমতি দিলে শাস্তার আদেশক্রমে জনৈক স্থবির তাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করলেন। তারপর তিনি জ্ঞানত মনোযোগ সহকারে যাবতীয় কাজ করতে করতে বিদর্শন ভাবনা বলে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করলেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি শাস্তার অনুমতি নিয়ে মাতাপিতাকে একনজর দেখতে স্বীয় নগরে উপস্থিত হলেন। সেখানে ধনী-গরীব নির্বিশেষে পিণ্ডচরণ করার সময় নিজের বাড়ি হতে পিঠা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পেয়ে তা অমৃতের মত ভোজন করলেন। অতঃপর পিতা তাকে আগামীকালের জন্য ভোজনের নিমন্ত্রণ করলেন। তিনিও পিতার বাড়িতে পিণ্ডপাত ভোজন শেষে বসে আসেন, এমন সময় তার স্ত্রী এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'আর্যপুত্র, আপনি যেই অপ্সরা লাভের জন্য প্রব্রজ্যিত হয়েছেন, আপনার সেই অপ্সরা কেমন সুন্দরী?" এভাবে তাকে বিবিধ উপায়ে প্রলুব্দ করার চেষ্টা করলেন। তিনি তার অভিপ্রায় পরিবর্তন করে অনিত্যমূলক ধর্মকথা বলতে লাগলেন:

"দেখ, এই দেহ বস্ত্রাভরণে বিচিত্রত, নবদ্বারবিশিষ্ট, ত্রিশতাধিক অস্থি আশ্রিত, নিত্য আতুর গ্রস্তও বহু মিথ্যসংকল্পপূর্ণ। এমন দেহের কোন ধ্রুবস্থিতি নেই।"

"দেখ এই দেহ মণিকুণ্ডল দ্বারা বিচিত্রত ও অস্থি-ত্বক দ্বারা আবৃত হলেও বস্ত্রাচ্ছাদিত হওয়াতেই ইহাকে সুন্দর দেখাচ্ছে।"

"আলতা মাখা চরণ ও সুগন্ধচূর্ণমাখা মুখখানি কেবল অজ্ঞানীকেই কেবল মোহিত করতে সমর্থ, মুক্তিকামীকে ইহা মোহিত করতে পারে না।"

"ললাট আচ্ছাদিত অলকে ও অঞ্জনমথিত চোখে অজ্ঞানীকেই কেবল মোহিত করতে পারে, মুক্তিকামীকে ইহা মোহিত করতে পারে না।"

"নতুন অঞ্জনপাত্র যেমন বাইরে কারুকার্য খচিত, দেখতে ভীষণ সুন্দর। ভিতরে কী আছে তা দেখা যায় না। ঠিক তদ্রুপ অলংকৃত পূর্ণিমা অশুচিপূর্ণ এই শরীর ও বাইরে খুবই উজ্জ্বল দেখায়, অথচ ভিতরে বিষ্ঠাদি অশুচিপূর্ণ। উহা অজ্ঞানীকেই কেবল মোহিত করতে পারে, মুক্তিকামীকে মোহিত করতে পারেনা।"

"মৃগশিকারী যেমন জাল পেতে তথায় আহার্য দিয়ে আড়ালে লুকিয়ে থেকে মৃগের প্রতীক্ষার করে, অথচ সুচতুর মৃগ পেতে রাখা জাল স্পর্শ না করেই আহার্য খেয়ে মৃগশিকারী ক্রন্দন সত্ত্বে ও তাকে প্রবঞ্চনা করে চলে যায়।"

"অন্যমৃগ আহার্য খেয়ে জালে আবদ্ধ হলেও সজোরে জাল ছিড়ে মৃগশিকারীর ক্রন্দন সত্ত্বেও পালিয়ে যায়।" (মধ্যমনিকায় ও থেরগাথা)

এভাবে এই গাথাগুলো বলে স্থবিরও শক্তিশালি মহামৃগের ন্যায় হিরণ্যসুবর্ণ স্থীরূপ ও অতীতের বর্তমানের খাদ্য ভোজ্যকে ত্যাগ করে আকাশ মার্গে উড়ে গিয়ে রাজা কোরব্যের মৃগজিন নামক উদ্যানের মঙ্গল শিলায় উপবেশন করলেন। এদিকে স্থবিরের পিতা সাত-সাতটি দরজা তালাবদ্ধ করে প্রহরীদেরকে আদেশ দিলেন যে, 'সাবধান তাকে বের হবার সুযোগ দিবে না। তার চীবর খুলে তাকে সাদা কাপড় পরিয়ে দাও' সে কারণেই স্থবির আকাশ পথে চলে গেলেন।

এদিকে রাজা কোরব্য মঙ্গল শিলাসনে উপবিষ্ট স্থবিরের বার্তা শুনে সেখানে গেলেন। তার সাথে কুশল বিনিময় করলেন এবং বললেন, 'হে রাষ্ট্রপাল, এজগতে কেই বৃদ্ধ হয়ে, কেউ ব্যাধিগ্রস্থ হয়ে, কেউ সম্পত্তি শূন্য, কেউ জ্ঞাতিশূন্য হয়ে প্রব্রজ্যিত, আপনি এগুলোর কোনটিই পাননি। তারপর ও আপনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন কেন?' স্থবির 'স্থবির 'জগৎ অনিত্য, জগৎ কাউকেই জান করে না, এজতে সমস্ত কিছু ত্যাগ করে চলে যেতে হয় এবং এজগতে কেউই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তৃষ্ণা মেটাতে পারে না" এই চারটি ধর্মোপদেশ দিয়ে নিজের উপলব্দ বিষয় জ্ঞাত করার ইচ্ছায় এই অনুগীতি ভাষণ করলেন:

"মহারাজ, এজগতে বহু ধনাঢ্য লোককে দেখছি, তারা ধন লাভ করে কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণদেরকে দান দেয় না। কারণ কর্মও কর্মফলের সম্বন্ধে তাদের সামান্যতমও জ্ঞান নেই। সেই লোভপরায়ণ ব্যক্তিগণ প্রভূত ধন সঞ্চয় করতে থাকে। তারও অধিক চিত্ত-বৈভব লাভের চেষ্টা করে।"

"রাজা বল প্রয়োগে পৃথিবীকে পরাজিত করে থাকে, সসাগরা ধরনীকে আয়ত্ত্ব করে থাকে। এমনকি সমুদ্রের এপারে তৃপ্তি না পেয়ে সমুদ্রের পরপারে ও নিজের করে পেতে চায়।"

"কিন্তু রাজা ও অন্য অনেক মানুষ তৃষ্ণাবহুল হয়ে মারা যায়। মনের স্বাধ না মিটথেই তারা দেহ ত্যাগ করতে থাকে। এজগতে তৃষাতুর ব্যক্তি ধনসম্পত্তি লাভে তৃপ্তি হতে পারে না। যতই পায় ততই আরও পেতে চায়।"

"মৃত ব্যক্তির জন্য তার জ্ঞাতিগণ আলুলায়িত কেশে গুণকীর্তন করতে করতে কাঁদতে থাকে। অহো, আমাদের জ্ঞাতিগণ অমর হোক! এই বলে বিলাপ করতে থাকে। অথচ মৃতব্যক্তিকে কাপড়ে আবৃত করে বের করে ও চিতা সাজিয়ে তাতে দাহকার্য করে।"

"শবদাহ কারীরা শূলদ্বারা বিদ্ধ করেই মৃতদেহ দাহন করে। অন্যদিকে মৃতব্যক্তি সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ত্যাগ করে সঙ্গে একখানি মাত্র বস্ত্র শ্মশানে নিয়ে যায়। মৃতব্যক্তিকে জ্ঞাতি, মিত্র, সহায় কেউই পরিত্রাণ করতে পারে না।"

"তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারীরাই সমস্ত ধনসম্পত্তি নিয়ে যায়। কিন্তু সে কর্মনুযায়ীই চলে যায়। মৃতব্যক্তি কোন ধনই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না। তার স্ত্রীপুত্রেরাই সমস্ত ধন-রাজ্য নিয়ে যায়। ধনের দ্বারা কেউই বার্ধক্য ধ্বংস করতে পারে না।"

"পণ্ডিতগণ বলে থাকেন, মানুষ মাত্র কদিন সংসারে বেঁচে থাকে। জীবন অতীব ক্ষণস্থায়ী ও নিয়ত পরিবর্তনশীল।"

"ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে এই মৃত্যুের স্পর্শ হতে কেউই রক্ষা পায় না। তদ্রুপ পণ্ডিত হোক কিংবা মূর্খ হোক কেউই মৃত্যুের হাত থেকে রক্ষা পায় না। অজ্ঞানী ব্যক্তি নিজের অজ্ঞানতাবশত বুকে আঘাত করে করে ভাল-মন্দ ফল ভোগ করে। কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তি ভালমন্দ বিষয়ে মোটেই কম্পিত হন না।"

"সে কারণে যেই অসীম প্রজ্ঞাবলে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করা যায়, সেই প্রজ্ঞাই ধনের চেয়ে শ্রেষ্ঠসম্পত্তি। মোহান্ধ ব্যক্তিরা এই ছোট-বড় ভবের ফলাফল বুঝতে না পেরে বহু পাপকার্য করে থাকে।"

"সে পাপকর্ম করে বারবার সংসারে জন্মগ্রহণ পূর্বক পরলোকে উৎপত্তির কারণ হতে মুক্তিলাভ করতে পারে না। অজ্ঞানী ব্যক্তি তার কর্মানুসারে গর্ভ ও পরজন্ম লাভ করতে পারে না।"

"চৌরাস্তার চোর ধরা পড়লে যেমন রাজপুরুষেরা তার পাপকর্মের দরুণ তাকে কশাঘাতাদি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দাণ্ডকর্ম দিয়ে থকে, তেমনি এজগতে প্রানিগণ পাপ করে পরলোক প্রাপ্ত হলে, তাদের সেই পাপকর্মের দরুণ তাদেরকে নরকে দুঃখ পেতে হয়।"

"এজগতে কাম বড়ই বিচিত্র, মধুর ও মনোরম। নানাভাবে সত্ত্বদের চিত্ত মর্দন করে থাকে। সেই কারণে কাম প্রব্রজ্যায় অভিরমিত হতে দেয় না। তাই হে রাজন, আমি কাম্যবস্ত্রতে বা কামসেবনে বিবিধ দোষ দেখেই প্রব্রজ্যিত হয়েছি।"

"ফল পাকুক আর নাই পাকুক যে কোন মুহূর্তে গাছ থেকে ঝড়ে পড়তেই পারে, তদ্রুপ কী বালক, কী বৃদ্ধ সকলেই যে কোন সময় শরীর ত্যাগ করে মৃত্যুমুখে পড়তে পারি। রাজন, আমি এই অনিত্যভাব প্রজ্ঞাচক্ষে দেখেই প্রব্রজ্যিত হয়েছি। এই সমস্ত কারণে নির্দোষে শ্রামণ্য জীবনই সবচাইতে শ্রেষ্ঠ।"

"আমি কর্ম ও কর্মফলকে বিশ্বাস করেই জিনশাসনে সদাচরণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি। অর্হত্ত্বফল লাভ করায় আমার প্রব্রজ্যা এখন অবন্ধ্যা। আমি অঋনী হয়েই আহার্য পরিভোগ করছি।"

"আমি বস্তুকাম ও ক্লেশকামকে এগার প্রকার অগ্নিতে দগ্ধ হতে দেখে, স্বর্ণ-রৌপ্যসমূহকে অস্ত্রস্বরূপ দেখে, বারবার সংসারে জন্মগ্রহণ করাকে দুঃখরূপে দেখে ও অষ্টমহানিরয়কে ভবের চক্ষে দেখে এই সমস্ত কামভেগের দোষ বলে যখন আমি জ্ঞাত হই, তখনই বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করে সংবেগ প্রাপ্ত হয়েছি। আমি গৃহীকালে কামরাগাদি শল্য দ্বারা বিদ্ধ হই, এখন বুদ্ধের শাসনে এসে আমার সর্বাসব ক্ষয় হয়েছে।"

"শাস্তা আমার দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন। আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি। আমার কাধ থেকে দুঃখভার সম্পূর্ণরূপে নেমে গিয়েছে। ভবনেত্রি তৃষ্ণা সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।"

"যেই উদ্দেশে আমি অনাগরিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি, সমস্ত সংযোজন ক্ষয়ে আমার সেই উদ্দেশ্য-লক্ষ্য পূরণ হয়েছে।" (থের গাথা)

এভাবে স্থবির রাজা কোরব্যকে ধর্মদেশনা করে শাস্তার নিকট চলে গেলেন। পরবর্তীতে শাস্তা একদিন আর্যসংঘের মাঝে উপবিষ্ট হয়ে স্থবিরকে শ্রদ্ধাপ্রব্রজ্যিত ভিক্ষুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দিলেন। এভাবে স্থবির শ্রেষ্ঠস্থন লাভের পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে অত্যন্ত খুশিমনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর ভগবানের' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৯৭-৯৮. আমি লোকশ্রেষ্ঠ পদুমুত্তর ভগবানের রূপকায়ের প্রতি অতীব শ্রদ্ধান্বিত হয়ে তাঁকে বিবিধ অলংকারে সাজানো, ঈষাদন্ত, জরাজীর্ণ একটি হস্তীনাগ দান করেছিলাম। সেই হস্তীনাগের উপর বর্ণিলভাবে সাজানো শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করা হলে তখন সেটি ভীষণভাবে শোভা পাচ্ছিল। আমি বহু অর্থের বিনিময়ে একটি সংঘারাম নির্মাণ করায়েছিলাম।

৯৯. সেখানে চুয়ান্ন হাজার প্রাসাদ নির্মাণ করায়েছিলাম এবং মহর্ষি বুদ্ধকে দান দিয়েছিলাম।

১০০. অগ্রপুদ্গল, সয়ম্ভূ, মহাবীর বুদ্ধ আমার সেই মহাদান অনুমোদন করলেন। উপস্থিত সকল জনতাকে আনন্দ দান করার জন্য অমৃতপদ দেশনা করলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০১. মহামতি পদুমুত্তর বুদ্ধ আমাকে লক্ষ্য করে ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবিষ্ঠ হয়ে এই গাথাগুলো ভাষণ করলেন।

১০২. এই ব্যক্তি চুয়ান্ন হাজার প্রাসাদ নিমার্ণ করায়েছিলেন। এখন আমি তার সেই মহাদানে ভাবীফল সম্বন্ধে বলব। তোমরা মনযোগ সহকারে শ্রবণ কর।

১০৩. ভাবী জন্মে তার আঠার হাজার কূটাগার উৎপন্ন হবে, সেগুলোর সবকটিই সম্পূর্ণ খাটি সোনা দিয়ে তৈরি।

১০৪. সে দেবলোকে জন্ম নিয়ে দেবেন্দ্র হয়ে পঞ্চাশ বার রাজত্ব করবে এবং পৃথিবী আবির্ভূত হবেন।

১০৫. আজ থেকে লক্ষকল্পপরে ওক্কাকু কুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন।

১০৬. সে তখন দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যপ্রভাবে এক মহাধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করবে।

১০৭. পূর্বজন্মের পুণ্যপ্রভাবে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে এবং রাষ্ট্রপাল নামক শাস্তা শ্রাবক হিসেবে পরিচিত হবে।

১০৮. বিদর্শন ভাবনা বলে সে উপশান্ত সম্পূর্ণ নিরুপধি হবে এবং সর্বাসব ক্ষয় করে অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

১০৯. গৃহত্যাগের পর থেকে আমি আমার সমস্ত ভোগসম্পদ ত্যাগ করেছি এবং লালামিশ্রিত ভোগসম্পত্তির প্রতি বিন্দুমাত্রই প্রেম তথা আসক্তি আমার নেই।

১১০. বীর্য আমার অতীব তীক্ষ্ণ এবং অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ আমার প্রার্থিত বিষয়। সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে আমি এখন অন্তিম দেহ ধারণ করেছি।

১১১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপাল স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[রাষ্ট্রপাল স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. সোপাক স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় একজন কুটুম্বিকের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। একদিন বুদ্ধকে দেখে বীজপূর্ণ ফল দান করেন। ভগবান তার প্রতি দয়া করে তা পরিভোগ করেন। তিনি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের প্রতি অতি প্রসন্ন হয়ে পালাক্রমে দান দিতেন। সংঘের উদ্দেশে তিনজন ভিক্ষুকে তিনি আজীবন ক্ষীরভাত দান করেন। সেই পুণ্যের প্রভাবে তিনি দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে বহুজন্ম পরিভ্রমণের পর একসময় মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তখনও এক পচ্চেকবুদ্ধকে ক্ষীর ভাত দান করেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এভাবে জন্মে জন্মে পুণ্যকর্ম করায় তিনি সুগতি স্বর্গলোকেই পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। পরে এই গৌতম বুদ্ধের সময় পূর্বজন্মের কর্মের ফলস্বরূপ শ্রাবস্তীতে এক হতদরিদ্র স্থীর গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন। তার মা তাকে প্রসব কালীন প্রসব করতে না পেরে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। বেশ দীর্ঘক্ষণ মূর্ছিতাবস্থায় থাকাতে জ্ঞাতীবর্গ তাকে মৃত ধারণায় শ্মশানে নিয়ে গিয়ে সজ্জিত চিতায় তুলে দিলেন। কিন্তু দৈব প্রভাবে প্রবল বাতাশ ও ভারি বৃষ্টি বর্ষনের দরুণ চিতায় আগুন না দিয়ে সবাই বাড়িতে চলে গেল। বালকের এই জন্ম ছিল শেষ জন্ম। তাই একান্তই দৈবপ্রভাবে রোগ মুক্ত হয়ে নিরাপদে মাতৃগর্ভ হতে বের হলেন। তবে শিশুর মা মারা গেল। তখন দেবতারা মনুষ্য বেশে ধরে বালককে শ্মশান রক্ষকের বাড়িতে নিয়ে গেল। কিছুদিন ছেলেটিকে আহারে ভরণ-পোষন করল। পরে শ্মশান রক্ষক নিজের পুত্রের ন্যায় তাকে লালন-পালন করতে লাগল। শিশুটি বড় হতে হতে অন্য বালকদের সাথে সব সময় খেলা করত। শ্মশানে জন্মও শ্মশানে বর্ধিত বিধায় সোপাক নামে সে পরিতি হল।

অনন্তর তার বয়স যখন সাত বৎসর হয়, তখন ভগবানের শুভদৃষ্টি তার উপর পড়ল। ভগবান শ্মশানে আসলেন। বালক পূর্বজন্মের কুশল সংস্কার বশত প্রসন্নমনে শাস্তার কাছে এসে বন্দনা করে দাড়িয়ে থাকল। তখন শাস্তা তাকে ধর্মদেশনা করলেন। ধর্মশ্রবণের পর তিনি প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করলেন। ভগবান বললেন, 'পিতার অনুমতি পেয়েছ কী?' তিনি তখনই পিতাকে শাস্তার নিকটে আনলেন। পিতা ভগবানকে বন্দনা করে বললেন, 'ভন্তে, এই বালককে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।' ভগবান তাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করার পর মৈত্রী ভাবনা শিক্ষা দিয়ে তা অনুশীলনের আদেশ দিলেন। তিনি মৈত্রী কর্মস্থান গ্রহণ করে শ্মশানে অবস্থান করে অচিরেই ধ্যান লাভ করলেন। পরে তাতে বিদর্শন জ্ঞান প্রয়োগ করে অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। অর্হত্ত্ব লাভের পর ও তিনি অন্যান্য শ্মশানবাসী ভিক্ষুদেরকে মৈত্রী ভাবনার বিধি শিক্ষা দিতে গিয়ে এই গাথা ভাষণ করলেন।

"একমাত্র প্রিয় পুত্রের প্রতি মাতাপিতা যেমন তার হিত কামনা করে থাকে, তেমনি সব সময় সকল প্রানীর প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করবে। (থেরগাথা)

এভাবে তিনি অর্হত্ত্বফল অধিগত করার পর নিজের পূর্বকৃত পুণ্য পর্যবেক্ষণ করে অত্যন্ত খুশিমনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পাহাড়ের ঢালু জায়গা' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১১২. পর্বতের গভীর বনে আমি যখন ঢালু জায়গা পরিষ্কার করছিলাম তখন আমার সামনে সিদ্ধার্থ ভগবান উপস্থিত হয়েছিলেন।

১১৩. বুদ্ধ আমার সামনে উপস্থিত হয়েছেন দেখে আমি যথা শিগ্রিরি তার বসার জন্য সস্থতবস্ত্র বিছায়ে দিয়ে তাতে পুষ্পাসম তৈরি করেছিলাম।

১১৪. সেই পুষ্পাসনে উপবিষ্ট হয়ে লোকনায়ক সিদ্ধার্থ আমার ভবিষ্যৎ গতি জেনে অনিত্য মূলক এই গাথা বলেছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১১৫. সংস্কারধর্ম মাত্রেই অনিত্য, ইহারা উৎপত্তি ও ব্যয়শীল। একবার উৎপন্ন হয়, তারপর নিরুদ্ধ হয়। এই সমস্ত সংস্কার ধর্মের সম্পূর্ণ উপশমই প্রকৃত সুখ।

১১৬. ইহা বলার পর লোকশ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ, সর্বজ্ঞাত বদ্ধ আকাশে হংস রাজের ন্যায় নভমণ্ডলে উড়ে চলে গেলেন।

১১৭. আমি তখন আমার সকল মিথ্যাদৃষ্টি পরিহার করে গভীর মনযোগসহকারে অনিত্য সংজ্ঞা ভাবতে লাগলাম। এভাবে গভীর মনযোগ সহকারে অনিত্য সংজ্ঞা ভাবতে ভাবতে আমি সেখানেই মৃত্যুবরণ করলাম।

১১৮. পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে আমি দেবলোকে দেবসম্পত্তি ও মনষ্যলোকে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করতে লাগলাম। নিজের রান্না করা ভাতের ন্যায় পূর্বকৃত পুণ্যের ফলস্বরূপ এখন আমি এই অন্তিম জন্ম ধারণ করেছি।

১১৯. গৃহত্যাগ করে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি এবং জন্মের সাত বৎসরের মাথায় আমি অর্হত্ত্ব লাভ করেছি।

১২০. আরদ্ধবীর্য, ভাবিতচিত্ত ও শীলে সুসংযত হয়ে মহানাগ বুদ্ধকে তুষ্ট করে আমি তার কাছে উপসম্পদা লাভ করেছি।

১২১. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই কুশলকর্ম করেছিলাম, সেই পুণ্য প্রভাবে এখন ও দুর্গতিতে পড়িনি। ইহা আমার পুষ্পদানেরই ফল।

১২২. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই অনিত্যসংজ্ঞা ভাবনা করেছিলাম, এই অন্তিম জন্মেও সেই একই অনিত্যসংজ্ঞা ভাবনা করে আসব ক্ষয় করেছি।

১২৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সোপাক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সোপাক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. সুমঙ্গল স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে প্রিয়দর্শী ভগবানের সময় এক বৃক্ষদেবতা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি ভগবান স্নান করে একটি মাত্রচীবর পরিহিত আছেন দেখে আনন্দিতচিত্তে করতালি দিরেন। সেই পুণ্যের ফলে তিনি দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণ শেষে এই গ্রামে পূর্বকৃত কর্মের ফলস্বরূপ এক হতদরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম রাখা হলো সুমঙ্গল। তিনি প্রাপ্তবয়স্ক তলে কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। একদিন কোশলরাজ প্রসেনজ্যিত বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিয়েছিলেন। লোকেরা দানীয় সামগ্রী নিয়ে আসার সময় তিনিও দুইঘট নিয়ে আসছিলেন। এমন সময় ভিক্ষুদের প্রভূত লাভ-সৎকার -সম্মান দেখে তিনি ভাবলেন, 'এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ সুখে শয়ন-ভোজন করে বেশ নিরাপদে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আছেন, আমিও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলে ভাল হয়।' তারপর একদিন এক মহাস্থবিরের নিকট গিয়ে নিজের প্রব্রজ্যা গ্রহণের ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করলেন। মহাস্থবির তার প্রতি অশেষ করুণাবশত তাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করলেন। এবং কর্মস্থান নির্দেশ করলেন। কর্মস্থান গ্রহণের পর তিনি অরণ্যে অবস্থান করতে লাগলেন। একাকী অবস্থান করায় একদিন উৎকণ্ঠিত হয়ে চীবর ত্যাগের ইচ্ছায় জ্ঞাতিকুলে গমন করছিলেন। পথে এক কৃষককে কোমর বেধে, মলিনবস্ত্র পরিধান করে, শরীরে কাঁদাজল মেখে, রৌদ্রের তাপে পুড়ে কাজ করতে দেখে মনে মনে বললেন, 'অহো, জীবন ধারণের জন্য এই ব্যক্তি কতই দুঃখ ভোগ করতেছে!' এভাবে তার সংবেগ উৎপন্ন হল। জ্ঞানের পরিপক্কতা হেতু পূর্বগ্রহীত কর্মস্থানের কথা তার মনে পড়ল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এক বৃক্ষমূলে গিয়ে বিবেক লব্দ হয়ে জ্ঞানত মনোনিবেশ করে বিদর্শন জ্ঞান উৎপন্ন করে পর্যায়ক্রমে অর্হত্ত্ব লাভ করলেন।

এভাবে অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আহতিং' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১২৪. আমি অন্নপানাদি বিবিধ উপকরণ দান করতে ইচ্ছুক। উত্তম আহার প্রস্তুত করার পর আমি বিশাল বেলাভূমিতে দাড়িয়ে পরিশুদ্ধ প্রব্রজ্যিত প্রতিগ্রাহক খুজছিলাম।

১২৫. তখনি আমি সর্বলোককে বিনয়নকারী, সয়ম্ভূ, অগ্রপুদ্গল, মহাযশশ্বী প্রিয়দর্শী সম্বুদ্ধকে দেখেছিলাম।

১২৬. শ্রাবক পরিবৃত সেই জ্যোতিষ্মান ভগবানকে রথে করে যাবার সময় সূর্যের মতো দীপ্তিমান বলে হচ্ছিল।

১২৭. আমি প্রথমে হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করেছিলাম এবং নিজের চিত্তকে অতিশয় প্রসন্ন করে মনে মনে তাকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম এই বলে যে, 'মহামুনি এখানে আগমন করুন।'

১২৮. অনুত্তর শাস্তা আমার সংকল্পের কথা জেনে সহস্রক্ষীণাসব অর্হৎসহ আমার দ্বারে উপস্থিত হয়েছিলেন।

১২৯. হে পুরুষজ্ঞ, আপনাকে নমস্কার। হে পুরুষোত্তম, আপনাকে নমস্কার। প্রাসাদে আরোহণ করে সিংহাসনে উপবেশন করার প্রার্থনা করছি।

১৩০. নিজে দমিত হয়ে অপরকে দমনকারী ও নিজে তীর্ণ হয়ে অপরকে তীর্ণ কারী শ্রেষ্ঠ প্রাসাদে আরোহণ করে শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে উপবেশন করেছিলেন।

১৩১. আমার ঘরে যা কিছু আমিষ জাতীয় খাদ্য-ভোজ্য আছে, দুহাতে সেগুলো নিয়ে বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

১৩২. অতিশয় প্রসন্নমনে কৃতাঞ্জলি হয়ে আমি বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে নমস্কার করছি। অহো, বুদ্ধ কী মহৎ!

১৩৩. উত্তম অন্ন ভোজনকারী আটজন আর্যপুদ্গালের মধ্যে বহু ক্ষীণাসব অর্হৎ আছেন। আপনাদের কী আশ্চর্য প্রভাব! আমি আপনাদের শরণ গ্রহণ করছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৩৪. লোকশ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ প্রিয়দর্শী ভগবান ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবিষ্ট হয়ে আমার সম্বন্ধে এই গাথা গুলো বলেছিলেন।

১৩৫. যেই ব্যক্তি তথাগত সম্বুদ্ধ প্রমুখ সংঘকে উত্তম ভোজন দান করেছে, এখন আমি তার কথাই বলব। তোমরা মনোযোগসহকারে শ্রবণ কর।

১৩৬. দেবলোকে সে সাতাশবার রাজত্ব করবে এবং স্বীয় পুণ্যপ্রভাবে সে দেবলোকে রমিত হবে।

১৩৭. আঠার বার সে রাজচক্রবর্তী হবে এবং পৃথিবীতে সে পাঁচশত বার প্রাদেসিক রাজা হবে।

১৩৮. বাঘ আশ্রিত গভীর অরণ্যে আমি ভাবনায় মনোনিবেশ করে আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ করেছি।

১৩৯. আজ থেকে আঠারশত কল্প আগে যেদিন আমি যেই দান দিয়েছিলাম, সেদিন থেকে আমাকে আর দুর্গতিতে যেতে হয়নি। ইহা আমার ভাত দানেরই ফল।

১৩৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুমঙ্গল স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুমঙ্গল স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

সিংহাসনীয়, একস্ত্রম্ভী, নন্দও চুলপন্থক,
পিলিন্দ, রাহুল, বঙ্গান্তপুত্র ও রাষ্ট্রপাল।
সোপাক ও মঙ্গল দশে মিলে বর্গ দ্বিতীয়,
একশত চল্লিশটি গাথা এতে প্রকাশিত।

[সিংহাসনিয় বর্গ দ্বিতীয় সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩. সুভূতি বর্গ

১. সুভূতি স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগনের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে বুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে আজ থেকে লক্ষকল্প আগে পদুমুত্তর ভগবান লোকনাথ পৃথিবীতে জন্ম নেয়ার কিছুকাল পূর্বে হংসবতী নগরে জনৈক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ পরিবারে একমাত্র পুত্র সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম রাখা হয় নন্দ মানব। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ত্রিবেদ শিক্ষা শেষে তাতে কোন সার না দেখে নিজের চুয়াল্লিশ হাজার শিষ্যকে সাথে নিয়ে পর্বতের পাদদেশে ঋষি প্রব্রজ্যাগ্রহণ করেন। সাধনা বলে তিনি অষ্ট সমাপত্তি ও পঞ্চাভিজ্ঞা লাভ লাভ করেন। তিনি শিষ্যগণকে ও কর্মস্থান শিক্ষা দিলেন। তাতে তারাও অচিরেই ধ্যান লাভ করেন। সেই সময় পৃথিবীতে পদদুমুত্তর ভগবান উৎপন্ন হয়েছিলেন। তিনি হংসবতী নগসে আশ্রয় করে অবস্থান করতে লাগলেন। একদিন তিনি প্রত্যিষ সময়ে সমস্ত লোক অবলোকন করতে গিয়ে দেখতে পেলেন, যে, নন্দ তাপসের শিষ্যবর্গ অর্হত্ত্ব লাভ করবেন এবং নন্দ তাপস নিজে দুই অঙ্গ সমন্বিত শ্রাবকপদ প্রার্থনা করবেন। তাই ভগবান প্রত্যুষের শরীর কৃত্য শেষ করে সকালবেলা পাত্র চীবর গ্রহণ করে সিংহের ন্যায় একাকী আকাশ মার্গে নন্দ তাপসের শিষ্যবৃন্দ ফল সংগ্রহের জন্য বেরিয়ে পড়লে 'তারা আমার বুদ্ধভাব জানুক' এই অধিষ্ঠান করে নন্দ তাপস দেখে মত আকাশ হতে নেমে ভূমিত দাঁড়ালেন। নন্দ তাপস আকাশ মার্গ হতে বুদ্ধকে অবতরণ করতে দেখে তার বুদ্ধানুভাব ও লক্ষণসমূহ দেখতে পেয়ে লক্ষণ শাস্ত্রমতে বিচার বিশ্লেষণ করে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছালেন যে, এই সমস্ত লক্ষণ সমন্বিত ব্যক্তি গৃহবাস করলে রাজচক্রবর্তী হন এবং প্রব্রজ্যিত হলে সর্বজ্ঞ বুদ্ধ হন। ইনি নিশ্চয় বুদ্ধ হবেন। তখন তিনি সম্ভ্রমে আসন হতে উঠে দাড়িয়ে পঞ্চাঙ্গ বন্দনা করলেন এবং বসার আসন পেতে দিলেন। ভগবান তার পেতে দেওয়ার আসনে বসলেন। নন্দতাপস ও একপাশে নিজের উপযুক্ত আসনে বসলেন।

সেই সময় নন্দতাপসের চুয়াল্লিশ হাজার শিষ্য উত্তম উত্তম পুষ্টিকর ফল সংগ্রহ করে আশ্রমে এসে বুদ্ধ ও আচার্যের বসার ভঙ্গিমা দেখে বললেন, 'আচার্য, আমরা মনে করেছিলাম যে, এই পৃথিবীতে আপনার চেয়ে মহৎ ব্যাক্তি দ্বিতীয় কেউ নেই। এখন দেখে তো মনে হয় এই ব্যক্তি আপনার চেয়ে মহৎ।' নন্দ তাপস তাদের বললেন, 'বৎসগণ, তোমরা এ কী বলছ! তোমরা কি সর্ষপের সাথে বিশাল সিনেরু পর্বতের তুলনা করতে চাও? সর্বজ্ঞ বুদ্ধের সাথে আমাকে তুলনা করিও না।' অতঃপর তার শিষ্যগণ ভাবলেন, 'এই ব্যক্তি যদি এতই তুচ্ছ হতেন, তাহলে আমাদের আচার্য নিশ্চয় এভাবে নিজের সাথে তুলনা করতেন না। এই ব্যক্তি নিশ্চয় অতীব মহৎ ও পূজনীয়।' এই ভেবে ভগবানের চরণে মাথা ছুয়ে বন্দনা করলেন। নন্দ তাপস তার শিষ্যদের বললেন, 'বৎসগণ, আমরা কখনও বুদ্ধকে দান করার সুযোগ পাইনি। ভগবান এখানে ভিক্ষার সময়েই এসেছেন। তাই আমরা এখন আমাদের কাছে যাই আছে তা দিয়েই পূজা করব। তোমরা যেই উত্তম উত্তম পুষ্টিকর ফল সংগ্রহ করে এনেছ, সেগুলো এদিকে আন।' এই বলে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সহস্তে ফলগুলো ধুয়ে স্বয়ং তথাগতের পাত্রে দিলেন। শাস্তাগণ ফলমূল প্রতিগ্রহণ করার সাথে সাথেই দেবতারা তাতে দিবৌজ দিয়ে থাকেন। তাপস নিজে জল ছাকনি দিয়ে ছেকে দান করলেন। তারপর ভোজনকৃত্যশেষে ভগবান বসে থাকলেন। নন্দ তাপস তখন তার সকল শিষ্যকে ডেকে শাস্তার কাছে বসে কুশল বিনিময় করলেন। তখন শাস্তা চিন্তা করলেন, 'ভিক্ষুসংঘ এখানে আগমন করুক।' তৎক্ষণাৎ এক ক্ষীণাসব অর্হৎ সেখানে এসে শাস্তাকে বন্দনা করে দাড়িঁয়ে থাকলেন। অনন্তর নন্দ তাপস শিষ্যবৃন্দকে ডেকে বললেন, 'বৎসগন, বুদ্ধের বসার আসনও যথেষ্ট নিচু এবং একলক্ষ ভিক্ষুর বসার আসনও নেই। আজ তোমাদেরকে অবশ্যই বুদ্ধ প্রমুখ অনুত্তর ভিক্ষুসংকে উপযুক্ত সৎকার করতে হবে। যাও, পর্বতের পাদদেশ হতে বর্ণ-গন্ধ সমৃদ্ব ফুল নিয়ে আস।' তাপসের শিষ্যবৃন্দ ছিলেন ঋদ্ধিমান। তাই তারা মুহুতের মধ্যেই বর্ণ-গন্ধ সমৃদ্ধ ফুর নিয়ে এসে বুদ্ধের জন্য যোজন প্রমাণ পুষ্পাসন তৈরি করলেন। অগ্রশ্রাবকদের জন্য ও বাকি ভিক্ষুদের জন্য যথোপযুক্ত পুষ্পাসন তৈরি করলেন। নন্দ তাপস তথাগতের সামনে গিয়ে হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করে দাড়িয়ে বিনীতভাবে বললেন, 'ভন্তে, আমাদের সকলের দীর্ঘকাল হিত-সুখের জন্য এই পুষ্পাসনে উপবেশন করুন।' ভগবান পুষ্পাসনে উপবেশন করলেন। এইভাবে শাস্ত উপবেশন করলে ভিক্ষুগণ শাস্তার মনোভাব জ্ঞাত হয়ে নিজ নিজ আসনে উপবেশন করলেন। তখন নন্দ তাপস বিশাল একটি পুষ্পছত্র গ্রহণ করে তথাগতের মাথার উপর ধরে দাঁড়িয়ে থাকলেন। শাস্তা তখন 'তাপসগণের এই সৎকার মহাফলবতী হোক' এই অধিষ্ঠান করে নিরোধ সমাপত্তিতে ধ্যানমগ্ন হবার কথা জ্ঞাত হয়ে অন্য ভিক্ষুগণ ও নিরোধ সমাপত্তিতে ধ্যানমগ্ন হলেন। এইভাবে তথাগত সপ্তাহকাল নিরোধ সমাপত্তিতে ধ্যানমগ্ন হলে নন্দ তাপসের শিষ্যবৃন্দ ভিক্ষার সময় বনের ফলমূল খেয়ে অবশিষ্ট সময় বুদ্ধের সামনে হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করে দাড়িয়ে থেকেই সপ্তাহকাল প্রীতি সুখে অতিবাহিত করলেন।

ভগবান নিরোধ সমাপত্তি ধ্যান হতে উত্থিত হয়ে অরণবিহারী ও দক্ষিণাযোগ্য এই দুই অঙ্গসমন্বিত এক শ্রাবক ভিক্ষুকে ধর্মোপদেশ দিতে আদেশ দিলেন। সেই ভিক্ষু চক্রবর্তী রাজার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ধন ও মহাপরাক্রমশালী যোদ্ধা লাভ করার ন্যায় আনন্দিতমনে নিজের অধিগত বিষয়ে স্থিত হয়ে সমগ্র ত্রিপিটক বুদ্ধবচন রোমন্থন করে ধর্মোপোদেশ দিলেন। শাস্তার দেশনা শেষ হলে নন্দ তাপস ব্যতীত অপর চুয়াল্লিশ হাজার তাপস অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। শাস্তা তাদেরকে 'এহা ভিক্খু' বলে হাত বাড়িয়ে দিলেন। তৎক্ষনাৎ তাদের মাথার সমস্ত কেশ অন্তর্হিত হল। শরীরে অষ্টপরিষ্কার ধারণ করল। তখন তাদেরকে ষাটবর্ষীয় স্থবিরের ন্যায় দেখাচ্ছিল। তারা সকলেই শাস্তাকে পরিবৃত হয়ে বসলেন। কিন্তু নন্দ তাপসের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হওয়ায় তিনি কিছুই লাভ করতে পারলেন না। তার নাকি অরণ্যবিহারী স্থবিরের ধর্মোপদেশ শোনার সময় থেকে 'অহো, আমি যদি ভবিষ্যতে কোন এক বুদ্ধের শাসনে এই ভিক্ষুর মত হতে পারতাম!'এই চিত্ত উৎপন্ন হয়েছিল। সেই চিত্ত বিতর্কের কারণেই তিনি মার্গফল উপলব্দি করতে সক্ষম হননি। তথাগতকে বন্দনা করার পর হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সামনে দাঁড়িয়ে এরূপ বললেন, 'ভন্তে, যেই ভিক্ষু ঋষিগণের পুষ্পাসন অনুমোদন করে ধর্মোপদেশ দিয়েছেন, তিনি আপনার শাসনে কে হন?' 'এই ভিক্ষু অরণ্যবিহারী ও দক্ষিণাযোগ্য এই দুই অঙ্গে শ্রেষ্ঠত্বলাভী।' তখন তাপস প্রার্থনা করলেন, 'ভন্তে, এই সপ্তাহকাল অবধি পুষ্পছত্র ধারণ করা জনিত আমি যেই পুণ্য লাভ করেছি, সেই পুণ্যের প্রভাবে আমি অন্য কোন সম্পত্তি চাইনা। আমি শুধু ভবিষ্যতে কোন একবুদ্ধের শাসনে এই স্থবিরের ন্যায় দুই অঙ্গসমন্বিত শ্রাবক হতে চাই।" শাস্তা 'এই তাপসের প্রার্থনা সফল হবে কিনা' সর্বজ্ঞ জ্ঞানদৃষ্টিতে অবলোকন করতে করতে লক্ষকল্প পরে তার প্রার্থনা সফল হবে দেখে বললেন, 'তাপস, তোমর এই প্রার্থনা ব্যর্থ হবে না। ভবিষ্যতে লক্ষকল্প পরে পৃথিবীতে গৌতম নামক বুদ্ধ উৎপন্ন হবেন, তার কাছেই তোমার প্রার্থনা সফল হবে।' তারপর ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হয়ে আকাশ মার্গে চলে গেলেন। নন্দ তাপসও শাস্তা প্রমুখ ভিক্ষুসংঘ দৃষ্টি সীমা অতিক্রম না করা পর্যন্ত হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করে দাড়িয়ে থাকলেন।

পরবর্তীতে তিনি মাঝেমধ্যে শাস্তার কাছে উপস্থিত হয়ে ধর্মোপদেশ শুনতে যেতেন। এভাবে ধ্যানলব্দ অবস্থাতেই তিনি মৃত্যুর পা ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হলেন। সেই হতে ক্রমান্বয়ে আরও পাঁচশত জন্ম প্রব্রজ্যিত হয়ে অরণ্যে ধ্যান করেছিলেন। তারপর তাবতিংস স্বর্গে দিব্যসম্পত্তি ভোগ করে সেখান হতে চ্যুত হয়ে মনষ্যলোকে শতশত বার রাজচক্রবর্তী ও প্রাদেসিক রাজা হয়ে প্রভৃতি মনুষ্য সম্পত্তি ভোগ করছিলেন। যখন গৌতম বুদ্ধ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি শ্রাবস্তীর সুমন শ্রেষ্ঠীর গৃহে অনাথপিণ্ডিকের ছোট ভাই হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম রাখা হলো সুভূতি। সেই সময় আমাদের ভগবান গৌতম বুদ্ধ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভগবান ধর্মচক্র প্রবর্তনের পর অনুক্রমে রাজগৃহে গিয়ে সেখানে বনুন বিহার প্রভৃতি দান প্রতিগ্রহণ করে রাজগৃহকে আশ্রয় করেই শীতবনে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় অনাথাপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী শ্রাবস্তী হতে উপঢৌকন সামগ্রী নিয়ে নিজের বন্ধুভাজন রাজগৃহে শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখানে শ্রেষ্ঠীর মুখ থেকে জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন শুনে শীতবনে শাস্তার কাছে উপস্থিত হয়ে প্রথম দর্শনেই স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তারপর শাস্তাকে শ্রাবস্তীতে যাবার আমন্ত্রণ জানালেন। শাস্তাকে তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলে তিনি রাজগৃহে হতে শ্রাবস্তী পর্যন্ত মোট পয়ঁতাল্লিশ যোজন রাস্তার প্রতি যোজন অন্তর অন্তর লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বিশ্রামাগার নির্মাণ করেন। তিনি শ্রাবস্তীতে অষ্টক্রোশ তথা আট একর বিস্তৃত জেতকুমারের উদ্যান ভূমি কোটি টাকার বিনিময়ে ক্রয় করে সেখানে ভগবানের জন্য একটি বিহার নির্মাণ করায়ে দান করেছিলেন। যেদিন বিহার দান করা হচ্ছিল, সেদিন সুভূতি কুটুম্বিক অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর সাথে ধর্ম শ্রবণ করে শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। ক্রমে মৈত্রীধ্যান লাভ করে তাতে বিদর্শন জ্ঞান বর্ধিত করে অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলেন। তিনি ধর্মোপদেশ প্রদানকালে শাস্তার দেশিত নিয়মে ধারাবাহিক ভাবে ধর্মদেশনা করেন বিধায় অরণ্যবিহারী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসেবে বেশ পরিচিতি লাভ করেন। পিণ্ডচরণ করার সময় ধনী-গরীব নির্বিশেষে প্রতিটি ঘরে মৈত্রী ভাব নিয়ে 'দায়কগণের মহাফল লাভ হবে' এই ভেবে ভিক্ষাগ্রহণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করতেন বিধায় দক্ষিণাযোগ্য ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসেবে বেশ পরিচিতি লাভ করেন। সেই কারণে ভগবান তাকে দুই অঙ্গ সমন্বিত শ্রেষ্ঠস্থন দিলেন এই বলে যে, 'হে বিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক অরাণ্যবিহারী ও দক্ষিণাযোগ্য ভিক্ষুদের মধ্যে সুভূতিই শ্রেষ্ঠ।' এভাবেই মহাস্থবির নিজের পূরিত পারমীর ফলস্বরূপ অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পৃথিবীতে বহুজনের হিতার্থে, বহুজনের সুখার্থে জনপদ ভ্রমণ করতে করতে অনুক্রমে তিনি রাজগৃহে গিয়েপৌছালেন।

রাজা বিম্বিসার স্থবিরের আগমন বার্তা শুনে তার কাছে উপস্থিত হয়ে বন্দনা নিবেদনপূর্বক 'প্রার্থনা করলেন, 'ভন্তে, এখানেই বাস করুন, আমি আপনার বাসস্থান নির্মাণ করেদেব।' তিনি স্থবিরকে প্রার্থনা জানিয়ে বাড়ীতে ফিরে আসলেন। কিন্তু বাসস্থান নির্মাণের কথা বেমালুম ভুলে গেলেন। স্থবির বাসস্থানের অভাবে খোলা আকাশের নিচে বাস করতে লাগলেন। স্থবিরের প্রভাবে দেবতার বৃষ্টি নন্ধ করে তাই তারা রাজপ্রাসাদের দ্বারে এসে আর্তনাদ করতে করতে লাগল। রাজা 'বৃষ্টি না হওয়ার কারণ খুজঁতে খুজঁতে ভাবলেন, সম্ভবত স্থবির খোলা আকাশের নিচে বাস করায় বৃষ্টি হচ্ছে না। তারপর রাজা স্থবিরের জন্য পর্ণকুঠির নির্মাণ করায়ে প্রার্থনা করলেন, বন্দনা নিবেদনপূর্বক চলে গেলেন। স্থবির কুঠিরে প্রবেশ করে তৃণের উপর উপবেশন করলেন। তখন সামান্য বৃষ্টি হচ্ছিল। কিন্তু মুষল ধারে বৃষ্টি হচ্ছিল না। এই সামান্য বৃষ্টির কারণে জনাসাধানণের তেমন উপকার হবে না দেখে এবং নিজের আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক সমূহ বিপদ কেটে গিয়েঝে দেখে মেঘকে সম্বোধন করে এই গাথাটি বললেন।

আমার দেহরূপ পর্ণশালায় লোভ-দ্বেষ-মোহ প্রবেশ না করার জন্য প্রজ্ঞারূপ আচ্ছাদনে উহা আচ্ছাদিত হয়েছে। তাই ক্লেশ দুঃখের অভাবে পবিত্র সুখ প্রাপ্ত হয়েছি। মনবায়ু দেহরূপ পর্ণশালায় প্রবাহিত হয় না। আমার বাহ্যিক উপদ্রব বিনষ্ট হয়েছে। হে মেঘ, তুমি যথেচ্ছা বারি বর্ষণ কর। আমার চিত্ত একাগ্রতায় নিবিষ্ট ও সর্বক্লেশ বিমুক্ত। আমি আরদ্ধবীর্য হয়ে অবস্থান করছি। অভ্যন্তরীণ উপদ্রব আমার বিনষ্ট হয়েছে। হে মেঘ, তুমি বর্ষণ কর।" এভাবে তিনি অর্হত্ত্ব ও এই শ্রেষ্ঠস্থান লাভের পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'হিমালয়ের অনতিদূরে' প্রভৃতি গাথা ভাষণ করেছিলেন।

১. হিমালয়ের অনতিদূরে নিসভ নামক পর্বতে আমি একটি আশ্রম নির্মাণ করেছিলাম। তাতে বহু পর্ণশালা ছিল।

২. আমি তখন কোশির নামক এক তেজস্বী জটিল সন্ন্যাসী হয়ে একাকী সেই নিসভ পর্বতে বাস করছিলাম।

৩. আমি তখন ফলমূল কিংবা লতাপাতা কোনটাই ভোজন করতাম না। স্বয়ং পতিত ফলমূল ও লতাপাতা খেয়েই আমি জীবন ধারণ করাতাম।

৪. আমি প্রাণের বিনিময়ে ও তৃষ্ণাবশে ফলমূলাদি অন্বেষনের সময় আমার সম্যক জীবিকাকে নষ্ট করতাম না। আমার চিত্তকে অল্পেচ্ছুতায় সন্তুষ্ট রাখতাম এবং অযোগ্য অন্বেষণ তথা বৈদ্যকর্ম, দূতকর্ম প্রভৃতি মিথ্যাজীবিকা পরিবর্জন করতাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫. আমার মনে যখন লোভ চিত্ত উৎপন্ন হতো, তখন আমি নিজেই তা পর্যলোচনা করতাম এবং একাগ্রতার দ্বার তাকে দমন করতাম।

৬. তুমি যদি লোভনীয় বিষয়ে লুব্ধ হও, দোষনীয় বিষয়ে দুষ্ট হও এবং মোহনীয় বিষয়ে মোহগ্রস্ত হও, তাহলে এই অরণ্যবাস হতে চলে যাও, এই বলে নিজেকে নিজে দমন করতাম।

৭. এই অরণ্যবাস একান্তই বিশুদ্ধ ও নির্মল তাপসদের জন্য। তুমি সেই বিশুদ্ধ জীবনকে দূষিত করো না। যদি তা না পার, তাহলে এই অরণ্য বাস হতে চলে যাও, এই বলে নিজেকে নিজে দমন করতাম।

৮. সংসারী হয়ে যখন তুমি পুত্র লাভ করতে এই উভয়ই যদি তুমি ত্যাগ করতে না পার, তাহলে এই অরণ্যবাস হতে চলে যাও, এই বলে নিজেকে নিজে দমন করতাম।

৯. শ্মশানে অর্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড যেমন গ্রামে কিংবা অরণ্যে কোন কাজে আসে না এবং ইহা জ্বালানী কাঠের স্বীকৃতি পায় না।

১০. ঠিক তদ্রুপ তুমি ও এখন না গৃহী, না সংযত তপস্বী। তাই আজই তুমি এই উভয় হতে মুক্ত হও। যদি তা না পার, তাহলে এই অরণ্যবাস হতে চলে যাও, এই বলে নিজেকে নিজে দমন করতাম।

১১. তোমরা যে ইহা আছে, এটা কে জানে? তুমি আমাকে আলস্যপরায়ণ করে শ্রদ্ধাধুরের দিকে নিয়ে যাও কেন?

১২. নাগরিক যেমন অশুচিকে ঘৃণা করে, তদ্রুপ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। ঋষিগণ তাকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। ঋষিগণ সব সময় তাকে কাছে টানতে চাইবেন।

১৩. বিজ্ঞগণ তা অতিক্রম করার উপদেশ দিয়ে থাকেন। তুমি যদি বিজ্ঞ ব্যক্তির সংসর্গ বর্জিত হও, তবে কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করবে?

১৪. ষাট বর্ষীয় জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ মাতঙ্গ হস্তীকে যেমন খক্তিশালী তরুণ হস্তী দল হতে তাড়িয়ে দেয়।

১৫. দলচ্যুত হয়ে সেই বৃদ্ধ মাতঙ্গ হস্তী কোথাও সুখ পায় না। দুঃখিত, দুর্মনা হয়ে সে ভীষণভাবে উৎকণ্ঠিত হয়।

১৬. ঠিক তদ্রুপ খারাপ কাজ করলে জটিলেরা তোমাকে তাড়িয়ে দেবে। তাদের সংসর্গ বর্জিত হয়ে তুমি কোথাও সুখ পাবে না।

১৭. তুমি দিবারাত্রি শোকশল্যে বিদ্ধ হতে থাকবে। তখন তুমি দলচ্যুত বৃদ্ধ মাতঙ্গ হস্তীর ন্যায় পরিতাপদগ্ধ হবে।

১৮. স্বর্ণালংকারে বিভূষিত হয়ে কামাসক্ত ব্যক্তি যেমন কোথাও ধ্যানমগ্ন হতে পারে না, তদ্রুপ তুমিও শীলবিহীন হয়ে কোথাও ধ্যানমগ্ন হতে পারবে না।

১৯. গৃহবাস করলেও তুমি কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করবে? তোমার কোন মাটিতে কিংবা পেটিকাতে নিহিত ধর্ম নেই।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২০. নিজে কাজ কর্ম করে ও ঘর্মাক্ত দেহে গৃহে থেকে জীবিকা নির্বাহ করবে, কোন সাধু ব্যক্তিই তাতে রুচি বোধ করে না।

২১. নানা অকুশল চিন্তায় রত ও সংক্লেশযুক্ত মনকে আমি এভাবেই বারণ করে থাকি। নানা ধর্মকথা বলে আমি আমার চিত্তকে পাপ হতে মুক্ত রাখি।

২২. এভাবে আমি অপ্রমত্তবিহারী হয়ে অবস্থান করতে করতে গভীর অরণ্যে ত্রিশ হাজার বৎসর অতিবাহিত করি।

২৩. আমাকে এভাবে অপ্রমাদেরত ও পরমার্থ অনুসন্ধানে রত দেখে পদুমুত্তর বুদ্ধ আমার কাছে এসেছিলেন।

২৪. অপ্রমেয় ও অনুপম সুবর্ণের অধিকারী অদ্বীতিয় বুদ্ধ তখন আকাশে চংক্রমণ করেছিলেন।

২৫. সুপুষ্পিত শালবৃক্ষের ন্যায় ও আকাশ অভ্যন্তরে বিদ্যুৎ ঝলকের ন্যায় অনন্ত জ্ঞানী বুদ্ধ তখন আকাশে চংক্রমণ করেছিলেন।

২৬. পশুরাজ নির্বীক সিংহের ন্যায় গর্বিত হস্তীরাজের ন্যায় ও উৎফুল্ল ব্যাঘ্ররাজের ন্যায় বুদ্ধ তখন আকাশে চংক্রমণ করেছিলেন।

২৭. সুবর্ণ বর্ণাভ ও কাঠের জলন্ত অঙ্গার সদৃশ এবং উজ্জ্বল মুনি সদৃশ বুদ্ধ তথাগত তখন আকাশে চংক্রমণ করেছিলেন।

২৮. বিশুদ্ধ পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় ও মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় সংক্লেশহীন বিশুদ্ধশাসন তথাগত তখন আকাশে চংক্রমণ করেছিলেন।

২৯. আকাশে চংক্রমণরত জ্যোতিষ্মান বুদ্ধকে দেখে আমি তখন এরূপ চিন্তা করলামা, 'এইসত্ত্ব কি কোন দেবতা নাকি কোন মানুষ?'

৩০. পৃথিবীতে এমন মানুষ তো আমি এখনো দেখিওনি, শুনিওনি। এই সত্ত্ব নিশ্চয় বুদ্ধ বা শাস্তা হবেন।

৩১. এভাবে চিন্তা করা পর আমি নিজের চিত্রকে অতিশয় প্রসন্ন করলাম। তখন আমি নানারকমের ফুল ও গন্ধমাল্য সংগ্রহ করলাম।

৩২. বেশ খুশিমনে সুচিত্রিত, অত্যন্ত মনোরম পুষ্পাসন তৈরির পর আমি অগ্রপুদ্গল, নরসারনিকে এই কথা নিবেদন করলাম।

৩৩. হে বীর, আপনার উপযোগী করেই আমি এই আসন তৈরি করেছি। আমার চিত্রকে আনন্দে ভাসিয়ে দিয়ে এই কুসুমাসনে আপনি উপবেশন করুন।

৩৪. ভগবান সেই আসনে নির্ভীক পশুরাজ সিংহের ন্যায় উপবেশন করলেন। বুদ্ধ সেই কুসুমাসনে বসে সাত দিন, সাতরাত অতিবাহিত করলেন।

৩৫. আমিও বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে সাত দিন সাতরাত হাত জোড় করে দাড়িয়ে ছিলাম। সাত দিন পর অনুত্তর শাস্তা যখন নিরোধ সমাপত্তি ধ্যান হতে উঠলেন, তখন আমার সেই মহৎ কর্মের প্রশংসা করতে গিয়ে এই কথা বললেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৬. তুমি অনুত্তর বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা অনুশীলন কর এবং এই স্মৃতি অনুশীলন করে নিজের মনকে শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ কর।

৩৭. তুমি দেবলোকে ত্রিশহাজার কল্প পযর্ন্ত রমিত হবে। সেখানে তুমি আশিবার দেবেন্দ্র হয়ে রাজত্ব করবে এবং পৃথিবীতে তুমি হাজারবার রাজচক্রবর্তী হবে।

৩৮. তুমি অসংবার প্রাদেশিক রাজা হবে। এই সমস্তই বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা অনশীলনের ফল।

৩৯. তুমি জন্ম জন্মান্তরে প্রভূত ভোগসম্পত্তি লাভ করবে, ভোগসম্পত্তির অভাব কোনদিন তোমার থাকবে না। ইহা বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা অনুশীলনের ফল।

৪০. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে এক্কাকু কুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

৪২. শাক্যপুত্র গৌতম সম্বুদ্ধকে আরাধনা করে তুমি সুভূতি নামক শাস্তা শ্রাবক হবে।

৪৩. শাস্তা ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবেশন করে আমাকে দক্ষিণাযোগ্য ও অরণ্যবিহারী এই দুই গুণ সমন্বিত ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দেবেন।

৪৪. ইহা বলার পর পদুমুত্তর সম্বুদ্ধ আকাশে হংসরাজের ন্যায় আকাশ মার্গে চলে গেলেন।

৪৫. এভাবে লোকনাথ বুদ্ধকর্তৃক উপবিষ্ট হয়ে তথাগতকে নমস্কার করে সব সময় আমি আনন্দিত মনে বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা করি।

৪৬. সেই সুকৃত কর্মের ফলেও চেতনা প্রণিধি বলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৪৭. তারপর আমি দেবলোকে দেবেন্দ্র হয়ে আশিবার রাজত্ব করেছিলাম এবং হাজার বার রাজচক্রবর্তী হয়েছিলাম।

৪৮. অসংখ্যবার প্রাদেসিক রাজা হয়ে আমি বিপুল মনুষ্য সম্পত্তি ভোগ করেছি ইহা আমার বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা অনুশীলনেরই ফল।

৪৯. জন্ম জন্মান্তরে আমি প্রভূত ভোগসম্পত্তি লাভ করেছি এবং ভোগ সম্পত্তির অভাব কোনদিন আমার ছিল না। ইহা আমার বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা অনুশীলনেরই ফল।

৫০. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে যখন আমি যেই পুণ্যকর্ম করেছিলাম, সেই থেকে আর কোনদিন আমাকে দুর্গতিতে যেতে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধানু স্মৃতি ভাবনা অনুশীলনেরই ফল।

৫১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্টাবিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুভূতি স্থবির এই গাথা গুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুভূতি স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২. উপবান স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীব বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরে পদুমুত্তর ভগবান পরিনির্বাপিতহলে দেব, মনুষ্য, নাগ, গরুড়, যক্ষ, কুম্ভাণ্ড, গন্ধর্ব সকলে মিলে বুদ্ধের ধাতু নিয়ে সপ্তনত্নময় চৈত্য নির্মাণ করেন। এইদরিদ্র ব্যক্তি তার সুধৌত উত্তরীয় বস্ত্র বংশাগ্রে ঝুলায়ে ধ্বজা আকারে পূজা করে। যক্ষ সেনাপতি অভিসম্মত সেই ধ্বজা নিয়ে অদৃশ্যাকারে আকাশপথে তিনবার প্রদক্ষিণ করেন। সে তা দেখে অতিশয় আনন্দিত হলো। সেই পুণ্যের প্রভাবে দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণ করতে করতে এই গৌম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তার নাম রাখা হলো উপবান। পরে তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হলে বুদ্ধের প্রভাবপতিপত্তি দেখে বুদ্ধের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধান্বিত হন এবং বুদ্ধের কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। ক্রমে বিদর্শন ভাবনা অনুশীলনের মাধ্যমে ষড়াভিজ্ঞাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করেন। ভগবান অসুস্থ হলে স্থবির তখন উষ্ণজল, উপযুক্ত পানীয় ও ভৈষজ্য দিয়ে ভগবানের সেবা করেন। তাতে ভগবান সহসাই সুস্থ হয়ে উঠেন। তখন ভগবান তাকে দেশনা করেন।

এভাবে অর্হত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠস্থান লাভের পর তিনি নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর বুদ্ধ' প্রভৃতি গাথা ভাষণ করেছিলেন।

৫২. সর্বধর্মে বিশারদ পদুমুত্তর বুদ্ধ জ্বলন্ত অগ্নিরাশির ন্যায় পরিনির্বাপিত হয়েছিলেন।

৫৩. বিশাল জনতা সমাগম হয়ে তথাগতকে পূজা করেছিলেন এবং বুদ্ধের শরীর কৃত্য করার জন্য চিতা তৈরি করেছিলেন।

৫৪. বুদ্ধের শরীরকৃত্য শেষে সেখান থেকে ধাতুসমূহ নিয়ে দেবমনুষ্যসহ সকল সত্ত্বগণ ধাতুচৈত্যের নির্মাণ করেছিলেন।

৫৫. সেই চৈত্যের প্রথম স্তরটি কাঞ্চনময়, দ্বিতীয়স্তরটি মণিময়, তৃতিয়স্তরটি রৌপ্যময় ও চতুর্থ স্তরটি স্ফটিকময়।

৫৬. তদ্রুপ পঞ্চম স্তরটি ছিল রক্তিম বাতি মাটিতে তৈরি, ষষ্ঠ স্তরটি মূল্যবান পাথরে তৈরি ও সবার উপরের, তলটি সপ্তবিধ রত্ন দিয়ে তৈরি।

৫৭. খুটিগুলো ছিল মণিময়, বেদিগুলো রত্নময় এবং একযোজন উচ্চতাবিশিষ্ট স্তুপটি ছিল সম্পূর্ণ স্বর্ণময়।

৫৮. দেবতার সেখানে এসে একত্রিত হয়ে আলোচনা করছিলেন, লোকনাথ বুদ্ধের উদ্দেশে আমরা ও স্তুপ নির্মাণ করব।

৫৯. একপিণ্ডবিশিষ্ট শরীরের আর কোন ধাতু অবশিষ্ট নেই। তাই এই বুদ্ধস্তুপটির মধ্যেই আমরা একটি বস্তাভরণ তৈরিকরব।

৬০. দেবতারা আরো বর্ধিত কলেবরে সপ্তরত্ন প্রতিমণ্ডিত আরো একটি র ব্যপ্তি দুইযোজন বিস্তৃত হলো।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬১. নাগগণ সেখানে এসে সমবেত হয়ে আলোচনা করছিলেন, 'দেবতারা ও মানুষেরা মিলে বুদ্ধের উদ্দেশে স্তুপ নির্মাণ করলেন।'

৬২. আমরা কোনভাবেই প্রমত্ত হতে থাকতে পারি না। তাই আমরা ও লোকনাথ বুদ্ধের উদ্দেশে স্তুপ নির্মাণ করব।

৬৩. তারা ইন্দ্রনীল, মহানীল ও উজ্জ্ব মণিসমূহ একস্থানে একত্রিত করে বুদ্ধের উদ্দেশে নির্মিত স্তুপটিকে আচ্ছাদিত করলেন।

৬৪. বুদ্ধের উদ্দেশে নির্মিত চৈত্য টি তখন সম্পূর্ণ মণিময় হয়ে গেল এবং চতুর্দিকের ত্রিযোজন বিস্তৃত জায়গায় আলো ছড়াছিল।

৬৫. গড়েরা সেখানে এসে সমবেত হয়ে পরস্পর আলোচনা করছিলেন, দেবতা, মানুষ ও নাগ সকলে মিলে বুদ্ধের উদ্দেশে স্তুপ নির্মাণ করলেন।

৬৬. আমরা কোনভাবেই প্রমত্ত হয়ে পারি না। তাই আমরা ও লোকনাথ বদ্ধের উদ্দেশে স্তুপ নির্মাণ করব।

৬৭. তারা সম্পূর্ণ মণিময় একটি স্তুপ নিমার্ণ করেছিলেন এবং সেই বুদ্ধ চৈত্যটিকে আরো এক যোজন পর্যন্ত বির্স্তৃত করেছিলেন।

৬৮. বুদ্ধের উদ্দেশে নির্মিত সেই স্তুপটি মোট চার যোজনে বিস্তৃত হলো। সেই উচুঁ অনিন্দ্য সুন্দর চার যোজন উচ্চতাবিশিষ্ট স্তুপটি চতুর্দিকে শতরংশ্রি সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছিল।

৬৯. কুম্ভণ্ডগণ ও সমবেত হয়ে পরস্পর আলোচনা করছিলেন, 'দেবতা, মানুষ, নাগ ও গরুড় তারা প্রত্যেকেই বুদ্ধের উদ্দেশে স্তুপ নির্মাণ করলেন।'

৭০. আমরা কোনভাবেই প্রমত্ত হয়ে থাকতে পারি না। তাই আমরা লোকনাথ বুদ্ধের উদ্দেশে স্তুপ নির্মাণ করব। আমরা সম্পূর্ণ বুদ্ধ চৈত্যকে বিবিধ রত্ন দিয়ে আচ্ছাদিত করব।

৭১. এভাবে তারাও বুদ্ধচৈত্যটিকে আরও একযোজন বিস্তৃত করলেন। তাতে করে বুদ্ধচৈত্যটির মোট আয়তন দাঁড়াল পাঁচ যোজন।

৭২. যক্ষগণও সেখানে সমবেত হয়ে পরস্পর আলোচনা করছিলেন, দেবতা, মানুষ, নাগ, গরুড় ও কুমাণ্ডগণ।

৭৩. প্রত্যেকেই বুদ্ধের উদ্ধেশ্যে স্তুপ নির্মাণ করলেন। আমরা কোনভাবেই প্রমত্ত হয়ে থাকতে পারি না।

৭৪. তাই আমরা ও লোকনাথ বুদ্ধের উদ্দেশে স্তুপ নির্মাণ করব। আমরা সম্পূর্ণ বুদ্ধচৈত্যটিকে বিবিধ স্ফটিকদিয়ে আচ্ছাদিত করব।

৭৫. এভাবে তারাও বুদ্ধ চৈত্যটিকে আরও একযোজন বিস্তৃত করলেন। তাতে করে বুদ্ধচৈত্যটির মোট আয়তন দাড়াঁল ছয় যোজন। এটি তার চারপাশে অসম্ভ সুন্দর দীপ্তি ছড়াচ্ছিল।

৭৬. তখন গন্ধর্বগণ সমবেত হয়ে পরস্পর আলোচনা করছিলেন, মানুষ, দেবতা, নাগ, গরুড়, কুম্ভাণ্ড ও যক্ষগণ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭৭. তারা সকলে মিলে বুদ্ধের উদ্দেশে স্তুপ নিমার্ণ করেছেন। আমরাই শুধু এখনো বসে আছি। তাই আমরা ও লোকনাথ বুদ্ধের উদ্দেশে স্তুপ নির্মাণ করব।

৭৮. তখন তারা সাতটি বেদী তৈরি করলেন এবং তার উপর বর্ণিলভাবে সাজানো ছত্র ঝুলিয়ে দিলেন। গন্ধর্বগণ একটি সম্পূর্ণ স্বর্ণময় স্তুপ নির্মাণ করলেন।

৭৯. সাতযোজন উচ্চতাবিশিষ্ট স্তুপটি তখন চারদিকে অসম্ভব সুন্দর দীপ্তি ছড়াচ্ছিল। সেই স্তুপটি হতে এমনভাবে আলো বের হচ্ছিল যে, তাতে করে সত্ত্বগণ আর রাতদিন বুঝতে পারছিল না।

৮০. সেই স্তুপটির উজ্জ্বলতা এমনই প্রখর ছিল যে, তার কাছে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা ও অতিশয় ম্লান দেখাচ্ছিল। শতযোজন বিস্তৃত জায়গায় কোন প্রদীপ জ্বালাতে হয়নি।

৮১. যে সকল মানুষ সেই সময় স্তুপটিকে পূজা করছিলেন, তার সকলেই স্তুপের কাছে যেতে পারছিলেন না, তার উন্মুক্ত আকাশেই তাদের ফুলগুলো ছুড়ে মারছিলেন।

৮২. অভিসম্মত নামক যক্ষ দেবতাদের স্থাপিত ধ্বজা ও পুষ্পমাল্যকে অতীব শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন।

৮৩. তখন তারা ই যক্ষকে মোটেই দেখতে পেলেন না, শুধুমাত্র পুষ্পমালাই দেখতে পেলেন। এভাবে পুষ্পমাল্যের উর্ধগমন দেখে পুণ্যপ্রভাবে সকলেই সুগতি স্বর্গলোকে গমন করলেন।

৮৪. বুদ্ধের বিরুদ্ধবাদী ও বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাবান উভয় মানুষেরাই এমন অলোকিক ঋদ্ধিপ্রতিহার্য দর্শনেচ্ছু হয়ে স্তুপটিকে পূজা করলেন।

৮৫. আমি তখন হংসবতী নগরের এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। আনন্দের জোয়ারে ভাসা জনতাকে দেখে আমি তখন এরূপ চিন্তা করেছিলাম।

৮৬. বুদ্ধ ভগবান এমনই মহৎ যে, যার ধাতুর প্রভাব এতই প্রবল! এই জনসাধারণ অতি প্রসন্ন মনে সেই ধাতুকে পূজা করছে এবং মোটেই অনুতাপ করছে না।

৮৭. আমি ও লোকনাথ বুদ্ধের এই ধাতুকে পূজা করব। সেই পুণ্যের প্রভাবে আমি ভবিষ্যতে তার ধর্মের উত্তরাধিকারী হবো।

৮৮. আমি আমার সুধৌত উত্তরীয় বস্ত্র বংশাগ্রে ঝুলায়ে ধ্বজা আকারে আকাশে উড়িয়ে দিলাম।

৮৯. তখন অভিসম্মত নামক যক্ষ আমার সেই ধ্বজা নিয়ে আকাশে প্রদক্ষিণ করারেন। সেই শূন্যেস্থিত ধ্বজা দেখে বিপুল জনতা আনন্দে উদ্বেলিত হলেন।

৯০. তখন তা দেখে আমার চিত্ত অতীব প্রসন্ন হল এবং আমি একজন শ্রমণের নিকট উপস্থিত হলাম। সেই ভিক্ষুকে অভিবাদন পূর্বক আমি ধ্বজা দানের বিপাক সম্বন্ধে তাকে প্রশ্ন করলাম।

৯১. তিনি আমার প্রতি অতীব প্রীতি উৎপন্ন করে আমাকে বললেন, তুমি সেই ধ্বজা দানের বিপাক অহর্নিশ ভোগ করবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯২. হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক সেনা এই চতুরক্ষিনী সেনা সব সময় তোমাকে পরিবৃত হয়ে থাকবে। ইহা তোমার ধ্বজা দানেরই ফল।

৯৩. ষাট হাজার সুসজ্জিত তূর্য-ভেরী সব সময় তোমাকে পরিবৃত হয়ে থাকবে। ইহা তোমার ধ্বজা দানেরই ফল।

৯৪. ৯৫. সমলংকৃতা, সুসজ্জিতা সুবসনা, মাথায় মুনিকুণ্ডলধারী, সুকাজলা, সুদর্শনা, ও কৃশতনুবিশিষ্ট ছিয়াশি হাজার নারী তোমাকে নিত্য পরিবেষ্টিত করে থাকবে। ইহা তোমার ধ্বজা দানেরই ফল।

৯৬. তুমি দেবলোকে ত্রিশ হাজার কল্প রমিত হবে এবং দেবলোকে তুমি আশিবার দেবেন্দ্র হয়ে রাজত্ব করবে।

৯৭. তুমি পৃথিবীকে হাজার বার রাজচক্রবর্তী হবে এবং অসংখ্যবার প্রাদেসিক রাজা হবে।

৯৮. আজ থেকে লক্ষ কল্প পরে এক্কাকু কুলে গৌতম নামক শাস্তা জগতে জন্মগ্রহণ করবেন।

৯৯. তখন তুমি দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করবে।

১০০. আশিকোটি ধন ও বহু দাসকর্মচারি ত্যাগ করে তুমি তখন গৌতম ভগবানের শাসনে প্রব্রজ্যিত হবে।

১০১. শাক্যপুত্র গৌতম সসম্বুদ্ধের উপদেশ মেনে চলে তখন তুমি 'উপবান' নামক শাস্তা শ্রাবক হবে।

১০২. লক্ষকল্প আগে আমি যেই পুণ্যকর্ম করেছি, সেই পুণ্যের ফল আমি এখন ভোগ করছি। এখন আমি তীরের গতিতে সর্ববিধ ক্লেশদগ্ধ করে বিমুক্ত হয়েছি।

১০৩. চারি দ্বীপের অধিকার রাজচক্রবর্তীর ন্যায় আমার চারপাশে তিন যোজন পরিমান জায়গায় সব সময় ধ্বজা উড়তো।

১০৪. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যখন এই পুণ্যকর্ম করেছিলাম, তখন থেকেই আমাকে আর দুর্গতিতে যেতে হয়নি। ইহা আমার ধ্বজা দানেরই ফল।

১০৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উপবান স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উপবান স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩. ত্রিশরণ গমনীয় স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীব বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় বন্ধুমতি নগরে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করে অন্ধ মাতাপিতাকে সেবা-শুশ্রুষা করেন। তিনি একদিন চিন্তা করলেন, 'আমি মাতা পিতাকে সেবা-শুশ্রুষা গিয়ে মনে হয় প্রব্রজ্যা নিতে পারব না। বরঞ্চ ত্রিশরণ গ্রহণ করলে ভাল হয়। এতে করে আমাকে অন্তত দুর্গতিতে পড়তে হবে না।' এই ভেবে তিনি বিপশ্বী ভগবানের ভগবানের অগ্রশ্রাবক নিসভ স্থবিরে নিকট উপস্থিত হয়ে ত্রিশরণ গ্রহণ করেন। তিনি সেই ত্রিশরণ লক্ষ বৎসর ব্যাপী রক্ষা করেন। সেই কর্মের ফলে তিনি তাবতিংস দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। তারপর দেবালোকে ও মনুষ্যলোকে বহুজন্মপরিভ্রমণকালে দেবসম্পত্তি ও মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করতে করতে এই গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তী নগরে এককুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বয়স যখন সাত বৎসর তখন তিনি বন্ধু বালকের পরিবৃত হয়ে একটি সংঘারামে গেলেন। সেখানে এক ক্ষীণাসব অর্হৎ স্থবির তাদেরকে ধর্মোপদেশ দেওয়ার পর ত্রিশরণ দিলেন। তিনি সেই ত্রিশরণ গ্রহণ করে পূর্বজীবনে নিজের রক্ষিত ত্রিশরণ স্মরণ করলেন। তারপর তাতে বিদর্শনজ্ঞান আরোপ করে অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। অর্হত্ত্ব লাভের পর ভগবান তাকে উপসম্পদা দিলেন।

তিনি অর্হত্ত্ব লাভের উপসম্পন্ন হয়ে নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'বন্ধুমতি নগরে' প্রভৃতি গাথা ভাষণ করেছিলেন।

১০৬. আমি চন্দ্রবতী নগরে একজন মাতৃসেবক ছিলাম। আমার মাতপিতা ছিলেন অন্ধ। আমি সেই সময় তাদেরকে সেবা-শশ্রুষা করেছিলাম।

১০৭. সেই সময় একদিন আমি নির্জনে বসে আনমনে ভাবছিলাম, আমি মাতপিতাকে সেবা-শশ্রুষা করতে গিয়ে হয়ত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারব না।

১০৮. আমি অজ্ঞতারূপ মহা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে লোভ-দ্বেষ-মোহ এই ত্রিবিধ অগ্নিতে দগ্ধ হতে হতে দুর্গতিতে জন্মগ্রহণ করলে পরে আমাকে উদ্ধার করার কেউই থাকবে না।

১০৯. সেই সময় পৃথিবীকে বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন। তিনিই একমাত্র দুঃখপীড়িত শোক সন্তপ্ত পুণ্যকামী সত্ত্বগণকে উদ্ধার করতে সক্ষম।

১১০. আমি ত্রিশরণ গ্রহণ করে যথাযথ ভাবে রক্ষা করেছিলাম। সেই সুকৃত পুণ্যকর্মের প্রভাবে আমি দুর্গতি দুর্গতি এড়াতে পেরেছিলাম।

১১১. তখন বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক ছিলেন নিসভ স্থবির। আমি তার কাছে গিয়ে ত্রিশরণ গ্রহণ করেছিলাম।

১১২. সেই সময় আমার আয়ুছিল লক্ষ বৎসর, আজীবন আমি সেই গৃহীত ত্রিশরণ যথাযথভাবে রক্ষা করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১১৩. আমি চলমান জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সেই ফলে আমি তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

১১৪. দেবলোকে আমি ছিলাম অমিত পুণ্যশক্তি অধিকারী। যেই দেশে আমি উৎপন্ন হয়েছি, সেখানেই সুখের অষ্ট উপকরণ লাভ করেছি।

১১৫. আমি ছিলাম তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞ। সকলদেবগণ আমাকে অনুসরণ করতেন এবং আমি অমিত ভোগ সম্পত্তি লাভ করেছিলাম।

১১৬. সর্বত্রই আমার শরীর ছিল সোনালী বর্ণের ও কোমল কান্তিময়। আমি ছিলাম ভীষণ বন্ধুভাবাপন্ন ও আমার যশ সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছিল।

১১৭. আমি দেবলোকে আশিবার দেবেন্দ্র হয়ে রাজত্ব করেছিলাম এবং আমি অপ্সরা পরিবৃত হয়ে দিব্যসুখ ভোগ করেছিলাম।

১১৮. পৃথিবীতে আমি পঁচাত্তর বার রাজচক্রবর্তী হয়েছিলাম এবং অসংখ্যবার প্রাদেসিক রাজা হয়েছিলাম।

১১৯. এই অন্তিম জন্মে আমি পুণ্যকর্ম সমন্বিত হয়ে শ্রাবস্তীতে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

১২০. আলা পরিবৃত হয়ে আমি নগর হতে বের হয়ে আনন্দিত মনে সংঘরামে উপনীত হয়েছিলাম।

১২১. সেখানে আমি বিমুক্ত, উপধিবিতীন এক শ্রমণকে দেখতে পেলাম। তিনিই আমাকে ধর্মোপদেশ দিরেন এবং ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

১২২. তার কাছে ত্রিশরণের কথা শুনে আমার পূর্বজীবনে গৃহীত ত্রিশরণের কথা মনে পড়ল এবং সেই আসলে উপবিষ্ট হয়েই আমি অর্হত্ত্ব লাভ করলাম।

১২৩. জন্মের সাত বৎসরের মাথায় আমি অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম। চক্ষুষ্মান বুদ্ধ আমার গুণের কথা জানতে পেরে আমাকে উপসম্পদা দিয়েছিলেন।

১২৪. আজ থেকে অনন্ত কল্প আগে আমি যেই ত্রিশরণ গ্রহণ করেছিলাম, সেই সুকৃত কর্মের ফলে আজ আমি এই ফল লাভ করেছি।

১২৫. সেই সুগৃতীত ত্রিশরণ আমি যথাযথভাবে রক্ষা করেছিলাম এবং মনে উত্তমরূপে ধারণ করেছিলাম। তাতে করে বিপুল যশ-খ্যাতি অর্জন করে আজ আমি অচল অমৃত পদ নির্বাণ লাভ করেছি।

১২৬. যাদের শোনার আগ্রহ আছে তার আমার কথা মনযোগ দিয়ে শ্রবণ করুণ। আমি যেই অমৃত নির্বাণ স্বয়ং দশৃন করেছি তার কথাই এখন আপনাদের বলব।

১২৭. পৃথিবীতে বুদ্ধ উৎপন্ন হয়ে জিনশাসন প্রচার করেছেন এবং শোকশল্য উৎপাটনকারী অমৃত ভেরী বাজিয়েছেন।

১২৮. অতপর আপনারা অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্রে এসে শক্তি প্রমাণে অনুশীলন করুন এবং অমৃত নির্বাণ দর্শন করুন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১২৯. ত্রিশরণ গ্রহণ করে যথাযথভাবে পঞ্চশীল রক্ষা করুন এবং বুদ্ধের প্রতি চিত্ত প্রসন্ন করে দুঃখের অন্তসাধন করুন।

১৩০. যথাযথভাবে ধর্ম অনুশীলন করে আপনাপন শীল রক্ষা করুণ। তাতে করে অচিরেই আপনারা অর্হত্ত্ব লাভ করবেন।

১৩১. হে মহাবীর, ত্রিবিদ্যাপ্রাপ্ত, ঋদ্ধিমান ও পরচিত্ত বিজানন জ্ঞানলাভী আপনার সেই শ্রাবক কারণ স্থবির আপনাকে বন্দনা নিবেদন করছেন।

১৩২. আজ থেকে অনন্ত কল্প আগে যেদিন আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেছিলাম, সেদিন থেকে এখনো আমি দুর্গতিতে গমন করিনি। ইহা আমার ত্রিশরণ গ্রহণের ফল।

১৩৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ত্রিশরণগমনীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ত্রিশরণ গমনীয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. পঞ্চশীল গ্রহণকারী স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে সুখদ পুণ্যসঞ্চয় করতে করতে অনোমদর্শী ভগবানের সময় এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পূর্বজন্মে কৃত অকুশল পাপ কর্মের ফলে দরিদ্র হয়ে জন্মেছিলেন। জীবন ধারণের জন্য তিনি পরের ঘরে নানা কাজ করতেন। এভাবেই তার সংসার চলতে লাগল। একদিন হঠাৎ তিনি সংসারের বিবিধ দোষ দেখতে পেয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে চাইলেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, তাকে কেউই প্রব্রজ্যা দিলেন না। প্রব্রজ্যিত হতে না পেরে তিনি অনোমদর্শী ভগবানের শ্রাবক নিসভ স্থবিরে কাছে গিয়ে পঞ্চশীল গ্রহণ করলেন। তখন পৃথিবীতে মানুষের আয়ু ছিল অত্যন্ত দীর্ঘ। তাই তিনি লক্ষ বৎসর ধরে পঞ্চশীল পালন করলেন। সেই পুণ্যকর্মের ফলে তিনি দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণ করতে করতে এই গৌতম বুদ্ধের সময় বৈশালীকে মহাধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেন। তার মাতাপিতাকে শীল গ্রহণ করতে দেখে তার নিজের শীল গ্রহণের কথা মনে পড়ল। তাতে বিদর্শন জ্ঞান আরোপ করে তিনি অর্হত্ত্ব লাভ করলেন এবং সাথে সাথেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। তিনি নিজের পূর্বকৃতকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে উদানবশে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'চন্দ্রবতী নগরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৩৪. সেই সময় আমি চন্দ্রবতী নগরে এক ভৃত্য হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। পরের কাজকর্ম করার কারণে আমি প্রব্রজ্যা লাভ করতে পারিনি।

১৩৫. অজ্ঞতারূপ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে লোভ-দ্বেষ-মোহ এই ত্রিবিধ অগ্নিতে দগ্ধ হতে হতে আমি ভাবলাম, কোন উপায়ে আমি ভব বন্ধন হতে মুক্ত হতে পারব?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৩৬. আমি একজন দ্রারিদ্রক্লিষ্ট ভৃত্য। দান দেওয়ার মত আমার কিছুই নেই। তবে ইহাই ভাল হয় যদি আমি পঞ্চশীল জ্ঞানরূপে পালন করি।

১৩৭. তখন অনোমদর্শী ভগবানের নিসভ স্থবির নামক একজন শ্রাবক ছিলেন। আমি তার কাছে গিয়ে পঞ্চশীল গ্রহণ করেছিলাম।

১৩৮. সেই সময় আমার আয়ুছিল লক্ষ বৎসর। তাই আমি লক্ষ বৎসর ধরে যথায়ুষ্কাল সেই গৃহীত পঞ্চশীল উত্তমরূপে পালন করেছিলাম।

১৩৯. মৃত্যুের সময় দেবগণ আমাকে চিন্তামুক্ত করেছিলেন। তার তখন আমার সামনে সহস্র অরযুক্ত দিব্যরথ উপস্থিত করে ছিলেন।

১৪০. চলমান জীবনে আমি প্রতিটি মুর্হুতে আমার শীল অনুস্মরণ করতাম। সেই সুকৃত কর্মের ফলে আমি তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

১৪১. আমি দেবলোকে দেবেন্দ্র হয়ে ত্রিশবার রাজত্ব করেছিলাম এবং সেখানে অপ্সরা পরিবৃত হয়ে দিব্যসুখ ভোগ করেছিলাম।

১৪২. পৃথিবীতে আমি পঁচাত্তরবার রাজচক্রবর্তী হয়েছিলাম এবং অসংখ্যবার প্রাদেসিক রাজা হয়েছিলাম।

১৪৩. দেবলোম হতে চ্যুত হওয়ার পর পূর্বকৃত পুণ্যের প্রভাবে আমি বৈশালীতে এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করলাম।

১৪৪. পৃথিবীতে জিনশাসন প্রচারিত হলে ভিক্ষুগণ বর্ষাবাস অধিষ্ঠানের দিনে আমার মাতাপিতা পঞ্চাশীল গ্রহণ করেছিলেন।

১৪৫. তার শীল গ্রহণ করছেন শুনে আমার সেই পূর্বগৃহীত শীলের কথা স্মরণ হল। তারপর অর্হত্ত্ব লাভ করলাম।

১৪৬. আমি জন্মের পাঁচ বৎসরের মাথায় অর্হত্ত লাভ করেছিলাম। চুক্ষুষ্মান বুদ্ধ আমার গুণ দেখতে পেয়ে আমাকে উপসম্পদা প্রদান করেছিলেন।

১৪৭. আমি পঞ্চশীল যথাযথভাবে পালন করার ফলে অনন্ত কল্প ধরে এখনো বিনিপাত নিরয়ে জন্মগ্রহণ করিনি।

১৪৮. পঞ্চশীল পালন করার দরুণ আমি অমিত যশ-খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলাম, যা একজন দেশক কোটিকল্প ধরে প্রকাশ করলেও ফুরাবে না।

১৪৯. পঞ্চশীল পালন করে আমি জন্মে জন্মে দীর্ঘায়ু, মহাধনী ও তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ হয়েছিলাম।

১৫০. সকলের উপর অতিমাত্রায় অধিপত্য লাভ করে আমি বহু জন্মপরিভ্রমণ করে এই স্থান লাভ করেছি।

১৫১. পৃথিবীতে অপরিমেয় শীল পালনকারী জিনশ্রাবকগণের বিপাক কীরূপ হবে একবার ভেবে দেখুন।

১৫২. সেই ভৃত্য তপস্বী কর্তৃক শীল উত্তমভাবে অনুশীলিত হয়েছে। সেই শীলে পালনের দরুণ আমি সর্ববিধ বন্ধন হতে মুক্তি লাভ করেছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৫৩. আজ থেকে অনন্ত কল্প আগে যেদিন আমি পঞ্চশীল রক্ষা করেছিলাম, সেদিন থেকে আজও আমাকে পঞ্চশীল পালনেরই ফল

১৫৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্টমিাক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পঞ্চশীলগ্রহণকারী স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পঞ্চশীল গ্রহণকারী স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. অন্নসংবাসক স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে সুখদপুণ্য সঞ্চয় করতে করতে নিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এককুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ সমন্বিত, ব্যাম প্রভায় আলোকিত ও অনিন্দ্য সুন্দর ভগবানকে পিণ্ডচরণ করতে দেখে তিনি আনন্দিত মনে ভগবানকে নিমন্ত্রণ কররেন। ভগবানকে ঘরে নিয়ে গিয়ে উত্তম উত্তম অন্ন-পানীয়ে পরিতৃপ্ত করে ভোজন করালেন। তিনি সেই চিত্ত প্রসন্নতা হেতু মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করলেন। তারপর অপরাপর বহুজন্মপরিভ্রমণকালে দেবলোকে দেবসম্পত্তি ও মনুষ্যলোকে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরে বুদ্ধশাসনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। তিনি পূর্বকৃত পুণ্য অনুসারে 'অন্নসংবাসক' নামে ব্যাপকভাবে পরিচিত হলেন।

পরবর্তীসময়ে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্মস্মরণ করে আনন্দিত মনে 'এভাবেই আমি এই পুণ্যকর্মের ফলে অর্হত্ত্ব লাভ করেছি' এই বলে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সুবর্ণবর্ণ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৫৫. সেই সময় সুবর্ণ তোরণ সদৃশ বত্রিশ মহাপুরুষলক্ষণ সমন্বিত সুবর্ণবর্ণ সম্বুদ্ধ পথিমধ্যে পিণ্ডচরণ করছিলেন।

১৫৬. লোকপ্রদীপ, জ্যোতিষ্মান, অপ্রমেয় অনোপম সুন্দর সিদ্ধার্থ বুদ্ধকে দেখে আমার মনে এক পরম প্রীতি অনুভব করেছিলাম।

১৫৭. আমি সেই মহামুনি সম্বুদ্ধকে নিমন্ত্রন করে ঘরে নিয়ে গিয়ে উত্তম উত্তম অন্ন-পানীয়-ভোজন করায়েছিলাম। তারপর মহাকারুনিক তথাগত বুদ্ধ আমাকে ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন।

১৫৮. সেই সময় মহাকারুনিক তথাগত বুদ্ধের প্রতি চিত্তপ্রসন্ন করে আমি কল্পকাল স্বর্গে রমিত হয়েছিলাম।

১৫৯. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি এই দান দিয়েছিলাম, সেই পুণ্যের ফলে সেদিন থেকে আজ অবধি আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পিণ্ডদানেরই ফল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৬০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অন্নসংবাসক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অন্নসংবাসক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. ধূপদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনষ্ঠানের মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এককুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি সিদ্ধার্থ ভগবানের প্রতি চিত্ত প্রসন্ন হয়ে চন্দনাদি দ্বারা তৈরি করায় বিবিধ প্রকার ধূপ দিয়ে ভগবানের গন্ধ কুঠিরকে পূজা করেন। সেই পুণ্যর ফলে তিনি দেবলোকে দেবসম্পত্তি ও মনুষ্যলোকে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করতে করতে প্রতিটি জন্মে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়, পূজনীয় হতেন। পরে তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অতীতের পুণ্য প্রভাবে বুদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যিত হয়ে তিনি বিদর্শন ভাবনা করে অর্হত্ব লাভ করেন। অতীত জীবনে কৃত ধূপপূজার পুণ্যফলে অর্হত্ত্ব লাভ করেছেন বিধায় সবর্ত্রই তিনি ধূপদায়ক স্থবির নামে পরিচিত হলেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সিদ্ধার্থ ভগবানের' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৬১. লোকশ্রেষ্ঠ, লোকনায়ক সিদ্ধার্থ ভগবানের গন্ধকুঠিরের উদ্দেশে আমি অত্যন্ত প্রসন্নমনে ধূপপূজা করেছিলাম।

১৬২. দেবলোকে কিংবা মনুষ্যলোকে যেখানেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছি, সেখানে সকলেরই অতি প্রিয়ভাজন হয়েছিলাম। ইহা আমার ধূপ দানেরই ফল।

১৬৩. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি এই ধূপ দান দিয়েছিলাম সেই পুণ্যপ্রভাবে সেদিন থেকে আজ অবধি আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ধূপ দানেরই ফল।

১৬৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ঠবিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ধূপদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ধূপদায়ক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. পুলিন পূজক স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় একসময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বুদ্ধশাসনের প্রতি প্রসন্ন চিত্ত হয়ে চৈত্যাঙ্গন ও বোধিঅঙ্গন সাজিয়েছিলেন। সেই পুণ্যকর্মের প্রভাবে তিনি দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি দিব্যসম্পত্তি ভোগ করতে লাগলেন সেখান থেকে চ্যুত হয়ে মনুষ্যলোকে তিনি সপ্তরত্নসমন্বিত রাজচক্রবর্তী হয়েছিলেন। এভাবে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে অপরাপর বহুজন্মপরিভ্রমণ করতে করতে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরে বুদ্ধ শাসনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনা করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। তিনি পূর্বজন্মে বালি পুলিন দান করায় পুলিনদায়ক স্থবির নামে পরিচিত হলেন।

পরবর্তীতে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্মস্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশকরতে গিয়ে 'বিপশ্বী ভগবানের' প্রভৃতি গাথা বরেছিলেন।

১৬৫. আমি বিপশ্বী ভগবানের বোধিবৃক্ষ মূলের ও চৈত্যাঙ্গণের পুরাতন বালি মারিয়ে দিয়ে সেখানে পরিশুদ্ধ ধবধবে নতুন বালি ছিটায়ে দিয়েছিলাম।

১৬৬. একানব্বই কল্প আগে আমি যেদিন বালি দান করেছিলাম, সেই থেকে আজ অবধি আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বালি দানেরই ফল।

১৬৭. আজ থেকে ত্রিশ কল্প আগে আমি মহাপরাক্রমশালী, ধনাধিপতি মহাপুলিন নামে রাজচক্রবর্তী হয়েছিলাম।

১৬৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পুলিন পূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পূলিন পূজক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. উত্তিয় স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় চন্দ্রভাগা নদীতে এক কুমির হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। সেই কুমিরটি ভগবানকে নদীর তীরে উপবিস্থ হয়েছেন দেখতে পেয়ে প্রসন্ন চিত্তে পরপারে পার করে দেওয়ার ইচ্ছায় তীরের কাছেই শুঁয়ে পড়লেন। ভগবান তার প্রতি অশেষ করুনা বশত তার পিঠের উপর পাদদ্বয় রাখলেন। সেই কুমিরটি অতীব খুশি হয়ে উদগ্র প্রীতি বেগে শিগগিরি ভগবানকে পরপারে পার করে দিল। ভগবান তার চিত্তপ্রসন্নতার কথা অবগত হয়ে এই বলে আশ্বস্ত করে চলেগেলেন, এই কুমির এখান হতে চ্যুত হয়ে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করবে। তারপর থেকে সুগতি স্বর্গলোকে বহুজন্মপরিভ্রমণ করতে করতে আজ থেকে চুরানব্বই কল্প পরে সে অমৃতের স্বাদ পাবে। সেই কুমিরটি ঠিক সেভাইে সুগতি স্বর্গলোকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বহুজন্মপরিভ্রমণ করতে করতে এই গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে জনৈক ব্রাহ্মণের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করে। তখন তার নাম রাখা হল উত্তিয়। তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হলে 'অমৃত পান করব' এই ভেবে পরিব্রাচজক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। একদিন তিনি ভগবানকে দেখতে পেয়ে তার কাছে উপস্থিত হয়ে বন্দনা নিবেদন পূর্বক ধর্মোপদেশ শুনলেন। এতে বুদ্ধের প্রতি তার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। তারপর তিনি বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যিত হয়ে শীলভশুদ্ধি অর্জন করতে না পারায় বিশেষ কিছু লাভ করতে পারলেন না। তখন জনৈক ভিক্ষু বিশেষ কিছু লাভ করে তা অন্য ভিক্ষুকে বলছেন দেখে শাস্তার কাছে গিয়ে সংক্ষিপ্ত উপদেশ শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তখন শাস্তা 'তাহলে হে উত্তিয়, তুমি আগে শীলবিশুদ্ধি অর্জন কর' এই বলে তাকে সংক্ষেপে উপদেশ দিলেন। এভাবে তিনি শাস্তার উপদেশ পেয়ে বিদর্শন ভাবনা শুরু করলেন। প্রবল বীর্যবলে বিদর্শন ভাবনা করার সময় তার বিষয় ভোগ দেখা দেওয়ার সংবেগ প্রাপ্ত হয়ে ও বীর্যারম্ভতার সুফল জ্ঞাত হয়ে তিনি বিদর্শন ভাবনা করে অর্হত্ত্ব লাভ করলেন।

এভাবে অর্হত্ত্ব লাভ করার পর তিনি নিজের পূর্বকৃতকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'চন্দ্রভাগানদীর তীরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৬৯. সেই সময় আমি চন্দ্রভাগা নদীর তীরে এককুমির হয়ে জন্মনিয়েছিলাম। সেই নদীতে পারাপারের জন্য একটি বিস্তৃত ঘাট ছিল।

১৭০. সেই সময়ে অগ্রপুদগল সয়ম্ভূ সিদ্ধার্থ নদী পার হওয়ার জন্য ঘাটে উপস্থিত হয়েছিলাম।

১৭১. শাস্তা সম্বুদ্ধ সেখানে উপস্থিত হলে আমি তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। উপস্থিত হয়ে আমি সম্বুদ্ধেকে এই কথা নিবেদন করেছিলাম।

১৭২. হে মহাবীর, আপনি আমার পিঠে উঠে পড়ুন। আমিই আপনাকে নদী পার করে দেব। হে মহামুনি, আমাকে একটু অনুগ্রহ করুন, ইহা আমার বংশপরম্পরা প্রাপ্ত পৈতৃক বিষয়।

১৭৩. আমার সকরুণ প্রার্থনা শুনে মহামুনি আমার পিঠে আরোহন করেছিলেন। আমিও ভীষণ আনন্দিত মনে লোকনায়ক বুদ্ধকে নদী পার করে দিয়েছিলাম।

১৭৪. স্রোতাস্বিনী নদি পার হওয়ার পর লোকনায়ক সিদ্ধার্থ বুদ্ধ আমাকে এইবলে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, ভবিষ্যতে তুমি অমৃতের স্বাদ পাবে।

১৭৫. সেই কুমির জন্ম হতে চ্যুত হয়ে আমি দেবলোকে জন্ম নিয়েছিলাম। সেখানে আমি পস্পরা পরিবৃত হয়ে দিব্যসুখ ভোগ করেছিলাম।

১৭৬. দেবলোকে আমি দেবেন্দ্র হয়ে সাতবার রাজত্ব করেছিলাম এবং পৃথিবীতে তিনবার মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৭৭. আমি এখন সম্যক সম্বুদ্ধের শাসনে বিবেকযুক্ত, প্রাজ্ঞ ও সুসংযত হয়ে অন্তিম দেহ ধারণ করেছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৭৮. আজথেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে নদী পার করেছিলাম, সেই থেকে আজ অবধি আমাকে দুর্গতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার নদী পার করে দেওয়ার ফল। চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৭৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উত্তিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলাম।

[উত্তিয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. এক অঞ্জলিক স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে সুখদ পুণ্যসঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন হয়ে বিপশ্বী ভগবানকে পিণ্ডচরণ করতে দেখে অতিশয় আনন্দিত মনে হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করে দাড়িয়ে থাকেন। তিনি সেই পুণ্যের ফলে দেবলোকে দেবসম্পত্তি ও মনুষ্যলোকে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করেন। সর্বত্রই তিনি পূজনীয় ও শ্রদ্ধেয় হতেন। এই গৌতম বুদ্ধের সময় তিনি এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি বুদ্ধশাসনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনা করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। অতীত জন্মে কৃতকর্ম অনুসারেই তিনি একঅঞ্জলিক স্থবির নামে পরিচিত হলেন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে তার হাতে আমলকীর চিহ্ন দেখতে পেয়ে অতিশয় আনন্দিত মনে উদানবশে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সুবণ বর্ণ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৮০. আমি সার্থবাহ, নরশ্রেষ্ঠ, বিনায়ক, সুবর্ণবর্ণের অধিকারী সম্বুদ্ধকে পথিমধ্যে পিণ্ডচরণ, করতে দেখেছিলেম।

১৮১. অদমিতকে দমনকারী মহামতি বুদ্ধকে দেখে আমি প্রসন্ন প্রসন্নমনে আমার হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করেছিলাম।

১৮২. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেদিন হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করেছিলাম, সেই থেকে আজ অবধি আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করার ফল।

১৮৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একঅঞ্জলিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একঅঞ্জলিক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০. ক্ষৌমদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় এককুলীন ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে তিনি বুদ্ধশাসনের প্রতি অতিপ্রসন্ন হয়ে ত্রিরত্নের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলেন। পরে বিপশ্বী ভগবানের কাছে ধর্মোপদেশ শুনে প্রসন্নমনে তিনি তার ক্ষৌমবস্ত্র দিয়ে ভগবানকে পূজা করেন। তারপর থেকে তিনি আজীবন বিবিধ পুণ্যকর্ম করে মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। ছয় দেবলোকে তিনি দিব্যসুখ ভোগ মনুষ্যলোকে চক্রবর্তী রাজা প্রভৃতি হয়ে জন্মগ্রহণ করে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করতে করতে পারমী সম্ভার পূরণ করতে লাগলেন। এই গৌতম বুদ্ধের সময় তিনি এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে তিনি শাস্তার কাছে ধর্মোপদেশ শুনে শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। পরে বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করে তিনি অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বকৃত পুণ্য অনুসারে তিনি ক্ষৌমদায়ক স্থবির নামে পরিচিত হলেন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'বন্ধুমতি নগরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৮৪. সেই সময় আমি বন্ধুমতি নগরে একবনিক স্ত্রীপুত্রদের ভরণ-পোষন করি এবং দান শীলাদি পুণ্যবীজ রোপন করি।

১৮৫. মহর্ষি বিপশ্বী ভগবানকে রথে করে যেতে দেখে পুণ্য চেতনায় আমি তাকে একটি ক্ষৌমবস্ত্র দান করেছিলাম।

১৮৬. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে যখন আমি ক্ষৌমবস্ত্র দান করেছিলাম, সেই থেকে আজ পযর্ন্ত কখনও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ক্ষৌমবস্ত্র দানেরই ফল।

১৮৭. আজ থেকে সতের কল্প আগে আমি সপ্তরত্ন প্রতিমণ্ডিত, চারি মহাদ্বীপে অধিশ্বর রাজচক্রবর্তী হয়েছিলাম।

১৮৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ক্ষৌমদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ক্ষৌমদায়ক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

স্মরক-গাথা

সুভূতি, উপবান, স্মরণ ও শীলগ্রাহক
অন্নসংবাসক, ধূপদায়ক, ও পূলিন পূজক
উত্তিয় একঅঞ্জলিক ও ক্ষৌমদায়কমিলে
একশ অষ্টাশি গাথা গ্রন্থিত জানিও সকলে।

[সুভূতি বর্গ তৃতীয় সমাপ্ত]

[চতুর্থ ভাণবার]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪. কুণ্ডধান বর্গ

১. কুণ্ডধান স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানর সময় হংসবতী নগরে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একদি তিনি ভগবানের কাছে ধর্মোপদেশ শুনমে গেলেন। এমন সময় শাস্তা একজন ভিক্ষুকে প্রথম শলাকা গ্রহণকারী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান প্রার্থনা করলেন এবং সেভাবেই পুণ্যকর্ম করতে লাগলেন। একদিন পদুমুত্তর বুদ্ধ সমাপ্তকাল ব্যাপী নিরোধসমাপত্তি ধ্যান হতে উত্থিত হয়ে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় তাকে তিনি মনোশিলাচূর্ণ ও কদলীফল দান করেন। ভগবান তা গ্রহণ করে পরিভোগ করেন। সেই পুণ্যেরফলে তিনি এগার বার দেবলোকে রাজত্ব করেন এবং চবিশবার চক্রবর্তীরাজা হন।

এভাবে তিনি বিবিধ পুণ্যকর্ম করে দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণ করতে করতে কাশ্যপ বুদ্ধের সময় এক ভূমিবাসী দেবতা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। দীর্ঘায়ু বুদ্ধগণেরা সময় পনের দিনে উপোসথ হয় না। তাই বিপশ্বী বুদ্ধের সময় ছয় বৎসর পন্তর অন্তর একবার উপসোথ হতো। একদিন কাশ্যপ বুদ্ধের প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তির দিনে দুজন বন্ধু ভিক্ষু সেখানে উপোসথ করার ইচ্ছায় যাচ্ছিলেন। তখন এই ভূ, বাসী দেবতা ভাবলেন, 'তাদের দুজনের বন্ধুত্ব ভাঙ্গা যায় কিনা একবার পরীক্ষা করা উচিত।' এই ভেবে সেই ভূমিবাসী দেবত সেই দুজন ভিক্ষুর অদূরে থেকে সুযোগ খুজতে লাগল।

অনন্তর একজন স্থবির অপর স্থবিরের হাতে চীবর রেখে মলত্যাগের জন্য জন্য জঙ্গলে প্রবেশ করলেন। মলত্যাগশেষে হাত -পা ধূয়ে ফিরে আসতে লাগলেন। এমন সময় দেবতা সুযোগ পেয়ে স্ত্রীবেশে স্থবিরের শরীর মুছতে মুছতে তার পেছনে পেছনে আসতে লাগল। সঙ্গী ভিক্ষু এমন দৃশ্য দেখার পর অতিশয় দুঃখিত হয়ে বললেন, 'অহো, এই ভিক্ষু নষ্ট হয়েছে। আগে যদি এমন জানতাম, তাহলে এতদিন তার সঙ্গে থাকতাম না।' সেই স্থবির ভিক্ষু আসার সাথে সাথেই তাকে বললেন, 'বন্ধু, এইনেন আপনার পাত্রচীবর। আপনার ন্যায় পাপী ভিক্ষুর সঙ্গে আমি যাব না।' স্থবিরের এমন কথা শুনে তার হৃদয় যেন তীক্ষ্ণ শৈল্যে বিদ্ধ হলো। তখন বেশ অপ্রতিভ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বন্ধু, আপনি এমন কথা বলেছেন কেন? আমি এতদিন সামান্য পাপও করিনি। আজ আপনি আমারকী দোষ দেখতে পেলেন?' 'অন্য কিছু দেখার আর কী আছে, এখনই তো আপনি একজন অলংকৃতা স্ত্রীর সাথে জঙ্গল হতে বের হয়ে আসছিলেন।' 'কোথায় আমি তো এমন কোন স্ত্রীলোক দেখছি না।' এভাবে তিনবার বলা সত্ত্বে তিনি তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছিলেন না। কারণ তিনি তার সাথে নাগিয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে শাস্তার নিকট গেলেন। বন্ধু স্থবিরও অন্য রাস্তা দিয়ে বুদ্ধের কাছে গেলেন।

অতপর ভিক্ষুগণ উপোসথাগরে প্রবেশ করার সময় সেই ভিক্ষু বন্ধু ভিক্ষুকে দেখে 'আমি এই পাপী ভিক্ষুর সাথে উপোসথ করব না।'এই ভেবে উপোসথাগরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলেন। থখন ভূমিবাসী দেবতা ভাবলেন, 'বাস্তাবিক আমি বড়ই অন্যায় কাজ করেছি।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনরায় দেবতা এক বৃদ্ধ বেশে স্থবিরের নিকট এসে প্রশ্ন করলেন, 'ভন্তে, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?' 'উপাসক, এই উপোসথাগারে এক পাপী ভিক্ষু প্রবেশ করেছে।' আমি তার সাথে উপোসথ করব না। তাই বাইরে দাড়িয়ে আছি।' 'ভন্তে, আপনি এরূপ মনে করবেন না। উনি একজন সুশীলভিক্ষু। আপনি যেই স্ত্রীলোকটিকে দেখেছেন, তা অন্য কাউকে মনে করবেন না। আমিই সেই স্ত্রী লোক। আপনাদের মৈত্রীভাবের পরীক্ষার জন্যও সুশীল - দৎশীলতার পরীক্ষার জন্য আমিই সেই কাজটি করেছি।' 'হে সৎপুরুষ আপনি কে?' 'ভন্তে, আমি ভূমিবাসী দেবতা।' দেবপুত্র কথা বলতে বলতেই দিব্যভাবে স্থিত হয়ে স্থবিরের পদমূলে পড়ে 'ভন্তে, আমাকে ক্ষমা করুণ। এই স্থবিরের কোন দোষ নেই। তার সাথে উপোসথ করুন।' এই বলে ক্ষমা চাইলেন। তারপর তখনও অন্য একস্থানে গিয়ে বসলেন। পূর্বের বন্ধুত্ব বশে তার পাশে বসলেন না। তিনি বন্ধু স্থবির ভিক্ষুকে কোন দোষারোপও করলেন না। পরবর্তীতে বন্ধু ভিক্ষুটি বিদর্শন ভাবনা বলে অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। ভূমিবাসী দেবতা সেই কর্মের ফলে এক বুদ্ধান্তর কল্প অপায় ভয় হতে মুক্তি লাভ করতে পারেনি। যদি অন্য সময় মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করত, অন্যের কৃত অপরাধ তার উপর বর্তাত। সৌভাগ্যক্রমে সে আমাদের ভগবান গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেন। তার নাম রাখা হলো ধানমানব। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে সে ত্রিবিধ বেদ শিক্ষা করে বৃদ্ধবয়সে শাস্তার ধর্মোপদেশ শুনে শ্রদ্ধান্বিত হয়ে বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করুণ। যেই দিন তিনি ভিক্ষু হলেন, সেই দিন থেকে এক অলংকৃতা রমনী তার সাথে সাথে অনুগমন করত। তিনি গ্রামে প্রবেশ করার সময় সেই স্ত্রীলোকটি ও তার সাথে গ্রামে প্রবেশ করত, ফিরে আসার সময় সেই স্ত্রীও প্রবেশ করত এবং দাঁড়ালে সেই স্তীও দাঁড়াত। এভাবেই সেই স্ত্রীলোকটি সব সময় তাকে অনুসরণ করত। কিন্তু স্থবির মোটেই তাকে দেখতে পেতেন না। পূর্বকৃত কর্মের ফরে সেই স্ত্রীলোকটিকে অন্যেরা দেখতে পেত।

ভিক্ষার জন্য গ্রামে প্রবেশ করলে উপাসিকারা তাঁকে একবার পিণ্ড দিয়ে এই বরে পরিহাস করতেন, 'ভন্তে, আমাদের সহায়িকার জন্য আরও একভাগ গ্রহণ করুন।' বিহারে আসলে তরুণ ভিক্ষু-শ্রামণেরা তাকে এই বলে উপহাস করতেন, 'ধানকোণ্ডো জাত হয়েছে।' এভাবে উপহাস করার কারণে তাকে সবাই কুণ্ডধান স্থবির বলে ডাকত। এভাবে অন্যের দ্বারা সব সময় উপহাসের শিকার হতে হতে সহ্য করতে না পেরে বিরক্তির সুরে বলতেন, 'তোরমারই কোণ্ড, তোমাদের আচার্য-উপাধ্যয়ই কোণ্ড।' অতঃপর ভিক্ষু শাস্তাকে অভিযোগ কাছে গিয়ে বললেন, 'ভন্তে, কুণ্ডধান স্থবির ছোট ছোট শ্রামণদের সাথে কাকর্শ বাক্য ব্যবহার করছেন।' শাস্তা তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলন, 'হে ধান, সত্যই কি তুমি ছোটছোট শ্রামণদের সাথে কর্কশবাক্য ব্যবহার করছো?' 'হ্যা, ভন্তে, তারা আমাকে সব সময় পরিহাস করলে অসহ্য হয়ে আমি এমন পুরুষবাক্য ব্যবহার করেছি।' ভগবান তখন তাকে 'হে ভিক্ষু, তুমি পূর্বকৃত কর্মও জীর্ণ করতে পারছো না। আর কখনও এমন কর্কশ বাক্য বলিও না।' এই বলে এই গাথা বললেন:

"কাউকে কটূকথা বলিও না তুমি যাদের কটুকথা বলবে তারাও তোমাকে কটূ কথা বলতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পারে। ক্রোধযুক্ত বাক্য দুঃখদায়ক, তজ্জন্য গণ্ডেরপ্রতিদণ্ড তোমাকেই স্পর্শ করবে।"

"আঘাতপ্রাপ্ত কাংশের ন্যায় যদি নিজেকে নীরব রাখতে পার, তবেই তুমি নিবার্ণ প্রাপ্ত হবে। তখন তোমার ক্রোধজনিত বাদসিম্বাদ আর থাকবে না।" (ধম্মপদ ১৩৩, ১৩৪)

স্থবির সুন্দরী স্ত্রলোকের সাথে বিচরণ করার এই খবরটি কোশল রাজাও শুনতে পেলেন। তখন রাজা 'যাও বৎস, সেই ভিক্ষুকে পরীক্ষা কর' এই বলে লোক পাঠালেন এবং নিজেও সপরিবারে স্থবিরের কাছে গিয়ে একপাশে দাড়িয়ে থেকে পরিস্থিতি দেখতে লাগলেন। সেই মুহুর্তে স্থবির সেলাইয়ের কাজ করছিলেন। তখন দেখা যাচ্ছিল যে, তার পাশে সেই স্ত্রীলোকটিও দাড়িয়ে আছে। রাজা সেই স্ত্রীলোকটিকে দেখতে পেয়ে 'নিশ্চয় ইহার কোন কারণ আছে' এই ভেবে সেই স্ত্রীলোকটির দাড়িয়ে থাকার স্থানে গেলেন। রাজা সেখানে আসার সাথে সাথে সেই স্ত্রীলোকটি স্থবিরে ঘরে প্রবেশ করলো। রাজাও সাথে সাথে স্থবিরের ঘরে প্রবেশ করে সর্বত্রই তাকে দেখতে লাগলেন। কিন্তু অনেক খোঁজাখুজির পর সেই স্ত্রীলোকটি দেখতে না পেয়ে 'এই মনে করে প্রথমে তিনি স্থবিরের কাছ দিয়ে গেলেও স্থবিরকে বন্দনা করলেন না। আসলে ঘটনাটি সম্পূণই মিথ্যা হিসেবে জেনে স্থবিরের পর্ণশালা হতে বের হয়ে স্থবিরকে বন্দনা করে একপাশে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভন্তে, ভোজনে কষ্ট পাচ্ছেন না তো?' স্থবির বললেন, 'হতে পারে মহারাজ।' তখন মহারাজ স্থবিরের আহারে কষ্ট দেখে এই বলে চতুপ্রত্যয়ে নিমন্ত্রণ করলেন, 'ভন্তে, আর্য্যের ভোজন কষ্ট পাওয়ার কথা আমি জানি। আপনাকে কে আর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে। ভন্তে, এখন থেকে আপনার কোথাও যাওয়ার দরকার নেই।' আমিই আপনার নিরুদ্বেগে সাধনায় মনোযোগী হোন।' স্থবির রাজার আশ্রয়ে উপযুক্ত ভোজন লাভ করে অচিরেই অহত্ত্ব লাভ করলেন। তারপর থেকে সেই স্ত্রীলোকটিও অন্তর্হিত হল। সেই অনাথপিণ্ডিক কন্যা সুভদ্রাকে উগ্‌গনগরের এক মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন পরিবারে বিবাহ দিয়েছিলেন। একদিন সুভদ্রা উপোসথ শীল অধিষ্টান করে প্রাসাদের উপরতলায় উঠলেন। তিনি আট মুষ্ঠি সুমন পুষ্প আকাশের দিকে নিক্ষেপ করে এই বলে অধিষ্টান করলেন, 'এই পুষ্প তথাগতের মাথার উপর চন্দ্রাতপ আকারে অবস্থিত হোক। এই সংজ্ঞায় ভগবান আগামীকাল পাঁচশত ভিক্ষুর সহ আমার বাড়িতে ভিক্ষা গ্রহণ করুণ।' সেই পুষ্পগুলো গিয়ে ধর্মদেমনার সময় তথাগতেরমাথার উপর চন্দ্রাতপ আকারে অবস্থিত হয়েছিল। শাস্তা সেই সুমন পুষ্পের চন্দ্রতপ দেখত পেয়ে মনে মনে সুভদ্রার নিমন্ত্রণল গ্রহণ করে পরদিন অরুণোদয়ে আনন্দকে বললেন, 'আনন্দ, আজ আমরা দূরবর্তী স্থানে ভিক্ষা করতে যাব। পৃথকজনদের শলাকা না দিয়ে কেবল আর্যপুদ্গলদের শলাকা দাও।' স্থবির ভিক্ষুগণকে তা জানালেন, 'আবুসো, শাস্তা আজ দুরবর্তী স্থানে ভিক্ষা করতে যাবেন। পৃথকজনেরা শলাকা নেবেন না, শুধু আর্যপুদ্গালেরাই শলাকা গ্রহণ করুণ।' তখন কুণ্ডধান স্থবির সর্বাগ্রে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'আবুসো, আমাকে একটি শলাকা দিন।' আনন্দ বললেন, 'আবুসো, আপনার ন্যায় ভিক্ষুকে শলাকা দিতে ভগবান বারণ করেছেন, ইহা আর্যপুদ্গালদেরই একমাত্র প্রাপ্য।' এই বলে চিত্তবির্তক উৎপন্ন করে শাস্তাকে তা জানালেন। শাস্তা বললেন, 'কুণ্ডধান স্থবির যদি শলাকা চাই, তাকে দাও।' আনন্দ ভাবলেন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'ভগবান যখন নিষেধ করলেন না, অবশ্য অন্য কোন কারণ থাকতে পারে।' আনন্দ আসার আগেই কুণ্ডধান স্থবির অভিজ্ঞা উৎপাদক চতুর্থধ্যানে নিমগ্ন হয়ে ঋদ্ধিযোগে আকাশে উঠে হাত বাড়িয়ে এই বলে শলাকা নিলেন, 'আবুসো আনন্দ, ভগবান আমাকে জানেন। আমার ন্যায় ভিক্ষুই প্রথম শলাকা গ্রহণের উপযুক্ত।' তখন শাস্তা সেই স্থবিরকে এই শাসসে প্রথম শলাকা গ্রহণকারী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দিলেন। কারণ এই কুণ্ডধান স্থবির রাজার আশ্রয়ে উপযুক্ত খাদ্য-ভোজ্য পেয়ে সমাহিত চিত্ত হয়ে বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করে ষড়াভিজ্ঞাসহ অহত্ত্ব লাভ করেছিলেন। তারপরওএই স্থবিরের গুণের কথা জানা না থাকায় পৃথকজন ভিক্ষুরা এই বলে সংশয় প্রকাশ করলেন, ইনিও শলাকা গ্রহণ করলেন কি? সেই পৃথকজন ভিক্ষুদের সংশয় দূর করার জন্য স্থবির আকাশে উঠে ঋদ্ধিপ্রতিহার্য প্রদর্শন করেন এই গাথা বলেছিলেন:

"অপায়গামী পাঁচটি অধোভাগীয় সংযোজন ছেদন করবে। সুগতিগামী পাঁচটি ঊর্ধবাগীয় সংযোজন ত্যাগের জন্য শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই পঞ্চেন্দ্রিয় যোগে অনাগামী মার্গ লাভের জন্য উত্তরোত্তর ভাবনা করবে। কাম-দ্বেষ- মোহ -মান -দৃষ্টি এই পাচঁটি সঙ্গ যেই ভিক্ষু অতিক্রম করেছেন, তিনিই কাম -ভব-দৃষ্টি- অবিদ্যা স্রোত উর্ত্তীণ হয়ে নিবার্ণে স্থিত বলে কথিত হন।"

এভাবে তিনি অর্হত্ত্বও শ্রেষ্টস্থান লাভ করার পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সপ্তাহকাল নির্জনে" প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. সপ্তাহকাল ব্যাপী নিরোধ সমাপত্তি ধ্যানে নিরত সয়ম্ভূ অগ্রপুদ্গল বুদ্ধকে আমি অতীব প্রসন্ন মনে সেবা করেছিলাম।

২. ধ্যান হতে উঠেছেন জেনে আমি মহামুনি পদুমুত্তর বুদ্ধকে বড় একটি কদলী ফল দান করেছিলাম।

৩. লোকনায়ক মহামুনি সবজ্ঞ ভগবান তা গ্রহণ পূর্বক আমাকে খুশি করার জন্য পরিভোগ করেছিলেন।

৪. সার্থবাহ অনুত্তর সম্বুদ্ধ আমার দেওয়া কদলী ফল পরিভোগ করার পর বুদ্ধাসনে বসে এই গাথাগুলো বরেছিলেন:

৫. এই পর্বতকে আশ্রয় করে যেই সমস্ত যক্ষ বাস করছেন এবং অরণ্যে যে সমস্ত ভূমিবাসী ও বৃক্ষবাসী দেবতা বাস করছেন তার সকলেই আমার কথা মনযোগ সহকারে শ্রবণ করুন।

৬. পশুরাজ সিংহের ন্যায় বুদ্ধকে যে ব্যাক্তি সেবা করেছে এখন আমি তার গুনকীর্তন করব। তোমরা মনযোগ দিয়ে শ্রবণ কর।

৭. দেবলোকে সে এগার বার দেবরাজইন্দ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং পৃথিবীতে সে চৌত্রিশবার চক্রবর্তী রাজা হবে।

৮. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে এক্কাকু কুলে গৌতম নামক শাস্তা জগতে আবির্ভূত হবেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯. শীলবান, অনাসক্ত অর্হৎ শ্রমনকে মিথ্যা অপদাদ দেওয়া জনিত পাপকর্মের ফলস্বরূপ সে বদনামের অধিকারী হবে।

১০. সে গৌতম বুদ্ধের শাসনে ধর্মোরসজাত উত্তরাধিকারী হবে এবং সে কুণ্ডধান নামক শাস্তা শ্রাবক হবে।

[অতঃপর কুণ্ডধান স্থবির স্বাগত ভাষণ করে বললেন:]

১১. আমি প্রতিবেকযুক্ত, ধ্যানরত, ধ্যানী। শাস্তাকে তুষ্ট করে আমি অনাসক্ত হয়েই অবস্থান করি।

১২. শ্রাবক পরিবৃত ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে সম্মুখে রেখে ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবেশ করে শলাকা গ্রহণের আদেশ দিয়েছিলেন।

১৩. আমি চীবর একাংশ করে লোকনায়ক বুদ্ধকে বন্দনা নিবেদন পূর্বক সবার আগে প্রথম শলাকা নিয়েছিলাম।

১৪. সেই কর্মের দরুণ দশসহস্র লোক কম্পনকারী ভগবান ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবেশন করে আমাকে শ্রেষ্ঠাস্থান দিলেন।

১৫. বীর্য আমার অতীব তীক্ষ্ণ এবং অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণই আমার পরম আরাধ্য। সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে আমি অন্তিম দেহ ধারণ করেছি।

১৬. চারি প্রতিসম্বিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কুণ্ডধান স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কুণ্ডধান স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. স্বাগত স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্ম জন্মন্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সর্ববিধ শিল্পপারদর্শী ছিলেন। তাই তার নাম রাখা হল সোভিত। একদিন তিনি বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ সমন্বিত অতি শোভমান পদুমুত্তর বুদ্ধকে উদ্যান দ্বার দিয়ে যেতে দেখে অতীব প্রসন্নমনে বহুভাবে তার গুণকীর্তন করলেন। ভগবান তার স্তুতিমূলক কাক্য শুনে এই বলে ভবিষ্যৎবানী করলেন, 'এই ব্যক্তি ভবিষ্যতে গৌতম ভগবানের স্বাগত নামক শ্রাবক হবে।'

তিনি সেই থেকে আজীবন বিবিধ পুণ্যকর্ম সম্পন্দন করলেন। সেখান থেকে চ্যুত হয়ে তিনি দেবলোকে জন্মগ্রহণ করলেন। লক্ষকল্প ধরে তিনি দেবলোকে দেবসম্পত্তি ও মনুষ্যলোকে মনুষ্য সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মের পর তার মাতাপিতার মনে অতিশয় আনন্দ উৎপন্ন হয়েছিল বিধায় তার নাম রাখা হল স্বাগত। তিনি বুদ্ধশাসনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। পরে বিদর্শন ভাবনা করে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

এভাবে তিনি অর্হত্ত্ব লাভ করার পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'শোভিত নামে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৭. সেই সময় আমি শোভিত নামক ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেছিলাম এবং আমি সশিষ্যে আরামে (বিহারে) গিয়েছিলাম।

১৮. তখন পুরুষোত্তম ভগবান ভিক্ষুসংঘ পরিবেষ্টিত হয়ে আরাম দ্বার হতে বের হয়ে দাড়িয়েছিলেন।

১৯. আমি তখন সেই আত্মদান্ত সম্বুদ্ধকে ও তার ভিক্ষুসংকে দেখতে পেয়েছিলাম। লোকনায়ক বুদ্ধের প্রতি অতিপ্রসন্ন হয়ে আমি গুণকীর্তন করছিলাম।

২০. যে কোন বৃক্ষ যেমন ভূমিতে জন্মায়, তদ্রুপ বুদ্ধিমান মেধাবী সত্ত্বগণও বুদ্ধের শাসনে জন্মান।

২১. আপনিই সার্থবাহ ও সপ্রাজ্ঞ, বহু মানুষকেই আপনি মহিমান্বিত করেছেন এবং বহু মানুষকে আপনি ভুলপথ হতে উদ্দার করে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন।

২২. নিজে দান্ত হয়ে আপনি আজ দান্তপরিবৃত, নিজে ধ্যানী হয়ে আপনি আজ ধ্যানীপরিবৃত এবং আপনি নিজে আরদ্ধবীর্য হয়ে ভাবিতচিত্ত ও উপশান্ত ভিক্ষু মাঝেই পরিবৃত হয়েই আবস্থান করেন।

২৩. পুণ্যজ্ঞানে অলংকৃত পরিষদের সহিত আপনি অতিশয় শোভিত হন এবং মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় আপনার জ্ঞানপ্রভা সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত হয়।

২৪. আমাকে এভাবে প্রসন্নচিত্ত হতে দেখে মহর্ষি পদুমুত্তর বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের মাঝে দাড়িয়ে এই গাথাগুলো বলেছিলেন।

২৫. আজকে যেই ব্রাহ্মণ বেশ আনন্দিত মনে আমার গুণকীর্তণ করছে, সে লক্ষকল্প ধরে দেবলোকে রমিত হবে।

২৬. সে তুষিত দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে গৌতম ভগবানের শাসনে প্রব্রজ্যিত হবে।

২৭. সেই কর্মের দরুণ সে অর্হত্ত্ব লাভ করবে এবং স্বাগত নামক শাস্তা শ্রাবক হবে।

২৮. প্রব্রজ্যিত হওয়ার পর আমি কায়িক পাপকর্ম সর্বতোভাবে বর্জন করেছি, এবং বাচনিক দুশ্চরিত্র বর্জন করে আমি আমার জীবিকা পরিশুদ্ধ করেছি।

২৯. এভাবে অবস্থান করায় আমি তেজধাতু বিষয়ে বিশেষ পারদশীতা অর্জন করি এবং সর্বাসব ক্ষয় করে অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করি।

৩০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান স্বাগত স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলাম।

[স্বাগত স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩. মহাকচ্চায়ন স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে সুখদ পুণ্যসঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় গৃহপতি মহাশাল কুলে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি শাস্তার কাছে গিয়ে ধর্মোপদেশ শুনছিলেন। তখন শাস্তা একভিক্ষুকে সংক্ষেপে ভাষিত বিষয়ের বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণকারী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দিচ্ছিলেন। তা দেখে তিনি নিজেও সেই শ্রেষ্ঠস্থান লাভের আশায় দানাদি বহু পন্যকর্ম করে দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণ করতে করতে সুমেধ ভগবানের সময় এবং বিদ্যাধর হয়ে জন্মেছিলেন। একদিন তিনি আকাশপথে গমনকালে শাস্তাকে এক বনসণ্ডে উপবিষ্ট দেখে প্রসন্নমনে কনিকার ফুল দিয়ে পূজা করেছিলেন। তিনি সেই পুণ্যের ফলে বহুবার সুগতিস্বর্গ লোকে জন্মগ্রহণ করেন। পরে কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে বারাণসীর এককুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কাশ্যপ ভগবানের পরিনির্বাণের পর তার উদ্দেশে সুবর্ণ চৈত্য নির্মাণের সময় তাতে দশহাজার টাকা মূল্যের সোনা দান দিয়ে পূজা করেন এবং এই প্রার্থনা করেন, 'হেভগবান, এই পুণ্যের ফলে জন্মজন্মান্তরে আমার শরীর যেন সোনার মতো উজ্জ্বল হয়।' তারপর থেকে আজীবন কুশলকর্ম করে এক বুদ্ধান্তর কল্প দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে জন্ম পরিভ্রমণ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি উজ্জয়নীর রাজা চন্দ্রপ্রদ্যেতের এক পুরোহিতের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। নাম করণদিনে তার মাতা পিতা ভাবলেন, 'আমাদের পুত্রের শরীর দেখতে সর্ণের মতো উজ্জল।' তাই তারা পুত্রের নাম রাখলেন কাঞ্চন মানব। বয়স বাড়ার সাথে সাথে পরে তিনি ত্রিবিধ বেদ শিক্ষা করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনিই পিতার পৌরহিত্ব পদ লাভ করেন। আসলে তিনি ছিলেন কচ্চান গোত্রের মানুষ তাই তিনি 'কচ্চান' নামেই সর্বশেষ পরিচিতি পেয়েছিলেন।

রাজা চন্দ্রপ্রদ্যেত জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন শুনতে পেয়ে তাকে এই বলে পাঠালেন, 'আচার্য, আপনি শাস্তার কাছে গিয়ে তাঁকে এখানে নিয়ে আসুন।' তিনি শাস্তার কাছে গেলেন। শাস্তা তাকে ধর্মোপদেশ দিলেন। দেশনা শেষে তিনি সঙ্গী সাত জনের সহিত সেখানে উপবিষ্ঠ অবস্থাতেই প্রতিসম্ভিদা সহ অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। অতঃপর শাস্তা তাদেরকে 'এহা ভিক্খু' বলে তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ তাদেরকে দেখতে ষাটবষীর্য় প্রবীন স্থবিরের ন্যায় দেখাচ্ছিল। তারপর স্থবির এই বলে রাজার সংবাদটি জানালেন, 'ভন্তে, রাজা প্রদ্যেত আপনার পদবন্দনা করেছেন এবং আপনার কাছ থেকে ধর্মোপদেশ শ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।' তখন শাস্তা তাকে বলরেন, 'তুমি তো একন ভিক্ষু। অতএব তুমিই যাও। তুমি গেলেই রাজা অত্যন্ত খুশি হবেন।' স্থবির বুদ্ধের নির্দেশে সেখানে গিয়ে রাজাকে খুশি করে এবং অবন্তীতে বুদ্ধের শাসন প্রতিষ্ঠা করে শাস্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করলেন। এভাবে তিনি অর্হত্ব লাভের পর 'হে ভিক্ষুগণ আমার শ্রাবক সংক্ষিপ্ত ভাষিত বিষয়ের বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণকারী ভিক্ষুগণের মধ্যে মহাকচ্চায়নই শ্রেষ্ঠ' এভাবে ভগবানের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করলেন। পরে নিজের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পূর্বকৃতকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর বুদ্ধের' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩১. পদুমুত্তর বুদ্ধের উদ্দেশে নির্মিত পদুম নামক চৈত্যে আমি শিলাসন তৈরি করায়ে তাতে সোনাদিয়ে মুড়ে দিয়েছিলাম।

৩২. আমি লোকবন্ধু বুদ্ধের মাথার উপর চন্দ্রতপ সদৃশ রত্নময় ছাতা ধারণ করেছিলাম

৩৩. সেই সময় যেখানে যত দেবতা, ব্রহ্মা সমাগত হবেন ভগবান তাদের নিকট আমার রত্নময় ছাতা দানের ফল সম্বন্ধে দেশনা করবেন।

৩৪. শাস্তার মুখ থেকে আমরা তৎসমস্তই শ্রবণ করব এবং সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে আমরা আরোবেশি করে আনন্দ দান করব।

৩৫. ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত সয়ম্ভূ অগ্রপুদ্গল সেই স্বর্ণেমোড়া শিলাসনে উপবিষ্ট হয়ে এই গাথাগুলো বলেছিলেন।

৩৬. রত্নময় সোনারঙা এই আসনটি যেই ব্যক্তি দান করেছে, এখন আমি তার গুণকীর্তন করব। তোমরা সবাই মনযোগ সহকারে শ্রবণ কর।

৩৭. সে দেবলোকে দেবেন্দ্র ত্রিশকল্প রাজত্ব করবে এবং শত শত যোজন বিস্তৃত জায়গা সে দীপ্তিমান হবে।

৩৮. পরে সে মনুষ্যেলোকে জন্ম নিয়ে মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হবে এবং তখন তার নাম হবে প্রবাস্বর।

৩৯. তখন সে সূর্যের মতে দিবারাত্রি সদা দীপ্তিমান থাকবে এবং তার বিবিধ রত্নসম্ভার উৎপন্ন হবে।

৪০. আজ থেকে লক্ষ কল্প পরে ওক্কাকু কুলে গৌতম নামক শাস্তা জগতে আর্বিভূত হবেন।

৪১. তখন সে তুষিত দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে পূর্বকৃত পুণ্য প্রভাবে কচ্চান নামক ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মগ্রহণ করবে।

৪২. পরে সে প্রব্রজ্যিত হয়ে অনাসক্ত অর্হৎ হবে এবং লোকপ্রদ্যেত গৌতমবুদ্ধ তখন তাকে শ্রেষ্ঠস্থান প্রদান করবেন।

৪৩. তখন সে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করবে এবং জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিয়ে প্রশ্নকর্তাকে সন্তুষ্ট করবে।

তারপর মহাকচ্চান স্থবির স্বাগত উচ্চারণ করে বললেন:

৪৪. আমার জন্ম অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারে। আমি বিবিধ মন্ত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলাম। আমি আমার সমস্ত ধন-ধান্য ত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণকরেছিলাম।

৪৫. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর আমি বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করে থাকি এবং এতে করে আমি প্রশ্নকর্তাকে সন্তুষ্ট করি ও দ্বিপদোত্তম বুদ্ধকে পরিতুষ্ট করি।

৪৬. আমার বিস্তারিত উত্তরে অতিশয় পরিতুষ্ট হয়ে মহাবীর সয়ম্ভূ অগ্রপুদ্গল বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবিষ্ট হয়ে আমাকে শ্রেষ্ঠস্থান দিয়েছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবে আয়ুষ্মান মহাকচ্চান স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মহাকচ্চান স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. কালুদায়ী স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি শাস্তার কাছে গিয়ে ধর্মোপদেশ শুনছিলেন। এমন সময় শাস্তা এক ভিক্ষুকে কুলপ্রসাদক ভিক্ষুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দিচ্ছিলেন। তা দেখে তিনি ও শ্রদ্ধাতদ্গত চিত্তে দানাদি পুণ্যকর্ম করে সেই শ্রেষ্ঠস্থান প্রার্থনা করলেন।

তিনি আজীবন কুশলকর্ম করে দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণ করতে করতে আমাদের বোধিসত্ত্বের মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ দিনে কপিলাবস্তুতে এক অমাত্যের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। বোধিসত্ত্বের জন্মদিনেই তিনি ভূমিষ্ঠ হন। তখন তাকে একটি শ্বেতবস্ত্রে শয়ন করায়ে বোধিসত্ত্বের নিকটে নেওয়া হয়েছিল। বোধিবৃক্ষ, রাহুলমাতা, চারিনিধিকুম্ভ, আরোহনীয়হস্তী, কন্থকঅশ্ব, ছন্ন সারথী, আনন্দ, ও কালুদায়ি এই সাতটি বোধিসত্ত্বের সাথে একইদিনে জন্ম নেওয়ার তাদের সবাইকে সহজাত বলা হতো। কালুদায়ির জন্মগ্রহণে সকল নগরবাসী উন্নতমনা হয়েছিল বিধায় তার নাম রাখা হলো উদায়ি। শরীরের কর্ণ ঈষৎ কালো ছিল বিধায় কালুদায়ি নামেই সবিশেষ পরিচিত পেয়েছিলেন। তিনি বোধিসত্ত্বের বাল্যবন্ধু ছিলেন। বোধিসত্ত্বে সাথে খেলা করতে করতেই তিনি বড় হয়েছিলেন।

পরবর্তীতে লোকনাথ বুদ্ধ মহাভিনিষ্ক্রমণ করে বুদ্ধত্ব লাভ করেন এবং ধর্মচক্র প্রবর্তনের পর রাজগৃহের বেলুবনে অবস্থান করেন। তখন রাজ শুদ্ধোধন এই সংবাদ পেয়ে বুদ্ধকে আনবার জন্য হাজার লোকের সাথে জনৈক অমাত্যকে এই বলে পাঠালেন, 'যাও, আমার পুত্রকে নিয়ে আস।' সেই অমাত্য বুদ্ধের ধর্মদেশনার সময় সেখানে উপস্থিত হন। শ্রোতামণ্ডলীর একদম শেষ প্রান্তে স্থিত হয়ে ধর্মদেশনা শুনে সপরিষদে অর্হত্ত্ব লাভ করেন। তখন শাস্তা তাদেরকে 'এহা ভিক্খবো' বলে তাদেরদিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। মুহূর্তের মধ্যেই সকলে ঋদ্ধিময় পাত্রচীবর পেয়ে ষাটবর্ষীয় স্থবিরের ন্যায় প্রতীয়মান হচ্ছিলেন। অর্হত্ব লাভের পর আর্যগণ মধ্যস্থভাবে অবস্থান করেন। তাই তিনি রাজার প্রেরিত সংবাদটি দশবল বুদ্ধকে আর বলেননি। এদিকে রাজা তাদের কোন সংবাদ না পেয়ে পুনঃরায় হাজার লোকের সাথে একজন অমাত্যকে পাঠালেন। তারাও পূর্ববৎ অহর্ত্ত্ব লাভ করলেন এবং ঋদ্ধিময় উপসম্পদা লাভ করলেন। এই প্রকারে রাজা নয়জন অমাত্যকে নয় হাজার লোকের সাথে পাঠালেন, সকলেই বুদ্ধের ধর্ম শুনে অর্হত্ত্ব লাভ করেন। কিন্তু কেউই রাজার সংবাদ বুদ্ধকে বলেননি।

তখন রাজা চিন্তা করলেন, 'বোধহয় এতজন লোকের দয়া আমার উপর না থাকায় তারা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কেউই দশবলবুদ্ধকে এখানে আগমন করার জন্য বলেনি। এই উদায়ী দশবলে সমবয়স্ক, বাল্যবন্ধুও খেলার সাথী। আমার প্রতি তার যথেষ্ট স্নেহও আছে। অতএব একেই পাঠাব।' এই ভেবে রাজা তাকে ডেকে বললেন, 'বৎস, একহাজার লোককে সঙ্গে নিয়ে রাজগৃহে গমন করে দশবল বুদ্ধকে নিয়ে আস।' রাজার আদেশে যাবার সময় তিনি বলরেন, 'মহারাজ, আমি যদি প্রব্রজ্যা লাভ করতে পারি, তাহলে ভগবানকে এখানে নিয়ে আসব।' তখন রাজা বললেন, 'তুমি যেভাবেই হোক আমার পুত্রকে আমাকে একটু দেখাও।' তিনি ও রাজাগৃহে গিয়ে বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে সপরিষদে অর্হত্ত্ব লাভ করেন এবং ঋদ্ধিময় প্রব্রজ্যা লাভ করেন। অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি ভাবলেন, 'এখন ভগবানের কপিলাবস্তু নগরে যাবার সময় নয়'। যখন বসন্ত সমাগমে বৃক্ষলতাদি পুষ্পিত হবে ও মাঠ হরিদ্বতৃণে সমাচ্ছন্ন হবে, তখন যাওয়াটা সবচেয়ে উপযুক্ত হবে।' তাই তিনি কিছুদিন অপেক্ষা করে বসন্ত সমাগমে কপিলাবস্তু নগরে গমনের জন্য ভগবানকে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য করতে গিয়ে এই গাথাগুলো ভাষণ করলে।

"ভদন্ত, ফলগ্রাহী বৃক্ষগুলো পুরোন পাতা ত্যাগ করে এখন ঈষৎ লালবর্ণের কুসুম - কিশালয়ে সুশোভিত। সেই বৃক্ষগুলো প্রজ্জলিত আগুনের ন্যায় চতুর্দিকে প্রভান্বিত হচ্ছে। হে অর্থরস সমূহের ত্যাগী মহাবীর, এখান আপনার কপিলাবস্তু নগরে যাওয়ার উপযুক্ত সময়।"

"পুরোন পাতা ত্যাগ করে ফলগ্রাহী সর্বদেকে ফুল্লিত মনোরম বৃক্ষগুলো সুগন্ধ ছড়াচ্ছে। হে বীর, এখনই আপনার সেখানে গমনের উপযুক্ত সময়।"

"ভদন্ত, এখন অতি শীতল নয়, আর অতি উত্তম ও নয়, তাই এখনই দীর্ঘপথ গমনের উপযুক্ত সুখময় ঋতু। শাক্য ও কোলিয় জনপদের মধ্যে রোহিনী নদী উত্তর-দক্ষিণভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। রাজগ্রহ ইহার দক্ষিণ পূর্বকোণে। সেই কারণে রাজগৃহ হতে কপিলাবস্তু গমন করতে পেছনে রোহিনী নদী উত্তীর্ণ হওয়ার সময়ে ভগবানকে শাক্য ও কোলিয়বাসীরা দর্শন করুক।"

"কৃষক ফসলের আশায় ক্ষেত্রকর্ষণ করবে ও ফসলের আশায় বীজ বপন করে। ধনাহরণকারী বনিকেরা ধনের আশায় সমুদ্রে গমন করে। আমি আপনাকে কপিলাবস্তু নগরে নেওয়ার আশায় এখানে অবস্থান করছি। আমার সেই আশা সফল হোক।"

(থেরগাথা)

"হে মহামুনি, এখন অতি শীতলও নয়, অতি উ"ও নয়। এখন গেলে ভিক্ষায় ও তেমন কষ্ট পেতে হবে না। এখন বৃক্ষলতাদি সুপুষ্পিত ও দিগন্তবিস্তৃত মাঠ হরিৎবর্ণে তৃণে সমাচ্ছ। এখনই কপিলাবস্তু গমনের উপযুক্ত সময়।"

(অঙ্গুত্তর নিকায় অর্থকথা)

"কৃষক বারবার বীজ বপন করে থাকে। দেবরাজ মেঘ বারবার বর্ষণ করে থাকে। কৃষক বারবার ক্ষেত্র কর্ষণ করে থাকে এবং বারবার রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ধান্য ফসল আনান করে থাকে।"

"ভিক্ষুক বারবার খুঁজতে থাকে। দানপতিদায়ক বারবার দান করে থাকে। দানপতিদায়ক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বারবার দান করে থাকে। দানপতিদায়ক বারবার দান দিয়ে সুগতি স্বর্গলোকে গমন করে থাকে।"

"সেই কারণে আমিও বারবার প্রার্থনা করছি। নিশ্চই বীর তথা বীর্যবান পুরুষ স্বীয় রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতির সাত পুরুষ উদ্ধার করে থাকে। যেই কুলে ভুরি প্রজ্ঞা বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন, আমি মনে করি সেই কুল দেবাতিদেব শক্র তুল্য। যেহেতু আপনি আর্যজাতিতে জন্মগ্রহণ করে মুনিভাব প্রাপ্ত হয়েছেন।"

"মহর্ষি বুদ্ধের পিতা শুদ্ধোধন ও মাতা মায়াদেবী। পুণ্যবতী মাতা বোধিসত্ত্বকে গর্ভে ধারণ করে মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে প্রমোদিত হচ্ছেন।"

"গৌতমী গোত্রভুক্ত সেই মায়াদেবী এখান থেকে মৃত্যুবরণ করে দেবগণের সহিত দেবলোকে পঞ্চ কামগুণে পরিবেষ্টিত হয়ে অতিশয় মোদিত হচ্ছেন।" (থেরগাথা)

এভাবে স্থবির কর্তৃক বারবার প্রার্থনা করা হলে ভগবান সেখানে গমনের বহু উপকার দেখে বিশ হাজার ক্ষীণাসব অর্হৎ পরিবেষ্টিত হয়ে রাজগৃহ হতে ক্রমে কপিলাবস্তু অভিমুখে পথে হাঁটতে শুরু করেন। এদিকে স্থবির ঋদ্ধিযোগে আকাশে ভাসমান হয়ে দাড়িয়ে থাকতে দেখে রাজা প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কে?' রাজার এই প্রশ্ন উত্তর দিতে গিয়ে স্থবির বললেন, 'আমি অমাত্য পুত্র কালুদায়ি। আপনিই আমাকে ভগবানের কাছে পাঠিয়েছেন। আপনিই আমাকে চেনেন না। এবার আমাকে আপনি এভাবেই চিনুন।" এই বলে গাথাযোগে বললেন:

"আমি অসহ সহিষ্ণু, অঙ্গীরস, অপ্রতিম বুদ্ধের পুত্র। আর্যজাতি হিসেবে আপনি আমার পিতা। লোক ব্যবহারে ও আপনি আমার পিতা। শাক্যধর্মের অনুকুলে লৌকিক জ্ঞাতি হিসেবে এবং গৌতম গোত্র বিধায় আপনি আমার পিতামহ।"

এভাবেই তিনি নিজের পরিচয় তুলে ধরলেন। রাজা তার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হয়ে তাকে মহার্ঘ পালকে বসালেন। রাজা নিজের জন্য রান্না করা উৎকৃষ্ট ভোজন তার পাত্রে ঢেলে দিলেন স্থবির চলে যাওয়ার ইঙ্গিত দিলেন তখন রাজা বললেন, 'ভন্তে, আপনি কোথায় যাচ্ছেন। এখানেই ভোজন করুন।' স্থবির বললেন, 'আমি শাস্তার কাছে গিয়েই ভোজন করব।' 'ভন্তে, আপনার শাস্তা এখন কোথায়?' 'মহারাজ, শাস্তা এখন বিশ হাজার ভিক্ষুকে সাথে নিয়ে আপনাকে এক নজর দেখার জন্য মাঝপথে আছেন।' 'ভন্তে, আপনি এখানেই ভোজন করুন। তারপর ভগবানের জন্য কিছু পিণ্ড নিয়ে যান। যতদিন আমার পুত্র এই নগরে না পৌছাবেন, ততদিন এখান থেকে পিণ্ড আহরণ করবেন।' রাজা কৃর্তক এভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে স্থবির সেখানে ভোজন করলেন। ভোজন শেষে রাজা ও তার পরিষদকে ধর্মদেশনা করে শাস্তা আগমনের কিছু পূর্বে সমস্ত রাজ প্রসাদ বিবিধ রত্নে সাজালেন, তারপর সকলে দেখেমত করে শাস্তার জন্য আহৃত ভাতপূর্ণ পাত্র আকাশে ছুড়ে মেরে নিজেই আবার আকাশে উত্থিত হয়ে ভাতপূর্ণ পাত্রটি হাতে নিয়ে শাস্তার হতে লাখবেন। শাস্তার সেই পণ্ডিপাত ভোজন করলেন। এভাবে ষাট যোজন দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার সময় তিনি প্রতিদিন ভগবানের জন্য রাজগৃহ হতে পিণ্ডএনে দান করতেন। অতঃপর ভগবান চিন্তা করলেন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"কালুদায়ী আমার পিতাকে ও তার পরিষদকে অতিশয় প্রসন্ন করেছেন।' তারপর ভগবান এই বলে তাকে কুলপ্রসাদক ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক কুলপ্রসাদক ভিক্ষুদের মধ্যে কালুদায়িই শ্রেষ্ঠ।'

এভাবে তিনি অর্হত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠস্থান লাভের পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর বুদ্ধের' এই গাথাগুলো বলেছিলেন।

৪৮-৪৯. সেই সময় দীর্ঘপথে প্রতিপন্ন, পর্যটনরত পদুমুত্তর বুদ্ধকে আমি সুপুষ্পিত পদ্ম, উৎপল ও মল্লিকা প্রভৃতি ফুল দান করেছিলাম এবং উৎকৃষ্ট ভোজন দান করেছিলাম।

৫০. মহাবীর বুদ্ধ সেই উৎকৃষ্ট ভোজন তৃপ্তিসহাকারে পরিভোগ করেছিলেন এবং সেই ফুলগুলো নিয়ে জনতাকে দেখিয়েছিলেন।

৫১. এমন ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ ও প্রিয় জলজপদ্ম যেই ব্যক্তি অনেক কষ্ট করে সংগ্রহকরে আমাকে সেগুলো দান করেছে।

৫২. আর যেই ব্যক্তি মনাজ্ঞ পুষ্প ও উৎকৃষ্ট ভোজন দান দিয়েছে, এখন আমি তার গুনকীর্তন করব। তোমরা মনযোগ সহকারে শ্রবণ কর।

৫৩. আঠার বার সে দেবলোকে রাজত্ব করবে এবং তার চারপাশে উৎপল, পদ্ম ও মল্লিকা ফুল সদা প্রষ্ফুটিত থাববে।

৫৪. অমিত পুণ্যপ্রভাবে তার চারপাশে তখন দিব্যগন্ধ প্রবাহিত হবে এবং তার মাথার উপর আকাশে চন্দ্রাতপ সদৃশ পুষ্পছত্র স্থিত হবে।

৫৫. পৃথিবীতে সে পঁচিশবার রাজ চক্রবর্তী হবে এবং পাঁচমতবার প্রাদেসিক রাজা হবে।

৫৬. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে এক্কাকু কুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে অবির্ভূত হবেন

৫৭. অতীতের পুণ্য প্রভাবে সে শাক্যকুলে জন্মনিয়ে জ্ঞাতিগণের আনন্দ দান করবে এবং ভগবানবুদ্ধের জ্ঞাতি ভাই হবে।

৫৮. পরবর্তীতে সে পূর্বজন্মের পুণ্যপ্রভাবে প্রব্রজ্যিত হবে এবং সর্বাসব ক্ষয় করে অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

৫৯. প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভের পর গৌতম বুদ্ধ তাকে কুলপ্রসাদক ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দেবেন।

৬০. কঠোর সাধনার নিয়োজিত হয়ে সে নিরুপধি ও উপশান্ত হবে এবং তখন উদায়ী নামক শাস্তা শ্রাবক হবে। অতঃপর কালুদায়ি স্থবির স্বাগত ভাষণ করে বললেন:

৬১. আমার রাগ (লোভ) দ্বেষ, মোহ, মান ও ম্রক্ষ সম্পূর্ণতই ধ্বংস হয়েছে এবং আমি এখন সর্বাসব ক্ষয় করে অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করি।

৬২. সম্বদ্ধকে পরিতুষ্ট করে আমি এখন আরদ্ধবীর্য ও প্রাজ্ঞ। আমি কুলদের প্রসন্নতা উৎপাদন করি বিধায় সম্বুদ্ধ আমাকে এই শ্রেষ্ঠস্থান দিয়েছেন।

৬৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কালুদায়ি স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কালুদায়ি স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. মোঘরাজ স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন একদিন তিনি শাস্তার নিকট ধর্মশ্রবণ করতেছেন, এমন সময় ভগবান জীর্ণ চীবর ধারীর প্রস্থান স্থানে একজন ভিক্ষুকে নিয়োগ করলেন। তা দেখে তিনি ও সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করলেন। তিনি জন্ম জন্মান্তরে বহুপুণ্য সঞ্চয় করে অর্থদর্শী ভগবানের সময় পুনঃরায় এক ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ্য বিদ্যায় বুৎপত্তি লাভ করে তিনি ছাত্রদের শিক্ষা দিবেন। একদিন তিনি ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত ভগবানকে রথে চড়ে যেতে দেখে প্রসন্নচিত্তে বন্দনা করেন এবং গাথা যোগে প্রশংসা করে পাত্রপূর্ণ মধু দান করেন। শাস্তা তা গ্রহণ করে ধর্মোপদেশ দিলেন। সেই পুণ্যের ফলে তিনি দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণ করতে করতে কাশ্যপ ভগবানের সময় কাষ্টবাহন রাজার অমাত্য হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। শাস্তাকে নিয়ে আসার জন্য তিনি সহস্র পুরুষ পরিবৃত হয়ে শাস্তার শ্রদ্ধন্বিত হয়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি প্রায় বিশ হাজার বৎসর শ্রমণধর্ম অনুশীলন করেন। সেখান থেকে চ্যুত হয়ে এক বুদ্ধান্তর কল্প সুগতি স্বর্গলোকে অবস্থান করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তার নাম রাখা হয় 'মোঘরাজ'। বাবরিয় ব্রাহ্মণের নিকট শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করেন ও তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। একদিন অজিতপুমুখ সহস্র তাপস ভগবানের নিকট প্রেরিত হন। তারা ভগবানকে ১৫টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং ভগবানের প্রত্যুত্তরের পর অর্হত্ত্ব লাভ করেন। তিনি অর্হত্ত্ব লাভের পর পাংশুচীবর পরিধান করতেন। উহার সেলাই সুতা এবং অতিশয় হীন ছিল। একদিন শাস্তা তাকে জীর্ণ চীবরধারী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দিলেন। এভাবে তিনি পূর্ব প্রার্থিত অর্হত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠস্থান লাভের পর নিজের পূর্বকৃত পুণ্য স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'অর্থদর্শী ভগবান' এই গাথাগুলো বলেছিলেন।

৬৪. অপরাজিত সয়ম্ভূ অর্থদর্শী ভগবান ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হয়ে রথে চড়ে পথে গমন করছিলেন।

৬৫. আমি সশিষ্য পরিবৃত হয়ে ঘর হতে বের হয়েই লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৬৬. তখন লোকনায়ক বুদ্ধের প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হয়ে অবনত মস্তকে হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করে বন্দনা নিবেদন করেছিলাম।

৬৭. রূপী, অরূপী কিংবা অসংজ্ঞসত্ত্ব তার সকলেই আপনার সর্বোচ্চো জ্ঞাত অধিগত করতে সক্ষম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬৮. সুখপ্রত্যাশী এমন সব জলজ প্রাণী যার জলসীমায় বসবাস করে ও পানিতে জলে বদ্ধ হয়ে আটকে আছে।

৬৯. সে রূপী হোক আর অরূপী হোক সেই সমস্ত সত্ত্বগণের চেতনা আছে তার সকলেই আপনার সর্বোচ্চ জ্ঞানের অধিকারী।

৭০. অজ্ঞতারূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন এই পৃথিবী আজ সম্বুদ্ধ জ্ঞানের রশ্মিতে আজ ভীষণ রকম আলোকাজ্জ্বল এবং আপনার অমৃত নির্ঝর উপদেশবানী শুনে সত্ত্বগণ সংশয় স্রোত উর্ত্তীণ হয়ে থাকে।

৭১. ঘোর অজ্ঞতারূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন পৃথিবীতে বাস কররেও তারা আপনার অনন্ত জ্ঞানের জ্যোতিতে সমস্ত অন্ধকারকে পরাভূত করে আলোকিত হয়ে থাকে।

৭২. আপনিই চক্ষুষ্মান, আপনিই সকল সত্ত্বগণের মহা অন্ধকার অপনোদনকারী। আপনার অমিয় উপদেশবানী শ্রবণ করেই বহু সত্ত্ব দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করে থাকে।

৭৩. এই সমস্ত প্রশংসাসূচক গাথা বলারপর আমি পাত্রে মধু পুরিয়ে নিয়ে উভয় হাতে ধরে মহর্ষি বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৭৪. মহাবীর মহাঋষি বুদ্ধ তখন তা নিজ হাতে গ্রহণ করেছিলেন এবং ভোজনের পর সর্বজ্ঞ বুদ্ধ আকাশে উড়াল দিয়েছিলেন।

৭৫. নরশ্রেষ্ঠ অর্থদর্শী ভগবান তখন অন্তরীক্ষে স্থিত থেকে আমাকে প্রসন্ন করতে গিয়ে এই গাথাগুলো বলেছিলেন।

৭৬. যেই ব্যক্তি আমার অনন্ত জ্ঞানকে ও সেই জগতের আধার বুদ্ধকে প্রশংসায় ভাসাল, সেই ব্যক্তি সেই চিত্ত প্রসন্নতা হেতু কখনও দুগতিতে যাবে না।

৭৭. সে দেবলোকে চৌদ্দবার রাজত্ব করবে এবং পৃথিবীতে পাঁচশত বার প্রাদেসিক রাজা হবে।

৭৮. পৃথিবীতে সে পাঁচশত বার চক্রবর্তী রাজা হবে এবং অসংখ্যবার প্রাদেসিক রাজা হয়ে রাজত্ব করবে।

৭৯. সে অধ্যায়নশীল, মন্ত্রধর ও ত্রিবেদে বিশেষ পারদর্শী হয়ে গৌতম ভগবানের শাসনে প্রব্রজ্যিত হবে।

৮০. সে তখন গম্ভীর ও নিপুণ অর্থ জ্ঞানের দ্বারা বিচার করবে এবং মোঘরাজ নামক শাস্তা শ্রাবক হবে।

৮১. সে তখন ত্রিবিদ্যা অধিকারী হবে এবং অনাক্ত হয়ে কৃতকার্য হবে। সার্থবাহ গৌতম ভগবান তাকে তখন শ্রেষ্ঠস্থান দিলেন।

৮২. আমি এখন জনসংসর্গ ত্যাগ করে ও সমস্ত ভববন্ধন ছিন্ন করে ও সর্বাসব ক্ষয় করে অনাসক্ত হয়েই আবস্থান করি।

৮৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মোঘরাজ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মোঘরাজ স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. অধিমুক্ত স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে লোকনাথ অর্থদর্শী বুদ্ধের পরিনির্বাণ লাভের পর এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ত্রিরত্নের প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হয়ে ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করে ইক্ষু দিয়ে মণ্ডপ নিমার্ণ করায়ে মহাদান দেন এবং সেই মহাদানের ফলস্বরূপ পরম শান্তিপদ নিবার্ণ -প্রার্থনা করেন। মৃত্যুের পর তিনি দেবলোকে দেবসম্পত্তি ও মনুষ্যলোকে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে একধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরে বুদ্ধশাসনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন বিধায় অধিমুক্ত স্থবির হিসেবে পরিচিত হন।

এভাবে তিনি অর্হত্ত্ব লাভের পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে করতে গিয়ে 'লোকনাথ বুদ্ধ পরিনিবার্ণের পর' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৮৪. নরশ্রেষ্ঠ লোকনাথ অর্থদর্শী বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হওয়ার পর আমি ভিক্ষুসংঘকে অতিশয় প্রসন্ন মনে সেবা করেছিলাম।

৮৫. ঋজুভূত, সমাহিত ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করার পর আমি ইক্ষু দিয়ে মণ্ডপ তৈরি করায়ে তাতে অনুত্তর সংঘকে ভোজন করায়েছিলাম।

৮৬. দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে আমি যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সেখানে সমস্ত সত্ত্বগণকে অভিভূত করে থাতি। ইহা আমার পুণ্যকর্মেরই ফল।

৮৭. আজ থেকে আঠার শত কল্প আগে আমি যখন এই দান দিয়েছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ইক্ষু দানেরই ফল।

৮৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অধিমুক্ত স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অধিমুক্ত স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. লসুণদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গৃহবাসে বিবিধ দোষ দেখে গৃহত্যগ করে ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে হিমালয়ের আশ্রয়ে গভীর বনে বাস করতে লাগলেন। তিনি সেখানে রসুনসহ বিবিধ ফলমূলের গাছ রোপন করে সেই ফলমূল খেয়েই বসবাস করতে লাগলেন। তিনি বহু রসুন নিয়ে পথিমধ্যে বহু পথচারীকে প্রসন্নমনে দান করেন এবং বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশে ওষধস্বরূপ দান করে যথাস্থানে চলে যান। এভাবে তিনি আজীবন পুণ্যকর্ম করে সেই পুণ্যপ্রভাবে দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণ করতে করতে দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করেন। ক্রমে তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনা করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বজন্মে তিনি রসুন (রসুন) দান করেছিলেন বিধায় লসুনদায়ক স্থবির নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'হিমালয়ের অনতিদূরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৮৯. সেই সময় আমি হিমালয়ের অনতিদূরে একজন তাপস ছিলেন। সেখানে আমি খেয়েই জীবন ধারণ করতাম এবং রসুনই ছিল আমার পরম ভোজন।

৯০. আমি ঝুড়িপূর্ণ রসুন নিয়ে সংঘারামে গিয়েছিলাম এবং খুশিমনে সংঘকে রসুন দান করেছিলাম।

৯১. নরশ্রেষ্ঠ বিপশ্বী ভগবানের শাসনে প্রব্রজ্যিত সংঘের উদ্দেশে আমি রসুন দান করেছিলাম এবং সেই পুণ্যের ফলে স্বর্গে কল্পকাল রমিত হয়েছিলাম।

৯২. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে যখন আমি রসুন দান করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার রসুন দানেরই ফল।

৯৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান রসুনদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[লসুনদায়ক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮. আরাগদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে শিখি ভগবানের পরিনির্বাণের পর এককুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বুদ্ধশাসনের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে কাঠমিস্ত্রিকে দিয়ে দশনীয় ও দীর্ঘ একটি ভোজন শালা নির্মাণ করালেন। ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করে সেখানে উৎকৃষ্ট আহারে ভোজন করায়ে মহাদান দিয়ে চিত্তকে আনন্দের সাগরে ভাসিয়েছিলেন। তিনি এভাবে আজীবন পুণ্যকর্ম করে দেবলোকেও মনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণ করতে করতে দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করতে লাগলেন। এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শাসনের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। ক্রমে বিদর্শন ভাবনার মাধ্যমে তিনি অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বজন্মে কৃতপুণ্য অনুসারে তিনি আয়াগ স্থবির নামে বিখ্যাত হন।

এভাবে তিনি অর্হত্ত্ব লাভের পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'লোকনাথ শিখি বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হলে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৯৪. নরশ্রেষ্ঠ লোকনাথ শিখী বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হওয়ার পর তার উদ্দেশে নির্মিত স্তুপটিকে আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে বন্দনা করেছিলাম।

৯৫. সেই সময় আমি কাঠমিস্ত্রিকে দিয়ে একটি দর্শনীয় ভোজনশালা নিমার্ণ করায়ে সেখানে বেশ খুশিমনে ব্যাপক দান যজ্ঞ আরোজন করেছিলাম।

৯৬. সেই পুণ্যের ফলে আমি দেবলোকে একনাগারে আট কল্প বাস করেছিলাম এবং বাকি কল্প গুলো বিভিন্ন ভুমিতে বিচ্ছিন্ন ভাবে জন্মপরিভ্রমণ করেছিলাম।

৯৭. আমার শরীরে কোন বিষই কার্যকর হতে পারে না, কোন অস্ত্রই আমাকে আঘাত করতে পারে না, এবং জলে কখনও আমার মৃত্যু হয় না। ইহা আমার দানযজ্ঞ আয়োজনই করেছিলাম।

৯৮. আমি যখনই ইচ্ছা করতাম তখন মহামেঘ বারি বর্ষণ করত এমনকি দেবগণও আমার বংশানুগত। ইহা আমার পুণ্যকর্মেই ফল।

৯৯. আমি পৃথিবীতে ত্রিশবার সপ্তরত্নসমন্বিত চক্রবর্তীরাজা হয়েছিলাম এবং আমাকে কেউই নিন্দা- অবজ্ঞা করত না। ইহা আমার পুণ্যকর্মেরই ফল।

১০০. আজ থেকে একত্রিশ কল্পআগে আমি যখন দানযজজ্ঞ আয়োজন করে দান করি, সেই থেকে এখন ও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার দানযজ্ঞ আয়োজনেরই ফল।

১০১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান আয়াগদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[আয়াদদায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯. ধর্মচক্রিক স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীব বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। স্ত্রী-পুত্র সমেত জীবন যাপন করতে করতে তিনি ক্রমে বিশাল বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হন। পরে তিনি ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন হয়ে ধর্মসভগৃহের ধর্মাসনের পছেনের দিকে উপরে একটি রত্নময় ধর্মচক্র তৈরি করায়ে পূজা করেন। সেই পুণ্যের ফলে তিনি দেবমনূষ্য লোকে প্রতি জন্মেই শক্রসম্পত্তি ও চক্রবর্তী সম্পত্তি ভোগ করতে থাকেন। পরে তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার তখন অঢেল সম্পত্তি। বুদ্ধশাসনের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে তিনি অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বজন্মে কৃতকর্ম অনুসারে তিনি ধর্মচক্রিক স্থবির নামে বিখ্যাত হন। এভাবে তিনি অর্হত্ত্ব লাভের পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সিদ্ধার্থ ভগবানের' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১০২. সিদ্ধার্থ ভগবানের সিংহাসনের সামনে আমি একটি বিজ্ঞপ্রসংসিত ধর্মচক্র নির্মাণ করে দিয়েছিলাম।

১০৩. জন্মে জন্মে আমি সুবর্ণ বর্ণে শোভিত হই এবং হস্তী, অশ্বচালিত বহু উন্নতমানের রথ আমার জন্য সদা প্রস্তুত থাকত। বহু অনুগত মানুষ আমাকে নিত্য পরিবেষ্টিত হয়ে থাকত।

১০৪. ষাট হাজার তূর্য-বাদ্যযন্ত্রের মোহনীয় সুরে আমি নিত্য বিমোহিত হয়ে থাকতাম এবং অপ্সরা পরিবেষ্টিত হয়ে আমি অতিশয় শোভিত হতাম। ইহা আমার পুণ্যকর্মেরই ফল।

১০৫. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যখন সেই ধর্মচক্র স্থাপন করি, সেই থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ধর্মচক্র দানেরই ফল।

১০৬. আজ থেকে এগার কল্প আগে আমি মহাপরাক্রমশালী চারি দীপের অধিশ্বর চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১০৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ধর্মচক্রিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ধর্মচক্রিক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০. কল্পবৃক্ষিয় স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে নিবার্ন প্রদায়ী পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে সপ্তরত্ন প্রতিমণ্ডিত বৈচিত্র্যময় ও দর্শনীয় এক কল্পবৃক্ষ নির্মাণ করায়ে সিদ্ধার্থ ভগবানের উদ্দেশে নির্মিত চৈত্যর সামনে স্থাপন করে পূজা করেন। তিনি আজীবন এভাবে পুণ্যকর্ম করতে থাকেন। মৃত্যুর পর তিনি সুগতি স্বর্গলোকে জন্মপরিভ্রমণ করতে করতে একসময় এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গৃহবাসের পাট চুকিয়ে রতনত্রয়ের প্রতি প্রসন্ন হয়ে ধর্মোপদেশ শুনে শ্রদ্ধান্বিত হন এবং শাস্তার অনুমতি নিয়ে প্রব্রজ্যিত হন। প্রব্রজ্যিত হওয়ার পর অচিরেই তিনি অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বজন্মে কৃতকর্ম অনুসারে তিনি কল্প বৃক্ষিয় স্থবির নামে বিখ্যাত হন।

এভাবে তিনি অর্হত্ত্ব লাভের পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সিদ্ধার্থ ভগবানের' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১০৮. সিদ্ধার্থ ভগবানের উদ্দেশে নিমির্ত স্তুপের সামনে আমি বর্ণিলভাবে সাজানো বস্ত্র ঝুলিয়ে দিয়ে দিয়ে সেখানে একটি কল্পবৃক্ষ স্থাপন করেছিলাম।

১০৯. আমি দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে সেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সেখানে আমার গৃহদ্বারে অতিশোভমান একটি কল্পবৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত।

১১০. যেই পরিষদ অথবা যেই ব্যক্তিরা আমার বংশানুগত হতো, তাদের কাছ থেকে বস্ত্র নিয়ে আমরা সব সময় পরিধান করে থাকি।

১১১. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যখন সেই কল্পকৃক্ষ স্থাপন করি, সেই থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার কল্পবৃক্ষ দানেরই ফল।

১১২. আজ থেকে সাতকল্প আগে আমি আটবার ক্ষত্রিয় রাজ হয়েছিলাম এবং পৃথিবীতে সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১১৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কল্পবৃক্ষিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কল্পবৃক্ষিয় স্থবির আপদান দশম সমাপ্ত]

[কুণ্ডধান বর্গ চতুর্থ সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

কুণ্ডধান, স্বাগত, কচ্চান ও উদায়ী,
মোঘরাজ, অধিমুক্তও লসুনদায়ক
আয়াগদায়ক, ধর্মচক্রিক ও কল্পবৃক্ষিয়
এই দশে মিলে কুণ্ডধান বর্গ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫. উপালি বর্গ

১. ভাগিনেয়্য উপালি স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে সুখদপুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তিনি গৃহবাসের দোষ দেখতে পেয়ে গৃহত্যাগ করে ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। ক্রমে তিনি পঞ্চাভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করে হিমালয়ে বসবাস করতে লাগলেন। সেই পদুমুত্তর ভগবান বিবেকসুখে অবস্থানেচ্ছু হয়ে হিমালয়ে প্রবেশ করলেন। তাপস পঞ্চদশীর পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় জ্যোতিষ্মান ভগবানকে দূরথেকে দেখতে পেলেন। চিত্তের মধ্যে ভীষণ রকম প্রসন্নতা অনুভব করলেন। অতীব প্রসন্নমনে তিনি নিজের পরিহিত অজিনচর্মকে একাংশ করে হস্তদ্বয় অনঞ্জলিবদ্ধ করে বন্দনা করলেন। বন্দনা করার পর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যূথবদ্ধ হস্তদ্বয় মাথায় ঠেকিয়ে বহুবিধ উপামাযোগে ভগবানের ভূয়শী প্রশংসা করতে লাগলেন। তাঁর সে প্রশংসাবাক্য শুনতে পেয়ে ভগবান বললেন, এই তাপস ভবিষ্যতে গৌতম নামক ভগবানের শাসনে প্রব্রজ্যিত হয়ে বিনয়ে তীক্ষ্ণ প্রাজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হবে।

সেই তাপস আজীবন কঠোর ধ্যানসাধনা করে ব্রহ্মালোকে জন্মগ্রহণ করেন। সেখান থেকে চ্যুত হয়ে দেব-মনুষ্যলোকে বহুজন্মপরিভ্রমণ করতে করতে দেবসম্পত্তি-মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে কপিলাবস্তু নগরে উপালি স্থবিরের ভাগিণেয় হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ক্রমে বয়স বাড়ার সাথে সাথে মামা উপালি স্থবিরের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং চরিতানুযায়ী কর্মস্থান নিয়ে তাতে বিদর্শন আরোপ করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলেন। তিনি নিজের আচার্যের নিকটে দীর্ঘকাল বসবাস করার কারণে বিনয় প্রশ্নে তীক্ষ্ণ প্রাজ্ঞ হয়েছিলেন। অতঃপর একদিন ভগবান তাকে এই বলে শ্রেষ্ঠস্থান দিলেন। হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক বিনয়প্রশ্নে তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ ভিক্ষুদের মধ্যে ভাগিণেয় উপালিই শ্রেষ্ঠ।

তিনি এভাবে শ্রেষ্ঠস্থান লাভের পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূবজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে সহস্র ক্ষীর্ণাসব অর্হৎ প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. একদিন বিবেককামী লোকনায়ক সম্বুদ্ধ সহস্র ক্ষীর্ণাসব অর্হৎ পরিবেষ্টিত হয়ে নির্জনে অবস্থানের জন্য যাচিছলেন।

২. তখন আমি ছিলাম অজিন চর্মপরিহিত ত্রিদণ্ডধারী তাপস। আমি ভিক্ষুসংঘের পরিবৃত লোকনায়ক সম্বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩. আমার পরিহিত অজিনচর্মকে একাংশ করে হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করে নতশিরে সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করেছিলাম এবং গাথাযোগে লোকনায়ক বুদ্ধের ভূয়শী প্রশংসা করেছিলাম।

৪. যেমন অণ্ডজ, স্বেদজ, ঔপপাতিক ও জরায়ুজ প্রভৃতি সত্ত্বগণ এবং কাক, পক্ষি প্রভৃতি আকাশচারী সমস্ত প্রাণীগণ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫. অথবা সংজ্ঞী-অসজ্ঞী যেই সমস্ত সত্ত্বগণ আছে, তারা সকলেই আপনার জ্ঞানসীমার অভ্যন্তরে অবস্থিত।

৬. পৃথিবীতে যে সমস্ত সুগন্ধ আছে সেগুলো, বিশাল বিশাল পর্বতমালা ও সুউচ্চ হিমালয় পর্বত কোনটাই আপনার শীলগুণের ষোলকলার এককলার সমান নয়।

৭. আপনি হচ্ছেন দেবলোক সহ এই পৃথিবীর মোহরূপ অন্ধকার বিদূরণকারী, আপনার জ্ঞানজ্যোতিতে সমস্ত অজ্ঞতারূপ অন্ধকার এখন বিধ্বংসিত।

৮. সূর্য অস্তমিত হলে যেমন সত্ত্বগণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, ঠিক তদ্রুপ বুদ্ধ তথাগত উৎপন্ন না হলে এই পৃথিবী অজ্ঞতারূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে।

৯. পৃথিবীতে সূর্য উদিত হলে যেমন সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত হয়, ঠিক তদ্রুপ বুদ্ধশ্রেষ্ঠ আপনি ও অজ্ঞতারূপ সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত করেন।

১০. কঠোর সাধনা বলে আপন চিত্তকে দমন করে আপনি দেবলোক সহ এই মনুষ্যলোকে বুদ্ধ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন এবং আপনি আপনার কর্মের মাধ্যমে বহু মানুষকে সন্তুষ্ট করেছেন।

১১. স্থিতধী মহামুনি পদুমুত্তর ভগবান তার সেই সমস্ত প্রশংসাবাক্য অনুমোদন করে আকাশে হংসরাজের ন্যায় নভোমণ্ডলে উত্থিত হয়েছিলেন।

১২. মহর্ষি পদুমুত্তর সম্বুদ্ধ নভোমণ্ডলে উত্থিত হয়ে অন্তরীক্ষে দাড়িয়ে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

১৩. যেই ব্যক্তি নানা উপমাযোগে আমার জ্ঞানপ্রভার প্রশ্রংসা করলো, আমি এখন তার গুণকীর্তন করব। তোমরা মনযোগসহকারে শ্রবণ কর।

১৪. সে দেবলোকে আঠারবার দেবরাজ হয়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং প্রথিবীতে তিনশতবার রাজা হবে।

১৫. পৃথিবীতে সে পঁচিশবার রাজচক্রর্বী হবে এবং তখন তার অধীনে অসংখ্য প্রাদেসিক রাজ্য থাকবে।

১৬. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্ত পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন।

১৭. তখন সে তুষিত স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে নীচুজাতে জন্মগ্রহণ করলেও উপালি নামে খ্যাত হবে।

১৮. পরে সে প্রব্রজ্যিত হয়ে পাপের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে সর্বাসব ক্ষয় করে অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

১৯. শাক্যপুত্র মহর্ষি গৌতমবুদ্ধ তার প্রতি অতিশয় তুষ্ট হয়ে বিনয়জ্ঞ উপালিকে এই শ্রেষ্ঠস্থান দিবেন।

অতঃপর ভাগিনেয় উপালি স্থবির স্বাগত উচ্চারণে নিজসম্বন্ধে বললেন ঃ-

২০. আমি শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্যিত হয়েছি। আমার সমস্ত করণীয় কৃত হয়েছে। এখন আমি অনাসক্ত হয়েই অবস্থান করি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২১. ভগবান আমার প্রতি অশেষ অনুকম্পা বশতঃ আমাকে বিনয়ে স্বীয় কর্মে অভিরমিত হয়ে ও অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করি।

২২. আমি প্রাতিমোক্ষশীলে ও পঞ্চেন্দ্রিয়ে সুসংযত হয়ে সমস্ত গুণ অবগত হয়ে অনুত্তন শাস্তা ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবিষ্ট হয়ে আমাকে এই শ্রেষ্ঠস্থান দিয়েছেন।

২৩. আমার এই সমস্ত গুণ অবগত হয়ে অনুত্তর শাস্তা ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবিষ্ট হয়ে আমাকে এই শ্রেষ্ঠস্থান দিয়েছেন।

২৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উপালি স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ভাগিনেয় উপালি স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. সোণকোটিবীস স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে অনোমদর্শী ভগবানের সময় এক কুলীন গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার করতে করতে ব্যাপক চিত্ত বৈভবের অধিকারী হলেন। তিনি ভগবানের চংক্রমনের সুবিধার জন্য একটি সুন্দর সংক্রমণ ঘর নির্মাণ করেছেন। তাতে তিনি সুগন্ধী চূর্ণ লেপন করান। সমস্ত চংক্রমণ ঘর সমতল মসৃণ করান। নানাবর্ণের পুষ্প, দীপ, ধূপ, প্রভৃতি সজ্জিত করান এবং চন্দ্রতপ বন্ধন করান। এভাবে ভগবানের উদ্দেশে চংক্রমণ ঘর দান করে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে উত্তম উত্তম আহারে পূজা করেন। তিনি এভাবে আজীবন পুণ্যকর্ম করে মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি প্রভূত দিব্যসম্পত্তি ভোগ করে শেষ জন্মে কোলিয় রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে তিনি কোটি টাকা মূল্যের কাণের ডুল পরতেন বিধায় তার নাম পরিচিতি পেয়েছিল তিনি ভগবানের প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হয়ে তার কাছে ধর্মশ্রবণ করে শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্যিত হয়ে বিদর্শন ভাবনা বলে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। তিনি অর্হত্ত্ব লাভের পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'অনোমদর্শী মুনির' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২৫. লোকশ্রেষ্ঠ অনোমদর্শী মুনির জন্য আমি সুগন্ধী চূর্ণ লেপন করায়ে একটি চংক্রমণ ঘর তৈরি করায়েছিলাম।

২৬. সেই চংক্রমণ ঘরে আমি নানাবর্ণের পুষ্প ছিটিয়েছিলাম এবং আকাশে চন্দ্রতপ তথা শামিয়ানা টাঙিয়ে দিয়ে বুদ্ধপুমুখ অনুত্তর সংঘকে ভোজন করায়েছিলাম।

২৭. আমি তখন সুব্রত ভগবানকে হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করে অভিবাদন করে দীর্ঘ হলঘর দান করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৮. অনুত্তর শাস্তা চক্ষুষ্মান ভগবান আমার সংকল্প জ্ঞাত হয়ে আমার প্রতি অশেষ অনুকম্পা বশত সেই দীর্ঘ হলঘরটি গ্রহণ করেছিলাম।

২৯. সদেব মনুষ্যলোকে দক্ষিণাযোগ্য সম্বুদ্ধ সেই দীর্ঘ হলঘরটি প্রতিগ্রহণের পর ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপরিষ্ট হয়ে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৩০. যেই ব্যক্তি আনন্দিত মনে আমাকে এই দীর্ঘহলঘরটি দান করেছে, আমি এখন তার গুণকীর্তন করব। তোমরা মনযোগ সহকারে শ্রবণকর।

৩১. এই পুণ্যকর্মীর মৃত্যুরকালে অলৌকিকভাবে সহস্র অশ্বরথ উৎপন্ন হবে।

৩২. সেই অশ্বরথে চড়ে এইপুণ্য পুরুষ দেবলোকে গমন করবে। সেই রথে চড়ে দেবলোকে পৌছলে দেবগণ সঙ্গে সঙ্গে সাধুবাদের সহিত অভ্যার্থনা জানাবে।

৩৩. শ্রেষ্ঠরত্ন সমন্বিত ও সুবর্ণমৃত্তিকালিপ্ত মহার্ঘ মূল্যের বিশাল কুটাগারে সে অবস্থান করবে।

৩৪. সে ত্রিশহাজার কল্প দেবলোকে অভিরমিত হবে এবং পঁচিশ কল্পপর্যন্ত দেবরাজ হয়ে দেবলোকে রাজত্ব করবে।

৩৫. সাতাত্তর বার সে রাজচক্রবর্তী হবে এবং প্রবল যশস্বী হয়ে সমগ্র পৃথিবীতে একনামে পরিচিত হবে।

৩৬. দেবলোকে দেবসম্পত্তি ও মনুষ্যলোকে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে এবং বিপুল পুণ্য সঞ্চয় করে সে আটাশকল্প পর্যন্ত রাজচক্রবর্তী হবে।

৩৭. তখনও তার জন্য দশপ্রকার শব্দ, বিবর্জিত উত্তম, শ্রেষ্ঠ একটি প্রসাদ বিশ্বকর্মা নির্মাণ করে দেবেন এবং তাতে সে বসবাস করবে।

৩৮. আজ থেকে অপ্রমেয় কল্প পরে সে মহাপরাক্রমশালী ভূমিপাল নামক ওক্কাকু রাজ্যের রাজা হবে।

৩৯. ষোল হাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে অসম্ভব সুন্দরী এক অভিজাত ক্ষত্রিয় কুমারী নয় পুত্র সন্তান জন্ম দেবে।

৪০. সেই সময় সে নয় পুত্রসন্তানের জননী ক্ষত্রিয় কুমারীকে মেরে ফেলবে এবং প্রিয় তরুণী এক কন্যাকে নিজের মহিষীরূপে গ্রহণ করবে।

৪১. রাজ্যের ওক্কাকুদের তুষ্টকরে সে এক অসম্ভব সুন্দরী কন্যা লাভ করবে এবং বরপ্রাপ্ত হয়ে সেই কন্যা তার পুত্রেদের প্রব্রজ্যিত করাবে।

৪২. তারা সকলে প্রব্রজ্যিত হয়ে একত্রে পর্বতে গমন করবে এবং সেখানে তারা জাতিভেদ হওয়ার ভয়ে নিজেদের ভগ্নিদের সাথেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

৪৩. তন্মধ্যে একটি কন্যা অসম্ভব ব্যাধি পীড়িত হবে এবং তারা তখন 'আমাদের জাতি নষ্ট না হোক' এই ভেবে ক্ষত্রিয়দের নিধন করবে।

৪৪. ক্ষত্রিয়দের নিধন করে সেই কন্যার সাথেই সে বসবাস করবে এবং সেই সময় ওক্কাকু কুলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৫. ওক্কাকু কুলের লোকজন তখন তার প্রজ্ঞা হবে এবং কোলিয় জাতিতে সে বিপুল পরিমাণ মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করবে।

৪৬. মৃত্যুর পর সে দেবলোকে গমন করবে। সেখানে ও সে অতীব মনোরম একটি সুন্দর প্রসাদ লাভ করবে।

৪৭. দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে পূর্বকৃত পুণ্য প্রভাবে সে মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করে 'সোণ' নামে পরিচিত হবে।

৪৮. শাস্তার শাসনে প্রব্রজ্যিত হয়ে সে আরদ্ধবীর্য হয়ে ও দমিত চিত্ত হয়ে সর্বাসব ক্ষয় করে অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

৪৯. অনন্তদর্শী, বিশেষজ্ঞ, মহাবীর শাক্যপুত্র গৌতম ভগবান তাকে শ্রেষ্ঠস্থান দিবেন।

৫০. অঝোরধারায় মেঘ বর্ষনের ফলে চারি আঙ্গুল প্রমাণ তৃণজাত হলে খোলা আকাশ তলে তিনি কঠোর সাধনা নিয়োজিত হলেন, তারপর ও লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হলেন।

পরবর্তীতে বুদ্ধের নির্দেশে বিদর্শন ভাবনাবলে অর্হত্ত্ব লাভ করার পর স্বগত ভাষণ করে বললেন:-

৫১. আমি নিজেকে উত্তমভাবে দমন করেছি। চিত্ত আমার এখন সুপ্রনীহিত। আমার কাঁধ থেকে সমস্ত দুঃখভার নেমে গিয়েছে। সর্বাসব ক্ষয় করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে নিবৃত হয়েছি।

৫২. পশুরাজ সিংহের ন্যায় মহানাগ বুদ্ধভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবিষ্ট হয়ে আমাকে শ্রেষ্ঠস্থান দিয়েছেন।

৫৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সোণকোটিবীস স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সোণকোটিবীস স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. কালিগোধপুত্র ভদ্দীয় স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় একধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে স্ত্রী-পুত্রসমেত সংসার জীবন যাপন করতে করতে একদিন তিনি নগরবাসীদের পুণ্যকর্ম করতে দেখতে পেলেন। তাতে উৎসাহিত হয়ে তিনি নিজেও পুণ্যকর্ম করতে ইচ্ছুক হলেন। অতঃপর তিনি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করে বহু মহার্ঘমূল্যে শয্যাসনাদি প্রস্তুত করালেন। তাতে ভগবান প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে বসায়ে উত্তম উত্তম খাদ্য-ভোজ্য ভোজন করায়ে মহাদান দিলেন।

এভাবে তিনি আজীবন পুণ্যকর্ম করে দেবমনুষ্যলোকে দেবসম্পত্তি ও মনুষ্যসম্পত্তি এই উভয়সম্পত্তি ভোগ করে পরবর্তীকালে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে কালিগোধা নামক দেবির পুত্র

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়ে জন্ম নিলেন। পরে তিনি তার সুকোমল ও সুডৌল হাত-পায়ের ভদ্রভাবের কারণে এবং কালিগোধ দেবীর পুত্র হওয়ার কারণে কালিগোধপুত্র ভদ্দীয় নামে ব্যাপক পরিচিত হলেন। তিনি শাস্তার প্রসন্ন হয়ে মাতাপিতার অনুমতি নিয়ে প্রব্রজ্যিত হয়ে অচিরেই অর্হৎ হলেন। তিনি অর্হৎ হওয়ার পর নিজের পূর্বকৃত পুণ্য স্মরণ করে আনন্দিতমনে নিজের পূবজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদমুত্তর সম্বদ্ধ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৫৪. সর্ববিধ লোকের সর্বাধিনায়ক, মৈত্রীচত্ত মহামুনি পদুমুত্তর সমুদ্ধের নিকট সকল জনতা উপস্থিত হতেন।

৫৫. তারা সকলে বুদ্ধপ্রমুখ অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষুসংঘেকে বিবিধ প্রকার রুটিসহ উত্তম উত্তম আমিষ ও পানীয় ভোজন দান করতেন।

৫৬. তাদের দেখে আমি ও দেবাতিদেব বুদ্ধশ্রেষ্ঠপ্রমুখ অনুত্তর সংঘেকে নিমন্ত্রণ করে দান দিয়েছিলাম।

৫৭. আমার দ্বার প্রবুদ্ধ হয়ে তারা তথাগত প্রমুখ অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

৫৮. আমি সর্বজ্ঞ বুদ্ধের উপযুক্ত করে লক্ষটাকা মূল্যের স্বর্ণময় পালঙ্ক তৈরি করায়েছিলাম এবং তাতে নরম তুলা ও ক্ষৌমর্কাপাসাদি যূথবদ্ধ করেছিলাম।

৫৯. দেবাতিদেব, নরশ্রেষ্ঠ, লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘপরিবৃত হয়ে আমার গৃহদ্বারে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৬০. আসন হতে উঠে এসে অত্যন্ত প্রসন্ন মনে মহান যশস্বী লোকনাথ সম্বুদ্ধপ্রমুখ অনুত্তর সংঘকে অভিনন্দিত করেছিলাম।

৬১. লোকনায়ক বুদ্ধপ্রমুখ লক্ষ ভিক্ষুগণকে আমি অত্যন্ত প্রসন্নমনে পরম অন্ন দিয়ে পরিতৃপ্ত করেছিলাম।

৬২. দক্ষিণাযোগ্য লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবিষ্ট হয়ে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৬৩. যেই ব্যক্তি স্বর্ণনির্মিত এই মহার্ঘ মূল্যের আসনটি দান করেছে এখন আমি তার গুণকীর্তন করব। তোমরা মনযোগসহকারে শ্রবণ কর।

৬৪. সে দেবলোকে চুয়াত্তর বার দেবরাজ হয়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং সেখানে দেব অপ্সরা পরিবৃত হয়ে দেবসম্পত্তি ভোগ করবে।

৬৫. সে পৃথিবীতে সহস্রবার প্রাদেসিক রাজা হবে এবং একান্নবার সে রাজচক্রবর্তী হবে।

৬৬. সে জন্মজন্মান্তরে উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করবে। পরবর্তীতে সে পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে প্রব্রজ্যিত হয়ে ভদ্দীয় নামক শাস্তা শ্রাবক হিসেবে পরিচিত হবে।

অতঃপর কালিগৌধপুত্র ভদ্দীয় স্থবির স্বগত উচ্চারণ করে বললেন :-

৬৭. আমি কায়বিবেক, চিত্তবিবেক ও উপধিবিবেক এই ত্রিবিধ বিবেক অনুযুক্ত, নির্জন শয়নাসন ভজনা করি। মার্গফল আমার অধিগত এবং আমার সমস্ত চিত্তক্লেশ আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬৮. আমার এই সমস্ত গুণ অবগত হয়ে লোকনায়ক সর্বজ্ঞ বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবিষ্ট হয়ে আমাকে এই শ্রেষ্ঠস্থান দিয়েছেন।

৬৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কালিগোধপুত্র ভদ্দীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কালিগোধপুত্র ভদ্দীয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. সন্নিট্‌ঠাপক স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এককুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধহয়ে গৃহবাসের বহুদোষ দেখতে পেয়ে বস্ত্রকাম ও ক্লেশকাম ত্যাগ করে হিমালয়ের অনতিদূরে এক পর্বতের অরণ্যে বসবাস করেন। সেই সময় পদুমুত্তর ভগবান বিবেকসুখে অবস্থানেচ্ছু হয়ে সেই স্থানে উপনীত হলেন। অতঃপর সেই তাপস ভগবানকে দেখে প্রসন্নমনে বন্দনা নিবেদন পূর্বক উপবেশনের জন্য তৃণ বিছায়ে দিলেন। ভগবান সেখানে উপবেশন করলেন। তারপর তিনি ভগবানকে মধু, তিল ফলফুল প্রভৃতি দিয়ে পরিতৃপ্ত করলেন।

সেই পুণ্যকর্মের ফলে তিনি মৃত্যুর পর দেবমনুষ্যলোকে বহুজন্ম সংঞ্চরণ করতে করতে দ্বিবিধ সম্পত্তি ভোগ করে প্রব্রজ্যিত হলেন এবং পরে বিদর্শন ভাবনা বলে অচিরেই অর্হৎ হলেন। অতি শিগগিরি অর্হত্ত্ব ফল প্রাপ্ত হয়ে তিনি নিরুৎসাহে শান্তিপদ নির্বাণে সুষ্ঠরূপে স্থিত বিধায় সন্নিট্‌ঠাপক স্থবির নামে খ্যাত হয়েছেন। অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূবৃকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'অরণ্যে কুঠির নির্মাণ করে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৭০. অরণ্যে কুঠির নির্মাণ করে আমি পর্বতমধ্যে বসবাস করতাম এবং লাভ-অলাভ ও যশ-অযশে আমি যথাসম্ভব সন্তুষ্ট চিত্ত থাকতাম।

৭১. পরম দক্ষিন্যযোগ্য লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ লক্ষ ক্ষীণাসব অর্হৎ পরিবেষ্টি হয়ে আমার নিকটে এসেছিলেন।

৭২. আমার কাছে উপনীত হওয়া মহানাগ পদুমুত্তর বুদ্ধকে আমি তৃণাসন বিছায়ে দিয়েছিলাম।

৭৩. আমি অতীব প্রসন্নচিত্ত হয়ে ঋজুভূত বুদ্ধকে আমাণ্ড পানীয় দান করেছিলাম।

৭৪. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে সেদিন আমি দান দিয়েছিলাম, সেই থেকে আজ পর্যন্ত কখনও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার আমণ্ড পানীয় দানেরই ফল।

৭৫. আমি আজ থেকে একচল্লিশ কল্প আগে অরিন্দম নামে একমহাপ্রতাপশালী সপ্তরত্নসমন্বিত রাজচক্রবর্তী হয়েছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্টাসমাপত্তি ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সন্নিট্‌ঠাপক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সন্নিটঠাপক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. পঞ্চহস্তিয় স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সুমেধ ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে তিনি ত্রিত্নের প্রতি প্রসন্ন হয়ে জীবন অতিবাহিত করেন। সেই সময় তিনি হাতের পাঁটি উৎপল দিয়ে উদ্যানে বিচরণ সুমেধ ভগবানকে পূজা করেন। সেই পঞ্চউৎপল গিয়ে আকাশে চন্দ্রাতপ হয়ে ছায়া দিতেদিতে তথাগতের সাথে সাথে গমন করত। তিনি তা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তার সর্বাঙ্গ শরীর পঞ্চপ্রীতিতে পরিপূর্ণ হলো। তিনি আজীবন সেই পুণ্য অনুস্মরণ করে মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। বহু জন্মপরিভ্রমণ করতে করতে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি বুদ্ধশাসনের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। বিদর্শন ভাবনা বলে তিনি অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বকৃত কুশলকর্ম অনুসারেই তিনি পঞ্চহস্তির স্থবির নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে নিজের দৃষ্ট পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সুমেধ সম্বুদ্ধ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৭৭. অধোচক্ষু, স্বল্পভাষী, স্মৃতিমান, সংযতেন্দ্রিয় সুমেধ সম্বুদ্ধ উদ্যানে বিচরণ করছিলেন।

৭৮. এমন সময় আমার হাতেছিল পঞ্চউৎপল। আমি অতীব প্রসন্ন মনে নিজহাতে সেই পঞ্চউৎপল দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম।

৭৯. মহানাগ আচার্যকে যেমন শিষ্যরা ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করে, ঠিক তদ্রুপ সেই পঞ্চউৎপল ও শাস্তার মাথার উপর সব সময় চন্দ্রাতপ হয়ে ঝুলে থাকত।

৮০. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প আগে যেদিন আমি পঞ্চউৎপল দান করেছিলাম, সেই থেকে এখনো পর্যন্ত আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৮১. আজ থেকে বিশশত কল্প আগে পাচঁজন ক্ষত্রিয় ও হস্তিয় নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবতীরাজা ছিলেন।

৮২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পঞ্চহস্তিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পঞ্চহস্তিয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬. পদমচ্ছদীয় স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পন্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মন্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরবতীতে ত্রিরত্নের প্রতি অতীব প্রসন্ন হয়ে পরিনির্বাপিত বিপশ্বী ভগবানের শ্মশানকে পদ্মফুল দিয়ে পূজা করেন। তিনি আজীবন পুণ্যের কথা স্মরণ করে প্রসন্নমনে অতিবাহিত করেন। মৃত্যুর পর সুগতি লোকে জন্মরিভ্রমণ করতে করতে দিব্য ও মনুষ্য দ্বিবিধ সম্পত্তি ভোগ করে আমাদের এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এককুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যিত হন এবং বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা ও প্রচেষ্টার পর অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। তার দিবাবিহারের স্থান ও রাত্রিবিহারের স্থান প্রভৃতি স্থানে অবস্থানের সময় সব সময় তার মাথার উপর পদ্মফুলের চন্দ্রাতপ তৈরি হতো। তাই তিনি পদুমচ্ছদনীয় স্থবির নামে খ্যাত হয়েছিলেন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূবজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পরিনির্বাপিত লোকনাথা' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৮৩. শ্রেষ্ঠপুদ্গল লোকনাথ বিপশ্বী ভগবান পরিনির্বাপিত হলে পরে আমি তার শ্মশানকে সুপুষ্পিত পদ্মফুল দিয়ে পূজাকরেছিলাম।

৮৪. সেই সুপুষ্পিত পদ্মফুল ভগবানের শ্মশানের উপরে আকাশে চন্দ্রাতপ হয়ে ঝুলে থাকত।

৮৫. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি এখন সুপুষ্পিত পদ্মফুল দান করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজা দানেরই ফল।

৮৬. আজ থেকে সাতচল্লিশ কল্প আগে আমি চতুরন্ত বিজেতা মহাপরাক্রমশালী পদুমিশ্বর নামক চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৮৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পদুমচ্ছাদনীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পদুমচ্ছাদনীয় স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. শয়নদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক জনৈক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে হস্তীদন্ত, স্বর্ণ প্রভৃতি দিয়ে শয়নের জন্য ঘাট তৈরি করে, তাতে বহু বিচিত্র আস্তরণে আচ্ছাদিত করে ভগবানকে পূজা করেন। ভগবান তার প্রতি অশেষ অনুকম্পা বশত সেটি গ্রহণ করেন। সেই পুণ্যের ফলে তিনি জন্মে জন্মে দিব্যও মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরে শাস্তা শাসনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনা করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বকৃত পুণ্যকর্মানুসারেই তিনি শয়নদায়ক স্থবির নামে খ্যাত হয়েছিলেন।

একদিন তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সিদ্ধার্থ ভগবানের' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৮৮. মৈত্রীপরায়ণ সিদ্ধার্থ ভগবানকে আমি উত্তম শয়নাসন দান করেছিলাম এবং তাতে বহু বিচিত্র বস্ত্রখণ্ড আচ্ছাদিত করেছিলাম।

৮৯. ভগবান সেই ব্যবহার যোগ্য শয়নাসন প্রতিগ্রহণ করেছিলেন এবং সেই আসন হতে উঠে গিয়ে শূন্যে উত্থিত হয়েছিলেন।

৯০. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি উত্তম শয়নাসন দান করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার শয়নাসন দানেরই ফল।

৯১. আজ থেকে একান্ন কল্প আগে আমি সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী দেবসহায় শ্রেষ্ঠ চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৯২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান শয়নদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শয়নদায়ক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. চংক্রমণদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদপুণ্যসঞ্চয় করতে করতে অর্থদর্শী ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে উচঁ জায়গায় অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে রৌপ্যরাশিসদৃশ অতীব শোভমান এক চংক্রমণ শালা তৈরি করালেন। তাতে তিনি স্বচ্ছ বালি ছিটিয়ে দিয়ে মৃদু সুকোমল করে ভগবানকে দান করেন। ভগবান তা প্রতিগ্রহণ করেন। প্রতিগ্রহণের পর তিনি কায়সুখে ও চিত্তসুখে দিনাতিপাত করে এই ভগবানের শাসনে শ্রাবক হবে।

তিনি সেই পুণ্যকর্মের ফলে দেবমনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণ করতে করতে দ্বিবিধ সম্পত্তি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভোগ করে এই গৌতমবুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে তিনি বুদ্ধশাসনের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বকৃত পুণ্যকর্মানুসারে তিনি চংক্রমণদায়ক স্থবির নামে খ্যাত হয়েছিলেন।

একদিন তিনি নিজের পূর্বকৃত পুণ্যকর্ম স্মরণ করে আনন্দিতমনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'অর্থদশী মুনির' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৯৩. লোকশ্রেষ্ঠ মহামুনি অর্থদশী ভগবানের জন্য আমি ইষ্টকাদি দ্বারা একটি চংক্রমণ শালা নির্মাণ করায়েছিলাম।

৯৪. সেই সুনির্মিত মনোরম চংক্রমণ শালাটি উচ্চতায় পঞ্চরত্ন ও দৈঘ্য একশত হাতবিশিষ্ট।

৯৫. নরশ্রেষ্ঠ অর্থদর্শী ভগবান তা প্রতিগ্রহণ করেছিলেন এবং হাত দিয়ে এক মুঠো বালি নিয়ে এই গাথাগুলো বলেছিলেন।

৯৬. এই ব্যক্তি এই স্বচ্ছ বালি ও সুনির্মিতমনোরম চংক্রমণ শালা দানের ফলে জন্মে জন্মে সপ্তরত্নসমন্বিত হবে।

৯৭. সে দেবলোকে তিনকল্প দেবরাজ হয়ে রাজত্ব করবে এবং তখন সে দেবঅপ্সরা পরিবৃত হয়ে দিব্য সম্পত্তি ভোগ করবে।

৯৮. মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে সে অসংখ্যবার রাজা হবে এবং তিনবার মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হবে।

৯৯. আজ থেকে আঠার কল্প আগে যেদিন আমি এই দান কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার চংক্রমণ শালা দানেরই ফল।

১০০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান চংক্রমণদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেন।

[চংক্রমণদায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. সুভদ্র স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পন্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক মহাধনাঢ্য কুলে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। রত্নত্রয়ের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তিনি পদুমুত্তর ভগবানকে পরিনিবার্ণমঞ্চে শায়িত অবস্থায় দেখতে পেলেন। সেই সময় ভগবানের পরিনির্বাণমঞ্চের চর্তুপাশে দশসহস্রচক্রবালের অসংখ্য দেবতা জড়ো হয়েছিলেন। এমন দৃশ্য দেখে তিনি আরও অধিকতর প্রসন্ন হয়ে বিবিধ প্রকার সুগন্ধী পুষ্প দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করলেন।

সেই পুণ্যকর্মের ফলে তিনি যথায়ুষ্কাল শেষে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে প্রভূত দিব্যসম্পত্তি ভোগ করেন। মনুষ্যকুলে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করেন। জন্মে জন্মে তিনি সুগন্ধী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পূজিত হতেন। পরবর্তীতে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক মহাধনাঢ্য কুলে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে তিনি বুদ্ধের দর্শন পাননি। অতঃপর ভগবান যখন পরিনির্বাণমঞ্চে শায়িত সেই সময় তিনি প্রব্রজিত হয়ে অর্হত্ত্ব লাভ করেন। তারপর থেকে তিনি সুভদ্র স্থবির নামে খ্যাত হয়েছিলেন।

তিনি নিজের পূর্বকৃতকর্ম স্মরণ করে আনন্দিতমনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর লোকাবিদ'প্রভৃতি গাথা বরেছিলেন।

১০১. পরম দক্ষিণাযোগ্য, লোকবিদু, মহর্ষিপদুমুত্তর ভগবান বিপুলজনতাকে সংসারদুঃখ হতে উদ্দার করে শান্ত নিবৃত করান।

১০২. পদুমুত্তর সম্বুদ্ধ যখন পরিনির্বাপিত হলেন তখন দশসহস্র চক্রবাল কম্পিত হয়েছিল এবং তথাকার অসংখ্য দেবতা ভগবানের পরিনির্বাস্থানে সমবেত হয়েছিলেন।

১০৩. সুগন্ধী চন্দন পূর্ণ করে বিবিধ তগর-মল্লিকা পুষ্পদিয়ে আনন্দিত মনে আমি নরোত্তম ভগবানকে পূজা করেছিলাম।

১০৪. অনুত্তর শাস্তা পদুমুত্তর সম্বুদ্ধ আমার সংকল্পের কথা জেনে সেই শায়িত অবস্থায়ই এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

১০৫. আমার শেষ জীবনে একদম পরিনির্বাণমঞ্চে শায়িত অবস্থায় যেইব্যক্তি আমাকে বিবিধ গন্ধমাল্য দিয়ে পূজা করলো, এখন আমি তার গুণকীর্তন করব। তোমরা মনযোগসহকারে শ্রবণ কর।

১০৬. এই ব্যক্তি মৃত্যুর পর তুষিত স্বর্গলোকে গমন করবে এবং সেখানে রাজত্ব করার পর নির্মাণ রতি দেবলোকে গমন করবে।

১০৭. এভাবে নরোত্তর বুদ্ধকে সুগন্ধী মাল্য-দান দিয়ে আপন কর্মফলে সে দিব্যসম্পতি ভোগ করবে।

১০৮. পুনঃরায় এই ব্যক্তি তুষিত দেবলোকে জন্মগ্রহণ করবে এবং সেই তুষিত দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করবে।

১০৯. সেই সময় পৃথিবীতে মহানাগ চক্ষুষ্মান শাক্যপুত্র গৌতম বুদ্ধ উৎপন্ন হবেন। তিনি বহুসত্ত্বগণকে অজ্ঞাতারূপ অন্ধকার থেকে তুলে এনে পরিনির্বাপিত করাবেন।

১১০. তখন সে পূর্বকৃতপুণ্যপ্রভাবে শান্ত-নিবৃত ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে।

১১১. লোকনায়ক সর্বজ্ঞবুদ্ধ তার পূর্বকৃত পুণ্যের কথা অবগত হয়ে সোৎসাহে চতুরার্যসত্য সম্বন্ধে দেশনা করবেন।

১১২. সে তখন জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের যথার্থ উত্তর পেয়ে অতিশয় সন্তুষ্ট হবে এবং শ্রদ্ধা তদ্গত চিত্তে শাস্তাকে অভিবাদন করে সে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করবে।

১১৩. জগৎশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বুদ্ধ তার মনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রসন্নতা ও তুষ্টভাব দেখে তাকে প্রব্রজ্যা দিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১১৪. অতঃপর সে সম্যক সম্বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যা লাভের পর কঠোর সাধনা করে সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

[পঞ্চম ভাণবার]

অতঃপর আয়ুষ্মান সুভদ্র স্থবির স্বাগত উচ্ছারণ করে নিজের সম্বন্ধে বললেন:–

১১৫. আমি এখন পূর্বকৃত পুণ্যের ফলে একাগ্রচিত্ত সুমাহিত ও বুদ্ধের ধর্মোরস জাত ধর্মপুত্র।

১১৬. আমি ধর্মরাজ বুদ্ধের কাছে গিয়ে গভীর অর্থপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ধর্মরাজ বুদ্ধের কাছ থেকে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের যর্থাথ উত্তর শুনতে শুনতেই আমি ধর্মজ্ঞান লাভ করেছিলাম।

১১৭. আমি বুদ্ধ তথাগতের সত্যধর্ম জ্ঞাত হয়ে তারই শাসনে অবস্থান করি এবং সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করি।

১১৮. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে পদুমুত্তর বুদ্ধ তৈলের অভাবে দীপ নিভে যাওয়ার ন্যায় অনুপাদিশেষ নির্বাণ ধাতুতে পরিনির্বাপিত হয়েছিলেন।

১১৯. পদুমুত্তর ভগবানের উদ্দেশে নির্মিত সম্পূর্ণ রত্নময় সাতযোজনবিশিষ্ট একটি স্তুপছিল, তাতে আমি অত্যন্ত মনোরম উত্তম ধ্বজা দিয়ে সম্পূর্ণ ভদ্রভাবে পূজা করেছিলাম।

১২০. কাশ্যপ বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক, জিনশাসনের উত্তরাধিকারী তিষ্য স্থবির ছিলেন আমার উরসজাত পুত্র।

১২১. আমি তাকে অত্যন্ত হীনমনে অভদ্রভাবে কিছু কথা বলেছিলাম। সেই কর্মের ফলস্বরূপ আমি এই শেষ জন্মে বদ্ধের পরিনির্বাণের ঠিক আগ মুহূর্তে সর্বশেষে কর্মজ্ঞান লাভ করেছি।

১২২. মহামুনি বুদ্ধ যখন মল্লদের শালবন উপবনে অন্তিম শয্যায় শায়িত, অবস্থায় আমার প্রতি অনুকম্পা বশত আমাকে প্রব্রজ্যা দিলেন।

১২৩. আজই আমার প্রব্রজ্যা আজই উপসম্পদা এবং আজই দ্বিপদোত্তম বুদ্ধের পরিনিবার্ণ লাভ।

১২৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুভদ্র স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুভদ্র স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০. চুন্দ স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরে শাস্তার প্রসন্ন হয়ে তিনি সপ্তরত্নময় প্রাসাদ নির্মাণ করায়ে তাতে সুমন পুষ্প দিয়ে আচ্ছাদিত করে ভগবানকে পূজা করেন। সেই সুমন পুষ্পগুলো আকাশে উত্থিত হয়ে ভগবানের মাথার উপর চন্দ্রতপ আকারে স্থিত হয়েছিল। অতঃপর ভগবান তার সম্বন্ধে এই ভবিষৎবাণী করে বললেন, এই ব্যক্তি ভবিষ্যতে গৌতম ভগবানের শাসনে চুন্দ নামক শ্রাবক হবে।

সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হয়ে পর্যায়ক্রমে ছয়টি কামসুগতি ভূমিতে দিব্যসুখ ভোগ করে মনুষ্যলোকে চক্রবর্তী সম্পত্তি প্রভৃতি সুখসম্পত্তি ভোগ করেন। পরবর্তীতে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক ব্রহ্মণপরিবারে রূপসারি পুত্র সারিপুত্রস্থবিরের কনিষ্ঠভাই হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। অসম্ভবরকম শারীরিক সৌন্দযের কারণে তার নাম রাখা হলো 'চুন্দ'। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে তিনি গৃহবাসের বহুদোষ ও প্রব্রজ্যার সুফল দেখে বড়ভাই স্থবির সারিপুত্রের কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনা করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

অর্হত্ত্ব লাভেরপর একদিন তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্মস্মরণ করে আনন্দিতমনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সিদ্ধার্থ ভগবানের' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১২৫. লোকশ্রেষ্ঠ সিদ্ধার্থ ভগবানের উদ্দেশে মহার্ঘ মূল্যের একটি প্রাসাদ নির্মাণ করায়ে তাতে আমি সুমনপুষ্প দিয়ে আচ্ছাদিত করায়ে তাতে আমি সুমনপুষ্পদিয়ে আচ্ছাদিত করেছিলাম।

১২৬. বুদ্ধের উদ্দেশে প্রাসাদ নির্মাণ শেষে আমি সেই পুষ্প বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

১২৭. লোকশ্রেষ্ঠ, লোকনায়ক বুদ্ধের প্রতি অতীব প্রসন্ন হয়ে আনন্দিত মনে আমি মহার্ঘ মূল্যের পুষ্প দান করেছিলাম।

১২৮. সংশয়োত্তীর্ণ সম্বুদ্ধ ও ত্রিবিধ স্রোত অতিক্রমকারী সিদ্ধার্থ ভগবান ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবেশন করে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

১২৯. যেই ব্যক্তি এই সুগন্ধ পুষ্প দান দেওয়ায় দিব্যগন্ধ প্রবাহিত হচ্ছে, এখন আমি তার গুণ কীর্তন করব। তোমারা মনযোগ সহকারে শ্রবণ কর।

১৩০. এই ব্যক্তি মৃত্যুর পর দেবসংঘ পরিবেষ্টিত হয়ে ও সুগন্ধ পুষ্পাকীর্ণ হয়ে দেবলোকে গমন করবে।

১৩১. পূর্বকৃত পুণ্যকর্মের প্রভাবে তার জন্য সম্পূর্ণ স্বর্ণময় ও মণিময় একটি সুউচ্চ ভবন উৎপন্ন হবে।

১৩২. সে দেবলোকে চুয়াত্তর বার দেবরাজত্ব করবে এবং তখন সে দেবস্পরা পরিবেষ্টিত হয়ে দিব্যসম্পত্তি ভোগ করবে।

১৩৩. পৃথিবীতে সে তিনশত বার রাজা হবে এবং পাচাত্তর বার চক্রবর্তী রাজা হবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৩৪. সে স্বীয় পূর্বকৃত কর্ম না দেখেই পূর্বকৃতপুণ্য ভোগ করে দুর্জয় নামক মানবাধিপতি হবে।

১৩৫. সে বিনিপাত নিরয়ে না গিয়ে মনুষ্যত্ব লাভ করবে এবং তখন তার জন্য শতকোটি হিরন্য উৎপন্ন হবে।

১৩৬. ব্রাহ্মণ জাতিতে জন্মগ্রহণ করবে এবং শ্রুতবান ধীমান সারি ব্রাহ্মণের ঔরসজাত প্রিয় পুত্র হবে।

১৩৭. পরবর্তীতে সে গৌতম বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যিত হয়ে চুলচুন্দ নামক শান্তা শ্রাবক হবে।

১৩৮. শ্রামণের অবস্থায় সে শান্ত ক্ষীর্ণাসব অর্হৎ হবে এবং সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

১৩৯. আমি সর্বোত্তম বির্বাণ প্রাপ্তির জন্য মহাবীর বুদ্ধকে বহু সেবাশশ্রুষা করেছি এবং বহু শীলবান ভিক্ষুসহ আমার জ্যেষ্ঠ ভাই সারিপুত্র স্থবিরের ও সেবাশশ্রুষা করেছি।

১৪০. আমার ভাইকে বহু সেবা-শশ্রুষা করার পর তার ধাতুগুলো পাতে নিয়ে লোকশ্রেষ্ঠ নরশ্রেষ্ঠ সম্বুদ্ধকে দিয়েছিলাম।

১৪১. বুদ্ধ সেই ধাতুগুলো উভয় হাতে নিয়ে জনতাকে দেখিয়ে আমার ভাই অগ্রশ্রাবকের গুণকীর্তন করেছিলেন।

১৪২. চিত্ত আমার সুবিমুক্ত, শ্রদ্ধা আমার সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে আমি অবস্থান করি।

১৪৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান চুন্দ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[চুন্দ স্থবির অপদান সমাপ্ত]

[উপালি বর্গ পঞ্চম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

উপালি, সোণো, ভদ্দীয়, সন্নিট্‌ঠাপকহস্তিয়,
পদুমচ্ছদনীয়, শয়ন, চংক্রমণশালা, সুভদ্র,
চুন্দ স্থবির সহ মোট এই দশটি অপদান
একশততেয়াল্লিশটি গাথায় হয়েছে সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬. বীজনী বর্গ

১. বিধূপনদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট পূরিত পূন্যসম্ভারে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এককুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার অঢেল বিত্ত-বৈভব ছিল। শাস্তার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হয়ে তিনি গৃহী থাকাকালে স্বর্ণ-রৌপ্য- মণি-মুক্তা খচিত একটি পাখা তৈরি করে ভগবানকে দান করেন। সেই পুণ্যকর্মের ফলে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণ করতে করতে দ্বিবিধ সম্পত্তি ভোগ করে আমাদের এই গৌতম সম্যক সম্বুদের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। গৃহবাসের বহু দোষ ও প্রব্রজ্যার বহু সুফল দেখতে পেয়ে তিনি অতিশয় শ্রদ্ধান্বিত হয়ে বুদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনা করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

'কোন কর্মের দ্বারা আমি এই লোকোত্তর সম্পত্তি লাভ করেছি?' এই ভেবে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে প্রত্যক্ষভাবে অবগত হয়ে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর বুদ্ধের' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. দ্বিপদীদের মধ্যে ইন্দ্র, লোকশ্রেষ্ঠ পদুমুত্তর বুদ্ধকে আমি স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু দ্বারা নির্মিত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ কারুকাজ করা একটি পাখা দান করেছিলাম।

২. বুদ্ধ তথাগতের প্রতি অতীব প্রসন্ন চিত্ত হয়ে ও হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করে আমি সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করেছিলাম এবং উত্তরাভিমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলাম।

৩. লোকশ্রেষ্ঠ, লোকনায়ক পদুমুত্তর শাস্তা আমার প্রদত্ত পাখা গ্রহণ করার পর ভিক্ষুসংঘের মাঝে দাড়িয়ে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৪. এই কারুকাজ খচিত পাখা দান করার ফলে ও চিত্ত প্রসন্নতার ফলে সে লক্ষকল্প পর্যন্ত বিনিপাত অপায়ে গমন করবে না। অতঃপর বিধূপনদায়ক স্থবির নিজের সম্বন্ধে স্বগত উচ্চারণ করে বললেন :-

৫. আমি আরদ্ববীর্য, দমিতচিত্ত, সমাহিতচিত্ত এবং জন্মের সাত বৎসরের মাথায় আমি অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

৬. আজ থেকে ষাট হাজার কল্প আগে আমি ষোলবার মহাপরাক্রমশালী বীজমানস নাকম রাজচক্রবর্তী হয়েছিলাম।

৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বিধূপন স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বিধূপনদায়ক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২. শতরংশি স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিবিধ শাস্ত্র, শিল্পবিদ্যা ও ত্রিবেদ শিক্ষা করে ব্যাপক জ্ঞানার্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি গৃহত্যাগ করে অরণ্যে প্রবেশপূর্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং সেই থেকে হিমালয়ে বাস করতে থাকেন। সেই সময় পদুমুত্তর ভগবান বিবেকসুখে অবস্থানেচ্ছু হয়ে সুউচ্চ এক পর্বতে উঠে প্রজ্বলিত অগ্নিস্কন্ধের ন্যায় উপবেশন করলেন। তাপস ভগবানকে সেভাবে বসে থাকতে দেখে অতিশয় আনন্দিত মনে হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করে নানা উপমাযোগে ভগবানের প্রশংসা করলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি মৃত্যুর পর ছয়সুগতি স্বর্গলোকে দিব্যসম্পত্তি ভোগ করার পর মনুষ্যলোকে শতরংশি নামক চক্রবর্তী রাজা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। সেই জন্মে চক্রবর্তী সম্পত্তি ভোগকরে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে জ্ঞানের পরিপক্কতা হেতু জন্মের সাত বৎসরের মাথায় প্রব্রজ্যিত হয়ে অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

'কোন কর্মের ফলে মাত্র সাত বৎসর বয়সে আমি অনুত্তর শান্তিপদ নিবার্ণ লাভ করেছি?' এইভেবে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম প্রত্যক্ষ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি উদানবশে প্রকাশ করতে গিয়ে 'সুউচ্চ পর্বতে শৈলময় আরোহণ করে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৮. পুরুষোত্তম পদুমুত্তর ভগবান সুউচ্চ শৈলময় পর্বতের উপর আরোহণ করে সেখানে বসেছিলেন। সেই পর্বতেরই অনতিদূরে এক মন্ত্রধর ব্রাহ্মণ বাস করছিলেন।

৯. উপবিষ্ট দেবাতিদেব, মহাবীর, নরশ্রেষ্ঠ, লোকনায়ক পদুমুত্তর বুদ্ধকে আমি হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করে সম্মান জানিয়েছিলেন।

১০. ইনিই সেই মহাবীর, শ্রেষ্ঠধর্ম প্রকাশক বুদ্ধ হবেন যিনি ভিক্ষুসংঘ পরিবেষ্টিত হয়ে অগ্নিস্কন্ধের ন্যায় প্রজ্বলিত হচ্ছেন।

১১. চক্ষুষ্মান পদুমুত্তর বুদ্ধ উত্তাল মহাসমুদ্রের ন্যায়, অনতিক্রম মহানদীর ন্যায় ও নির্ভীক পশুরাজ সিংহের ন্যায় স্বীয় পরিষদকে ধর্মদেশনা করছেন।

১২. শাস্তা পদুমুত্তর ভগবান আমার সংকল্পে কথা অবগত হয়ে ভিক্ষুসংঘের মাঝে স্থিত হয়ে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

১৩. যেই ব্যক্তি আমার প্রতি চিত্তপ্রসন্ন হয়ে হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করেছে এবং বুদ্ধশ্রেষ্টের গুণকীর্তন করেছে, সে দেবলোকে দেবরাজ ত্রিশহাজার কল্প রাজত্ব করবে।

১৪. আজ থেকে লক্ষ কল্প পরে পৃথিবীতে যাবতীয় সংসার দুঃখহতে মুক্ত গৌতম সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হবেন।

১৫. এই ব্যক্তি তারই ধর্মৌরসজাত ধর্মপুত্র হবে এবং শতরংশি স্থবির অর্হৎ হিসেবে পরিচিত হবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৬. মাত্র সাত বৎসর বয়সে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি এবং শতরংশির ন্যায় আমার জ্ঞান প্রভা চর্তুদিকে প্রসারিত হয়েছে।

১৭. আমি মণ্ডপে অথবা বৃক্ষমূলে যত্রতত্র কঠোর ধ্যান অনুশীলন করেছি এবং গৌতম সম্যক সম্বুদ্ধের শাসনে আমি অন্তিমদেহ ধারণ করেছি।

১৮. আজ থেকে ষাটহাজার কল্প আগে আমি চারবার রাম নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান শতরংশি স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শতরংশি স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. শানদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। গৃহবাসের সময় প্রভৃত সুখসম্পত্তি ভোগ করতে করতে একদিন তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে অতিশয় প্রসন্নচিত্ত হলেন। তাই তিনি স্বর্ণ-রৌপ্যময় মহার্ঘমূল্যের একটি খাট তেরী করায়ে তাতে সুকোমল চীনাবস্ত্র দিতে আচ্ছাদিত করে শোয়ার জন্য ভগকানকে দান করলেন। ভগবান তার প্রতি অশেষ অনুকম্পা বশত তাতে শয়ন করলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্য লোকে বহু জন্মপরিভ্রমণ করতে করতে প্রভৃত সুখসম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে একধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে তিনি শাস্তার নিকট ধর্মদেশনা শুনে প্রসন্নমনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনা করে অচিরেই অর্হত্ব লাভ করেন। তিনি নিজের পূর্বকৃতকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূবজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর বুদ্ধের' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২০. সর্বলোকের প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ পদুমুত্তর বুদ্ধকে আমি অতিপ্রসন্নমনে শয়ন দান করেছিলাম।

২১. সেই শয়ন দান করার ফলে আমার জীবনের সুখের বীজ উপ্ত হয়েছিল, তার ফলে আমার জন্মে জন্মে বিপুল ভোগসম্পত্তি উৎপন্ন হয়েছিল। ইহা আমার শয়ন দানেরই ফল।

২২. আকাশে কিংবাভূমিতে আমি যেখানেই শয্যা গ্রহণ করি না কেন, সেখানে আমার শয্যাই সবচেয়ে উত্তম হতো। ইহা আমার শয়ন দানেরই ফল।

২৩. আমি পাঁচ হাজার কল্প আগে আটবার মহাতেজস্বী রাজা হয়েছিলাম এবং চৌত্রিশ শতকল্প আগে আমি চারবার মহাপরাক্রমশালী রাজা হয়েছিলাম।

২৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান শয়নদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শয়নদায়ক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. গন্ধোদকিয় স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদপুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পদুমুত্তর ভগবাননের পরিনির্বাণের পর নগরবাসীকে বেধিপূজা করতে দেখে তিনি নিজেরও এক চিত্রিত ঘটে সুগন্ধী জল পূর্ণ করে বোধিবৃক্ষে ঢালতে লাগলেন ঠিক সেই মুহুর্তে মহামেঘ ও অঝোর ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করতে শুরু করল। তখন তিনি বজ্রপাতের আঘাতে মৃত্যুবরণ করলেন। বোধিবৃক্ষকে সুগন্ধী জল দিয়ে পূজাকরার পুণ্যফলে তিনি দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে জন্মগ্রহণের পর তিনি 'অহোবুদ্ধ, অহোধর্ম' প্রভৃতি গাথা ভাষণ করেছিলেন।

এভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে দ্বিবিধ সম্পত্তি ভোগ করে সমস্ত প্রকার উষ্ণতাজনিত দুঃখ বিবর্জিত হয়ে জন্মেজন্মে শীতিভূত হয়ে সুখে কাল যাপন করতেন। পরবর্তীতে এই গৌতম বুদ্ধের সময় এককুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শাস্তার প্রতি প্রসন্নহয়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে বিদর্শন ভাবনা বলে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বকৃত পুণ্য অনুসারে তিনি গন্ধোদিকিয় স্থবির নামে খ্যত হয়েছিলেন। একদিন তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণকরে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর বুদ্ধের' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২৫. পদুমুত্তর বুদ্ধের একটি মহাবোধি বৃক্ষছিল। আমি সেই বোধিবৃক্ষে বিচিত্র ঘটে করে গন্ধোদক দিয়েছিলাম।

২৬. আমি যখন বোধিবৃক্ষের গোড়া জল ঢালছিলাম তখন মহামেঘও সর্গজনে আঝোর ধারায় বর্ষণ করছিল এবং সেই সাথে মহামেঘের পরস্পর ঘর্ষণের ফলে অশনি বেগে পৃথিবীতে বজ্রপাত হচ্ছিল।

২৭. সেই ব্রজ্রপাতের আঘাতে আমি মৃত্যুবরণ করেছিলাম। দেবলোকে জন্মনিয়ে আমি এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলাম।

২৮. অহোবুদ্ধ, অহোধর্ম, অহো আমার শাস্তাসম্পদ, মনুষ্য কলেবর ত্যাগ করে আমি এখন দেবলোকে রমিত হই।

২৯. এখানে আমার ভবনটি সুউচ্চ ও শততলবিশিষ্ট এবং লক্ষকন্যা সব সময় আমাকে পরিবেষ্টিত হয়ে থাকে।

৩০. আমার কোন প্রকার রোগ নেই, শোক নেই এবং কোন প্রকার উষ্ণতা জনিত দুঃখও আমি ভোগ করি না। ইহা আমার পুণ্যকর্মেরই ফল।

৩১. আজ থেকে আটশ শত কল্প আগে আমি সপ্তরত্নসমন্বিত মহপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান গন্ধোদকিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[গন্ধোদকিয় স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. ওপবয়্হ স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগনের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতেকরতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার ব্যাপক ভোগসম্পত্তি উপভোগ করতে করতে গৃহবাস করতে লাগলেন। পরে তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে এক আজানীয় হস্তী দিয়ে শাস্তাকে পূজা করলেন। পূজার পর হঠাৎ চিন্তা করলেন, বুদ্ধদি শ্রমণগণ হস্তী- অশ্ব প্রভৃতি অকপ্পিয় বস্তু গ্রহণ করেন না। আমি কপ্পিয় জিনিসই দান করব। তারপর তিনি সেটির বদলে সমমূল্যের অর্থ দিয়ে উপযুক্ত উন্নতমানের চীবর ও ভৈষজ্য ক্রয় করে দান করলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি যথায়ুষ্কাল জীবিত থেকে মৃত্যুর পর দেবমনুষ্যলোকে হস্তী, অশ্বাদি প্রভৃতি বাহন লাভ করে সুখ ভোগ করতে লাগলেন। পরবর্তীতে এই গৌতম বুদ্ধের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিরত্নের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে তিনি বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। পরে কর্মস্থান গ্রহণ করে তাতে বিদর্শন আরোপ করে পর্যায়ক্রমে অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বকৃত পূন্য অনুসারে তিনি ওপবয্হ স্থবির নামে খ্যাত হয়েছিলেন।

তিনি 'কী কারণে -আমি এই শান্তিপদ নিবার্ণ অধিগত করতে সক্ষম হয়েছি?' এই চিন্তা করতে করতে নিজের পূর্বকৃত কর্ম প্রত্যক্ষ জ্ঞানে জ্ঞাত হয়ে আনন্দিত মনে প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর বুদ্ধের' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৩. আমি পদুমুত্তরবুদ্ধকে আজনীয় হস্তী দান করেছিলাম। সম্বুদ্ধকে আজানীয় হস্তী দান করার পর আমি নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলেন।

৩৪. তারপর পদুমুত্তর ভগবানের অগ্রশ্রাবক, শ্রেষ্ঠধর্মের উত্তরাধিকারী দেবল স্থবির আমার নিকটে এসেছিলেন।

৩৫. তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, সম্পূর্ণ অষ্টপরিস্কারের উপর নির্ভরশীল ভগবান আজানীয় হস্তী গ্রহণ করেন না। তারপরও তোমরা সংসল্পের কথা জ্ঞাত হয়ে চক্ষুষ্মান ভগবান তোমার প্রতি অশেষ অনুকম্পাবশতঃ তা গ্রহণ করেছিলেন।

৩৬. অতঃপর আমি সিন্ধুদেশীয় আজানীয় হস্তীর বদলে সমূল্যের কপিয় জিনিস পদুমুত্তর ভগবানকে দান করেছিলাম।

৩৭. সেই পুণ্যকর্মের ফলে আমি দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানে জন্মগ্রহণ করি না কেন সেখানেই আমার যথোপযুক্ত শান্তচিত্ত উৎপন্ন হতো।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৮. তাদের কাছে ইহাই পরম লাভ, যারা ভগবানের নিকট উপসম্পদা লাভ করেন। তাই আমিও পৃথিবীতে বুদ্ধ উৎপন্ন হলে পরে তাঁর স্নেহসান্নিধ্য পেয়ে তারই কাছে উপসম্পদা লাভ করতে পেরেছি।

৩৯. অতীতে আমি চতুরন্ত বিজেতা, জম্বুসত্ত্বের জম্বু-অধিপতি, মহাপরাক্রমশালী রাজা আটাশবার হয়েছিলাম।

৪০. এই একত্রিশ লোকভূমির মধ্যে আমার ইহাই অন্তিম জন্ম। আমি এখন জয়-পরাজয়ের ঊর্ধে অচলস্থান নিবার্ণ লাভ করেছি।

৪১. আমি আজ থেকে চৌত্রিশহাজার কল্প আগে মহাতেজস্বী, মহাপরাক্রমশালী সপ্তরত্নসমন্বিত চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ওপবয়্হ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ওপবয়্হ স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. সপরিবার আসন স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে, বুদ্ধশাসনে প্রতি প্রসন্ন হয়ে ও দানফলের প্রতি অচলা বিশ্বাস স্থাপন করে তিনি নানাবিধ উৎকৃষ্ট ভোজনে ভগবানকে পিণ্ডপাত দান করেন। দান দেওয়ার পর ভোজনশালার ভোজনের আসনকে সুমন ও মল্লিকা প্রভৃতি পুষ্পদিয়ে সাজিয়েছিলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণ করতে করতে বহুবিধ সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতমবুদ্ধের সময়ে এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি বুদ্ধশাসনের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ও প্রসন্নচিত্ত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

তিনি এভাবে শান্তিপদ নিবার্ণ লাভ করার পর 'কোন পুণ্যের প্রভাবে এই শান্তিপদ নির্বাণ লাভ করেছি' জ্ঞানযোগে চিন্তা করতে করতে নিজের পূর্বকৃত কর্ম দেখতে পেলেন। অতঃপর অতিশয় আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর ভগবানকে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪৩. আমি পদুমুত্তর ভগবানকে পিণ্ডপাত দান করেছিলাম এবং তাড়াতাড়ি গিয়ে ভোজন শালায় ভোজনের আসনটি মল্লিকাদি পুষ্প দিয়ে সাজিয়েছিলাম।

৪৪. সেই সুসজ্জিত আসনে আসীন লোকনায়ক বুদ্ধ ঋজুভূত ও সমাহিতচিত্ত হয়ে পিণ্ডপাত দানের ফল বর্ণনা করেছিলেন এভাবে :-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৫. উর্বর ক্ষেত্রে অল্পমাত্র বীজ রোপিত হলেও যেমন তাতে সুবৃষ্টি বর্ষিত হলে ব্যাপক ভাবে ফল ধরে কৃষককে তুষ্ট করে।

৪৬. ঠিক তদ্রুপ তুমিও এই পিণ্ডপাত উত্তম ক্ষেত্রে দান দিয়েছে, তাই তুমি জন্মজন্মান্তরে উত্তম ফল লাভ করবে।

৪৭. ইহা বলার পর পদুমুত্তর ভগবান পিণ্ডপাত গ্রহণ করে উত্তরমুখী হয়ে চলেগেলেন।

৪৮. আমি এখন প্রাতিমোক্ষ শীলে ও পঞ্চেন্দ্রিয়ে সুসংযত এবং কায়বিবেক, চিত্তবিবেক, উপাধিবিবেক সমন্বিত হয়ে ও সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করি।

৪৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সপরিবারসন স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সপরিবারসন স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. পঞ্চদীপক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদপুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গৃহবাস করতে লাগলেন। একদিন তিনি ভগবানের কাছে ধর্মদেশনা শুনে সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হলেন এবং ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ও প্রসন্নচিত্ত হলেন। একদিন মহাজনতা অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে বোধিপূজা করছিলেন। তাদের দেখে তিনি নিজেও বোধিবৃক্ষের চতুর্দিকে প্রদীপ জ্বালিয়ে পূজা করেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণ করতে করতে চক্রবর্তী সম্পত্তি প্রভৃতি ভোগ করেন। জন্মে জন্মে তিনি শুভ্রসমুজ্জল জ্যোতিষ্মান বিমানাদিতে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বজন্মে দীপ দ্বারা পূজা করার ফলস্বরূপ তিনি দীপক স্থবির নামে খ্যাত হয়েছিলেন।

একদিন তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিতমনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর ভগবানকে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৫০. সকল সত্ত্বগণের প্রতি অসম্ভব রকম অনুকম্পাপরায়ণ পদুমুত্তর বুদ্ধের প্রচারিত সদ্ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করে আমি ঋজুদৃষ্টি সম্পন্ন তথা সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন হয়েছিলাম।

৫১. আমি বোধিবৃক্ষের চর্তুপাশে প্রদীপ দান করেছিলাম এবং সেই সময় আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে প্রদীপ তৈরি করেছিলাম।

৫২. আমি দেবলোকে অথবা মনুষ্য লোকে যেখানে আমার মাথার উপর শূন্যের মধ্যে উল্কা (জ্বলন্ত প্রদীপ) উৎপন্ন হতো। ইহা আমার প্রদীপ দানেরই ফল।

৫৩. এতে করে আমি শৈলময় পর্বত ভেদ করে শত শত যোজন দেখতে পেতাম।

৫৪. সেই পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ আমি আসবক্ষয় জ্ঞান লাভ করেছি এবং দ্বিপদীদের মধ্যে ইন্দ্র তথা শ্রেষ্ঠ তথাগত বুদ্ধের শাসনে অন্তিম দেহ ধারণ করেছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫৫. আজ থেকে চৌত্রিশ শত কল্প আগে আমি শতচক্ষু নামক একমহাতেজস্বী মহাবলশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পঞ্চদীপ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পঞ্চদীপ স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. ধ্বজাদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়ে সুন্দর সুন্দর অনেক বস্ত্রদিয়ে ধ্বজা তৈরি করায়ে ধ্বজাপূজা করেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি জন্মেজন্মে উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত পূর্জাহ হন। পরবর্তীতে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্ত্রী-পুত্রসমেত সংসার জীবন করতে করতে তিনি বিরাট ধনী ও যশস্বী হন। শাস্তার প্রতি প্রসন্ন চিত্ত হয়ে তিনি গৃহবাস ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃতকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর বুদ্ধকে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৫৭. আমি পদুমুত্তর বুদ্ধের বোধিবৃক্ষের উত্তম পদমূলে (গোড়ায়) হৃষ্ট-প্রহৃষ্ট চিত্তে বিচিত্র ধ্বজা টাঙিয়েছিলাম।

৫৮. আমি স্বয়ংপতিত বোধিপাতা নিয়ে বাইরে আচ্ছাদিত করেছিলাম এবং অন্তর-বাহির সবকিছুই পরিশুদ্ধ হয়ে আমি এখন অধিমুক্ত ও অনাসক্ত।

৫৯. অত্যন্ত পূজার্হ, লোকবিদ পদুমুত্তর সম্বুদ্ধকে সম্মুখে বন্দনা করার ন্যায় আমি উত্তম বোধিবৃক্ষকে বন্দনা করেছিলাম।

৬০-৬১. পদুমুত্তর শাস্তা ভিক্ষুসংঘের মাঝে স্থিত হয়ে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন। এই ব্যক্তি এই ধ্বজা দান ও সেবাপূজার ফলে লক্ষকল্প পর্যন্ত দুর্গতিতে গমন করবে না এবং দেবলোকে বিপুল দিব্যসম্পত্তি ভোগ করবে।

৬২. সে বহুশত বার রাজা হয়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং উগ্‌গত নামক চক্রবর্তী রাজা হবে।

৬৩. ব্যাপক সুখসম্পত্তি ভোগ করার পর পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে সে গৌতম ভগবানের শাসনে অভিরমিত হবে।

৬৪. কঠোর সাধনায় রত হয়ে আত্নদমন করে এখন আমি উপশান্ত ও নিরুপধি হয়েছি এবং সম্যক সম্বুদ্ধের শাসনে অন্তিম দেহ ধারণ করেছি।

৬৫. আজ থেকে একান্ন হাজার কল্প আগে আমি উগ্‌গতের সহায়ক হয়েছিলাম এবং পাঁচ লক্ষ কল্প আগে ক্ষত্রিয় রাজা মেঘের সহায়ক হয়েছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ধ্বজাদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ধ্বজাদায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. পদুম স্থবির অপদান

এই স্থবির ও বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করার ফলে যেই সময় পদুমুত্তর ভগবানের দ্বারা জগতে ধর্ম দেদীপ্যমান বিরাজমান ঠিক সেই সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। গৃহবাসকালে তিনি ব্যাপক ভোগসম্পত্তি অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি একদিন শাস্তার প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়ে ধর্মশ্রবণেচ্ছু মহাজনতার সাথে ধর্মশ্রবণ করতে গেলেন। তখন তিনি ধ্বজাসহ পদ্মফুলের মালা হাতে নিয়ে দাড়িয়ে থাকাকালে ধ্বজাসহ পদ্মফুলের মালা উর্ধমুখী হয়ে বাতাসে উড়তে লাগল। সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

আজীবন এভাবে পুণ্যকর্ম করে মৃত্যুর পর তিনি সুগতি স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি দেবঅপ্সরা পরিবৃত হয়ে পূজিত হয়ে দিব্য সম্পত্তি ভোগ করেন। পরবর্তীতে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক শ্রদ্ধাবান ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধশাসনের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে তিনি মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বকৃত পুণ্য অনুসারে তিনি পদুম স্থবির নামে খ্যাত হয়েছিলেন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'চতুরার্যসত্য প্রকাশকারী' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৬৭. চর্তুসত্য প্রকাশকারী ও শ্রেষ্ঠধর্ম প্রবর্তক পদুমুত্তর ভগবান যখন অমৃতবৃষ্টি বর্ষণ করে মহাজনতাকে অমৃতময় নিবার্ণ সলিলে শান্ত, নিবৃত করছিলেন।

৬৮. তখন আমি ধ্বজাসহ পদ্মফুলের মালা হাতে নিয়ে হস্তদ্বয় উর্ধে তুলে ধরে দাড়িয়েছিলাম এবং পদুমুত্তর ভগবানের উদ্দেশে সেগুলো শূন্য আকাশে ছুড়ে মেরেছিলাম।

৬৯. ঠিক সেই মুহুর্তে ধবজাসহ পদ্মফুলের মালা আসার সময় পদুমুত্তর ভগবান আমার সংকল্প জ্ঞাত হয়ে সেগুলো গ্রহণ করেছিলেন।

৭০. পদুমুত্তর ভগবান সেই সধ্বজা পদ্মফুলের মালা হাতে নিয়ে ভিক্ষুসংঘের মাঝে ছিত হয়ে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৭১. যেই ব্যক্তি পদ্মফুলগুলো সবজ্ঞ, বিনায়ক পদুমুত্তর ভগবানের উদ্দেশে ছুড়ে মেরেছিলেন, এখন আমি সেই ব্যক্তির গুণকীর্তন করব। তোমরা সবাই মনযোগসহকারে শ্রবণ কর।

৭৩. সে এই পুষ্পমাল্যের যতগুলো পাতা আছে ঠিক তার সমপরিমাণ চক্রবর্তী রাজা হবে এবং তখন তার উপর আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি বর্ষিত হবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭৪. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকু কুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন।

৭৫. সে তাঁর ধর্মেরই ধর্মৌরসজাত দায়াদ বুদ্ধপুত্র হবে এবং সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে নির্বাপিত হবে।

৭৬. মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর আমি সম্প্রজ্ঞানের সহিত দিনাতিপাত করেছি এবং জন্মের মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে অহত্ত্ব লাভ করেছি।

৭৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পদুম স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পদুম স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. অসনবোধিয় স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে তিস্‌স ভগবানের সময় জনৈক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতিসুখে লালিত পালিত হতে লাগলেন। তিনি বুদ্ধশাসনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে অসন বোধিবৃক্ষ হতে একটি ফল নিলেন। সেখান থেকে গজিয়ে উঠা চারা রোপন করলেন। সেই সদ্যরোপিত বোধিবৃক্ষটি যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য নিয়মিত জল দেওয়া সহ প্রভৃতি প্রকারে পরিচর্যা করে পূজা করলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্য লোকে উভয় সম্পত্তি ভোগ করেন। পরবর্তীতে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পারমীবান পুণ্যপুরুষ হওয়ার তিনি মাত্র সাত বৎসর বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং ক্ষুর দিয়ে মাথার চুল কাটার সময়ই অহত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বজন্মেরকৃত পুণ্য অনুসারে তিনি অসনবোধিয় স্থবির নামে খ্যাত হয়েছিলেন।

তিনি পূর্বজন্মের পূরিত পুণ্যসম্ভারের কথা স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'জন্মের মাত্র সাতবৎসর বয়সে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৭৮. জন্মের মাত্র সাত বৎসর বয়সে আমি লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখেছিলাম এবং প্রসন্ন মনে নরোত্তম বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম।

৭৯. লোকশ্রেষ্ঠ তিস্‌স ভগবান যেই বোধিবৃক্ষেমূলে বসে বোধিজ্ঞান লাভ করেছিলেন, আমি অত্যন্ত হৃষ্ট-প্রহৃষ্ট চিত্তে সেই উত্তম বোধিবৃক্ষ রোপন করেছিলাম।

৮০. ধরনী সেই বোধিবৃক্ষের নাম অসন। আমি সেই উত্তম অসনবোধিবৃক্ষকে পাচঁ বৎসর যাবত পরিচর্যাকরেছিলাম।

৮১. আমার রোপিত বোধিবৃক্ষের সুপুষ্পিত শাখা দেখে আমার শরীরে আশ্চর্যজনকভাবে লোমহর্ষণ হয়েছিল। তারপর আমি নিজেরকৃত কর্মের কথা বলতে বলতে বুদ্ধশ্রেষ্ঠের নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮২. সেই সময় অগ্রপুদ্গল সয়ম্ভূ তিস্‌স সম্বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবিষ্ট হয়ে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলাম।

৮৩. যেই ব্যক্তি রোপন করেছেন ও অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে বুদ্ধপূজা করেছেন, এখন আমি তার গুণকীর্তন করবো। তোমরা মনযোগসহকারে শ্রবণ কর।

৮৪. সে দেবলোকে ত্রিশকল্প দেবেন্দ্র রাজত্ব করবে এবং চৌষট্টিবার চক্রবর্তী রাজা হবে।

৮৫. তুষিত স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে সে পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে দ্বিবিধ সম্পত্তি ভোগ করে মনুষ্যলোকে রমিত হবে।

৮৬. সে কঠোর সাধনাবলে আত্নদমন করে উপশান্ত ও নিরুপধি হবে এবং সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিণির্বাপিত হবে।

৮৭. কায়বিবেক, চিত্তবিবেক, উপধিবিবেক এই ত্রিবিধ বিবেকযুক্ত হয়ে আমি এখন সম্পূর্ণ উপশান্ত ও নিরুপধি এবং হস্তী নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করি।

৮৮. আজ থেকে বিরানব্বই কল্পআগে যেদিন আমি বোধিবৃক্ষের রোপন করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বোধিবৃক্ষ রোপনরই ফল।

৮৯. আজ থেকে চুয়াত্তর কল্প আগে আমি দাণ্ডসেন নামক বিশ্ববিশ্রুত সপ্তরত্নসমন্বিত চক্রবর্তীরাজা হয়েছিলাম।

৯০. আজ থেকে তিয়াত্তর কল্প আগে আমি সমস্ত নেমি নামক পৃথিবীর অধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৯১. আজ থেকে পঁচিশ কল্প আগে আমি পূর্ণক নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৯২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অসনবোধিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অসনবোধিয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[বীজনী বর্গ ষষ্ঠ সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

বীজনী, শতরংশি, শয়ন, উদক ও ওপবয়্হ,
সপরিবারা, প্রদীর, ধ্বজা ও পদ্মপূজক
বোধিসহ সর্বমোট দশটি মিলে
বিরানব্বইটি গাথা হয়েছে সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. সকচিন্তনীয় বর্গ

১. সকচিন্তনীয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভগবানের একদম শেষ বয়সে জন্ম নেন। তাই তিনি ভগবানের দেখা পাননি। ভগবান পরিনির্বাপিত হওয়ার পর তিনি ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং হিমালয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। একদিন তিনি এক বিবেক উৎপাদনীয় রমনীয় বনে উপনীত হলেন। তিনি সেখানকার এক পর্বতকন্দরে বালি দিয়ে চৈত্য তৈরি করলেন এবং সেই চৈত্যটি ভগবান সংজ্ঞায় বন্যপুষ্প দিয়ে পূজা করবেন এবং নমস্কার করতে করতে চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করেন। সেই পুণ্য প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণ করতে করতে শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি ও চক্রবর্তী সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তখন অঢেল বিত্ত-বৈভরের অধিকারী ও শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং ষড়াভিজ্ঞাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

তিনি নিজের পূর্বকৃতকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'গভীর নির্জন বন দেখে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. আমি শব্দহীন নির্জন, উপদ্রমুক্ত, ঋষিগণের উপযুক্ত নিবাস গহীন বন দেখতে পেয়েছিলাম।

২. সেই গহীন নির্জন বনে আমি বালি দিয়ে একটি স্তুপ তৈরি করে তাতে নানা বন্যফুলে সাজিয়েছিলাম এবং সেই স্তুপটিতে আমি সম্মুখে স্থিত সম্বুদ্ধকে বন্দনা করার ন্যায়, বন্দনা করেছিলাম।

৩. আমি আমার নিজ পুণ্যকর্মের ফলে সপ্তরত্নসমন্বিত রাজাধিপতি হয়েছিলাম। ইহা আমার পুষ্পপূজা দানেরই ফল।

৪. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেদিন পূষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্পপূজা দানেরই ফল।

৫. আশি কল্পের একদম শেষপ্রান্তে এসে আমি সপ্ত রত্ন সমন্বিত চারিদীপের অধিশ্বর চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সকচিন্তনীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সকচিন্তনীয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২. অবোপুপ্পিয় স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে শিখি ভগবানের সময় এক কুলিন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরে ত্রিরত্নের শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ধর্মশ্রবণ করে আনন্দিতমনে তিনি নানা ধরণের পুষ্প দুহাতে ধরে বুদ্ধের উপরে ছিটিয়ে দিলেন। সেই পুণ্য প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণ করতে করতে স্বর্গসম্পত্তি ও চক্রবর্তী সম্পত্তি ভোগ করে সর্বত্রই পূজিত হলেন। পরবর্তীতে তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে তিনি বুদ্ধশাসনের প্রতিপ্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ কনেন। সমস্ত পূর্বজন্মে বুদ্ধের উপর পুষ্প ছিটিয়ে দিয়েছিলেন বিধায় তিনি অবোপুপ্পিয় স্থবির নামে খ্যাত হয়েছিলেন।

এভাবে তিনি শান্তিপদ নিবার্ণ লাভ করার পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'বিহার নিষ্ক্রান্ত হয়ে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৭. বিহার হতে বের হয়ে শিখী ভগবান চংক্রমণ ঘরে চংক্রমণের সময় চর্তুসত্য প্রকাশ করেছিলেন এবং অমৃতপদ নির্বাণ দেশনা করেছিলেন।

৮. বুদ্ধশ্রেষ্ঠ শিখি ভগবানের কথিত উপদেশ জ্ঞাত হয়ে আমি নানা ধরণের ফুল হাতে নিয়ে আকাশে ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

৯. সেই পুণ্যপ্রভাবে আমি জয়পরাজয় ত্যাগ করে দ্বিপদীদের ইন্দ্র, লোকশ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ, বুদ্ধের কাছে অচল স্থান নিবার্ণ লাভ করেছি।

১০. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে যেদিন আমি নানাবিধ পুষ্প ছিটিয়ে দিয়েছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্পপূজা দানেরই ফল।

১১. আজ থেকে বিশ কল্প আগে আমি সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী সুমেধ নামক চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অবোপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অবোপুপ্পিয় স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩. পচ্চাগমনীয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় সিন্ধুনদীর সমীপে এক চক্রবক হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। সেই বক পূর্বজন্মের পুণ্যসম্ভার সমন্বিত হওয়ার জলজ মৎস না খেয়ে একমাত্র শেওলা খেয়েই জীবন যাপন করত। সেই সময় বিপশ্বী ভগবান সত্ত্বগণকে অনুগ্রহ করার মানসে সেখানে উপস্থিত হলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে সেই বকদেদীপ্যমান ভগবানকে দেখতে পেল। অতীব প্রসন্নমনে নিজের ঠোট দিয়ে সুপুষ্পিত শালবৃক্ষ হতে শালপুষ্প দিয়ে ভগবানকে পূষ্প করলো। সেই চিত্ত প্রসন্নতার কারণে সেই বক মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হলো এবং অপরাপর ছয়টি দেবলোকে দেবসম্পত্তি ভোগ করলো। মৃত্যুর পর সেখান থেকে মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হলো। মনুষ্যজন্মে তিনি চক্রবর্তী সম্পত্তি প্রভৃতি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এককুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভকরেন। বকজন্মে ভগবানকে দেখে পুষ্পদিয়ে পূজা করায় তিনি পচ্চাদমনীয় স্থবির নামে খ্যাত হয়েছিলেন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সিন্ধুনদীর তীরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৩. সেই সময় আমি সিন্ধু নদীর তীরে এক বক হয়ে জন্মেছিলাম। আমি পাপবিষয়ে ভীষনরকম সুসংযত ছিলাম এবং শুধু শেওলা খেয়েই জীবন ধারণ করতাম।

১৪. আমি আকাশ পথে গমনরত বিরজ বীতমল বুদ্ধকে দেখেছিলাম এবং ঠোট দিয়ে শালপুষ্প নিয়ে বিপশ্বী ভগবানের উদ্দেশে ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

১৫. তথাগত বুদ্ধের প্রতি যেই ব্যক্তির শ্রদ্ধা অচলা ও সুপ্রতিষ্ঠিত সেই চিত্রপ্রসাদ হেতু সে কখনও দুর্গতিতে গমন করে না।

১৬. বুদ্ধশ্রেষ্ঠের নিকট আমার আগমন শুভ হয়েছে এবং বিহঙ্গ জন্মে আমার দ্বার দুঃখমুক্তির সুখীজই বপিত হয়েছে।

১৭. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি শালপুষ্প দিয়ে পূজা করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজা করারই ফল।

১৮. আজ থেকে সতের কল্প আগে আমি মহাপরাক্রমশালী সুচারুদর্শন নাকম চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পচ্চাগমনীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পচ্চাগমনীয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪. পরপ্রসাদক স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রস্‌স রাজা সাথে সাথে ত্রিবেদে পারদর্শী, ইতিহাসবিদ, ব্যাকরণবিদ ও লক্ষণশাস্ত্র সহ প্রভৃতি বিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি সেই সময় শেলব্রাহ্মণ নামেই ব্যাপক পরিচিতি পেলেন। তিনি বত্রিশ মহাপুরুষলক্ষণ ও অশীতি অনব্যঞ্জন সমন্বিত অতিশোভমান সিদ্ধার্থ ভগবানকে দেখতে পেলেন। তখন তিনি প্রসন্নমনে বহুউপমা যোগে ভগবানের প্রশংসা করলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবলোকে শক্রহয়ে ও অপরাপর ছয় কামসুগতি চক্রবর্তী সম্পত্তি ভোগ করেন। পরবর্তীতেএই গৌতমবুদ্ধের সময়ে তিনি এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই চারি প্রতিসম্ভিদা সহ ষড়াভিজ্ঞা অর্হৎ হলেন। বহু উপমাযোগে বুদ্ধকে প্রশংসা করে সত্ত্বগণে চিত্ত প্রসন্নতা উৎপাদন করেনর বিধায় তিনি পরপ্রসাদক স্থবির নামে খ্যাত হয়েছিলেন। একদিন তিনি নিজেরর পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিতমনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে "শ্রেষ্ঠপুদ্গল, পণ্ডিত প্রবর, বীর" প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২০. শ্রেষ্ঠপুদ্গল, পণ্ডিতপ্রবর, বীর, মহর্ষি, বিজয়ী, সুবর্ণবর্ণের অধিকারী সম্বদ্ধকে দেখে কে প্রসন্ন চিত্ত হন না?

২১. যার ধ্যান হিমালয়ের ন্যায় অনন্ত অপরিমেয় ও মহাসাগরে ন্যায় অনতিক্রম্য, সেই বুদ্ধতথাগতকে দেখে কে প্রসন্নচিত্ত হয় না?

২২. যাঁর শীলগুণ পৃথিবীর মত অপ্রমেয় ও মণিহারের মত অসম্বব রকম সুন্দর সেই বুদ্ধ তথাগতকে দেখে কে প্রসন্নচিত্ত হন না?

২৩. যাঁর জ্ঞানের পরিধি আকাশের ন্যায় অনন্ত ও অপ্রমেয়, সেই বুদ্ধ তথাগতকে দেখে কে প্রসন্নচিত্ত হন না?

২৪. এই চারটি গাথা যোগে সেই সেল ব্রাহ্মণ বুদ্ধশ্রেষ্ঠ, অপরাজিত সিদ্ধার্থ ভগবানকে প্রশংসা করে,

২৫. চুরানব্বই কল্প ধরে দুর্গতিতে জন্মগ্রহণ করেননি এবং সুগতি স্বর্গলোকে অনন্ত, অপ্রমেয় সুখসম্পত্তি ভোগ করেছিলেন।

২৬. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি লোক নায়ক বুদ্ধকে বহুউপমাযোগে প্রশংসা করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধকে প্রশংসা করাই ফল।

২৭. আজ থেকে চৌদ্দ কল্প আগে আমি চারিদীপের অধিশ্বর, সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পরপ্রসাদক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পরপ্রসাদক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. ভিমদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বেস্‌সভূ ভগবানের সময় হিমালয়ের পাদদেশে হস্তী হয়ে জন্মগ্রহণ করে বসবাস করেন। সেই সময় বেস্‌সভূ ভগবান বিবেকসুখে অবস্থানেচ্ছু হয়ে হিমালয়ে গেলেন। তা দেখে হস্তীনাগ অতীব প্রসন্ন মনে পদ্মের ডাঁটা নিয়ে ভগবানকে ভোজন করাল। সেই পুণ্য প্রভাবে সে হস্তী যেদিন হতে চ্যুত হয়ে ও দেবলোকে উৎপন্ন হয়ে সেখানে ছয় কাম সুগতিতে সুখসম্পতি ভোগ করল এবং মনুষ্যজন্মে চক্রবর্তী সম্পত্তি সহ প্রভৃতি সম্পত্তি ভোগ করল। পরবর্তীতে তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক মহাধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বপ্রার্থনা অনুসারে তিনি শাস্তার প্রতিপ্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বজন্মেকৃত কুশলকর্ম অনুসারে তিনি ভিমদায়ক স্থবির নামে খ্যাত হয়েছিলেন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে নিজের পূর্বজীনের কাহিনি প্রকাশকরতে গিয়ে 'ভস্‌সভূ নামক সম্বুদ্ধ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২৯. বিপশ্বী, শিখি ও বেস্‌সভূ এই তিনজন মহান ঋষিরমধ্যে যিনি তৃতীয় ঋষি সেই পুরুষোত্তম বেস্‌সভূ গভীর বনে অবস্থান করছিলেন।

৩০. আমি পদ্মফুলের ডাঁটা নিয়ে বুদ্ধেরনিকটে গিয়েছিলাম এবং সেই পদ্মফুলের ডাঁটা নিজ হাতে প্রসনমনে বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৩১. বেস্‌সভূ ভগবান সেই পদ্মফুলের ডাঁটা দিয়ে স্পর্শ করেছিলেন, সেই পরম স্পর্শজ সুখের মত সুখ আমি এখনো পাইনি, তার চাইতে অধিক কোথায়?

৩২. আমি হস্তীনাগ জন্মে যেই কুশল বীজ রোপন করেছি, তার ফলে আমার সংসারচক্রে জন্মপরিভ্রমণ সমূলে নিঃশেষ হয়েছে।

৩৩. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে যেদিন আমি সেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পদ্মটফুলেরডাটা দানেরই ফল।

৩৪. চৌদ্দ কল্প আগে আমি ষোলবার মনুষ্যাধিপতি রাজা হয়েছিলাম এবং মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ভিমদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ভিমদায়ক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬. সুচিন্তিত স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে অর্থদর্শী ভগবানের সময় হিমালয়ের পাদদেশে এক ব্যাধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হরিণ, শুকর, প্রভৃতি প্রাণী হত্যা করে সেগুলোর মাংস খেয়ে জীবন ধারণ করতে। সেই সময় লোকনাথ অর্থদর্শী ভগবান লোকের প্রতি অনুকম্পা বশত হিমালয়ে গেলেন। সেই ব্যাধ ভগবানকে দেখে প্রসন্নমনে নিজের খাবার উৎকৃষ্ট মাংস খণ্ড দান করলেন। ভগবান তাঁর প্রতি অনুকম্পা করে তা গ্রহণ করেন এবং ভোজন শেষে অনুমোদন করে চলে গেলেন। তিনি সেই পুণ্যপ্রভাবে অত্যন্ত খুশিমনে মৃত্যুর পর ছয় কামসুগতি ভূমিতে দিব্য সম্পত্তি ভোগ করেন এবং মনুষ্যলোকে চক্রবর্তী সম্পত্তি সহ প্রভৃতি সম্পত্তি ভোগ করেন। পরবর্তীতে তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

চারি প্রতিসম্ভিদা ও পঞ্চাভিজ্ঞা লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিতমনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি দুর্গম পর্বতবাসী ছিলাম' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৬. অভিজাত পশুরাজ সিংহের ন্যায় আমি দুর্গম পর্বতচারী ছিলাম এবং পর্বতের অভ্যন্তরে মৃগ শিকার করেই আমি জীবন ধারণ করি।

৩৭. সর্বজ্ঞ অর্থদর্শী ভগবান আমাকে উদ্ধার মানসে পর্বতের অভ্যন্তরে এসেছিলেন।

৩৮. আমি যেই মহুর্তে মৃগ হত্যাকরে মাংস খেতে শুরু করেছি, ঠিক তখনই ভগবান ভিক্ষা করতে করতে আমার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৩৯. আমি সঙ্গে সঙ্গে অর্থদর্শী ভগবানকে সেই উৎকৃষ্ট মাংস দান করেছিলাম, তখন মহাবীর বদ্ধ আমাকে সন্তুষ্ট করে অনুমোদন করেছিলেন।

৪০. সেই চিত্তপ্রসাদহেতু আমি দুর্গম গিরিপ্রান্তরে প্রবেশ করেছিলাম এবং মনে প্রীতি উৎপন্ন করে সেখানেই কালগত হয়েছিলাম।

৪১. এই মাংসদানের ফলো ও চিত্ত প্রাণিধিবলে আমি পনের শত কল্প দেবলোকে রমিত হয়েছিলাম।

৪২. অবশিষ্ট কল্পগুলোতে আমি সেই মাংস দান ও বুদ্ধগুণ অনুসরণ এই কুশল চিন্তা করে করেই কাটিয়ে দিয়েছিলাম।

৪৩. আটত্রিশ কল্প আগে আমি আটবার দীর্ঘায়ু নামক রাজা ও ষাটশত কল্প আগে আমি দুই বার বরুণ নামক রাজা হয়েছিলাম।

৪৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুচিন্তিত স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুচিন্তিত স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. বস্ত্রদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে অর্থদর্শী ভগবানের সময় গরুড়পক্ষি হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন অর্থদর্শী ভগবান গন্ধর্মাদন পর্বতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় সেই গরুড়পক্ষি ভগাবানকে দেখে অতীব প্রসন্নমনে আপন বেশ ত্যাগ করে মনুষ্য বেশ ধারণ করলেন এবং মহার্ঘ মূল্যের একদিব্যবস্ত্র দিয়ে ভগবানকে পূজা করলেন। ভগবান সেই দিব্যবস্ত্র গ্রহণ করে অনুমোদন পূর্বক চলেগেলেন। সেই থেকে সেই গরুড়পক্ষি ভীষণ রকম আনন্দিত মনে দিনকাটাতে লাগল। অতঃপর আয়ুশেষে মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করল। সেখানে তিনি বহুজন্মপরিভ্রমণকালে ব্যাপক পুণ্যসম্পত্তি ভোগ করতে লাগলেন। মনুষ্যলোকে জন্ম নিয়ে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করতে লাগলেন। তিনি প্রতিজন্মেই মহার্ঘ মূল্যের বস্ত্রাভরণ লাভ করতেন। এভাবে জন্মজন্মান্তরে মহার্ঘ মূল্যের বস্ত্রের ছায়ার বসবাস করতে করতে একসময় এই গৌতম বুদ্ধের আর্বিভাবকালে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই ষড়াভিজ্ঞাপ্রাপ্ত ক্ষীর্ণাসব অর্হৎ হন। পূর্বজন্মে কৃত পুণ্যকর্ম অনুসারে তিনি বস্ত্রদায়ক স্থবির নামে খ্যাত হয়েছিলেন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিতমনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সেই সময় আমি পক্ষিকুলে জন্মনিয়েছিলাম' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪৫. সেই সময় আমি গরুড়পক্ষিকুলে জন্মনিয়েছিলাম এবং বিরজ বিতমল বুদ্ধকে গন্ধমার্দন পর্বতে যেতে দেখেছিলাম।

৪৬. গরুড়পক্ষি বেশ ত্যাগ করে আমি তখন মনুষ্যবেশ ধারণ করেছিলাম এবং দ্বিপদশ্রেষ্ঠ তথাগত বুদ্ধকে একটি দিব্যবস্ত্র দান করেছিলাম।

৪৭. আমার প্রদত্ত সেই দিব্যবস্ত্র লোকনায়ক বুদ্ধ গ্রহণ করেছিলেন এবং অন্তরিক্ষে দাঁড়িয়ে এই গাথা ভাষণ করেছিলেন।

৪৮. সে এই বস্ত্রদানের ফলে ও চিত্তপ্রণিধিবলে গরুড়পক্ষি জন্ম ত্যাগ করে দেবলোকে রমিত হবে।

৪৯. লোকশ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ অর্থদর্শী ভগাবান আমার সেই বস্ত্রদানের ভূয়সী প্রশংসা করে উত্তরমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলেন।

৫০. জন্ম জন্মান্তরে আমি প্রভূত বস্ত্র সম্পদের অধিকারী হতাম এবং আমার মাথার উপর চন্দ্রাতপ ঝুলে থাকত। ইহা আমার বস্ত্রদানেরই ফল।

৫১. ছত্রিশ কল্প আগে আমি সাতবার অরুণ নামক মনুষ্যাধিপতি মহাপরাক্রম শালী চক্রবর্তী রাজা ছিলাম।

৫২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বস্ত্রদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বস্ত্রদায়ক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. অম্বদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে অনোমদর্শী ভগবানের সময় বানর কুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং বানর রাজ হয়ে হিমালয়ে বসবাস করেন। সেই সময় অনোমদর্শী ভগবান তার প্রতি অশেষ করুণা বশত হিমালয়ে গেলেন। অতঃপর সেই বানররাজ ভগবানকে দেখে প্রসন্নমনে একটি সুমিষ্ট আম ও মধু দান করলো। ভগবান বানরটি দেখে মত করে সেই সুমিষ্ঠ আমটি খেয়ে অনুমোদন করে চলে গেলেন।

অত;পর সেই বানরটি অতিশয় আনন্দিত মনে প্রীতিবশে যথা আয়ুষ্কাল জীবিত থেকে মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করলো। দেবলোকে দিব্যসুখ ও মনুষ্যলোকে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে পরবর্তীতে এই গৌতম বুদ্ধের সময় এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই ষড়াভিজ্ঞা লাভ করেন। পূর্বজন্মে কৃত পুণ্যকর্ম অনুযায়ী তিনি স্বকৃত কুশলবীজ দেখে বেশ আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'অনোমদর্শী ভগবান' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৫৩. অনোমদর্শী ভগবান পর্বত অভ্যন্তরে উপবিষ্ট হয়ে সমগ্র লোক অনন্ত অপ্রমেয় মৈত্রী বিস্তার করেছিলেন।

৫৪. আমি তখন হিমালয় পর্বতে বানর হয়ে জন্মনিয়েছিলাম। অনোমদর্শী ভগবানকে দেখতে পেয়ে আমি বুদ্ধের প্রতি অতীব প্রসন্নচিত্ত হয়েছিলাম।

৫৫. সেই সময় হিমালয়ের অদূরে বিশাল আমবাগান ছিল এবং তাতে প্রচুর সুমিষ্ঠ আম ছিল। সেই আম বাগান হতে সুমিষ্ঠ পাকা আম ও মধু নিয়ে ভগবানকে দান করেছিলাম।

৫৬. আমার সেই আম ও মধু এই উভয় দানের সুফল সেদিন অনোমদর্শী মহামুনি বুদ্ধ অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণণা করেছিলেন।

৫৭. সে সাতান্ন কল্প পযর্ন্ত দেবলোকে রমিত হবে এবং বাকি কল্পগুলোতে সে তুষিত স্বর্গে জন্মপরিভ্রমণ করবে।

৫৮. পরিপক্ক জ্ঞানের দ্বারা পাপকর্মকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে এবং বিনিপাত নিরয়ে না গিয়ে সে ক্লেশসমূহকে দগ্ধ করবে।

৫৯. আমি এখন শ্রেষ্ঠ মহর্ষি ভগবানবুদ্ধ কর্তৃক দমিত হয়েছি এবং সকল প্রকার জয়-পরাজয় ত্যাগ অচল স্থান নিবার্ণ লাভ করেছি।

৬০. আজ থেকে সাতাত্তর শত কল্প আগে আমি চৌদ্দবার অম্বট্ঠজম নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৬১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অম্বদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অম্বদায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. সুমন স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে শিখি ভগবানের সময় এক মালাকারের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। বড় হয়ার পর তিনি ভগবান বুদ্ধের প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়ে হাতে সুমনফুলের মালা নিয়ে ভগবান বুদ্ধকে পূজা করলেন। সেই পুণ্যের ফলে তিনি দেবমনুষ্যলোকে দ্বিবিধ সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর স্ত্র-পুত্র সমেত জীবন যাপন করতে করতে তিনি সুমন নামে পরিচিত হলেন। পরে শাস্তার প্রতি প্রনন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হৎ হলেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূবকৃতকর্ম স্মরণ করে আনন্দিতমনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সুমন নামক মালাকার' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৬২. সেই সময় আমি সুমন নামক মালাকার ছিলাম এবং লোকের প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ বিরজ বীতমল বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৬৩. আমার উভয় হাত দিয়ে উত্তম সুমনপুষ্প নিয়ে লোকবন্ধু শিখী বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৬৪. এই পুষ্পপূজা ও চেতনা প্রনিধির ফলে আমাকে কখনও দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্পপূজারই ফল।

৬৫. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে যেদিন আমি বুদ্ধকে পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পূষ্প পূজারই ফল।

৬৬. আজ থেকে ছব্বিশ কল্প আগে আমি চার বার সপ্ত রত্ন সমন্বিত মহাযশস্বী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৬৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুমন স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুমন স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০. পুষ্পচঙ্কোটিয় স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে শিখি ভগবানের সময় এক কুলিন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে তিনি ব্যাপক বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হন। তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে সোনা রঙা লাল অনোজ পুষ্প সংগ্রহ করে মণিময় পাত্রে পূরলেন এবং তা দিয়ে ভগবানকে পূজা করলেন। পূজা করার পর এই বলে প্রার্থনা করলেন, হে ভগবান, এই পুণ্যের ফলে জন্মে জন্মে আমি লাভ যেন সুবর্ণ বর্ণ ও পরম পূজনীয় হয়ে নির্বাণ লাভ করতে পারি। সেইপুণ্যের ফলে তিনি দেবমনুষ্য লোকে জন্মগ্রহণকালে সর্বত্রই সৌম্য কান্ত ও সুবর্ণবর্ণের অধিকারী হয়ে পরমপূর্জাহ হতেন। পরবর্তী সময়ে তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক মহাধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনা করে অচিরেই অহত্ত্ব লাভ করেন।

৬৮-৬৯. নির্ভীক পশুরাজ সিংহহের ন্যায়, গরুড় পক্ষির ন্যায় ও প্রবলপরাক্রমী বাঘের ন্যায় ত্রিলোকের আশ্রয়, অপরাজিত শিখি বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘ পরিবেষ্টিত হয়ে উপবেশন করেছিলেন।

৭০. অনোজ পুষ্পগুলো অসম্ভব সুন্দর একটি মণিময় পাত্রে রেখে সেই পত্রসহ বুদ্ধ শ্রেষ্ঠকে দান করেছিলাম।

৭১. হে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ নরোত্তম সেই চিত্ত প্রসন্নতাহেতু আমি সমস্ত জয়পরাজয় ত্যাগ করে অচলস্থান নিবার্ণ লাভ করেছি।

৭২. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে যেদিন আমি সেই পুণ্যকর্ম করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে দর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৭৩. আজ থেকে ত্রিশকল্প আগে আমি দেবভূতিস নামক সপ্তরত্নসমন্বিত চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৭৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পুষ্পচঙ্কোটিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পুষ্পচঙ্কোটিয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[সকচিন্তনীয় বর্গ সপ্তম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

সকচিন্তনীয়, অবোপুষ্পীয়ও পচ্চগমনীয় স্থবির,
পরপ্রসাদক, ভিমদায়ক, সুচিও বস্ত্রদায়ক।
অম্বদায়ক, সুমন ও পুষ্পচঙ্কোটিয় স্থবির
এই বর্গে মোট সত্তরটি গাথা হয়েছে বর্ণিত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮. নাগসমাল বর্গ

১. নাগসমাল স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে শিখি ভগবানের সময় এক কুলিন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে গৃহবাস করার সময় সৎসঙ্গ না পাওয়ার কারণে তিনি শাস্তা জীবিত থাকাকালে ভগবানের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ, তাঁর কাছ থেকে ধর্মশ্রবণ অথবা পূজা কোনটাই কখনও করেননি। ভগবান পরির্বাপিত হলে পরে ভগবানের শারীরিক ধাতুসমূহ নিধান করে নির্মিত চৈত্যের প্রতি তিনি অতিশয় প্রসন্নচিত্ত হলেন। সেই চৈত্যেপাটলীপুষ্প দিয়ে পূজা করে আনন্দিত মনে জীবন যাপন করছিলেন। আয়ুশেষে মৃত্যুর পর তিনি তুষিত দেবলোক সহ অপরাপর ছয়টি দেবলোকে সুখভোগ করেন। পরবর্তীতে মনুষ্যলোকে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর ও তাঁর শরীর নাগ বৃক্ষের কচিপাতার মতো অত্যন্ত সুকোমল ছিল বিধায় তাঁর মা-বাবা তার নাম রাখলেন নাগসমাল। ভগবানের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের পূর্বকৃতকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি পাটলী পুষ্প' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. সুমহাপথে উৎপন্ন পাটলীপষ্প নিয়ে আমি লোকবন্ধু শিখীবুদ্ধের উদ্দেশে নির্মিত চৈত্যে পূজা করেছিলাম।

২. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে যেদিন আমি সেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার স্তুপে পূষ্পপূজা করারই ফল।

৩. আজ থেকে পনের কল্প আগে আমি ভূমিয়ো নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী এক চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নাগসমাল স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নাগসমাল স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২. পদসঞ্ঞক স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে তিস্‌স ভগবানের সময় এক শ্রদ্ধাবান উপাসকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হয়ার পর তিনি ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন হন। ভগবান তার প্রতি অশেষ অনুকম্পাবশত তাকে পদচিহ্ন দেখালেন। পদচিহ্ন দেখার পর তার চিত্তপ্রসন্ন আরও বেড়ে গেল এবং তিনি খুশিতে ভীষণভাবে শিহড়িত হলেন। তারপর তিনি বন্দনা ও পূজা করলেন।

সেই সুকৃত পুণ্য প্রভাবে তিনি মৃত্যুর পর স্বর্গেজন্মগ্রহণ করলেন। সেখানে তিনি দিব্যসুখ ভোগ করেন। পরবর্তী সময়ে মনুষ্যলোকে জন্ম নিয়ে সমস্ত রকম মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বজন্মে কৃতপুণ্যকর্ম অনুসারে তিনি পদসঞ্ঞক স্থবির নামে খ্যাত হয়েছিলেন।

একদিন তিনি নিজের পূর্বকৃতকর্ম স্মরণ করে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আদিত্যবন্ধু তিস্‌স বুদ্ধের পদচিহ্ন দেখে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৫. আদিত্যবন্ধু তিস্‌স বুদ্ধের অমাড়িত পদচিহ্ন দেখে আমি অতিশয় হৃষ্ট-তুষ্ট চিত্তে প্রসন্ন হয়েছিলাম।

৬. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি পদচিহ্ন দেখে প্রসন্ন চিত্ত হয়েছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পদচিহ্ন দেখে উৎপন্ন চিত্তপ্রসন্নতার ফল।

৭. আজ থেকে সাত কল্প আগে আমি সুমেধ নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পদসঞ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পদসঞ্ঞক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. বুদ্ধসঞ্ঞক স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে তিস্‌স ভগবানের সময় এক কুলিন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হন। একদিন তিনি গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা ভগবানের পাংশুকূল চীবর দেখে অতিশয় প্রসন্ন হন। 'ইহা অর্হৎগণের ধ্বজ' এই ভেবে তিনি সেই পাংশুকূল চীবরকে বন্দনা, পূজা করলেন। সেই পন্য প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে দেবমনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে পরবর্তী সময়ে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ত্রিরত্নের প্রতি প্রব্রজ্যাগ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা শাস্তার পাংশুকূল চীবর' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৯. আমি গাছের ডালে ঝুলে থাকা শাস্তার পাংশুকুল চীবর দেখে হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করে সেই পাংশুকূল চবিরকে বন্দনা করেছিলাম।

১০. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি সেই কুশল কর্মটি করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার অর্হৎগণের ধ্বজা জ্ঞানে পাংশুকূল চীবরকে পূজা করার ফল।

১১. আজ থেকে চার কল্প আগে আমি দুমসারোসি নামক চতুরন্ত বিজেতা, মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বুদ্ধসঞ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বুদ্ধসঞ্ঞক স্থবির অপদান তৃতিয় সমাপ্ত]

৪. ভিসালবুদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় হিমালয়ের সমীপে অরণ্যে বন্যফলমূল খেয়ে বসবাস করতেন। একদিন তিনি নির্জন বিবেশ্রেষ্ঠস্থানে গত বিপশ্বী ভগবানকে দেখে প্রসন্নমনে পাচঁটি পদ্মফুলের ডাঁটা দান করলেন। ভগবান মনের মধ্যে চিত্ত প্রসন্নতা উৎপাদের উদ্দেশে তিনি দেখতে পান মত করে সেই পদ্মফুলের ডাঁটা খেলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি মৃত্যুর পর তুষিতাদি ছয়দেবলোকে সুখস্পত্তি ভোগ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি মনুষ্যলোকে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সমস্ত ধনদৌলত ত্যাগ করে তিনি বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

তিনি পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি গভীর গহীনবনে বাস করতাম' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৩. সেই সময় আমি গহীনবনে বসবাস করতাম। একদিন আমি পরম পূর্জাহ বিপশ্বী ভগবানকে দেকতে পেয়েছিলাম।

১৪. আমি হাত ধোয়ার জল ও পদ্মফুলের ডাঁটা দান করেছিলাম এবং শ্রদ্ধাবনতশিরে বন্দনা নিবেদন পূর্বক উত্তরমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলাম।

১৫. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি পদ্মফুলের ডাঁটা দান করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুণ্যকর্মেই ফল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৬. আজ থেকে তিন কল্প আগে আমি ভিস্‌সম্মত নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ভিসালবুদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ভিসালবুদায়ক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

[ষষ্ঠ ভাণবার সমাপ্ত]

৫. একসঞ্ঞক স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক কুলিন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্নচিত্ত হন। একদিন তিনি শাস্তার খণ্ড নামক অগ্রশ্রাবককে ভিক্ষা করতে দেখে পরম শ্রদ্ধায় পিণ্ডদান করেছিলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি বহুজন্ম দেবমনুষ্য সম্পত্তি ভোগ করেন। পরবর্তী সময়ে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে তিনি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন অচিরেই অর্হত্ত্ব ফল লাভ করেন। একদিন তিনি পিণ্ডপাতের সংজ্ঞা (ধারণা) মনে মনে গভীরভাবে চিন্তা করে বিশেষত্ব লাভ করায় একসঞ্ঞক স্থবির নামে খ্যাত হয়েছিলেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের পূর্বকৃতকর্ম স্মরণ করে আনন্দিতমনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি খণ্ড নামক' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৮. আমি পরম পূজার্হ খণ্ড নামক বিপশ্বী ভগবানের অগ্রশ্রাবককে একবার পিণ্ডদান করেছিলাম।

১৯. হে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ নরোত্তম সেই চিরপ্রসাদ হেতু আমাকে কখনও দুর্গতিতে পড়তে হয়নি ইহা আমার একবার মাত্র ভিক্ষাদানের ফল।

২০. আজ থেকে চল্লিশ কল্প আগে আমি বরুণ নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একসঞ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একসঞ্ঞক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬. তৃণসন্থারদায়ক অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে তিস্‌স ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জগতে বুদ্ধ আবির্ভাবের আগেই জন্মগ্রহণ করার কারণে তিনি গৃহবাস ত্যাগ করে তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে হিমালয়ের অদূরে এক সরোবরকে আশ্রয় করে বসবাস করছিলেন। সেই সময় তিস্‌স ভগবান তার প্রতি অনুকম্পা বশত আকাশ মার্গে সেখানে গেলেন। অতঃপর তাপস আকাশে স্থিত সেই ভগবানকে দেখতে পেলেন। দেখার পর তিনি প্রসন্নমনে তৃণ কেটে তৃণের মাদুর তৈরি করে তাতে ভগবানকে বসালেন এবং পরমশ্রদ্ধায় পঞ্চাঙ্গ বন্দনা করে চলে গেলেন। তিনি মৃত্যুর পর বহু জন্মপরিভ্রমণ করার সময় বহুবিধ সম্পত্তি ভোগ করেন। পরবর্তী সময়ে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি এক কালীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্কহলে পরে তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের পূর্বকৃতকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'হিমালয়ের অদূরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২২. হিমালয়ের অনতিদূরে একটি বিশাল সরোবর ছিল। সেটি ছিল ছায়া সুনিবিড় ও নানা পাকপাখালির কূজনে মুখরিত।

২৩. আমি সেই সরোবরে স্নান করে ও সেখান থেকে জল পান করে তারই অদূরে অবস্থান করি। একদিন আমি আকাশ মার্গে গমনরত শ্রমণশ্রেষ্ঠ তিস্‌স ভগবানকে দেখতে পেয়েছিলাম।

২৪. আমার সংকল্পের কথা জ্ঞাত হয়ে অনুত্তর শাস্তা তিস্‌স ভগবান মুহূর্তের মধ্যেই আকাশ হতে অবতরণ করে ভূমিতে এসে দাড়িয়েছিলেন।

২৫. তারপর আমি তৃণগুচ্ছ নিয়ে বসার আসন পেতে দিয়েছিলাম। লোকনায়ক তিস্‌স ভগবান তাতে বসেছিলাম।

২৬. আমি অতীব প্রসন্নমনে লোকনায়ক বুদ্ধকে বন্দনা করেছিলাম এবং মহামুনি ভগবানের কথা চিন্তা করতে করতে কুটিরে বিপরীত দিকে চলে গিয়েছিলাম।

২৭. সেই চিত্তপ্রসন্নতা হেতু আমি দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিলাম এবং সেই থোকে কখনও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার তৃণমাদুর দানেরই ফল।

২৮. আজ থেকে দুইকল্প আগে আমি মিগসম্মত নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তীরাজা হয়েছিলাম।

২৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তৃণসন্থারদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তৃণসন্থারদায়ক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. সূচিদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সুমেধ ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ভগবানের চীবর তৈরির জন্য পাঁচটি সুচ দান করেছিলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বিপুলপুণ্য সম্পত্তি ভোগ করে জন্মে জন্মে তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ হতেন। পরবর্তী সময়ে তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এককুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্কহওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ হওয়ার দরুন ধারালো ক্ষুরের ন্যায় অতিশীঘ্রই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

৩০. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প আগে পৃথিবীতে বত্রিশ মহাপরু লক্ষণবিশিষ্ট সুমেধ নামক লোকনায়ক সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৩১. কাঞ্চনবর্ণের অধিকারী দ্বিপদশ্রেষ্ঠ সেই সুমেধ বুদ্ধকে আমি চীবর সেলাইয়ের জন্য পাচঁটি সূচ দান করেছিলাম।

৩২. সেই সূচ দানের পুণ্যপ্রভাবে আছি সুনিপুণ বিদর্শক হয়ে জন্মেছি এবং আমার জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে তীক্ষ্ণভাবে, অথচ বেশ আয়েশ করে ও সুখে।

৩৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে এবং আমার জন্ম ধ্বংস হয়েছে। আমি সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে অন্তিম দেহ ধারণ করেছি।

৩৪. আমি চারবার দ্বিপদশ্রেষ্ঠ, প্রবলপরাক্রমী, সপ্তরত্নসমন্বিত চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সূচিদায়ক স্থবির এই গাথা গুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সূচিদায়ক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. পাটলিপুষ্পিয় স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে তিস্‌স ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে শ্রেষ্ঠিপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি কুশল- অকুশল বিষয়ে বেশ দক্ষতা অর্জন করলেন। একদিন তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে পাঁটিপুষ্প নিয়ে শাস্তাকে দান করলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি বহুধা বিস্তৃত সুখসম্পত্তি ভোগ করতে করতে দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণ করতে লাগলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

৩৬. বত্রিশ মহাপুরুষলক্ষণ সমন্বিত সুবর্ণবর্ণ সম্বদ্ধ নগরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন।

৩৭. তখন আমি সুকোমল শ্রেষ্ঠীপুত্র ছিলাম এবং হাতে পাটলিপুষ্প নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৮. সেই পাটালিপুষ্প দিয়ে আমি অতীব হৃষ্ট তুষ্ট চিত্তে দেবনরের নাথ লোকবিদ তিস্‌স সম্বুদ্ধেকে পূজা ও বন্দনা করেছিলাম।

৩৯. আজ থেকে বিরাব্বই কল্প আগে যেদিন আমি এই পুণ্যকর্ম করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্পপূজারই ফল।

৪০. আজ থেকে তেষ্টট্টি কল্প আগে আমি অভিসম্মত নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পাটলিপুষ্পিয় স্থবির এই গাথা গুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পাটলিপুষ্পিয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. ঠিতঞ্জলিয় স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে তিস্‌স ভগবানের সময় পূর্বজন্মে কৃত অকুশল কর্মপ্রভাবে ব্যাধ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সে হরিণ, শুকর প্রভৃতি প্রাণী হত্যা করে ব্যাধকর্মে মাধ্যমে অরণ্যে বসবাস করত। সেই সময় তিস্‌স ভগবান তার প্রতি অশেষ অনুকম্পকা করে হিমালয়ে গমন করলেন। সে বত্রিশ মহাপুরুষলক্ষণ ও অশীতি অনুব্যঞ্জনের ব্যাম প্রভায় দেদীপ্যমান ভগবানকে দেখে ভীষণ আনন্দিত হল। অতঃপর প্রনাম নিবেদন করে সে পর্ণমাদুরে গিয়ে বসল। ঠিক সেই মুহুর্তে মহামেঘ তীব্রশব্দে গর্জন করে বজ্রপাত করছিল। বজ্রপাতের আঘাতে মৃত্যুর সময় সে বুদ্ধকে অনুস্মরণ করে পুনরায় প্রনাম নিবেদন করছিল। সেইপুণ্যপ্রভাবে তিনি উত্তম ক্ষেত্রে পুণ্যকর্মকরার দরুন অকুশল বিপাককে নিবারিত করে স্বর্গে জন্মগ্রহণকরেন। সেখানে তিনি প্রভূত দিব্য সম্পত্তি ভোগ করেন। তারপর মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি পূর্বকৃতপুণ্য প্রভাবে শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

৪২. পূর্বে আমি গভীর অরণ্যে মৃগশিকারী ছিলাম। সেখানে আমি বত্রিশ মহাপুরুষলক্ষণ সমন্বিত সম্বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৪৩. সেখানে আমি সম্বুদ্ধেকে প্রনাম নিবেদন করে চলেগিয়েছিলাম এবং তারই অনতিদূরে পর্ন মাদুরে গিয়ে বসেছিলাম।

৪৪. সেই সময় আমার মাথার উপর বজ্রপাত পড়েছিল। বজ্রপাতের আঘাতে মৃত্যুর সময় আমি আবার ও সম্বুদ্ধকে প্রনাম নিবেদন করেছিলাম।

৪৫. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি সম্বুদ্ধকে প্রনাম নিবেদন করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার প্রনাম নিবেদনেরই ফল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৬. আজ থেকে চুয়ান্ন কল্প আগে আমি মৃগকেতু নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ঠিতঞ্জলিযের স্থবির এই গাথা গুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ঠিতঞ্জলিযেয় স্থবির অপদান সবম সমাপ্ত]

১০. ত্রিপদুমিয় স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে এক মালাকার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি মালাকার সর্ম করে বসবাস করতে লাগলেন। একদিন তিনি বহুবিধ জলজ ও স্থলজ পুষ্প হাতে নিয়ে রাজার কাছে গমনেচ্ছু হয়ে চিন্তা করলেন, রাজা এই ফুলগুলো দেখে খুশি হয়ে হাজারের ধন ও বহুগ্রাম আমাকে দিতে পারেন। কিন্তু আমি যদি এই ফুলগুলো দিয়ে লোকনাথ বুদ্ধকে পূজা করি; তবে অমৃতধন নির্বাণ লাভ করতে পারব। অতএব ইহাই আমার পক্ষে সবচেয়ে ভালো নয় কি?

তিনি আরও চিন্তা করলেন, ভগবানকে পূজা করে আমি নিশ্চয় স্বর্গ মোক্ষসম্পত্তি অর্জন করতে সক্ষম হতো। অতঃপর তিনি অসম্ভব সুন্দর সেই রক্তিম ফুলগুলো নিয়ে ভগবানকে পূজা করলেন। সেই ফুলগুলো নিয়ে ভগবানকে পূজা করলেন। সেই ফুলগুলো গিয়ে আকাশে চাঁদোয়ারমতো করে বিস্তৃত হয়ে স্থিত হলো। নগরবাসী সেই আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখে অবিভূত হলো। তা দেখে ভগবান অনুমোদন করলেন।

সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে একগৃহপতি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক, হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে ধর্ম শুনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

৪৮. সর্বধর্মে বিশারদ আত্মদান্ত পদুমুত্তর বুদ্ধ সেই সময় আত্মদমিত ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হয়ে নগর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন।

৪৯. আমি তখন হংসবতী নগরে এক মালাকার হয়ে জন্মেছিলাম এবং আমার হাতে তখন অসম্ভব সুন্দর কিছু পদ্মফুল ছিল।

৫০. অতঃপর আমি নগরমধ্যে গমনরত বিরজ বীতমল বুদ্ধকে দেখতে পেলাম এবং দেখার পর চিন্তা করলাম:

৫১. এই ফুলগুলো রাজাকে দিয়ে আমার কী-ই বা লাভ হবে! বড় জোড় হাজারো গ্রাম ও বহুগ্রাম লাভ করতে পারব।

৫২. তার চাইতে বরং আমি যদি অদান্তদমনকারী, সকলসত্ত্বগণের হিতকারী, মহাবীর লোকোনাথ বুদ্ধকে পূজা করি; তবে নিশ্চয় অমৃতধন নির্বাণ লাভ করতে পারব।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫৩. এইরূপ চিন্তা করার পর আমার চিত্ত অসম্ভব প্রফুল্লতায় ভরে উঠেছিল। তৎক্ষণাৎ আমি তিনিটি রক্তিমবর্ণের পদ্মফুল নিয়ে আকাশে ছুড়ে মারলাম।

৫৪. ছুড়ে মারার সাথে সাথে সেই ফুরগুলো আকাশে চাঁদোয়ার মতো করে অধোমুখী হয়ে ভগবানের মাথার উপর স্থিত হলো।

৫৫. সেখানকার যে সমস্ত মানুষ দৃশ্যটি দেখতে পেল তার সকলেই ভীষণভাবে উৎফুল্ল হলো এবং আকাশস্থ দেবতারা সুমুধুর কণ্ঠে সাধুবাদ দিয়েছিলেন।

৫৬. তখন তারা সকলেই বললেন, বুদ্ধশ্রেষ্ঠের গুণপ্রভাবে আমরা ভীষণ আচমক দৃশ্যদেখতে পেলাম। আমরা এখন সেই ফুলগুলোর কীতি গাথাসমেত ধর্মশ্রবণ করব।

৫৭. পরম পূজার্হ লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ পথে দাঁড়িয়েই এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৫৮. যেই মানব রক্তিমবর্ণের পদ্মফুল দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করলেন, এখন আমি তার গুণকীর্তন করব। তোমরা মনযোগ দিয়ে শ্রবণ কর।

৫৯. সে ত্রিশ হাজার কল্প দেবলোকে রমিত হবে এবং ত্রিশকল্প দেবেন্দ্র হয়ে দেবলোকে রাজত্ব করবে।

৬০. তখন তার ব্যামপ্রভাব হবে বিস্তৃতি দৈর্ঘ্যে তিনশত যোজন এবং প্রস্থে দেড়শত যোজন।

৬১. তখন তার জন্য চারলক্ষ চূড়াবেষ্ঠিত মঞ্চবিশেষ, দর্শনীয় কূটাগার ও মহার্ঘ শয্যাসমন্বিত বিমান উৎপন্ন হবে।

৬২. সেখানে লক্ষকোটি সানিপূনা অপ্সরা তাকে পরিবেষ্টিত হয়ে থাকবে। তারা দিব্য বদ্যবাজনা সমেত নৃত্যগীত করতে করতে তার চতুর্পাশে প্রদক্ষির্ণ করবে।

৬৩. এমন সব অসম্ভব সুন্দরী দেব অপ্সরা সমবিবব্যহারে সে দেবলোকে অবস্থান করবে এবং তখন তার উপর প্রতিনিয়ত ব্যক্তিমরণের দিব্যপুষ্পবৃষ্টি বর্ষিত হবে।

৬৪. দেববিমানের প্রতিটি ভিত্তিস্তম্ভে, নাগদন্তে, দ্বারেও তোরণে চক্রাকারে রক্তিমবর্ণের দিব্যপুষ্প সদা সর্বদা ঝুলে থাকবে।

৬৫. সমগ্র দেববিমানটি ফুলেফুলে ও পাতায় পাতায় ভরে যাবে এবং দেবঅপ্সরা বৃন্দ ফুলসজ্জায় সজ্জিত হয়ে তাকে পরিতুষ্ঠ করবে।

৬৬. সেই দেব ভবনের চতুর্পাশে শতযোজন বিস্তৃত এলাকায় সেই রক্তিমসর্ণের পদ্মফুলগুলো প্রতিনিয়ত দিব্যগন্ধ ছড়াবে।

৬৭. সে পঁচাত্তর বার চক্রবর্তী রাজা হবে এবং অসংখ্যবার প্রাদেসিক রাজা হবে।

৬৮. নিরাপদে, নিরুপদ্রবে দেবমনুষ্যলোকে দ্বিবিধ সম্পত্তি ভোগ করে অন্তিম জন্মে সে নিবার্ণ লাভ করবে।

৬৯. ধর্মবানিজ্যে নিয়োজিত বুদ্ধ তথাগতকে আমি ভালো করেই চিনতে পেরেছি। তাই আমি তিনটি পদ্মফুল দিয়ে পূজা করে ত্রিবিধ সম্পত্তি লাভ করেছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭০. আজ আমি ধর্মের সাক্ষাৎ পেয়েছি, সম্পূর্ণরুপে বিপ্রমুক্ত হয়েছি। তাই পুষ্প স্থিত হবে।

৭১. পদুমুত্তর শাস্তা যখন আমার কৃতকর্মের গুণকীর্তন করছিলেন, তখন লক্ষ প্রানীর ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল।

৭২. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে যেদিন আমি বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পদ্মফুল দানেরই ফল।

৭৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে এবং আমার জন্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আমার সবাসব পরিক্ষীণ হয়েছে এবং এখন আমার আর পুনজর্ন্ম নেই।

৭৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ত্রিপদুমিয়ো স্থবির এই গাথা গুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ত্রিপদুমিয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[নাগসমাল বর্গ অষ্টম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

নাগসমাল, পদসঞ্ঞক ওবুদ্ধসংঞ্ঞক,
ভিসালবুদায়ক, একসঞ্ঞক ও তৃণসন্থারদায়ক;
সূচিদায়ক, পাটিলিপুপ্পিয় ও ঠিত্তঞ্জলিয়
ত্রিপদুমিয় মিলে মোট চুয়াত্তরটি গাথায় সমাপ্ত।

৯. তিমির বর্গ

১. তিমিরপুপ্পিয় স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সহবাস করতে লাগলেন। হঠাৎ একদিন তিনি আদীনব দেখে গৃহত্যাগ করে তাপসপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তারপর চন্দ্রভাগা নদীর নিকটবর্তী এক জায়গায় বসবাস করতে লাগলেন। একদিন তিনি নির্জনে বিবেক সুখে অবস্থানের উচ্ছায় হিমালয়ে গিয়ে উপবিষ্ট সিদ্ধার্থ ভগবানকে দেখে বন্দনা করলেন এবং তাঁর গুণেমুগ্ধ হয়ে তিমির পুষ্পপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে উভয়সম্পত্তি ভোগ করতে করতে জন্মপরিভ্রমণ করতে লাগলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'চন্দ্রভাগা নদীর তীরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. চন্দ্রভাগা নদীর তীরে আমি বসবাস করছিলাম এবং উপবিষ্ট সিদ্ধার্থ ভগবানকে দেখে আমার নির্মল আনন্দে ভরে উঠেছিল।

২. তাঁর প্রতি চিত্তপ্রসন্নতা উৎপাদন করে আমি চিন্তা করলাম যে, নিশ্চয় ইনি নিজেতীর্ণ হয়েছেন এবং অপরকেও তীর্ণ করতে পারেবেন, নিজে দান্ত হয়েছেন এবং অপরকে ও দমন করতে পারবেন।

৩. নিজে ক্লেশমুক্ত হয়েছেন এবং অপরকে ও ক্লেশমুক্ত করতে পারবেন, নিজে শান্ত হয়েছেন এবং অপরকে ও শান্ত করতে পরবেন। নিজে মুক্ত হয়েছেন এবং অপরকে ও মুক্ত করতে পারবেন। নিজে নিবৃত হয়েছেন এবং অপরকেও নিবৃত করতে পারবেন।

৪. এইভাবে চিন্তা করার পর আমি মহর্ষি সিদ্ধার্থ ভগবানের মাথার উপর তিমির পুষ্প নিয়ে ছিটিয়ে দিয়েছিলেন।

৫. হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধকরে প্রথমে তাঁকে প্রদক্ষিণ করেছিলাম। তারপর শাস্তার পা ছুঁড়ে বন্দনা করে চলে গিয়েছিলাম।

৬. চলে যাওয়ার পর পরই আমি পশুরাজ সিংহকর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিলাম এবং প্রপাতে গমন করতে গিয়ে সেখানেই ভূপাতিত হয়েছিলাম।

৭. চুরানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি তিমির পুষ্প দিয়ে পূজা করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পূষ্পপূজারই ফল।

৮. আজ থেকে ছাপান্ন কল্প আগে আমি সাতবার মহাযশস্বী সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তিমিরপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তিমিরপুষ্পিয় স্থবির প্রথম সমাপ্ত]

২. গতাসঞ্ঞক স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে তিস্‌স ভগবানের সময় এক কুলিন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বকৃতপুণ্যপ্রভাবে শ্রদ্ধাভাব উদয়ের ফলে তিনি মাত্র সাতবৎসর বয়সে প্রব্রজ্যিত হন এবং ভগবানকে বিশেষ কায়দায় প্রণাম করার দরুন তিনি বেশ পরিচিতি লাভ করেন। একদিন তিনি লাঙলে কর্ষিত স্থানে জাত নীলকান্তমণির প্রভা সমন্বিত সাতটি পুষ্প নিয়ে আকাশে বুদ্ধের উদ্দেশে পূজা করেন। আজীবন শ্রমণধর্ম পালন করার পর তিনি সেই পুণ্যপ্রভাবে দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণ করতে করতে পরবর্তীসময়ে এই গৌতম কুদ্ধের সময়ে এক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আমন্ত্রিত মনে নিজের 'আমি জন্মের মাত্র সাতবৎসর বয়সে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১০. আমি জন্মের মাত্র সাত বৎসর বয়সে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম এবং অতীব প্রসন্নমনে শাস্তার পদে বন্দনা নিবেদন করেছিলাম।

১১. আমি লাঙলে কর্ষিত ক্ষেত্রে জাত সাতটি পুষ্প হাতে নিয়ে অনন্ত গুনের সাগর তিষ্যবুদ্ধের উদ্দেশে আকাশে ছুঁড়ে মেরেছিলাম।

১২. আমি স্বহস্তে আনন্দিতমনে সুগতের অনুসৃত মার্গকে পূজা করে হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করেছিলাম।

১৩. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি এই পুণ্যকর্ম করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৪. আজ থেকে আট কল্প আগে আমি তিনবার অগ্নিশিখা নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান গতসঞ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[গতসঞ্ঞক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. নিপন্নঞ্জলিক স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে তিস্‌স ভগবানের সময় এক কুলিন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং বৃক্ষমূলিক ধুতাঙ্গ ব্রত পূরণ করতে করতে অরণ্যে অবস্থান করেন। সেই সময়ে তার এক বিষম রোগ দেখা দিল। রোগপীড়িত হওয়ার সত্ত্বেও তার মনে অসম্ভব রকম করুণাভাব উৎপন্ন হলো। তখন ভগভান তার করুণা ভাবের কথা জেনে সেখানে গেলেন। এদিকে তিনি শায়িত অবস্থা বিছানা হতে উঠে দাড়াতে পারলেন না। তাই তিনি মাথাকে আনত করে ভগবানকে প্রনাম নিবেদন করলেন। মৃত্যুর পর তিনি তুষিত স্বর্গে জন্মগ্রহণ করলেন। সেখানে তিনি দিব্যসুখ ভোগ করেন। অনুরূপভাবে অপরাপর ছয় কামসুগতি ভূমিতেও দিব্যসম্পত্তি ভোগ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এককুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বজন্মেকৃতপুণ্যকর্ম অনুসারে তিনি নিপন্নঞ্জলিক স্থবির নামে খ্যাত হয়েছিলেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের পুণ্যসম্পত্তি অবলোকন করে আনন্দিত মনে নিজের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হয়ে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৬. আমি বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হয়েই বসবাস করতাম। বিষম রোগপীড়িত হওয়া সত্ত্বে ও গভীর অরণ্যে আমার মনে পরম করুণাভাব জাগ্রত ছিল।

১৭ আমার প্রতি অশেষ অনুকম্পা বশত শাস্তাতিস্‌স ভগবান আমার কাছে গিয়েছিলেন। তখন আমি শায়িত অবস্থায় নত মস্তকে ভগবানকে প্রনাম নিবেদন করেছিলাম।

১৮. প্রসন্নমনে মহামানব সমুদ্ধকে অভিবাদন করার পর সেখানেই আমার মৃত্যু হয়েছিল।

১৯. আজ থেকে বিরানব্বই কল্পআগে যেদিন আমি পুরুষোত্তম ভগবানকে বন্দনা নিবেদন করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বন্দনা করারই ফল।

২১. আজ থেকে পাঁচ কল্প আগে আমি পাঁচবার মহাশিখা নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নিপন্নঞ্জলিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নিপন্নঞ্জলিক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. অধোপুপ্পিয় স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে শিখি ভগবানের সময় এক কুলিন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধহয়ে সংসার করতে লাগলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি কামের আদীনব তথা দোষ দেখে গৃহত্যাগ করে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং পঞ্চাভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করে অসম্ভব ঋদ্ধিশালী হয়ে হিমালয়ে বসবাস করতে লাগলেন। সেই সময় শিখি ভগবানের অগ্রশ্রাবক অভিভূত স্থবির বিবেকসুখে অবস্থানের জন্য হিমালয়ের গেলেন। অতঃপর সেই তাপস সেই অগ্রশ্রাবক স্থবিরকে দেখতে পেলেন। স্থবির সেই উপরে উঠছেন সেই পর্বতের পাগদেশ হতে অসম্ভব সুন্দর সুগন্ধ পুষ্প নিয়ে স্থবিরকে পূজা করলেন। স্থবির বেশ সাগ্রহে তার পুষ্পপূজা অনুমোদন করলেন। তারপর তাপস নিজের আশ্রমে চলে গেলেন। সেখানে তিনি বিশাল এক অজগর সাপের দ্বারা উপদ্রত হলে পরে ধ্যানস্থ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলেন এবং বৃক্ষলোকে উৎপন্ন বৃক্ষসম্পত্তি ভোগ করেন। পরবর্তীসময়ে তিনি ছয় দেবলোকে ও মনুষ্যেলোকে যথাক্রমে দেবসম্পত্তি ও মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময় এককুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ভগবানের কাছে ধর্মশুনে প্রসন্ন মনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্মানুসারে অধোপপ্পিয় স্থবির নামে খ্যাত হয়েছিলেন। একদিন তিনি নিজের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পূর্বকৃতকর্ম স্মরণকরে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'অভিভূ নামক সেই ভিক্ষু' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২২. অভিভূ নামক সেই ভিক্ষু ছিলেন শিখী ভগবানের অগ্রশ্রাবক। মহানুভব, ত্রিবিদ্যা লাভী অভিভূ স্থবির হিমালয়ে উপনীত হয়েছিলেন।

২৩. সেই সময় আমি ও হিমালয়ে এক মনোরম আশ্রমে ঋষিপ্রব্রজ্যা নিয়ে বসবাস করছিলাম। আমি ছিলাম ধ্যান বশীভূত ও অসম্ভব ঋদ্ধিধর।

২৪. পাখি যেমন আকাশে ইচ্ছামত উড়ে ও পর্বত অতিক্রম করে, ঠিক তদ্রুপ আমি পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত পুষ্প হাতে নিয়ে পর্বতের উপর গমন করেছিলাম।

২৫. আমি নিজ হাতে সাতটি পুষ্প নিয়ে অভিভূ স্থবিরকে পূজা করেছিলাম এবং এবং বন্দনা নিবেদন করে সেখানে হতে চলে গিয়েছিলাম।

২৬. আশ্রমের কুঠিরে গিয়ে কাধেঁর বোঝা নিয়ে আমি পর্বতের অভ্যন্তরে চলে গিয়েছিলাম।

২৭. সেখানে আমাকে বিশাল এক অজগর সাপ উৎপীড়িত করেছিল। তাতে করে আমি পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

২৮. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে যেদিন আমি পূষ্প পূজা করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পূষ্পপূজারই ফল।

২৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অধোপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অধোপুষ্পিয় স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. রংসিসঞ্ঞক স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক কুলিন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি গৃহবাস করতে লাগলেন। একদিন তিনি কামের আদীনব দেখতে পেয়ে গ্রহত্যাগ করে তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। গৃগর্চমধারণ করে হিমালয়ে বসবাস করতে লাগলেন। সেই বিপশ্বী ভগবান হিমালয়ে গেলেন।

অতঃপর সেই তাপস ভগবানকে দেখতে পেলেন। তখন ভগবানের শরীর থেকে ষড়বর্ণ বদ্ধরশ্মিনির্গত হচ্ছিল। তাপস তা দেখে অতিশয় প্রসন্ন হয়ে হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করে পঞ্চাঙ্গ লুটায়ে বন্দনা করলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি মৃত্যুর পর তুষিতাদি ছয়দেবলোকে দিব্যসম্পত্তি ভোগ করেন এবং মনুষ্যলোকে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করেন। এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি গৃহবাসকালে কামের আদীনব দেখতে পেয়ে গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের পূর্বকৃতকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'হিমালয় পর্বতে আমি' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩০. বহুকাল পূর্বে আমি হিমালয় পর্বতে বসবাস করেছিলাম। পর্বতের অভ্যন্তরে আমি তখন মৃগচর্ম পরিধান করতাম।

৩১. সুপুষ্পিত শালবৃক্ষের ন্যায় ও আলোকোজ্জ্বল সূর্যের ন্যায় সুবণে বর্ণের অভ্যন্তরে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩২. মহর্ষি বিপশ্বী ভগবানের শরীর হতে ষড়রশ্মি নির্গত হতে দেখে আমার চিত্ত অতীব প্রসন্ন হয়েছিল। তারপর আমি হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করে নতশিরে বন্দনা করেছিলাম।

৩৩. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি সেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধকে বন্দনা করারই ফল।

৩৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান রংসিসঞ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[রংসিসঞ্ঞক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. দ্বিতীয় রংসিসঞ্ঞক স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে ফুস্স ভগবানের সময় এক কুলিন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর গৃহবাসকালে দোষ দেখতে পেয়ে তিনি গৃহত্যাগ করে তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি গাছের কাকলে তৈরি জীবর পরিধান করে হিমালয় পর্বতে বিবেক সুখে অবস্থান করেন।

সেই সময় তিনি ফুস্স ভগবানকে সেই প্রদেশে উপনীত হয়েছেন দেখতে পেলেন এবং তার শরীর হতে ষড়বর্ণ বুদ্ধনশ্মি নির্গত হতে দেখতে পেলেন। অত;পর তিনি তার প্রতি অতীব প্রসন্ন হয়ে হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ব করে বন্দনা নিবেদনকরেন। বুদ্ধের প্রতিচিত্ত প্রসন্নতা হেতু যেই প্রীতি -সৌমন্য উৎপন্ন হয়েছিল সেই প্রীতি -সৌমনস্যে সহিত মৃত্যুর পর তিনি তুষিত দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি ছয় কামসুগতি ভূমিতে ও মনুষ্যলোকে যথাক্রমে দিব্যসম্পত্তি ও মনুষ্যস্পত্তি ভোগ করেন। এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি পূর্বপ্রাথর্না অনুসারে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি পূর্বকৃতকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজবিনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি হিমালয়ের পবর্তে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৫. পূর্বে আমি হিমালয় পর্বতে অবস্থান করতাম এবং গাছেল বাকলে তৈরি চীবর পরিধান করতাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৬. সেই সময় আমি পর্বতে ধ্যানরত সুগত ফুস্‌স ভগবানকে দেখেছিলাম। তার শরীর হতে নির্গত ষড়বর্ণ বুদ্ধরশ্মি দেখে আমি হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করেছিলাম। আমার চিত্ত প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল।

৩৭. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি সেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পূর্বকৃত পুণ্যকর্মেরই ফল।

৩৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান দ্বিতীয় রংসিসঞ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[দ্বিতীয় রংসিসঞ্ঞক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. ফলদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে ফুস্‌স ভগবানের সময় এক কুলিন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজের বিত্ত -বৈভব ত্যাগ করে তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং মৃগচর্ম ধারণ করে বসবাস করেন। সেই সময় তিনি ফুস্‌স ভগবানকে সেইখানে উপস্থিত হতে দেখে প্রসন্নমনে সুমধুর ফলমূল দিয়ে ভোজন করান। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবলোকে প্রভূত পুণ্যসম্পত্তি ভোগ করেন। পরবর্তীতে তিনি এই গৌতমবুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের পূর্বকৃতকর্ম স্মরণ করে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'হিমালয় পর্বতে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৯. আমি সেই সময় মৃগচর্ম পরিধান করে হিমালয় পর্বতে অবস্থান করতাম। সেখানে জিনচর ফুস্‌স বুদ্ধকে দেখতে পেয়ে আমি সুমধুর ফলমূল দান করেছিলাম।

৪০. অতীব প্রসন্নমনে ফলমূল দান করার পর থেকে জন্মজন্মান্তরে আমি বিবিধ ফলমূল লাভ করতাম।

৪১. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি ফলমূল দান করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলমূল দানেরই ফল।

৪২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ফলদায়ক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮. শব্দসঞ্ঞক স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে ফুস্‌স ভগবানের সময় এক কুলিন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে তাপসপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং হিমালয়ের গভীর অরণ্যে বসবাস করেন। ফুস্‌স ভগবান তার প্রতি করুণা বশত সেখানে গেলেন। তিনি ভগবানকে কাছ থেকে ধর্মকথা শুনে ধর্মের প্রতি প্রসন্নচিত্ত হন। তারপর তিনি আয়ুশেষে মৃত্যুর পর তুষিতাদি ছয় দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে যথাক্রমে দেবসম্পত্তি ও মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করেন। পরবর্তীতে তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনা করে অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'হিমালয় পর্বতে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪৩. সেই সময় আমি হিমালয় পর্বতে পাতার মাদুরে বসবাস করতাম। ফুস্‌স ভগবান সেখানে গিয়ে ধর্মকথা বলালে তার সুভাষিত কথার প্রতি আমার চিত্ত ভীষণ প্রসন্ন হয়েছিল।

৪৪. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি সেইকর্ম করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পন্যকর্মেরই ফল।

৪৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শব্দ ফলদায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমপ্ত]

৯. বোধিসিঞ্চক স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক কুলিন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বুদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যিত হয়ে ব্রত-প্রতিব্রত পরিপূর্ণ করে শাসনকে অতিশয় শোভিত করতে লাগলেন। একদিন বিশাল জনতাকে বোধিপূজা করতে দেখে তিনি নিজেইও সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবলোকে জন্মনিয়ে দেবসম্পত্তি ভোগ করেন। পরবর্তীতেতিনি এই গৌতমবুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বড় হয়ে তিনি শাস্তার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি ধ্যানফলসুখে অবস্থান করে নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'বিপশ্বী ভগবানের' প্রভৃতি গাথা ভাষণ করেছিলেন।

৪৬. সেই সময় বিপশ্বী ভগবানের একটি মহাবোধিবৃক্ষ ছিল। প্রব্রজ্যিত হয়ে আমি সেখানে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গিয়েছিলাম।

৪৭. সুগন্ধী পুষ্পও জল নিয়ে আমি সেই বোধিবৃক্ষকে পূজা করেছিলাম। বিপশ্বী ভগবান নিজে মুক্ত হয়েছেন এবং আমাদের ও মুক্ত করবেন। নিজে নিবৃত হয়েছেন এবং আমাদের ও নিবৃত করবেন।

৪৮. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি বোধিবৃক্ষকে পূজা করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বোধিবৃক্ষ পূজারই ফল।

৪৯. আজ থেকে তেত্রিশ কল্প আগে আমি আটবার জনাধিপতি উদকসেচনা নামক চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বোধিসিঞ্চক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শব্দ বোধিসিঞ্চক স্থবির অপদান নবম সমপ্ত]

১০. পদুমপুপ্পিয় স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে ফুস্‌স ভগবানের সময় এক কুলিন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি পদ্মফুলে সমকীর্ণ এক পুষ্করিণীতে নেমে পদ্মফুলের ডাঁটা খাচ্ছিলেন। এমন সময় পুষ্করিণীর পাশদিয়ে ফুস্‌স ভগবানকে যেতে দেখেলেন। প্রসন্নমনে সেখান থেকে পদ্মফুল নিয়ে আকাশে ছুড়ে দিয়ে ভগবানকে পূজা করলেন। তখন ছুড়ে দেওয়া পদ্মফুলগুলো আকাশে চন্দ্রতপের ন্যায় স্থিত হলো। সেই দৃশ্য দেখে তিনি ভীষণরকমভাবে প্রসন্ন হলেন এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ব্রত-প্রতিব্রত পরিভ্রমণ করে শ্রমণধর্ম পালন করতে লাগলেন। মৃত্যুর পর তিনি তুষিত স্বর্গে জন্ম নিয়ে দেবসম্পত্তি ও মনুষ্যলোকে জন্মনিয়ে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করেন। পরবর্তীতে তিনি এই গৌতমবুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বয়স বাড়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীসময়ে তিনি নিজেরপূর্বকৃতকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পুষ্করিণীতে নেমে' প্রভৃতিগাথা বলেছিলেন।

৫১. আমি পুষ্করিণীতে নেমে পদ্মফুলের ডাঁটা খাচ্ছিলাম সেখানে আমি বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ সমন্বিত ফুস্‌স বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৫২. তখন আমি পদ্মফুল হাতে নিয়ে আকাশে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম এবং পূর্বকৃত পাপকর্মের কথা স্মরণ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

৫৩. প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর আমি কায়িক ও মানসিকভাবে সংযম অবলম্বন করেছিলাম এবং বাক্যচুশ্চরিত্র ত্যাগ করে জীবিকা পরিশুদ্ধ করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫৪. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজা করারই ফল।

৫৫. আঠার কল্প ধরে আমি আঠারবার পদুমাভাস নামক রাজা হয়েছিলাম।

৫৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পদুমপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পদুমপুপ্পিয় স্থবির অপদান দশম সমপ্ত]

[তিমির বর্গ নবম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

তিমিরপুপ্পিয়, গতসঞ্ঞক ও নিপন্নঞ্জলিক,
অধোপুপ্পিয়, রংসিসঞ্ঞক ও দ্বিতীয় রংসিসঞ্ঞক,
ফলদায়ক, শব্দসঞ্ঞক ও বোধিসিঞ্চক স্থবির,
পদুমপুপ্পিয় এই দশেমিলে ছাপান্ন গাথা সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০. সুধা বর্গ

১. সুধাপিণ্ডিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় জন্মগ্রহণ করেন। সিদ্ধার্থ ভগবানের পরিনির্বাণের পর তাঁর পবিত্র দেহধাতু সংস্থাপন করে চৈত্য নির্মাণকালে তাতে প্রসন্ন মনে সুধাপিণ্ড দান করেছিলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি চুরানব্বই কল্পের পর থেকে আজ পর্যন্ত কখনও চারি অপায়ে জনমগ্রহণ করেননি। তিনি বহুজন্ম দেবসম্পত্তি ও মনুষ্য সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতমবুদ্ধের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন চিত্ত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পূজার যোগ্য বুদ্ধ ও তাঁর শ্রাবক সংঘকে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. পূজার যোগ্য বুদ্ধ ও তাঁর শ্রাবক সংঘকে পূজা কর। এতে করে জগতের সমস্ত প্রপঞ্চ অতিক্রম করতে পারবে এবং যাবতীয় শোক-বিপ-পরিদেবন মুক্ত হতে পারবে।

২. এমন অকুতোভয়ী নিবৃত, পূজার যোগ্য বুদ্ধ ও তাঁর শ্রাবক সংঘকে পূজা করার যে অমিত পুণ্যফল তা কোনভাবেই কোনো কিছুর সাথে তুলনা করে পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

৩. জম্বুদীপ, অপরযোগ, উত্তরকুরু ও পূর্ববিদেহ এই চারি মহাদীপের ক্ষমতার চক্রবর্তী রাজা হলেও একবার মাত্র পূজার যোগ্য বুদ্ধও তাঁর শ্রাবক সংঘকে পূজা করার যে ফল তার তুলনায় ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।

৪. নর শ্রেষ্ঠ সিদ্ধার্থ ভগবানের উদ্দেশে নির্মিয়মান চৈত্য আমি অতীব প্রসন্ন মনে সুধাপিণ্ড দান করেছিলাম।

৫. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমিও যেই পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছিলাম, তারপর থেকে এখনো পর্যন্ত আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। পূর্বকৃত পুণ্যকর্মের ফল এমনই মহৎ!

৬. পূর্বকৃত পুণ্যকর্মের প্রভাবে আমি আজ থেকে ত্রিশ কল্প আগে তেরবার সপ্তরত্ন মান্বত চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুধাপিণ্ডিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুধাপিণ্ডিয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২. সুচিন্তিক স্থবির অপদান।

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বহুজন্মে নির্বাণ প্রদায়ী পুণ্য সঞ্চয় করে তিস্‌স ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন চিত্ত হলেন। একদিন তিনি শাস্তার বসার জন্য পরিশুদ্ধ কাষ্ঠময় একটি বসার আসন দান করলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি বহু জন্ম সুগতিসুখ অনুভব করলেন এবং বহুজন্ম সঞ্চরণ করার পর এই গৌতম বুদ্ধেও সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি অতীব প্রসন্ন চিত্ত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজবিনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে লোকনাথ তিস্‌স ভগবানকে প্রভৃতি গাঁথা বলেছিলেন।

৮. আদিত্যবন্ধু লোকনাথ তিস্‌স ভগবানকে আমি অতীব প্রসন্ন চিত্তে একটি পরিশুদ্ধ নির্মল বসার আসন দান করেছিলাম।

৯. আজ থেকে আঠার কল্প আগে আমি মহারুচি নামক রাজা হয়েছিলাম। আর আমার প্রভূত ধনৈশ্বর্য, পান, ভোজন, শয্যাসন প্রভৃতি কোনো অভাব ছিল না।

১০. অতীব প্রসন্নমনে বুদ্ধ ভগবানকে বসার আসন দান করে আমি এখনো নিজের পূর্বকৃত সুকর্ম অনুভব করি।

১১. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই বসার আসন দান করেছিলাম; তারপর থেকে এখনো পর্যন্ত আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। বসার আসন দানের ফল এমনই মহৎ!

১২. আজ থেকে আটত্রিশ কল্প আগে আম রুচি, উপরুচি ও মহারুচি নামক তিনবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুচিন্তিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুচিন্তিক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. অর্ধচেলক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে তিস্‌স ভগবানের সময় পূর্বকৃত একটি মাত্র অকুশল কর্ম প্রভাবে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহ“ণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি সদ্ধর্ম শ্রবণ করে অতীব প্রসন্ন মনে চীবর তৈরির জন্য অর্ধেক পরিমাণ কাপড় দান করলেন। তিনি সেই পুণ্যকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে মৃত্যুর পর স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেন। ছয় দেবলোকের সমস্ত দেবসম্পত্তি ভোগ করেন। সেখান থেকে চ্যুত হয়ে মনুষ্যকুলে জন্ম নিয়ে মনুষ্যসম্পত্তির শ্রেষ্ঠসম্পত্তি চক্রবর্তী সম্পত্তি ভোগ করেন। পরবর্তীকালে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে প্রসন্নমনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে অত্যন্ত খুশিমনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি তিস্‌স ভগবানকে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৪. আমি অতীতে তিস্‌স ভগবানকে চবির তৈরির জন্য অর্ধেক পরিমাণ কাপড় দান করেছিলাম। তাতে করে আমি দুর্গতিতে পতন হতে রক্ষা পেয়েছি।

১৫. অর্ধেক পরিমাণ কাপড় দান করে আমি কল্পকাল স্বর্গে আমোদিত হয়েছিলাম এবং অবশিষ্ট কল্পে আমি বহু কুশলকর্ম সম্পাদন করেছেলাম।

১৬. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই কাপড় দান করেছেলাম, তার পর থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। কাপড় দানের ফল এমনই মহৎ।

১৭. আজ থেকে উন্নপঞ্চাশ কল্প আগে আমি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম এবং বত্রিশ বার জনাধিপতি মহাপ্রতাপশালী রাজা হয়েছিলাম।

১৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অর্ধচেলক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অর্ধচেলক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. সূচিদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সময়ে সময়ে অকুশলবীজ পূরণ করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় সময়ে সময়ে কৃত কোনো এক অকুশল কর্মপ্রভাবে এক কামার কুলে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি কামার কর্মে সবিশেষ দক্ষতা অর্জন করলেন। একদিন শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে প্রসন্নমনে চীবর সেলাইয়ের জন্য সূঁচ দান করলেন। সেই সূঁচ দানের পূণ্যপ্রভাবে তিনি দেবলোকে দেবসম্পত্তি ভোগ করেন। পরবর্তীকালে মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হয়েও চক্রবর্তী সম্পত্তিসহ প্রভৃতি সম্পত্তি ভোগ করতে লাগলেন এবং প্রতিটি জন্মে তীক্ষ্ণ প্রাজ্ঞ মহাজ্ঞানী হতেন। তিনি পর্যায়ক্রমে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মহাধনী, শ্রদ্ধাবান ও তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ। তিনি একদিন শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে ধর্মানুসারে জ্ঞানত মনোনিবেশ করে সেই আসনেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজন্মের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি পূর্বে কামার ছিলাম' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৯. আমি পূর্বে কামার ছিলাম। পুরুষোত্তম মহর্ষি বিপশ্বী ভগবানকে আমি তখন সূঁচ দান করেছিলাম।

২০. সেই পূণ্যপ্রভাবে আমি জন্মজন্মান্তরে তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ মহাজ্ঞানী হয়ে জন্মাতাম এবং

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিশেষে আমি সম্পূর্ণ রাগমুক্ত হয়েছি, বিমুক্ত হয়েছি, আসবক্ষয়জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছি।

২১. অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সমস্ত জন্মে আমি জ্ঞানযোগে সবকিছুকে বিচার করতে সক্ষম হয়েছি। সূঁচ দানের ফল এমনই মহৎ।

২২. আজ থেকে এবানব্বই কল্প আগে আমি সত্ত্বগণের মধ্যে সবচেয়ে তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ ছিলাম এবং সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ওষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সূচিদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সূচিদায়ক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. গন্ধমালিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক সম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আর তার প্রভূত ভোগৈশ্বর্য ছিল। তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে চন্দনাদি বিবিধ সুগন্ধিযোগ শাস্তার জন্য গন্ধস্তুপ নিমার্ণ করালেন। সেই গন্ধস্তুপের উপর সুমনপুষ্প টাঙিয়ে ছিলেন। তেনি সেই পুণ্যপ্রভাবে দেবমনুষ্যলোকে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময় এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণক করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের পূর্বকৃতকর্ম স্মরণ করে আনন্দিতমনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সিদ্ধার্থ ভগবানের উদ্দেশে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২৪. আমি সিদ্ধার্থ ভগবানের উদ্দেশে গন্ধস্তুপ নির্মাণ করেছিলাম। আমি তা বুদ্ধগণের উপযোগী করে সুমন পুষ্পে আচ্ছাদিত করেছিলাম।

২৫-২৬. লোকনায়ক বুদ্ধ সেখানে উজ্জ্বল মণিকাঞ্চনের ন্যায়, দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের ন্যায়, তেজস্বী সূর্যের ন্যায়, দৃঢ় পরাক্রমী বাঘের ন্যায় ও পশুরাজ সিংহের ন্যায় ভিক্ষুসংঘ-পরিবৃত হয়ে উপবেশন করেছিলেন।

২৭. আমি শাস্তার পদযুগল বন্দনা নিবেদন করে উত্তরমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলাম। আমি সেই গন্ধমাল্য আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে দান করেছিলাম।

২৮. এভাবে বিশেষ উপায়ে বুদ্ধকে পূজা করার ফলে আইম কখনও দুর্গতিতে জন্মাইনি। বুদ্ধপূজা করার ফল এমনই মহৎ!

২৯. আজ থেকে ঊনচল্লিশ কল্প আগে আমি ষোলবার রাজচক্রবর্তী হয়েছিলাম।

৩০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান গন্ধমালিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[গন্ধমালিয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬. ত্রিপুপ্পিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান করতে করতে কোনো এক অকুশল কর্মের ফলে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক ব্যাধ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তেনি তখন হরিণ হত্যা করে অরণ্যে অবস্থান করতেন। সেই সময় তিনি বিপশ্বী ভগবানের পাটলি বোধিবৃক্ষকে চিরহরিৎ পত্রপল্লবে সুশোভিত দেখে প্রসন্ন মনে তিনটি ফুল দিয়ে পাটলি মহাবোধিকে বন্দনা নিবেদন করেছিলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি সেখান থেকে চ্যুত হয়ে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি দিব্যসম্পত্তি ভোগ করেন। সেখান থেকে চ্যুত হয়ে মনুষ্যলোকেত জন্মগ্রহণ করে চক্রবর্তীসম্পত্তি প্রভৃতি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর শাস্তার শ্রীমুখনিঃসৃত ধর্মদেশনা শুনে প্রসন্ন মনে গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

এভাবে সিদ্ধিলাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি অতীতে হরিণ হত্যাকারী ছিলাম' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩১. আমি পূর্বে অরণ্যমধ্যে হরিণ শিকারী ছিলাম। সবুজ পত্রপল্লবে শোভিত পাটলি বোধিবৃক্ষকে দেখে আমি তিনটি ফুল দিয়ে পূজা করেছিলাম।

৩২-৩৩. ভিতর-বাহির উভয় পরিশুদ্ধ, সুবিমুক্ত, অনাসক্ত লোকনায়ক বিপশ্বী সম্বুদ্ধকে সামনে থেকে পূজা করার ন্যায় আমি স্বয়ং পতিত পাতা কুড়িয়ে নিয়ে বাইরে আচ্ছাদিত করেছিলাম। সেই পাটলি বোধবৃক্ষকে অভিবাদন করার পর সেখানেই আমার মৃত্যু হয়।

৩৪. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই বোধিবৃক্ষকে পূজা করেছিলাম, তার ফলে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বোধিবৃক্ষকে পূজা করারই ফল।

৩৫. আজ থেকে তেত্রিশ কল্প আগে আমি তেরবার সকলের প্রিয় মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধশাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ত্রিপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ত্রিপুপ্পিয় স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. মধু পিণ্ডিক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক ব্যাধকুলে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি শিকারের উদ্দেশে গভরি অরণ্যে প্রবেশ করেল পরে বিবেকাভিরত শান্ত সৌম্য সিদ্ধার্থ ভগবানকে দেখতে পেলেন। সিদ্ধার্থ ভগবান সমাধি হতেড় জাগ্রত হলে পরে তিনি তাঁকে সুমধুর মধু দান করলেন। তারপর প্রসন্নমনে বন্দনা করে চলে গেলেন। তিনি সেই পুণ্যপ্রভাবে দেবলোকে দেবসম্পত্তি ও মনুষ্যলোকে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করতে করতে বহু জন্মপরিভ্রমণ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এককুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি শ্রদ্ধন্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীতে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'গভীর অরণ্যে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৭-৩৮. আমি ঋষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আহ্বানাই নিবৃত অন্তর মহানাগ, মুক্তপুরুষ সিদ্ধার্থ ভগবানকে জনমানবহীন নির্জন নিস্তব্ধ গভীর অরণ্যে উপবিষ্ট দেখেছিলাম। তিনি তথায় শতসহস্র নক্ষত্ররাজিতে পরিশোভিত শুকতারার ন্যায় চিরদেদীপ্যমান ছিলেন।

৩৯. দেখার সাথে সাথেই আমার সমস্ত অন্তর এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে উঠলো এবং সেই সাথে এই জ্ঞান উৎপন্ন হলো যে, আমি সমাধি হতে উঠার পর সিদ্ধার্থ ভগবানকে সুমধুর মধু দানু করেছিলোম।

৪০. অতঃপর আমি শাস্তার শ্রী পাদপদ্মে বন্দনা নিবেদন করে পূর্বমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলাম। এই মধু দানের ফলে আমি চৌত্রিশ কল্প আগে 'সুদর্শন' নামক রাজা হয়েছিলাম।

৪১. আমি যখন ভোজন করতাম তখন যেন আমার খাদ্য মধু প্রবাহিত হতো এবং বর্ষিত হতো। ইহা আমার পূর্বকর্মেরই ফল।

৪২. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই মধু দান করেছিলোম, তারপর থেকে এখনো আমাকে কোনো দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। মধুদানের ফল এমনই মহৎ।

৪৩. আজ থেকে চৌত্রিশ কল্প আগে আমি চারবার সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মধুপিণ্ডিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মধুপিণ্ডিক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮. শয্যাসনদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্নচিত্ত হন। একদিন শাস্তা সিদ্ধার্থ ভগবান তার আবাস্থলের বনে গেলে পরে তিনি ভগবানকে প্রণাম করেন এবং মাদুর বিছায়ে তার চতুর্পার্শ্বে আচ্ছাদনীর মতো করে ফুল দিয়ে সাজিয়ে পুষ্পপূজা করলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্য লোকে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীতে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে খুশিমনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি সিদ্ধার্থ ভগবানকে' প্রভৃতি গাথা বলেছিনে।

৪৫. আমি সিদ্ধার্থ ভগবারকে একটি পাতার মাদুর দান করেছিলাম। সিদ্ধার্থ ভগবান সেখানে উপবেশন করলে পরে তার চতুর্পার্শ্বে নানা জাতের ফুল দিয়ে সাজিয়ে পুষ্পপূজা করেছিলাম।

৪৬. সেই পুণ্যের ফলে আমি মহার্ঘ মূল্যের অতীব রমণীয় প্রাসাদে কতবার রমিত হয়েছিলাম। তখন আমার সমস্ত শয়নকক্ষ মহার্ঘ পুষ্পে শোভিত থাকত।

৪৭. সেই পুষ্পশোভিত শয়সকক্ষে আমি প্রবেশ করা মাত্রই সমস্ত শয়নকক্ষে পুষ্পবৃষ্টি বর্ষিত হতো।

৪৮. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি পাতার মাদুর দান করেছিলাম, তারপর থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পাতার মাদুর দান করারই ফল।

৪৯. আজ থেকে পাঁচ কল্প আগে আমি সাতবার 'তৃণসন্থক' মানবজনপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান শয্যাসনদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শয্যাসনদায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯. বেয়্যাবচ্চক স্থবির অপদান

এই স্থবির অতীত জীবনের কাহিনি উপর্যুক্ত কাহিনির ন্যঅয় জ্ঞাতব্য। শুধুমাত্র এই স্থবিরের কাহিনিটি বিপশ্বী ভগবানের সময় বলে জ্ঞাতব্য।

৫১. তখন বিপশ্বী ভগবানের চিল সুবৃহৎ ভিক্ষুপরিষদ। বুদ্ধপ্রমুখ সেই সুবৃহৎ ভিক্ষুপরিষদের একান্ত সেবক ছিলাম আমি। আম তাদের সমস্ত কাজকর্ম করে দিতাম।

৫২. মহর্ষি সুগতকে দান দেওয়ার মতো আমার হাতে তখন কিছুই ছিল না। আমি শুধু প্রসন্ন মনে শাস্তার চরণযুগলে সশ্রদ্ধ বন্দনা করেছিলাম।

৫৩. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই সেবা-সৎকার করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধ প্রমুখ অনুত্তর ভিক্ষসংঘকে সেবা-সৎকার করারই ফল।

৫৪. আজ থেকে আট কল্প আগে আমি সুচিন্তিত নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বেয়্যাবচ্চক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বেয়্যাবচ্চক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. বুদ্ধেপস্থায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদপুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় শঙ্খবাদক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শঙ্খবাদন শিল্পে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করলেন। তিনি প্রত্যহ ভগবানের সামনে শঙ্খ বাজিয়ে ভগবানকে শঙ্খশব্দে পূজা করতেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণকালে প্রত্যেক জন্মেই শ্রুতিমধুর কণ্ঠের অধিকারী হতেন। পরবর্তীকালে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক বিখ্যাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি 'মধুরকণ্ঠী' নামে খ্যাতিমান হলেন। তিনি শাস্তার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি 'মধুরস্সর স্থবির' নামে খ্যাত হয়েছিলেন।

একদিন তিনি নিজের পূর্বকৃতকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজবিনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি ছিলাম বিপশ্বী ভগবানের' প্রভৃতি গাথাগুলো বলেছিলেন।

৫৬. আমি ছিলাম বিপশ্বী ভগবানের শঙ্কবাদক। অমি প্রত্যহ মহর্ষি সুগতকে শঙ্খবাদনের মধ্য দিয়ে শঙ্খশব্দে পূজা করতাম।

৫৭. দেখ দেখ, এমন লোকনাথ সম্বুদ্ধকে শব্দপূজা করার ফলসরূপ আমাকে পতিনিয়ত ষাট হাজার দিব্যতুর্য পরিবেষ্টিত হয়ে থাকত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫৮. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই মহাঋষি সম্বুদ্ধকে শব্দপূজা করেছিলাম, তার ফলে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার সম্বুদ্ধকে শব্দপূজা করারই ফল।

৫৯. আজ থেকে চব্বিশ কল্প আগে আমি ষোলবার মহানির্ঘোষ নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৬০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বুদ্ধোপস্থায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বুদ্ধোপস্থায়ক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[সুধাবর্গ দশম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

সুধাপিণ্ডিয়, সুচিন্তিক, অর্ধবস্ত্রী, সূঁচ ও গন্ধমালি,
ত্রিপুষ্পিয়, মধুপিণ্ডিক, শয্যামনদায়ক, বেয়্যঅবচ্চক,
বুদ্ধোপস্থায়ক মিলে এই বর্গে ষাটটি গাথা কথিত।

অতৎপর বর্গের **স্মারক-গাথা :**

বুদ্ধবর্গ, প্রথম সিংগাসন, সুভূতি ও কুণ্ডধান,
উপালি, বীজনী, সকচিন্তিয়, নাগসমাল ও তিমির
সুধাসহ মোট দশটি বর্গে চৌদ্দশ পঞ্চান্ন গাথা প্রকাশিত।
[বুদ্ধবর্গ দশক]
[প্রথম শতক সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১১. ভিক্ষাদায়ী বর্গ

১. ভিক্ষায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি সিদ্ধার্থ ভগবানকে পিণ্ডচরণ করতে দেখে প্রসন্ন মনে আহার দান করেছিলেন। ভগবান তার প্রদত্ত আহার গ্রহণ করে অনুমোদন পূর্বক চলে গেলেন। যেই পুণ্যপ্রভাবে তিনে যথা আয়ুষ্কাল বেঁচে থেকে মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি দিব্যসম্পত্তি ভোগ করে এবং মনুষ্যলোকে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ত্রিরত্নের শদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'দান গ্রহণের যোগ্য সুবর্ণবর্ণ সম্বুদ্ধ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. দান গ্রহণের যোগ্য নির্বাণগত সুবর্ণবর্ণ মহান সম্বুদ্ধ বন হতে গ্রামের উদ্দেশে বের হয়েছিলেন।

২. আমি জ্ঞানবলে উপশান্ত হয়েছেন এমন মহাবীর মহর্ষি সিদ্ধার্থ ভগবানকে এক চামচ ভিক্ষা দিয়েছিলাম।

৩. তিনি তাঁর অনুসারী বিশাল জনতাকে পরমা শান্তি নির্বাণে উপনীত করছিলেন। তাই সেই আদিত্যবন্ধ সম্বুদ্ধের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধাভক্তি জাগ্রত হলো।

৪. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, তারপর থেকে আমাকে এখনো দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ভিক্ষাদানেরই ফল।

৫. আজ থেকে সাতাশি কল্প আগে আমি সাতবার মহারেণু নামক সপ্তরত্নসমন্বিত চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ূষ্মান ভিক্ষাদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ভিক্ষাদায়ক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২. জ্ঞানসংজ্ঞিক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি প্রত্যহ ধর্মশ্রবণ করতে যেতেন। তিনি ভগবানের ধর্মদেশনার জ্ঞানের গভীরতা দেখে ভীষণ প্রসন্ন হলেন এবং পঞ্চঙ্গ অষ্টাঙ্গ নমস্কারবশে প্রণাম নিবেদন করে চলে গেলেন। মৃত্যুর পর তিনি দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। সেখানে প্রভূত দিব্য সম্পত্তি ভোগ করলেন। সেখান থেকে চ্যুত হয়ে মনুষ্যলোকে জন্ম নিয়ে মনুষ্যরশ্রেষ্ঠ চকক্রবর্তী সম্পত্তিসহ প্রভৃতি মনুষ্য সম্পত্তি ভোগ করে বর্বে গৌতম বুদ্ধের সময় এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সুবর্ণবর্ণ সম্বুদ্ধ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৭-৮. শ্রেষ্ঠ আজানীয় ঘোড়ার ন্যায় ও মাতঙ্গ হস্তীর ন্যায় মহর্ষি জ্যোতিষ্মান লোকশ্রেষ্ঠ সমবুদ্ধকে আমি দেখতে পেয়েছিলাম, যিনি পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় দশদিক আলোকিত করে রথে প্রতিপন্ন হয়েছেন।

৯. তাঁর অসীম জ্ঞানের প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমি হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করেছিলাম এবং প্রসন্ন চিত্তে সুপরিশুদ্ধ মনে সিদ্ধার্থ ভগবানকে অভিবাদন করেছিলেন।

১০. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম তারপর থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার জ্ঞানসংজ্ঞায় হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করারই ফল।

১১. আজ থেকে তেয়াত্তর কল্প আগে আমি ষোলবার সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী নরোত্তম চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এইভাবে আয়ুষ্মান জ্ঞানসংজ্ঞিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[জ্ঞানসংজ্ঞিক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. উৎপলহস্তী স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক মালাকার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ফুল বিক্রি করে করেই জিবীকা নির্বাহ করতেন। অতঃপর একদিন ফুল নিয়ে বিচরণ করতে করতে ভগবানকে দেখতে পেলেন এবং এক গুচ্ছ রক্তোৎপল দিয়ে পূজা করলেন। সেই পুণ্য প্রভাবে মৃত্যুর পর তিনি সুগতি স্বর্গলোকে পুণ্য সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি ছিলাম তিবরা নিবাসী' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৩. সেই সময় আমি ছিলাম তিরবা নিবাসী মালাকার। একদিন আমি ত্রিলোক পূজ্য বিরজ বীতমল সিদ্ধার্থ বুদ্ধকে দেখতে পেলেন।

১৪. আমি অতীব প্রসন্ন ও সুপরিশুদ্ধ মনে এক গুচ্ছ ফুল দান করেছিলাম। সেই কৃতপুণ্যের ফলে আমি যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন,

১৫. অতীব ইষ্ট ও মনোজ্ঞ ফল আমি ভোগ করতাম এবং সুদৃশ্য পুষ্প মালা আমার চর্তুপার্শ্বে আমাকে পরিবেষ্টন করে থাকত। এহা আমার ফুল দানেরই ফল।

১৬. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফুল দান করেছিলাম, তারপর থেকে আমাকে এখনো দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্প পূজারই ফল।

১৭. বর্তমান জন্মের কথা বাদ দিলে কল্পের পর থেকে আমি মোট পাঁচশ বার রাজা হয়েছিলাম।

১৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উৎপলহস্তী স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উৎপল হস্তী স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. পদপূজক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে সুমন পুষ্পে ভগবানের পদযুগলে পূজা করলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে আমি দেব মনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণ করতে করতে শক্রসম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং ক্রমে বিদর্শন ভাবনা বলে অর্হত্ত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের কৃতকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজন্মের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি সিদ্ধার্থ ভগবানকে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৯. আমি সিদ্ধার্থ ভগবানকে সুমনপুষ্প দান করেছিলাম। আমি ভীষণ আনন্দিত মনে তার পদযুগলে সাতটি পুষ্প ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

২০. সেই কুশল কর্মের প্রভাবেই আজ আমি অমৃতলোক নির্বাণ ভূমে অভিরমিত হই এব সম্যক সম্বুদ্ধের শাসনে অন্তিম দেহ ধারণ করেছি।

২১. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি ভগবানের পদযুগলে সেই পুষ্প পূজা করেছিলাম, সেই থেকে আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্পপূজারই ফল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২২. আজ থেকে পাঁচ কল্প আগে আমি তেরবার 'সমন্তগন্ধ' নামক চতুরন্ত বিজেতা জনাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পদপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পদপূজক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. মুষ্টিপুষ্পিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠারেন মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক মালাকার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি নিজের মালাকার শিল্পে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করলেন। একদিন তিনি ভগবানকে দেখতে পেয়ে প্রসন্ন মনে দুহাতে সুমনপুষ্প নিয়ে ভগবানের পদমূলে ছিটিয়ে দিয়ে পূজা করেন। সেই প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণকালে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি পূর্ব ইচ্ছা অনুসারে শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'তখন আমি ছিলাম' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২৪. তখন আমি ছিলাম সুদর্শন নামক এক মালাকার। একদিন আমি লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম বরজ বীতমল বুদ্ধকে দেখতে পেলাম।

২৫. আমি দুহাতে সুমন পুষ্প নিয়ে পদুমুত্তর বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম। তারফলে আমি বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু লাভ করেছিলাম।

২৬. এই পুষ্প পূজার ফলে প্রার্থনা অনুযায়ী আমাকে লক্ষ কল্প দুর্গতিতে জন্ম নিতে হয়নি।

২৭. আজ থেকে ছত্রিশ কল্প আগে আমি ষোলবার দেবোত্তর নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মুষ্টিপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মুষ্টিপুষ্পিয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬. উদকপূজক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি কুশলাকুশল বিষয়ে অবগত হলেন। একদিন পদুমুত্তর ভগবানকে আকাশ পথে যেতে দেখলেন। তখন ভগবানের শরীর হতে ষড়রশ্মি নির্গত হচ্ছিল। তা দেখে তিনি প্রসন্ন মনে উভয় হাতে জল নিয়ে পূজা করলেন। সেই জল তখন রজত বুদ্ধের ন্যায় আকাশে স্থিত হলো। তাতে তিনি আরও প্রসন্ন হলেন। মৃত্যুর পর তিনি তুষিত স্বর্গে জন্ম নিয়ে দিব্যসম্পত্তি ভোগ করলেন। পরবর্তীকালে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সুবর্ণবর্ণ জ্যোতিষ্মান সম্বুদ্ধ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২৯. সুবর্ণবর্ণ জ্যোতিষ্মান সম্বুদ্ধ প্রজ্জ্বলিত ঘৃততৈলের মতো এবং তেজস্বী সূর্যের মতো আপন ঔজ্জ্বল্য ছড়িয়ে আকাশ পথে গমন করছিলেন।

৩০. আমি তখন বুদ্ধকে পূজা করার মানসে দুহাতে জল নিয়ে আকাশে ছুড়ে মারলাম। মহাকারুণিক ঋষি মহাবীর বুদ্ধ তা গ্রহণ করলেন।

৩১. পদুমুত্তর শাস্তা আকাশে দাঁড়িয়েই আমার সংকল্পের কথা অবগত হয়ে এই গাথা ভাষণ করেছিলেন।

৩২. এই ব্যক্তি পরম প্রীতির সাথে এই জল দানের প্রভাবে লক্ষকল্প অপায় দুর্গতিতে যাবে না।

৩৩. সেই পুণ্য প্রভাবে আমি দ্বিপদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম এবং হয়েছি এবং সমস্ত জয়-পরাজয় অতিক্রম করে অজর অমর অচল স্থান নির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছি।

৩৪. আজ থেকে পঁয়ছত্রিশ কল্প আগে আমি তিনবার চতুরন্ত বিজেতা জনাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উদকপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উদকপূজক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. নলমালিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। পরে কামের আদীনব তথা দোষ দেখতে পেয়ে গৃহত্যাগ করে তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে হিমালয়ে বসবাস করতে লাগলেন। তিনি সেখানে ভগবানকে দেখতে পেয়ে প্রসন্ন মনে বন্দনা করলেন। তৃণমাদুর বিছিয়ে দিয়ে বসতে প্রার্থনা করলেন। ভগবান সেই তৃণমাদুরে বসলেন। তখন তিনি ভগবানকে একজাতীয় নলের তৈরী পাখা দিয়ে বাতাস করার পর তা দান করলেন। ভগবান তার প্রতি অনুকম্পা করে তা গ্রহণ করলেন এবং অনুমোদন করলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বহুজন্মপরিভ্রমণ করতে লাগলেন। প্রতি জন্মে তিনি মানসিক অশান্তি, সন্তাপ, মনস্তাপহীন হয়ে পরম সুখে কাল যাপন করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি পূর্বপ্রার্থনা অনুসারে শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃতকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্ব জীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ পদুমুত্তর বুদ্ধকে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৬-৩৭. তৃণমাদুরে উপবিষ্ট ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ উপশান্ত পদুমুত্তর বুদ্ধকে আমি একজাতীয় নলে তৈরি হাতপাখা দিয়ে বাতাস করেছিলাম। বাতাস করার পর আমি দ্বিপদশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে তা দান করেছিলাম।

৩৮. লোকনায়ক সর্বজ্ঞ বুদ্ধ সেই হাতপাখা গ্রহণ করলেন এবং আমার সংকল্পের কথা অবগত হয়ে আশীর্বাদসূচক এই গাথা ভাষণ করলেন।

৩৯. তোমার হাতপাখা দিয়ে বাতাস করার ফলে আমার সমস্ত দেহ যেমন পরিদাহ হতে মুক্ত হয়ে শান্ত শিতল হয়েছে, ঠিক তদ্রুপ তোমার চিত্তও রাগ, দ্বেষ, মোহ এই ত্রিবিধাগ্নি হতে মুক্ত হয়ে চিরশান্ত, নিবৃত হোক।

৪০. তখন সেই বনকে আশ্রয় করে থাকা সমস্ত দেবতারা সেখানে সমাগত হেয়েছিলেন। আমরা সবাই গভীর শ্রদ্ধ নিয়ে অমৃতোপম আনন্দদায় বুদাধবানী শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে আছি।

৪১. ভগবান তথাকার দেবসংঘ পরিবেষ্টিত সভায় উপবিষ্ট হয়ে অমৃতোপম আনন্দদায়ক এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৪২. এই হাতপাখা দাতা ব্যক্তি হাতপাখা দানবলে আপন প্রার্থনা-অনুসারে ভবিষ্যতে সুব্রত নামক চক্রতবর্তী রাজা হবে।

৪৩. তারপর সে পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে মালুতো নামক চক্রবর্তী রাজা হবে।

৪৪. এই হাতপাখা দানের প্রভূত পুণ্যপ্রভাবে সে লক্ষ কল্প অপায় দুর্গতিতে জন্ম নেবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৫. ত্রিশ হাজার কল্পের মধ্যে সে মোট আত্রিশবার সুব্রত নামক চক্রবর্তী রাজা ও ঊনত্রিশ হাজার কল্পের মধ্যে সে আটবার মালুত নামক চক্রবর্তী রাজা হবে।

৪৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নলমালিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উদকপূজক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

[সপ্তম ভাণবার]

৮. আসন উপস্থায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে অর্থদর্শী ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সংসারধর্ম পালনকালে একদিন সংসারের দোষ দেখে ভীষণ উদ্বিগ্ন হলেন। পরে গৃহত্যাগ করে তাপসপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করে হিমালয়ে বসবাস করতে লাগলেন। একদিন ভগবান সেখানে গেলে তিনি ভগবানকে দেখতে পেলেন। ভগবানকে দেখে প্রসন্ন মনে একটি সিংহাসন দান করলেন। ভগবান তাতে বসলেন। উপবিষ্ট ভগবানকে তিনি কয়েক গুচ্ছ মালা হাতে নিয়ে পূজা করে প্রদক্ষিণ করলেন। অতঃপর চলে গেলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণকালে প্রতিটি জন্মে উচ্চবংশীয় ও মহাধনী হয়ে জন্ম নিলেন। পরবর্তীকালে সময়ের পরিক্রমায় তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রাজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্মের কথা স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি নিঃশব্দ নিরিবিলি' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪৭. আমি নিঃশব্দ নিরিবিলে এক গভীর বনে অর্থদর্শী ভগবানকে একটি সিংহাসন দান করেছিলাম।

৪৮. আমি হাতে পুষ্পমাল্য নিয়ে শাস্তাকে প্রদক্ষিণ করে উত্তরমুখী হয়ে চলে গেলোম।

৪৯. সেই পুণ্যপ্রভাবে আমি আজ দ্বিপদশ্রেষ্ঠ লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম এবং সমস্ত জন্মকে ক্ষয় করে নিজেকে চিরনিবৃত করেছি।

৫০. আজ থেকে আটারশ কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলোম, তার ফলে আমাকে এখনো দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার সিংহাসন দানেরই ফল।

৫১. আজ থেকে সাতশ কল্প আগে আমি সন্নিব্বাপক নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান আসন উপস্থায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[আসন উপস্থায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. বিলালিদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তরয়স্ক হওয়ার পর তিনি সংসার বন্ধেনে আবদ্ধ হন। একদিন তিনি সংসারে কামের আদীনব তথা দোষ দেখতে পেয়ে গৃহত্যাগ করে তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং হিমালয়ে অতীব অল্পেচ্ছু ও সন্তুষ্ট মনে বসবাস করতে লাগলেন। সেই সময় পদুমুত্তর ভগবান তার প্রতি অনুকম্পা করে হিমালয়ে গেলেন। তিনি ভগবানকে দেখে প্রসন্ন মনে বন্দনা করে বিলালি নামক একজাতীয় গাছেলর ফল নিয়ে পাত্রে দিলেন। তথাগত ভগবান বুদ্ধ তার প্রতি অনুকম্পা করে ও তার মনে আনন্দ উৎপাদনের জন্য তার প্রদত্ত বিলালি গাছের ফল ভোজন করলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি মৃত্যুর পর দেবমনুষ্যলোকে দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলূন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্ব জীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি হিমালয়ের অনতিদূরে' প্রভুতি গাথা বলেছিলেন।

৫৩. আমি হিমালয়ের অনতিদূরে পর্ণকুটিরে বসবাস করতাম। সে সময় আমি লোভাতুর না হয়ে মৃদু ঘাসের উপর শয়ন করতাম।

৫৪. মাটি খনন করে তোলা আলু, তালমূল, বিলালি ফল, কলা, বড়ই, ভল্লাতক ফল প্রভৃতি তখন প্রস্তুতই ছিল।

৫৫. অতীব পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ আমার সংকল্পের কথা অবগত হয়ে আমার কাছে এসেছিলেন।

৫৬. আমি তখন অকস্মাৎ উপস্থিত হওয়া নরশ্রেষ্ঠ দেবাতিদেব মহানাগ বুদ্ধকে বিলাল ফল হাতে নিয়ে তার পাত্রে দান করলাম।

৫৭. মহাবীর বুদ্ধ তখন আমার মনে আনন্দ উৎপাদনের জন্য তা পরিভোগ করলেন এবং এই গাথা ভাষণ করলেন।

৫৮. নিজের চিত্তকে প্রসন্ন করে তুমি আমায় বিলাল ফল দান করলে, তার ফলে তুমি লক্ষ কল্প অপায় দুর্গতিতে জন্ম নেবে না।

৫৯. এখন আমি সমস্ত জন্ম ক্ষয় করে অবস্থান করছি। এই সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে আমি অন্তিম দেহ ধারণ-করেছি।

৬০. আজ থেকে চুয়ান্ন কল্প আগে আমি সুমেখলিয় নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বিলালিদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বিলালিদায়ক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. রেণুপূজক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি পসন্ন হলেন। একদিন জ্যোতিষ্মান ভগবান বুদ্ধকে দেখে প্রসন্ন মনে হাতে নাগপুষ্পরেণু নিয়ে পূজা করলেন। ভগবান তার পুষ্পপূজা অনমোদন করলেন।

সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি মৃত্যুর পর দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণকালে দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করেন। প্রতিটি জন্মে সর্বত্রই তিনি পূজিত হতেন। পরে এই গেওতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবযস্ক হওয়ার পর পূর্বপ্রার্থনা অনুসারে তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি স্বীয় দিব্যচক্ষু দ্বারা নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজন্মের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সুবর্ণবর্ণ সম্বুদ্ধ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৬২-৬৩. মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় ও ভরা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় সর্বদিকে আলোকিত করা সুবর্ণবর্ণ সম্বুদ্ধ আপন শ্রাবক পরিবেষ্টিত হয়ে সগৌরবে আমার এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। আমি নাগপুষ্পরেণু হাতে নিয়ে তাঁকে দান করেছিলাম।

৬৪. আজ থেকে একনব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পরেণু দান করেছিলাম, তার ফলে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৬৫. আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ কল্প আগে আমি রেণু নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৬৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান রেণুপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[রেণুপূজক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[ভিক্ষাদায়ী বর্গ দশম]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্মারক-গাথা

ভিক্ষাদায়ী, জ্ঞানসংজ্ঞি, উৎপলহস্তী ও পদপূজক,
মুষ্টিপুষ্পিয়, উদকপূজক, নলমালিয়, আসন-উপস্থায়ক
বিলালিদায়ক ও রেণুপূজকসহ ছেষট্টি গাথায় সমাপ্ত।

১২. মহাপরিবার বর্গ

১. মহাপরিবারক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় যক্ষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লক্ষ লক্ষ যক্ষের সাথে এক ক্ষুদ্র দপিে দিব্যসুখ ভোগ করে অবস্থান করছিলেন। সেই দীপে একটি সুরম্য চৈত্য ছিল। তথায় ভগবান গেলেন। অতঃপর যক্ষসেনাপতি ভগবানকে দেখতে পেলেন। তিনি ভগবানের কাছে গেলেন এবয় দিব্যবস্ত্র দিয়ে ভগবানকে পূজা করলেন। তিনি সপরিবারে ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ করলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করলেন। সেখানে দিব্যসুখ ভোগ করলেন। সেখান থেকে চ্যুত হয়ে মনুষ্যলোকে জন্ম নিয়ে শ্রেষ্ঠ চক্রবর্তী সুখ ভোগ করে পরবর্তীকালে এই গ্যেতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি পসন্ন হয়ে প্রবজা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের পূর্বকৃতকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সেই সময় বিপশ্বী ভগবান' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. সেই সময় লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম বিপশ্বী ভগবান আটষট্টি হাজার শিষ্য পরিবৃত হয়ে আমাদের ক্ষুদ্রদীপে প্রবেশ করেছিলেন।

২. নগর হতে বের হয়ে আমি দীপের চৈত্যে গিয়ে পরম পূজনীয় বিরজ বীতমল বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩. চুরাশি হাজার যক্ষ আমার কাছে এস তখন আমাকে তাবতিংস স্বর্গে ইন্দ্রের ন্যায় সেবা সৎকার করছিলেন।

৪. সেই সময় আমি আমার প্রাসাদ হতে বের হয়ে একটি দিব্যবস্ত্র নিলাম এবং ভগবান বুদ্ধের কাছে গিয়ে অভিবাদন করে সেই দিব্যবস্ত্রটি দান করলাম।

৫. অহো বুদ্ধ! অহো ধর্ম! অহো আমাদের শাস্তা! বুদ্ধেরে তেজ শক্তিতে তখন সমগ্র পৃথিবী কম্পিত হয়েছিল।

৬. আমি সেই অতি আশ্বর্য দৃশ্য দেখে অবাক বনে গিয়েছিলাম। আমার সমস্ত লোম খাড়া হয়ে গিয়েছিল। তারপর আমি দ্বিপদশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের প্রতি চিত্ত প্রসন্ন করলাম।

৭. সেই প্রসন্ন চিত্তে আমি শাস্তাকে দিব্যবস্ত্রটি দান করেঝিলাম। এবং সপরিষদ আমি তাঁর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শরণ গ্রহণ করেছিলাম।

৮. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, তারপর থেকে আমাকে এখনো দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৯. আজ থেকে পনের কল্প আগে আমি ষোলবার সুবাহন নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মহপরিবারক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মহপরিবারক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. সুমঙ্গল স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে অর্থদর্শী ভগবানের সময় এক বড় দীঘির কাছেই বৃক্ষদেবতা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময় ভগবান বিহার হতে বের হয়ে সেই দীঘিতে স্নান করতে গেলেন। স্নানের পর দীঘির পাড়ে চীবর পরিহিত হয়ে মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর সেই দেবপুত্র বেশ খুশিমনে হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করে দিব্যতূর্য বাজিয়ে বুদ্ধের গুণকীর্তন করলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্ব জীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১১. লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম জিনবর অর্থদর্শী ভগবান বিহার হতে বের হয়ে একটি বড় দীঘিতে এসেছিলেন।

১২. সেখানে তিনি স্নান করলেন এবং পরিধেয় চীবর পরিধান করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদিক-সেদিক দেখছিলেন।

১৩. আমি আমার যক্ষভবনে বসেই লোকনায়ক দুদ্ধকে দখতে পেয়েছিলাম। তখনি আমি অতীক আনন্দিত মনে করতালি দিয়েছিলাম।

১৪. মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় জ্যোতিষ্মান ও তেজস্বী সম্বুদ্ধকে আমি দিব্য নৃত্য-গীতে ও দিব্য বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে আনন্দিত করেছিলাম।

১৫. সেই পুণ্যপ্রভাবে দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন সর্বত্রই আমি আমার বিপুল যশ দিয়ে অন্য সত্ত্বদের অতিক্রম করতাম।

১৬. হে পরুষশ্রেষ্ঠ, আপনাকে নমস্কার। হে পুরুষোতাতম, আপনাকে নমস্কার। হে মুনি, আপনি আগে নিজেকে পরিপুষ্ট করে তারপর অপর সত্ত্বগণকে পরিপুষ্ট করেছেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৭. স্বীয় সত্যব্রতে দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত থেকে অতীব আনন্দিত মনে সম্বুদ্ধকে সেবা-পূজা করে আমি তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হয়েছিলাম।

১৮. আজ থেকে ষোলশ কল্প আগে আমি আঠার বার সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুমঙ্গল স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুমঙ্গল স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. স্মরণগমনীয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় হিমালয়ে এক দেবরাজ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময় সেখানকার অপর এক যক্ষ দেবরাজ ওই দেবরাজের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে উদ্ধত হলো। ঠিক সেই সময় পদুমুত্তর ভগবান তাদের প্রতি অশেষ অনুকম্পা করে আকাশ মার্গে সেখানে গেলেন। তারপর সপরিষদ দুই দেবরাজকে ধর্মদেশনা করলেন। ধর্মদেশনা শোনার পর তারা সবাই নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করে সগৌরবে ভগবান বুদ্ধকে বন্দনা নিবেদন করে শরণ গ্রহণ করেন। এই শরণ গ্রহণই তাদের জীবনে প্রথম শরণগ্রহণ। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণকালে দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের পূর্বকৃত কুশলকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'উভয় দেবরাজ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২০. সেই বিশাল দিব্য অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সপরিষদ উভয় দেবরাজ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন।

২১. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর শাস্তা আকাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ সেই সপরিষদ উভয় দেবরাজকে সংবেগ উৎপাদক ধর্মদেশনা করলেন।

২২. তাতে করে তথাস্থ সমস্ত দেবতা ভীষণ রকম খুশি হয়ে নিজেদের সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র ছুড়ে ফেলে দিলেন। এবং সাথে সাথে সম্বুদ্ধকে বন্দনা নিবেদন করে সকলেই একাগ্রচিত্ত হলেন।

২৩. আমার সংকল্পের কথা অবগত হয়ে পরম করুণাময় লোকবিদ পদুমুত্তর ভগবান অমৃতনির্ঝর উপদেশ প্রদান করলেন এবং সেই সাথে মহাজনতাকে শান্ত নিবৃত করলেন।

২৪. প্রদুষ্ট চিত্ত মানুষ যদি কোনো একটি প্রাণীকেও কষ্ট দেয়, তাহলে সে সেই প্রদুষ্টচিত্তের কারণেই অপায়ে জন্মগ্রহণ করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৫. সংগ্রামে অবতীর্ণ নাগর ন্যায় তোমরা বহু প্রণীকে কষ্ট দিয়েছ। এবার তোমরা নিজ নিজ চিত্তকে শান্ত নিবৃত কর। বারাবার হত্যায় লিপ্ত হইও না।

২৬. সেই দুই দেবরাজ সুবৃহৎ পরিষদসহ আমরা সবাই লোকশ্রেষ্ঠ সম্বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেছিলাম।

২৭. সেই চক্ষুষ্মান পদুমুত্তর সম্বুদ্ধ উপস্থিত জনতাকে উপদেশ দিয়ে দেবগণ দেখে মতো করে উত্তরমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলেন।

২৮. সেই প্রথম আমি দ্বিপদশ্রেষ্ঠ সম্বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেছিলাম, তারপর থেকে লক্ষ কল্প আমাকে অপায় দুর্গতিতে জন্ম নিতে হয়নি।

২৯. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প আগে আমি মোট ষোলবার মহাদুন্দুভি নামক চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান শরণগমনীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শরণগমনীয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. একাসনীয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে অর্থদর্শী ভগবানের সময় বরুণ নামক এক দেবরাজ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভগবানকে দেখে প্রসন্ন মনে সুগন্ধ মাল্য ও শ্রুতিমধুর নৃত্যগীতের মাধ্যমে সপরিবারে ভগবান বুদ্ধকে পূজা করলেন। পরবর্তী সময়ে ভগবানের পরিরির্বাণের পর তারই মহাবোধিবৃক্ষকে সাক্ষাৎ বুদ্ধের মতো করে সকল প্রকার তূর্য বাজিয়ে পূজা করলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি তৃত্যুর পর নির্মাণরতি দেবলোকে জন্মগ্রহণ করলেন। এভাবে দেবমনুষ্যলোকে দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে পূর্ব জীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সেই সময় আমি বরুণ নামক দেবরাজ' প্রভুতি গাথা বলেছিলেন।

৩১. সেই সময় আমি বরুণ নামক দেবরাজ দেববাহনে চরে দিব্য পুষ্পমাল্য ও তূর্য বাজিয়ে অর্থদর্শী সম্বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম।

৩২. নরোত্তম লোকনায়ক অর্থদর্শী ভগবান পরিনির্বাপিত হলে পরে আমি সমস্ত দিব্য মাল্য ও দিব্য তূর্য নিয়ে মহাবোধিবৃক্ষ মূলে গিয়েছিলাম।

৩৩. আমি মহাবোধিবৃক্ষকে সাক্ষাৎ বুদ্ধের ন্যায় দিব্য তূর্য বাজিয়ে মনোজ্ঞ নৃত্যের মাধ্যমে পূজা করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৪. ধরনীর বুকে বধিষ্ণু সেই মহাবোধিবৃক্ষকে পূজা করে আমি পদ্মাসনে বসেছিলাম এবং সেই আসনেই আমি মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

৩৫. আমি স্বীয় কর্মে সন্তুষ্ট ছিলাম এবং মহাবোধিবৃক্ষের প্রতি ভীষণ প্রসন্ন ছিলাম। সেই চিত্ত প্রসন্নতাহেতু আমি নির্মাণরতি দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৩৬. ওদবমনুষ্যলোকে প্রতিটি জন্মে ষাটহাজার তূর্য বাদ্য আমাকে প্রতিনিয়ত পরিবেষ্টন করে থাকত।

৩৭. রাগ, দ্বেষ, মোহ এই ত্রিবিধ অগ্নি সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়েছে এবং সমস্ত জন্ম ক্ষয় হয়েছে। আমি এই সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে অন্তিম দেহ ধারণ করেছি।

৩৮. আজ থেকে শত কল্প আগে আমি চৌত্রিশ বার সুবাহু নামক সপ্তরত্নসমন্বিত চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একাসনীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একাসনীয় স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. সুবর্ণপুষ্পিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক জায়গায় ভূমিবাসী দেবপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি ভগবান বুদ্ধের নিকট ধর্ম শ্রবণ করে চারটি সুবর্ণ পুষ্প দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করলেন। সাথে সাথে সেই ফুলগুলো আকাশে স্থিত হয়ে সুবর্ণ শামিয়ানার মতো ছায়া দিতে লাগল। তখন সেই সুবর্ণ পুষ্পগুলোর জ্যোতি ও বুদ্ধের শরীরের জ্যোতি মিলেমিশে একাকার হয়ে এক উজ্জ্বল আলোর সৃষ্টি করেছিল। তিনি তা দেখে অতীব প্রসন্ন হলেন। তাই নিজ বাসভবনে ফিরে যাওয়ার পর তিনি তা স্মরণ করে করে শিহরিত হতে লাগলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি তুষিত দেবলোকসহ অপরাপর সুগতিলোকে সংসরণকালে দিব্যসম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার শ্রীমুখনিঃসৃত ধর্মদেশনা শুনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪০. লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম বিপশ্বী ভগবান উপবিষ্ট হয়ে বিশাল জনতাকে অমৃতপদ নির্বাণ ধর্মদেশনা করেছিলেন।

৪১. সেই দ্বিপদশ্রেষ্ঠ ভগবান বুদ্ধের ধর্মদেশনাশুনে আমি চারটি সুবর্ণ পুষ্প তাঁকে দান করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪২. সেই চারটি সুবর্ণ পুষ্প বুদ্ধ প্রমুখ সমগ্র পরিষদের উপড় শামিয়ানা হয়ে ছায়া দিয়েছিল। তখন সুবর্ণ পুষ্পের প্রভা ও বুদ্ধ শরীরের প্রভা মিলে চতুর্দিক বিপুল আলোয় আলোকিত হয়েছিল।

৪৩. সেই অসম্ভব সুন্দর দৃষ্ট প্রত্যক্ষ করে আমি ভগবান বুদ্ধের প্রতি উদগ্রচিত্ত, প্রসন্নমনা, কৃতাঞ্জলি ও ভক্তিপ্রবণ হয়েছিলাম।

৪৪. আমি সুব্রত সম্বুদ্ধকে মনে মনে প্রার্থণা জানালাম এবং সশ্রদ্ধ বন্দনা জানালাম। আমি আমার খুশির কথা সবাইকে জানিয়ে নিজের বাসভবনে চলে গিয়েছিলাম।

৪৫. আমি আমার বাসভবনে উপবিষ্ট হওয়ার পরও বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে স্মরণ করছিলাম। সেই চিত্তপ্রসন্নতাহেতু আমি তুষিত দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৪৬. আজ থেকে একনব্বই কল্প আগে আমি পুষ্প দান করেছিলাম, তারপর থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৪৭. আজ থেকে তেতাল্লিশ কল্প আগে আমি ষোলবার নেত্তিসম্মত নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুবণ্ণপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুবর্ণপুপ্পিয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. চিত্তকপূজক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে শিখী ভগবানের সময় রাজায়তনে বৃক্ষদেবতা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। শিখি ভগবান পরিনির্বাপিত হওয়ার পর তিনি শ্রুতিপরম্পরা দেবতাদের কাছে ধর্মকথা শুনে ভগবানের প্রতি অতীব প্রসন্ন হলেন। একদিন তিনি গন্ধ, দীপ, ধূপ, পুষ্প প্রভৃতি নিয়ে সপরিবারে ভগবানের শ্মশানে গিয়ে পূজা করলেন। তারপর নিজ বাসভবনে বনেও ভগবানবুদ্ধকে স্মরণ করে সাক্ষাৎ বুদ্ধকে বন্দনা করার ন্যায় বন্দনা করতেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে ও সেই চিত্তপ্রসন্নতার দরুন তিনি রাজায়তন বৃক্ষমূল হতে মৃত্যুবরণ করে তুষিত দেবলোকাদিতে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে প্রভূত দিব্যসম্পত্তি ভোগ করে এবং মনুষ্যলোকে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ভগবানের প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনে প্রকাশ করতে গিয়ে 'লোকবন্ধু ভেগবান বুদ্ধ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৯. লোকবন্ধু শিখী ভগবান বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হওয়ার পর আমি অমাত্য ও পরিবার-পরিজন নিয়ে রাজায়তনে বসবাস করছিলাম।

৫০. আমি অতীব প্রসন্ন চিত্তে ও খুশিমনে শিখী ভগবানের শ্মশানে গিয়েছিলাম। তথায় আমি দিব্য তূর্য বাজিয়ে সুগন্ধ পুষ্পমাল্য ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

৫১. পবিত্র শ্মশানে পূজা করে আমি বন্দনা করলাম। অতীব খুশিমনে আমি নিজ বাসভবনে চলে গিয়েছিলাম।

৫২-৫৩. আমি আমার বাসভবনে বসে বসে শুধু পবিত্র শ্মশানকে পূজা করার স্মৃতি বারবার স্মরণ করছিলাম। হে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম, সেই পুণ্যপ্রভাবে আমি দেবমনুষ্যলোকে দেবমনুষ্য উভয়সম্পত্তি ভোগ করেছিলাম এবং সমস্ত জয়-পরাজয় অতিক্রম করে অচল স্থান নির্বাণ লাভ করেছি।

৫৪. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুষ্পাদি দ্বারা পূজপ করেছিলাম, তারপর থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ভগবান বুদ্ধের পবিত্র শ্মশানে পূজা করারই ফল।

৫৫. আজ থেকে ঊনত্রিশ কল্প আগে আমি ষোলবার উর্গত নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান চিত্তকপুজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[চিত্তকপূজক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. বুদ্ধসংজ্ঞাকারী স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক ভূমিবাসী বিমানে দেবপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তখন বিপশ্বী ভগবানও নিজের আয়ুসংস্কার ত্যাগ করেছিলেন। সাথ সাথে দশ হাজার লোকধাতুসহ সসাগরা পৃথিবী প্রকম্পিত হয়েছিল। তখন সেই দেবপুত্রের ভবনটিও কম্পিত হয়েছিল। প্রকম্পিত হওয়ার পরপরই সেই দেবপুত্রের মনে প্রশ্ন দেখা দিল, 'কী কারণে এই সসাগরা পৃথিবী কম্পিত হলো?' তিনি দিব্যদৃষ্টিতে স্পষ্ট দেখতে পেলেন যে, ভগবান বুদ্ধ আয়ুসংস্কার ত্যাগ করেছেন। তাই এই সসাগরা পৃথিবী কম্পিত হয়েছে। এটি জানার পর তার মনে এক গভীর শোক ও দৌর্মনস্য উৎপন্ন হলো। তখন বৈশ্রাবণ মহারাজ তার কাছে এসে 'চিন্তা করো না ' বলে আশ্বস্ত করলেন। সেই দেবপুত্র সেখান থেকে চ্যুত হয়ে সেই পুণ্যপ্রভাবে দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি গৃহ ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্ব জীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'লোকশ্রেষ্ঠ বিপশ্বী ভগবান' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৫৭. ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ বিপশ্বী ভগবান যখন নিজের আয়ুসংস্কার বিসর্জন দিয়েছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে সসাগরা পৃথিবী প্রকম্পিত হয়েছিল।

৫৮. বিপশ্বী বুদ্ধ আয়ুসংস্কার বিসর্জন করার ফলে আমার সুবিস্তৃত সুচিত্রিত দর্শনীয় ভবনটিও প্রকম্পিত হয়েছিল।

৫৯. আমার বিশাল ভবনটি প্রকম্পিত হয়ে উঠলে পরে সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন ক্ষণিকের জন্য আলোকিত হয়ে উঠলো। এই আলো দেখা দেওয়ার কারণ কী? আমার মনে প্রশ্ন দেখা দিল।

৬০. তখনি বৈশ্রাবণ মহারাজা পৃথিবীতে এসে লোকজনকে আশ্বস্ত করে বললেন, ভয়ের কোন কারণ নেই। আপনারা সকলেই সংযত ও একাগ্রচিত্ত হোন।

৬১. অহো বুদ্ধো! অহো ধর্ম! অহো আমাদের শাস্তাসম্পদ! এই পৃথিবীতে যখন বুদ্ধাদি মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় তখন পৃথিবী প্রকম্পিত হয়।

৬২. বুদ্ধগণের এমন প্রভাব ঘোষণা করে আমি কল্পকাল স্বর্গে আমোদিত হয়েছিলাম। অবশিষ্ট কল্পে আমি বহু কুশল পুণ্য সম্পাদন করেছিলাম।

৬৩. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই বুদ্ধসংজ্ঞা লাভ করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধসংজ্ঞা লাভেরই ফল।

৬৪. আজ থেকে চৌদ্দ কল্প আগে আমি সমিত নামক এক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৬৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বুদ্ধসংজ্ঞাকারী স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বুদ্ধসংজ্ঞাকারী স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. বুদ্ধসংজ্ঞাকারী স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় হিমালয়ে এক দেবপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অরণ্যে গিয়ে সঠিক মার্গান্বেষি পথভ্রষ্ট বুদ্ধ শিষ্যদের প্রথমে ভোজন করায়ে তারপর তাদের সঠিক পথ নির্দেশ করলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে দেবমনুষ্য সম্পত্তি ভোগ করে জন্মজন্মান্তরে সর্বত্রই জ্ঞানী পণ্ডিত হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি গৃহবাসে অনাগ্রহী হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর বুদ্ধের' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৬৬. পদুমুত্তর বুদ্ধের কিছু শিষ্য ছিলেন সতত বনচারী পথভ্রষ্ট হয়ে গভীর অরণ্যে অবস্থান করে অন্ধভাবেই বুদ্ধের উপদেশ শুনেছিলেন।

৬৭. লোকনায়ক পদুমুত্তর সম্বুদ্ধকে অনুসরণ করে সেই পদুমুত্তর ভগবানের শিষ্য পুত্ররা গভীর অরণ্যে পথভ্রষ্ট হয়েছিলেন।

৬৮. আমি আমার ভবন হতে উঠে গিয়ে সেই ভিক্ষুদের কাছে গেলাম। আমি প্রথমে তাদের ভোজন দান করলাম এবং তাদের সঠিক মার্গটি দেখিয়ে দিয়েছিলাম।

৬৯. হে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ লোবশ্রেষ্ঠ নরোত্তম, সেই পুণ্যপ্রভাবে আমি মাত্র সাত বৎসর বয়সেই অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

৭০. আজ থেকে পাঁচ শত বল্প আগে আমি দ্বাদশ বার 'সচক্ষু নামক সপ্তরত্নসমন্বিত চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৭১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মার্গসংজ্ঞাকারী স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মার্গসংজ্ঞাকারী স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. প্রত্যুপস্থান সংজ্ঞাকারী স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে অর্থদর্শী ভগবানের সময় এক যক্ষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান বুদ্ধ যখন জীবিত ছিলেন তখন তিনি ভগবানের দর্শন পাননি। তাই তিনি ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর ভীষণ শোকাভিভূত হলেন। সেই সময় ভগবান বুদ্ধের শ্রবিক ছিলেন সাগর স্থবির। সাগর স্থবির তাকে উপদেশ দিলেন, ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর জীবিত বুদ্ধের ন্যায় ভগবান বুদ্ধের শারীরিকধাতু পূজা করলে মহাফল লাভ হয়। অতএব তুমি স্তুপ নির্মাণ কর। তার উপদেশে তিনি স্তুপ নির্মাণ করালেন এবং অতীব শ্রদ্ধার সাথে পূজা করলেন। মৃত্যুর পর তিনি দেবমনুষ্যলোকে শক্রসম্পত্তি ও চক্রবর্তী সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'অর্থদর্শী ভগবান' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৭২. সুগত অর্থদর্শী বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হওয়ার পরপরই আমি যক্ষ কুলে জন্ম নিয়েছিলাম। তখন আমি অতীব যশস্বী ছিলাম।

৭৩. ইহা আমার পক্ষে অতীব দুর্লব্ধ, দুষ্প্রভাত ও দুঃসংবাদ যে, যখন আমার ভোগসম্পত্তি অঢেল ঠেক তখনই চক্ষুষ্মান ভগবান পরিনির্বাপিত হলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭৪. আমার সংকল্পের কথা জেনে বুদ্ধের শিষ্য সাগর স্থবির আমাকে উদ্ধার করার ইচ্ছায় আমার কাছে আসলেন।

৭৫. তিনি আমাকে বলেছিলেন, তুমি শোক করো কেন? ভয় পেও না। তথাগত বুদ্ধের ধর্ম উত্তমরূপে আচরণ কর। পৃথিবীতে বুদ্ধ অবিদ্যমান থাকলেও সকলের জন্য মুক্তির বীজসম্পদ বিদ্যমান আছে।

৭৬. পরিনির্বাপিত লোকনায়ক সম্বুদ্ধের সর্ষপপ্রমাণ শারীরিকধাতুকে পূজা কর।

৭৭. সাক্ষাৎ বুদ্ধের ন্যায় সম শ্রদ্ধা নিয়ে বুদ্ধের শারীরিক ধাতুকে পূজা করলেও মহৎ ফল লাভ হয়। অতএব তুমি একটি স্তুপ নির্মাণ করে বুদ্ধের শারীরিক ধাতুকে পূজা কর।

৭৮. সাগর স্থবিরের এই কথা শুনার পর আমি একটি বুদ্ধস্তুপ নির্মাণ করেছেলাম। তথাগত বুদ্ধের উক্ত স্তুপে আম পাঁচ রৎসর যাবৎ পূজা করেছিলাম।

৭৯. হে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম, সেই পুণ্যপ্রভাবে আমি দেবমনুষ্যলোকে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে অবশেষে অর্হত্ত্ব লাভ করেছি।

৮০. আজ থেকে সাতশত কল্প আগে আমি চারবার সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৮১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান প্রত্যুপস্থান সংজ্ঞাকারী স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[প্রত্যুপস্থান সংজ্ঞাকারী স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. জাতিপূজক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি লক্ষণবিদের কাছ থেকে শুনতে পেলেন যে, এই বালক নাকি বুদ্ধ হয়ে ত্রিলোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অগ্র হয়ে এক সময় সকল সত্ত্বগণকে উদ্ধার করবে। ইহা শোনার পর বুদ্ধের ন্যায় পূজা করলেন। পরবর্তী সময়ে পর্যায়ক্রমে শৈশবকাল, রাজকুমার কাল ও রাজত্বকাল এই ত্রিকাল অতিক্রম করে তিনি বুদ্ধত্ত্ব লাভ করেন। তখনও তিনি বুদ্ধকে অতীব শ্রদ্ধায় পূজা করলেন। মৃত্যুর পর তিনি তুষিত স্বর্গাদিতে জন্ম নিয়ে দিব্যসুখ ভোগ করে এবং পরে মনুষ্যলোকে চক্রবর্তীসুখ প্রভৃতি মনুষ্যসুখ ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরেবারে জন তখনও তিনি বুদ্ধকে অতীব শ্রদ্ধায় পূজা করলেন। মৃত্যুর পর তিনি তুষিত স্বর্গাদিতে জন্ম নিয়ে দিব্যসুখ ভোগ করে এবং পরে মনুষ্যলোকে চক্রবর্তীসুখ প্রভৃতি মনুষ্যসুখ ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মের মাত্র সাত বৎসরের মাথায় ভগবানের প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'বিপশ্বী ভগবান জন্মের সাথে সাথে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৮২. এই পৃথিবীতে বিপশ্বী ভগবান জন্মের সাথে সাথে সমগ্র একত্রিশ লোকভূমি যেন ক্ষণিকের জন্য আলোকিত হয়েছিল এবং সসাগরা পৃথিবী প্রকম্পিত হয়েছিল।

৮৩. তখন লক্ষণশাস্ত্রবিদগণ ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, এই শিশু জগতে বুদ্ধ হবেন। সকল সত্ত্বগণের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ হবেন এবং বহু দুঃখপীড়িত সত্তবকে উদ্ধার করবেন।

৮৪. লক্ষণ শাস্ত্রবিদগণের ভবিষ্যদ্বাণী শুনে আমি সেই শিশুকে বুদ্ধ জ। হান করে পূজা করেছিলাম। বুদ্ধ সংজ্ঞায় এমন জাতিপূজা তখন ছিল না বললেই চলে।

৮৫. এভাবে বহু কুশল সঞ্চয় করে আমি আমার চিত্তকে অতীব প্রনসন্ন করেছিলাম এবং জাতিফুজা করার পর সেখানেই আমার মৃত্যু হয়েছিল।

৮৬. দেবলোকে অথবা মুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন অন্য সকল সত্ত্বগণকে আমি আমার পুণ্যবলে অতিক্রম করতাম ইহা আমার জাতিপূজারই ফল।

৮৭. আমার ধাত্রীরা সেবা-শুশ্রূষা করতেন আমার ইচ্ছানুসারে এবং তারা কখনও রাগান্বিত হতে পারতেন না। ইহা আমার জাতিপূজারই ফল।

৮৮. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই জাতিপূজা করেছিলাম, তারপর থেকে আমাকে এখনো অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার জাতিপূজারই ফল।

৮৯. আজ থেকে তিন কল্প আগে আমি চৌত্রিশ বার সুপারিচরিয় নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৯০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান জাতিপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[জাতিপূজক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[মহাপরিবার বর্গ দ্বাদশ সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

পরিবার, সুমঙ্গল, শরণ, আসন ও পুষ্পিয়,
চিত্তপূজক, বুদ্ধসংজ্ঞীয়, মার্গ, উপস্থান, জাতি
এই বর্গে মোট নব্বইটি গাথা উপস্থাপিত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৩. সেরেয়্য বর্গ

১. সেরেয়্য স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক ব্রহ্মণ পরিবারে হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ত্রিবেদ শিক্ষা করে ইতিহাস প্রভৃতি সমস্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বিশেষ পারদর্শী লাভ করেন। একদিন তিনি সপরিবারে উন্মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে ভগবানকে দেখতে পেলেন এবং প্রসন্ন মনে সেরেয়্য পুষ্প হাতে নিয়ে আকাশে নিক্ষেপ করে পূজা করলেন। সেই ফুলগুলো আকাশে শামিয়ানা হয়ে সপ্তাহকালব্যাপী স্থিত থাকার পর আপনাতেই অন্তর্হিত হলো। তিনি সেই আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখে অতীব প্রসন্ন হলেন। সেই আনন্দিত মন নিয়ে মৃত্যুবরণ করে তিনি তুষিতাদি স্বর্গে জন্মগ্রহণ করে দিব্যসুখ ভোগ করেন এবং মনুষ্যলোকে মনুষ্যসুখ ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি পূর্ববাসনা বলে শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কুশল কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি অধ্যাপক, মন্ত্রধর' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. আমি ছিলাম তখন অধ্যাপক, মন্ত্রধর ও ত্রিবেদে পারদর্শী। উন্মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে আমি লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

২. তিনি ছিলেন বনচর পশুরাজ সিংহের ন্যায় নির্ভীক ও প্রবল পরাক্রমী মাতঙ্গ হস্তীর সপ্রতিম।

৩. আমি তখন সেরেয়্য পুষ্প হাতে নিয়ে আকাশের দিকে ছুড়ে মেরেছিলাম। বুদ্ধের অমিত পুণ্যপ্রভাবে সেই সেরেয়্য পুষ্পগুলো তাকে শামিয়ানার মতো ছায়া দিতে লাগল।

৪. মহাবীর, সর্বজ্ঞ, লোকনায়ক বুদ্ধ অধিষ্ঠান করেছিলেন। তাই সমস্ত পুষ্পাচ্ছাদনটি নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে বিকীর্ণ করেছিল।

৫. তার পর সেই পুষ্পাচ্ছাদনটি অন্ত:বৃন্ত ও বহির্মখী করে সাত দিন যাবৎ ছায়া দান করে অদৃশ্য হয়েছিল।

৬. সেই আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখে আমার লোম খাড়া হয়েগিয়েছিল। আমি লোকনায়ক সুগত বুদ্ধের প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়েছিলাম।

৭. সেই চিত্তপ্রসন্নতার ফলে ও পূর্বকৃত পুণ্যবলে আমাকে লক্ষকল্প আপায় দুর্গতিতে জন্মাইনি।

৮. আজ থেকে পনের হাজার কল্প আগে পঁচিশবার বিচিত্ত মালাধারী মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৯. চারি প্রতিসম্ভিদা অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সেরেয়্যক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সেরেয়্যক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. পুষ্পথূপিয় স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী বুদ্ধের সময় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি নিজ শিল্পবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। তাতে সার দেখতে না পেয়ে গৃহত্যাগ করে হিমালয়ে পাঁচ হাজার শিষ্যের সাথে পঞ্চাভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করেন। তারপর তিনি কুক্কত পর্বতের কাছেই একটি পর্ণশালা তৈরি করিয়ে সেখানে বসবাস করতে লাগলেন।

তখণ তিনি বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন শুনে সশিষ্যে বুদ্ধের কাছে যেতে চাইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য হঠাৎ কোনো এক ব্যধিরকারণে পড়ে গেলেন। তাই তিনি বুদ্ধদর্শনে যেতে ব্যর্থ হলেন। তারপর তিনি পর্ণশালায় প্রবেশ করে শিষ্যদের কাছ থেকে বুদ্ধানুভাব ও লক্ষণ সম্পর্কে শুনে প্রসন্নমনে হিমালয় স্তুপ তৈরি করিয়ে বুদ্ধাপূজা করলেন। মৃত্যুর পর তিনি ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করলেন। অতঃপর তার শিষ্যরা দাহক্রিয়া সম্পন্ন করে বুদ্ধের কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা জানালেন।

তারপর ভগবান বুদ্ধচক্ষে দেখতে পেলেন যে, সে ভবিষ্যতে জ্ঞান লাভ করবে।

পরবর্তীকালে তিনিই এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক কুলীন পরিবারে জন্ম নিয়ে; শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অবিচরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

অতঃপর তিনি নিজের পূর্বকৃত কুশলকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'হিমালয়ের অনতিদূরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১০. হিমালয়ের অনতিদূরে কুক্কর নামে এক মন্ত্রধর ব্রাহ্মণ বাস করতেন।

১১. তখন সেই ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে নিত্য পাঁচ হাজার শিষ্য সববাস করত। তারা সবাই গুরুগতপ্রাণ ও মন্ত্রবিশারদ।

১২-১৪. তারা তাকে জানাল যে, জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন। তিনি অশিতিব্যঞ্জন সম্পন্ন, বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষলক্ষণবিশিষ্ট, ব্যামপ্রভাবিমণ্ডিত, জিনশ্রেষ্ঠ ও সূর্যের ন্যায় আলোকোজ্জ্বল। শিষ্যদের কথা শুনে সেই মন্ত্রধর ব্রাহ্মণ আশ্রম হতে বের হয়ে শিষ্যদের জিজ্ঞেস করলেন, লোকনায়ক মহাবীর বুদ্ধ কোন দেশে বাস করছেন?

১৫. তখন আমি সেই দিকে ফিরে উদগ্রচিত্তে অপ্রতিপুদ্গল জিনকে নমস্কার করেছিলাম এবং পূজা করেছিলাম।

১৬. আমি শিষ্যদের ডেকে বললাম, 'এসো, আমরা সবাই সেখানে যাব। তথাগতকে বন্দনা করব। আমরা শাস্তার পায়ে বন্দনা করে বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করব।

১৭. একদিন আশ্রম হতে বের হয়ে যাত্রা শুরু করলে পরে হঠাৎ এক কঠিন ব্যাধি আমাকে চেপে ধরল। ব্যাধি-আক্রান্ত হয়ে পুনরায় আমাকে আশ্রমে ফিরে যেতে হয়েছিল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৮. তার পর একদিন সকল শিষ্যদের ডেকে তথাগত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলাম, লোকনাথ বুদ্ধ কীদৃশ? তাঁর পরম গুণগুলো কী কী?

১৯. তারা আমার প্রশ্নের জবাবে তথাগত বুদ্ধ দেখতে কেমন ও তার কী কী গুণ শোনা উপদেশগুলো আমাকে বলল।

২০. তাদের কথা শুনে আমার চিত্ত প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল। তারপর পুষ্পস্তুপ তৈরি করে আমি মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

২১. তারা আমার দাহক্রিয়া সম্পন্ন করে বুদ্ধশ্রেষ্ঠের কাছে গিয়ে হাত জোড় করে শাস্তাকে অভিবাদন করেছিল।

২২. আমি পুষ্প দিয়ে স্তুপ তৈরি করে মহর্ষি সুগতকে পূজা করে লক্ষ কল্প অপায় দুর্গতিতে জন্মগ্রহণ করিনি।

২৩. আজ থেকে চুয়াল্লিশ হাজার কল্প আগে ষোলবার অগ্নিসম নামে ক্ষত্রিয় মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৪. আজ বিশ হাজার কল্প আগে আমি আটত্রিশবার ঘতাসন নামে মহিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৫. চারি প্রতিসম্ভিদা অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পুষ্পথুপিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পুষ্পতুপিয় স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. পায়সদায়ক স্থবির অপদান

২৬. বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ বিশিষ্ট সুবর্ণবণ সম্বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘ পরিবেষ্টিত হয়ে গভীর অরণ্য হতে বের হচ্ছিলেন।

২৭. বিরাট এক কাংসপাত্রে করে পায়স নিয়ে আহুতি দেবার ইচ্ছায় যজ্ঞানুষ্টানে গিয়েছিলাম।

২৮. সেই সময় লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম ভগবান সুনীর আকাশে দাঁড়িয়ে চংক্রমণ করছিলেন।

২৯. সেই আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখে আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে গিয়েছিল। সেই কাংসপাত্র একপার্শ্বে রেখে আমি বিপশ্বী ভগবানকে অভিবাদন করেছিলাম।

৩০. তারপর আমি বললাম, হে মহামুনি, আপনি দেবাতিদেব ও দেবমনুষ্যদের মধ্যে সর্বজ্ঞ। অনুকম্পা করে আমার এই পায়স গ্রহণ করুন।

৩১. লোকনায়ক, মহামুনি, শাস্তা, সর্বজ্ঞ ভগবান আমার মনোভাব জ্ঞাত হয়ে পায়স গ্রহণ করেছিলেন।

৩২. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পায়স দানেরই ফল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৩. আজ থেকে একচল্লিশ কল্প আগে আমি সপ্তরত্ন সমন্বিত ক্ষত্রিয় মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৪. চারি প্রতিসম্ভিদা অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পায়সদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পায়সদায়ক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. গন্ধোদকীয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে নির্বাণ প্রদায়ক পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক শ্রেষ্ঠীকুলে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি দিব্যসুখ ভোগ করার ন্যায় মনুষ্যসুখ ভোগ করছিলেন। একদিন তিনি নিজ প্রাসাদে বসে আছেন। এমন সময় ভগবান তার দৃষ্টিপথে সুবর্ণবর্ণ ধারণ করে চৌদিকে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে হাটতে লাগলেন। তিনি হাটতে থাকা ভগবান বুদ্ধকে দেখতে পেলেন। দেখার সাথে সাথে কাছে গেলেন এবং প্রসন্ন তনে বন্দনা নিবেদন করলেন। তারপরভগবান বুদ্ধকে সুগন্ধী জল দিয়ে পূজা করলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণ করতে করতে এই গৌতম বুদ্ধের সমঞ্চেয় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি সংসারের প্রতি ভীষণ উদ্গীন হলেন। একদিন তিনি শাস্তার কাছে গিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং কর্মস্থান নিয়ে বিদর্শন বর্ধিত করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত বুশল বর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করে 'আমি নিজের প্রাসাদে বসে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৫. আমি নিজের প্রাসাদে বসে অজ্ঞতারূপ তমবিনাশক, আলোকোজ্জ্বল সর্বজ্ঞ বুদ্ধ বিপশ্বী ভগবানকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩৬. তিনি মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় আপন জ্যোতি বিস্তার করে প্রাসাদের কাছ দিয়ে হেটে যাচ্ছিলেন।

৩৭. আমি সুগন্ধী জল নিয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে পূজা করেছিলাম এবং সেই চিত্তপ্রসন্নতা নিয়েই মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

৩৮. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই সুগন্ধীজল দিয়ে পূজা করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৩৯. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি সুগন্ধ নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান গন্ধোদকীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[গন্ধোদকীয় স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. সম্মুখাথবিক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মের মাত্র সাত বৎসরের মাথায় ত্রিবেদে বিশেষ পারদর্শীতা অর্জন করলেন। তিনি গৃহবাস করার সময় জগতে বিপশ্বী বোধিসত্তব জন্মগ্রহণ করলেন। তিনি তার শরীরে বুদ্ধগণের সমস্ত মহাপুরুষ লক্ষণ দেখতে পেলেন। তারপর তিন রাজা প্রমুখ জনসাধারণকে বিপশ্বী বোধিসত্ত্বের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির কথা জানালেন এবং সেই সাথে জনমনের নানা সন্দেহ দূর করে নানা ভাবে বুদ্ধের প্রশংসা করলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবলোকে দেবসুখ ভোগ করে এবং মনুষ্যলোকে মনুষ্যসুখ ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বকৃত কুশলকর্ম অনুযায়ী তিনি সম্মুখাথবিক স্থবির নামে খ্যাত হয়েছিলেন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কুশলকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'বিপশ্বী ভগবান পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলে' প্রভৃতি গাতা বলেছিলেন।

৪১. বিপশ্বী ভগবান পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলে আমি তার শারীরিক লক্ষণ বিচার-বিশ্লেষেণ করে তার বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির কথা ঘোষণা করেছিলাম। জনমনে নানা সন্দেহ দূর করেছিলাম। এই শিশু যে বুদ্ধ হবেন সে ঘোষণা দিয়েছিলাম।

৪২. যার জন্মগ্রহণে দশ হাজার চক্রবাল প্রকম্পিত হয় সেই ভগবান চক্ষুষ্মান শাস্তা এখন ধর্মদেশনা করছেন।

৪৩. যার জন্মগ্রহণে সমস্ত চক্রবাল বিপুল আলোকে আলোকিত হয়, সেই ভগবান চক্ষুষ্মান শাস্তা এখন ধর্মদেশনা করছেন।

৪৪. যার জন্মগ্রহণে স্রোতস্বিনী নদীও ক্ষণিকের জন্য প্রবাহিত হয় না, সেই ভগবান চক্ষুষ্মান শাস্তা এখন ধর্মদেশনা করছেন।

৪৫. যার জন্মগ্রহণে অবীচি নরকেও নরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় না, সেই ভগবান চক্ষুষ্মান শাস্তা এখন ধর্মদেশনা করছেন।

৪৬. যার জন্মগ্রহণে বনের পক্ষিকুলও তাদের প্রতিদিনকার বিচরণ বন্ধ করে, সেই ভগবান চক্ষুষ্মান শাস্তা এখন ধর্মদেশনা করছেন।

৪৭. যার জন্মগ্রহণে নিত্যবহমান বায়ুও প্রবাহিত হয় না, সেই ভগবান চক্ষুষ্মান শাস্তা এখন ধর্মদেশনা করছেন।

৪৮. যার জন্মগ্রহণে পৃথিবীর সকল রত্নই উজ্জ্বল হয়ে উঠে, সেই ভগবান চক্ষুষ্মান শাস্তা এখন ধর্মদেশনা করছেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৯. যার জন্মগ্রহণে সত্ত্বগণ ছয় পদ্রক্ষেপে চলতে পারে, সেই ভগবান চক্ষুষ্মান শাস্তা এখন ধর্মদেশনা করছেন।

৫০. সম্বুদ্ধ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের সাথে সোথে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, উর্ধ্ব, অধো সকল দিক অবলোকন করেছিলেন এবং আমিই অগ্র, আমিই শ্রেষ্ঠ বলে সদর্পে ঘোষনা করেছিলেন। ইহাই বুদ্ধগণের ধর্মতা।

৫১. আমি তখন জনসাধারণকে সংবেগজাত করে লোকনায়ক বুদ্ধের প্রশংসা করেছিলাম এবং সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করে পূর্বমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলাম।

৫২. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই বুদ্ধের প্রশংসা করেছিলাম, তারপর থেকে আমাকে এখনো দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধকে প্রশংসা করারই ফল।

৫৩. আজ থেকে নব্বই কল্প আগে আমি সম্মুখথবিক নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫৪. আজ থেকে ঊনব্বই কল্প আগে আমি পৃথিবীদুন্দুভি নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫৫. আজ থেকে অষ্টাশি কল্প আগে আমি ওভাসো নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫৬. আজ থেকে সাতাশি কল্প আগে আমি সরিতচ্ছেদন নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫৭. আজ থেকে ছিয়াশি কল্প আগে আমি অগ্নিনির্বাপন নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫৮. আজ থেকে পঁচাশি কল্প আগে আমি গতিপচ্ছেদন নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫৯. আজ থেকে চুরাশি কল্প আগে আমি বাতসমো নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৬০. আজ থেকে তিরাশি কল্প আগে আমি রত্নপোজ্জল নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৬১. আজ থেকে বিরাশি কল্প আগে আমি পদবিক্কমনো নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৬২. আজ থেকে একাশি কল্প আগে আমি বিলোকন নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৬৩. আজ থেকে আশি কল্প আগে আমি গিরসারো নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৬৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সম্মুখাথবিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সম্মুখাথবিক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. কুসুমাসনিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ক্রমে ত্রিবেদে বিশেষ পারদর্শীতা অর্জন করলেন। একদিন তিনি মাতাপিতাকে পূজা করতে গিয়ে পাঁচটি উৎপলগুচ্ছ নিজের কাছে রেখে বসলেন। ঠিক তখনি তিনি ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত বিপশ্বী ভগবানকে আসতে দেখতে পেলেন। তখন বুদ্ধের শরীর হতে বড়রশ্মি নির্গত হচ্ছিল। এভাবে ষড়রশ্মি নির্গমণকারী বুদ্ধকে দেখে তিনি ভীষণ প্রসন্নচিত্ত হলেন। তিনি প্রথমে বুদ্ধ বসার জন্য পুষ্পাসন তৈরি করলেন। তারপর সেখানে ভগবান বুদ্ধকে বসালেন। মাতাপিতার উদ্দেশে প্রস্তুত করা সমস্ত খাদ্য-ভোজ্য তিনি সপরিবারে স্বহস্তে ভগবানকে পরিবেশন করলেন। ভগবান বুদ্ধ অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করলেন। ভোজন শেষে তিনি ভগবান বুদ্ধকে একগুচ্ছ উৎপল দান করলেন এবং বিশেষ প্রার্থনা করলেন। ভগবানও তার প্রার্থনা অনুমোদন করে চলে গেলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে দেবমনুষ্য উভয়সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি কামের আদীনব দেখতে পেয়ে গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি পূর্বকৃত কুশলকর্ম স্মরণ করে আনন্দিতমনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি তখন ধান্যবতী নগরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৬৫-৬৬. আমি তখন ধান্যবতী নগরে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেছিলাম। আমি লক্ষণশাস্ত্র, ইতিহাস, শব্দশাস্ত্র, পদ, ব্যাকরণ, প্রভৃতি শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলাম। আমি ত্রিবেদ শিক্ষা করে শিষ্যদের বিবিধ মন্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলাম।

৬৭. আমি পঞ্চ উৎপল গুচ্ছ হাতে নিয়ে মাথায় ধারণ করে মাতাপিতাকে পূজা করার মনস্থ করেছিলাম।

৬৮. ঠিক তখনি ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত নরশ্রেষ্ঠ বিপশ্বী ভগবান দশদিক আলোকিত করে এদিকে আসছিলেন।

৬৯. আমি প্রথমে বসার আসনটি ফুল দিয়ে সাজিয়ে তৈরি করে মহামুনি বিপশ্বী ভগবানকে ফাং করে নিজ ঘরে নিয়ে গিয়েছেলাম।

৭০. মাতাপিতার জন্য আমার ঘরে যা কিছু উত্তম উত্তম খাদ্য-ভোজ্য তৈরি করেছিলাম, সে সব আমি বুদ্ধকে প্রসন্ন মনে স্বহস্তে দান করেছিলাম।

৭১. ভগবান বুদ্ধের খাওয়া শেষ হয়েছে জেনে আমি তাকে পুষ্প দান করেছিলাম। ভগবান সর্বজ্ঞ বুদ্ধ আমার দান অনুমোদন করে উত্তরাভিমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭২. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, তারপর থেকে আমাকে এখনো দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্প দানেরই ফল।

৭৩. আজ হতে অনন্তর কল্প আগে আমি বরদর্শন নামক সপ্তত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৭৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কুসুমাসনিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কুসুমাসনিয় স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. ফলদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পর্যায়ক্রমে তিনি ত্রিবেদে বিশেষ পারদর্শীতা অর্জন করলেন। তখন তিনি হাজার হাজার ব্রাহ্মণের বিখ্যাত আচার্য ছিলেন। তাতে কোনো মার দেখতে না পেয়ে গৃহত্যাগ করে তিনি ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং হিমালয় পর্বতের অনতিদূরে আশ্রম তৈরি করে সশিষ্যে বসবাস করতেন। ঠিক সেসময় পদুমুত্তর ভগবান ভিক্ষা করতে করতে তার প্রতি অশেষ অনুকম্পাবশত সেই প্রদেশে উপস্থিত হলেন। তাপস ভগবান দেখে অতীব প্রসন্ন হলেন। তিনি গাছের মাথায় ঝুলে থাকা মধুর পদুমফল পেরে মধুসহ দান করেন। ভগবান তাকে খুশি করার জন্য সে দেখে মতো করে পরিভোগ করে আকাশে দাঁড়িয়ে ফলদানর আনিশংস বলে চলে গেলেন।

সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণ করতে করতে দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মের মাত্র সাত বৎসরের মাথায় অর্হত্ত্ব লাভ করেন। তিনি নিজের পূর্বকৃত কুশলকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি ছিলাম অধ্যাপক, মন্ত্রধর' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৭৫. আমি ছিলাম অধ্যাপক, মন্ত্রধর ও ত্রিবেদে পণ্ডিত। হিমালয়ের অনতিদূরে একটি আশ্রমে আমি বসবাস করছিলাম।

৭৬. তখন আমার কাছে অগ্নিহোত্র ও পণ্ডরীকফলসমূহ ছিল। আমার পুটলিটি ছুড়ে মেরে গাছে মাথায় ঝুলিয়ে রেখেছিলাম।

৭৭. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর ভগবান আমাকে উদ্ধার করার মানসে ভিক্ষার জন্য আমার এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৭৮. আমি অতীব প্রসন্ন মনে বুদ্ধকে মধুর পদুমফল দান করেছিলাম। তখন আমার মনে ভীষণ রকম গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিল– যা ইহ জীবনে পরম সুখাবহ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭৯. পরম পূজনীয় সুবর্ণবর্ণ শাস্তা সম্যক সম্বুদ্ধ আকাশে দাঁড়িয়ে এই গাথা ভাষণ করেছিলেন।

৮০. এই ফলদানের প্রভাবে আমার প্রার্থনা অনুসারে লক্ষ কল্প আমাকে দুর্গতিতে জন্ম নিতে হয়নি।

৮১. সেই পুণ্যপ্রভাবে আমি দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করেছিলাম এবং পরিশেষে সমস্ত জয়-পরাজয় ত্যাগ অচল স্থান নির্বাণ লাভ করেছি।

৮২. আজা থেকে সাত শত কল্প আগে আমি সুমঙ্গল নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৮৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ফলদায়ক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. জ্ঞানসংজ্ঞিক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি গৃহত্যাগ করে তাপসপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। এবং হিমালয়ের অনতিদূরে পর্বত অভ্যন্তরে একটি পর্ণশালা তৈরি করে পঞ্চ অভিজ্ঞাঞা ও অষ্ট সমাপত্তি উৎপন্ন করে বসবাস করছিলেন। একদিন তিনি পরিশুদ্ধ পশুবর্ণের বালুকাতল দেখে 'বুদ্ধগণ ঠিক এমনই পরিশুদ্ধ! বুদ্ধগণ ঠিক এমনই পরিশুদ্ধ! এভাবে বুদ্ধ ও তার জ্ঞানকে অনুস্মরণ করলেন এবং প্রশংসা করলেন।

সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণকাল উভয়সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তাশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরে তিনি নিজের পূর্বকৃত পুণ্যকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'হিমালয় পর্বতের এক পর্বত অভ্যন্তরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৮৪. হিমালয় পর্বতের এক পর্বত অভ্যন্তরে আমি বসবাস করছিলাম। একদিন আমি অতীব শোভন বালুকারাশি দেখে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে অনুস্মরণ করেছিলাম।

৮৫. বুদ্ধজ্ঞানের কোনো তুলনা নেই এবং শাস্তার কোন সংস্কার নেই, সম্পূর্ণ সংস্কার হীন।

৮৬. হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনাকে নমস্কার। হে পুরুষোত্তম, আপনাকে নমস্কার। জ্ঞানের দিক দিয়ে আপনার সমতুল্য অন্য কেউ নেই। আপনিই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

৮৭. আপনার অনন্ত জ্ঞানের প্রতি চিত্ত প্রসন্ন হয়েই আমি কল্পকাল স্বর্গে আমোদিত হয়েছিলাম। অবশিষ্ট কল্পে আমি বহু কুশল কর্ম করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮৮. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই জ্ঞান সংজ্ঞা লাভ করেছিলাম; সেই থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার জ্ঞানসংজ্ঞা লাভেরই ফল।

৮৯. আজ থেকে সত্তর কল্প আগে আমি একবার পুলিনপুষ্পিয় নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহা পরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৯০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান জ্ঞানসংজ্ঞিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[জ্ঞানসংজ্ঞিক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. গ্রন্থিপুষ্পিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময়ে এক কুলীন পরিবারে হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তার ভোগ্য সম্পত্তির কোনো ঊনতা ছিল না। একদিন তিনি সশিষ্য বিপশ্বী ভগবানকে দেখতে পেয়ে প্রসন্ন মনে পুষ্পস্বরূপ খৈসহ অপর চতুর্বিধ পুষ্পের গুচ্ছ দিয়ে পূজা করলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্ম নিয়ে দিব্যসুখ ভোগ করেন এবং পরে মনুষ্যলোকে জন্ম নিয়ে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

একদিন তিনি নিজের পূর্বকৃত পুণ্যকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'দক্ষিণার যোগ্য সুবর্ণবর্ণ বিপশ্বী সম্বুদ্ধ' প্রভৃতি গাথা কলেছিলেন।

৯১. দক্ষিণার যোগ্য সুবর্ণবর্ণ বিপশ্বী সম্বুদ্ধ শ্রাবক পরিবৃত হয়ে বিহার হতে বের হয়েছিলেন।

৯২. অতঃপর আমি অজ্ঞতারূপ অন্ধকার বিনাশক বুদ্ধশ্রেষ্ঠ সর্বজ্ঞ বিপশ্বী ভগবানকে দেখতে পেয়েছিলাম এবং প্রসন্ন মনে গ্রন্থিপুষ্প দিয়ে পূজা করেছিলাম।

৯৩. সেই একই চিত্তপ্রসাদ নিয়ে অতীব আনন্দিত মনে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ তথাগতকে বন্দনা নিবেদন করেছিলাম।

৯৪. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, তারপর থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৯৫. আজ থেকে একচল্লিশ কল্প আগে আমি চরণ নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৯৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান গ্রন্থিপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[গ্রন্থিপুষ্পিয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

১০. পদুমপূজক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময়ে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কালক্রমে নিজের শিল্পকর্মে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করলেন। তিনি তাতে কোনো সারই দেখতে পেলেন না। তিনি জগতে বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে জন্ম নেওয়ায় কোনো ধরণের উপদেশ-অনুশাসন না পেয়ে গৃহত্যাগ করে ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। হিমালয়ের অনতিদূরে গৌতমক নামক পর্বতে একটি আশ্রম নির্মাণ করায়ে সেখানে তিনি পঞ্চাভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করে ধ্যানসুখে অবস্থান করছিলেন। তখন পদুমুত্তর ভগবান বুদ্ধ হয়ে সত্ত্বগণকে সংসার দুঃখ হতে উদ্ধার করতে করতে তার প্রতি অশেষ অনুকম্পাবশত হিমালয়ে গেলেন। তাপস ভগবানকে দেখতে পেয়ে প্রসন্ন মনে নিজের শিষ্যদের ডাকলেন। তাদের দিয়ে পদুমপুষ্প আনিয়ে সেই পদুমপুষ্প দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণ করতে করতে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত পুণ্য স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'হিমালয়ের অনতি ধূরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৯৭. হিমালয়ের অনতিধূরে গৌতম নামক পর্বত ছিল– যেটি নানা ধরনের গাছগাছালিতে ভরা ও ভূমিবাসী দেবগণের আবাসস্থল।

৯৮. সেই পর্বতের মাঝখানে একটি বিশাল আশ্রম নির্মিত হয়েছিল। সেই আশ্রমে আমি সশিষ্য পরিবেষ্টিত হয়ে বসবাস করছিলাম।

৯৯. আমি শিষ্যগণকে সম্বোধন করে বলেছিলাম আমার শিষ্যগণ তোমরা এদিকে এসো, পদুমপুষ্প নিয়ে আসো। দ্বিপদশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে আমি পূজা করব।

১০০. আমার কথায় সাই দিয়ে আমার শিষ্যগণ পদুমপুষ্প নিয়ে এসেছিল। তাদের সঙ্গে নিয়েই আমি বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম।

১০১. তখন আমি আমার সকল শিষ্যকে একত্র করে এই বলে অনুশাসন করেছিলাম, তোমরা প্রমত্ত হয়ে জীবন যাপস করিও না। অপ্রমত্ত বড়ই সুখাবহ।

১০২. এভাবে শিষ্যদের অনুশাসন করে আমি অপ্রমত্ত হয়েই মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

১০৩. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, তারপর থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধ পূজারই ফল।

১০৪. আজ থেকে একান্ন কলাপ আগে আমি জলুত্তমো নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশলী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পদুমপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পদুমপূজক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

[সেরেয়্য বর্গ এয়োদশ]

স্মরক-গাথা

সেরেয়্য, পুপ্পস্তুপিয়, পায়স, গন্ধোদকীয়,
সম্মুখাথবিকা, কুসুমাসনিয়, ফলদায়ক ও জ্ঞানসংজ্ঞিক,
গ্রন্থিপুপ্পিয়, পদুমপূজক, মোট একশ পাঁচ গাথা বর্ণিত।

১৪. শোভিত বর্গ

১. শোভিত স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময়ে এক কুলীন পরিবারে হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হলেন। একদিন তিনি দেখতে পেলেন, শাস্তা সুমধুর স্বরে গভীর তাত্ত্বিক ধর্মদেশনা করছেন। তা দেখে তিনি বেশ আনন্দের সাথে প্রসন্ন মনে নানাপ্রকারে ভগবান বুদ্ধের প্রশংসা করলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। তথায় দিব্যসুখ ভোগ করেন। অতঃপর তিনি মনুষ্যলোকে মনুষ্যসুখ ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র সাত বৎসর বয়সে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই ষড়াভিজ্ঞাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম পদুমুত্তর বুদ্ধ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম পদুমুত্তর বুদ্ধ বিশাল জনতাকে অমৃতনির্ঝর অমিয় ধর্মদেশনা করছিলেন।

২. তাঁর সেই সুমধুর ধর্মদেশনা শুনে আমি তখন হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করে একাগ্রচিত্ত হয়েছিলাম।

৩. নদীর মধ্যে যেমন সাগরই শ্রেষ্ঠ, পর্বতের মধ্যে যেমন শিলাময় পর্বতই শ্রেষ্ঠ; ঠিক তদ্রুপ যারা চিত্তের ইচ্ছানুসারে জীবনকে চালিত করে তারা মোটেই বুদ্ধ জ্ঞান লাভের যোগ্য নয়।

৪. ধর্মবিধি বাদ দিয়ে মহাকারুণিক ঋষি প্রবর বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবিষ্ট হয়ে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৫. যে ব্যক্তি লোকনায়ক বুদ্ধের অসীম জ্ঞানের গুণকীর্তন করছে, সে লক্ষকল্প পর্যন্ত অপায়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দুর্গতিতে জন্ম নিবে না।

৬. সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ করে সে একাগ্রচিত্ত ও সমাহিত হয়ে শাস্তার শাসনে শোভিত স্থবির নামে শ্রাবক হবে।

৭. আজ থেকে পঞ্চাশ হাজার কল্প আগে আমি সাতবার 'যশুগ্‌গত' নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার জন্ম ধ্বংশ হয়েছে এবং ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান শোভিত স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শোভিত স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. সুদর্শন স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময়ে এক কুলীন পরিবারে হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি গৃহবাস করতে লাগলেন। একদিন তিনি গভীর এক নদীর অদূরে সুপুষ্পিত অশ্বত্থবৃক্ষ খুঁজতে গিয়ে দেখতে পেলেন, প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় জ্যোতির্ময় হয়ে শিখী সম্যকসম্বুদ্ধ নদীর পাড়ে বসে আছেন। অতীব প্রসন্নমনে তিনি তাঁকে কেতকীপুষ্প ছিড়ে তা দিয়ে পূজা করে বললেন, ভন্তে, যেই জ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে আজ আপনি এমন মহানুভব সর্বজ্ঞবুদ্ধ হয়েছেন, আমি সেই জ্ঞানকে পূজা করছি। ভগবান তার কথা অনুমোদন করলেন। সেই পুণ্য প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্ম নিয়ে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

তিনি নিজের কৃত কুশলকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সুবিস্তৃত নদীর তীরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১০. সুবিস্তৃত নদীর তীরে অশ্বত্থ বৃক্ষটি পুষ্পিত হতো। আমি সেই বৃক্ষটিকে খোঁজ করতে গিয়ে লোকনায়ক শিখী বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

১১. সে সময় আমি সুপুষ্পিত একটি কেতকী গাছ দেখতে পেয়েছিলাম। তা থেকে আমি কেতকীপুষ্প ছিড়ে লোকবন্ধু শিখী বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

১২. হে বুদ্ধশ্রেষ্ঠ মহামুনি, যেই জ্ঞানের দ্বারা আপনি অমৃতপদ নির্বাণ লাভ করেছেন, আমি সেই জ্ঞানকেই পরম পূজা করছি।

১৩. এভাবে জ্ঞানপূজা করার পর আমি অশ্বত্থবৃক্ষটিকে দেখতে পেয়েছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৪. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, তারপর থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার জ্ঞানপূজারই ফল।

১৫. আজ থেকে তের কল্প আগে আমি বার বার ফলুগ্‌গত সপ্তরত্নসমন্বিত মহাফলী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুদর্শন স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুদর্শনস্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. চন্দন পূজনক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে অর্থদর্শী ভগবানের সময় হিমালয়ের চন্দ্রভাগা নদীর অদূরে কিন্নর হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পুষ্পাহার খেয়ে, পুষ্পবস্ত্র পরিধান করে গায়ে চন্দনাদি সুগন্ধী মেখে হিমালয়ে ভূমিবাসী দেবতার ন্যায় উদ্যানক্রীড়া ও জলক্রীড়াদি নানাবিধ সুখ ভোগ করতে করতে অবস্থান করছিলেন। তখন অর্থদর্শী ভগবান তার প্রতি অনুকম্পাবশত হিমালয়ে গিয়ে উন্মুক্ত আকাশেই সংঘাটি বিছিয়ে উপবেশন করলেন। সেই কিন্নর তখন উন্মুক্ত আকাশে উপবিষ্ট জ্যোতির্ময় ভগবানকে দেখতে পেয়ে প্রসন্ন মনে সুগন্ধ চন্দন দিয়ে পূজা করলেন। ভগবান তা অনুমোদন করলেন।

সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি মৃত্যুরপর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করে দিব্যসুখ ভোগ করেন এবং মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে চক্রবর্তী রাজ্য প্রভৃতি সুখ ভোগ করেন। পরে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'চন্দ্রভাগা নদীর তীরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৭. আমি তখন চন্দ্রভাগা নদীর তীরে কিন্নর হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। আমি শুধু পুষ্প আহার করেই জীবন ধারণ করতাম এবং পুষ্পবস্ত্রই পরিধান করতাম।

১৮. ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম, অর্থদর্শ ভগবান আকাশ মার্গে করে হংসরাজের ন্যায় গভীর অরণ্যে গিয়েছিলেন।

১৯. হে পুরষোত্তম, আপনাকে নমস্কার। আপনার সুরিশোধিত চিত্তকে নমস্কার। আপনার মুখবর্ণ অতীব প্রসন্ন এবং ইন্দ্রিয় নিচয় অতীব প্রসন্ন।

২০. তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ সুমেধ ভগবান আকাশে উত্থিত হয়ে তাতে সংঘাটি বিছায়ে পদ্মাসনে উপবেশন করেছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২১. আমি তখন নির্মল চন্দন নিয়ে জিনশ্রেষ্ঠ অর্থদর্শী ভগবানের কাছে গিয়েছিলাম এবং অতীব প্রসন্নচিত্তে তা বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

২২. তারপর লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করে আনন্দিত মনে উত্তরমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলেন।

২৩. আজ থেকে আঠার শত কল্প আগে আমি যেই চন্দন দান করেছিলাম, তারপর থেকে এখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২৪. আজ থেকে চৌদ্দ শত কল্প আগে আমি তিনবার রোহিনী নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান চন্দন পূজনক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[চন্দন পূজনক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. পুষ্পচ্ছাদনীয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি স্বীয় শিল্পে বিশেষ পারদর্শীতা অর্জন করে প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী ও যশস্বী হলেন। তিনি প্রতিনিয়ত তার অঢেল সম্পত্তিকে উজার করে দিয়ে দান করতে লাগলেন। একদিন তিনি এই বলে মহাদানের আয়োজন করলেন:ড় সমগ্র জম্বুদীপে যেই যাচকগণ 'আমি দান পাইনি' বলেন তারা দান না পাক। তখন পদুমুত্তর ভগবান সশ্যি পরিবেষ্টিত হয়ে আকাশ মার্গে গমন করছিলেন। ব্রাহ্মণ ভগবানকে দেখতে পেলেন। অতীব প্রসন্ন চিত্তে নিজের শিষ্যদের কাছে ডেকে ফুল নিয়ে আসতে বললেন। শিষ্যরা ফুল নিয়ে আসলে পরে সেই ফুলগুলো দিয়ে আকাশে নিক্ষেপ করে পূজা করলেন। সেই ফুলগুলো তখন সমস্ত নগরকে শামিয়ানার মতো আচ্ছাদিত করে সাত দিন পর্যন্ত স্থিত হয়েছিল।

সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে প্রভূত সুখ ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরে ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অল্প সময়েই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি তখন সুন্দ নামক ব্রাহ্মণ ছিলাম, যিনি' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২৬. আমি তখন সুনন্দ নামক ব্রাহ্মণ ছিলাম, যিনি মন্ত্রধর ও অধ্যাপক। আমি তখন দুই হাত উজার করে যাচকদের দান করতাম।

২৭. মহাকারুণিক, শ্রেষ্ঠ ঋষি, লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ তখন মহাজনতার প্রতি অনুকম্পা পরবশ হয়ে উন্মুক্ত আকাশে চংক্রমণ করছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৮. চংক্রমণ শেষে নিরুপধি লোকনায়ক সর্বজ্ঞ সম্বুদ্ধ অসংখ্য সত্ত্বগণের প্রতি বিপুলা মৈত্রী বিস্তার করেছিলেন।

২৯. মন্ত্রধর ব্রাহ্মণ বৃন্তচ্যুত করে ফুল সংগ্রহ করায়ে সেগুলো সকল শিষ্যদের ডেকে আকাশে ছঁড়ে মেরেছিলেন।

৩০. বুদ্ধের অসামান্য প্রভাবে সেই ফুলগুলো তখন সমস্ত নগরকে আচ্ছাদিত করে সপ্তাহকাল স্থিত ছিল।

৩১. সেই পুণ্যপ্রভাবে আমি দেবমনুষ্যলোকে প্রভূত ভোগসম্পত্তি ভোগ করেছি এবং লোকে সর্বাসব জ্ঞাত হয়ে সর্বতৃষ্ণা হতে মুক্ত হয়েছি।

৩২. আজ থেকে এগার শত কল্প আগে আমি পঁয়ত্রিশবার অম্বরংসস নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পুষ্পাচ্ছাদনীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পুষ্পাচ্ছাদনীয় স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. রহোসঞ্ঞক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বুদ্ধশূন্যকালে মধ্যম দেশে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি স্বীয় শিল্পে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করলেন। তিনি সংসারের মধ্যে কোনো সার দেখতে পেলেন না। তাতে শুধু উদরপূর্ণ করে ক্রোধ, মানমত্ততা প্রভৃতি অকুশল প্রবৃত্তিতে মশগুল থাকা। তাই তিনি গৃহত্যাগ করে হিমালয়ে প্রবেশ করে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। সেখানে তিনি বসভ পর্বতের সমীপে একটি আশ্রম তৈরি করলেন। এবং বহু শত শিষ্যপরিবেষ্টিত হয়ে সেখানে বসবাস করতে লাগলেন। এভাবে তিনি সেখানে প্রায় তিন হাজার বৎসর হিমালয়ে বসবাস করেছিলেন। একদিন তিনি চিন্তা করলেন, 'আমি এতগুলো শিষ্যের আচার্য। আমার কোনো গুরুস্থানীয়, গৌরবনীয় ও বন্দনীয় আচার্য নেই।' এভাবে তিনি খুবই দুঃখিত মনা হলেন। তিনি তার সকল শিষ্যদের একত্র করিয়ে বুদ্ধগণের অভাবে নির্বাণাধিগমভাবের কথা বললেন। তারপর তিনি নিজে একাকী নির্জন বিবেকস্থানে বসে বুদ্ধের সামনে বসার ন্যায় বুদ্ধসংজ্ঞায় মনসংযোগ করে বুদ্ধালম্বনে প্রীতি উৎপাদন করলেন এবং নিজ শালায় পদ্মাসনে বসে মৃত্যুবরণ করে ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি সেখানে দীর্ঘকাল ধ্যানসুখে বসবাস করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পঞ্চকামগুণে অনাসক্ত হয়ে জন্মের মাত্র সাত বৎসর বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে ষড়াভিজ্ঞাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করেন। তিনি পূর্বনিবাসানুস্মৃতি জ্ঞানযোগে নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'হিমালয়ের অনতিদূরে বসভ নামক পর্বত' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৪. হিমালয়ের অনতিধূরে বসভ নামক পর্বত ছিল। সেই পর্বতের পাদদেশে এক বিশাল আশ্রম ছিল।

৩৫. সেই সময় আমি ব্রাহ্মণ হয়ে তিন হাজার শিষ্যকে শিক্ষা দিতাম। আমি এই শিষ্যদের একত্র করে একপার্শ্বে বসেছিলাম।

৩৬. একপার্শ্বে বসার পর মন্ত্রধর ব্রাহ্মণ আমি বুদ্ধবেদ গবেষণা করতে গিয়ে বুদ্ধজ্ঞানের প্রতি ভীষণ রকম প্রসন্নচিত্ত হলাম।

৩৭. বুদ্ধের অমিত জ্ঞানের প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়ে আমি পাতায় তৈররি মাদুরে পদ্মাসনে বসেছিলাম এবং সেখানে বসা অবস্থায়ই আমি মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

৩৮. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই বুদ্ধসংজ্ঞা লাভ করেছিলাম, তার পর থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার জ্ঞানসংজ্ঞা লাভেরই ফল।

৩৯. আজ থেকে সাতাশ কল্প আগে আমি সিরিধর নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান রহোসঞ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[রহোসঞ্ঞক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. চম্পকপুপ্ফিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বেস্সভূ ভগবানের সময় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি স্বীয় শিল্পে বিশেষ পারদর্শীতা অর্জনের করেন। গৃহবাসে কোনো সার দেখতে না পেয়ে গৃহত্যাগ করে তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং সেই থেকে গভীর বনে বসবাস করতে লাগলেন। বেস্সভূ ভগবানের উদ্দেশে শিষ্যদের দ্বারা আনীত চম্পক পুষ্প দিয়ে পূজা করলেন। ভগবান তা অনুমোদন করলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণকালে দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি পূর্ববাসনা বলে গৃহবাসের প্রতি উদ্গীন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃতকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল' প্রভৃতি গাথা বলেছিলন।

৪১. স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল ও সকল দিক আলোকিত করা উজ্জ্বল শুকতারার মতো পর্বতমধ্যে উপবিষ্ট বুদ্ধকে আমি দেখতে পেয়েছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪২. সেই সময় তিনজন মানবক ছিলেন যারা স্বীয় স্বীয় শিল্পে বিশেষ পারদর্শী। তারা কাঁধে বোঝা বহনের লাঠি নিয়ে আমার অনুসরণ করছিলেন।

৪৩. তাপসের দ্বারা আমার নিক্ষিপ্ত পুটলির সাতটি ফুল হাতে নিয়ে আমি বেস্‌সভূ ভগবানের অসীম জ্ঞানে সমর্পণ করেছিলাম।

৪৪. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে যেই পুষ্প দান করেছিলাম, তারপর থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার জ্ঞানপূজারই ফল।

৪৫. আজ থেকে উনত্রিশ কল্প আগে আমি বিপুলাভ নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান চম্পকপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[চমম্পকপুপ্পিয় স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. অর্থসন্দর্শক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে কৃতপুণ্যের ফলে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি স্বীয় শিল্পে বিশেষ পারদর্শীতা অর্জন করেন। গৃহবাসে কোনো সার দেখতে না পেয় তিনি গৃহত্যা করে হিমালয়ে গিয়ে রমনীয় স্থানে পর্ণশালা তৈরি করে তাতে বসবাস করতে লাগলেন। সেই সময় সত্ত্বগণের প্রতি অনুকম্পা পরবশ হয়ে পদুমুত্তর ভগবান হিমালয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি ভবানকে সেখানে দেখতে পেয়ে পসন্ন মন পঞ্চাঙ্গ লুটিয়ে বন্দনা পূর্বক প্রশংসা বাক্যে গুণকীর্তন করলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি যথা আয়ুষ্কাল বেঁচে থেকে মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'বিশাল একটি ঘরে উপবিষ্ট' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪৭. বিশাল একটি ঘরে উপবিষ্ট ভিক্ষুসংঘ পরিবেষ্টত ক্ষীণাসব, বলপ্রাপ্ত লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৪৮. পদুমুত্তর সম্বুদ্ধকে ত্রিবিদ্যঅলাভী ষড়াভিজ্ঞ ও মহাঋদ্ধিমান শতসহস্র অর্হৎ এমন ভাবে পরিবেষ্টিত করে বসেছিল যে, তা দেখে কে প্রসন্নচিত্ত হন না?

৪৯. সদেবলোকে তাঁর জ্ঞানের তুল্য অন্য কেউ নেই। এমন অনন্ত জ্ঞানের আধার সম্বুদ্ধকে দেখে কে প্রসন্নচিত্ত হন না?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫০. ধর্মকায়কে দেদীপ্যমান করা রত্নাকর সম্বুদ্ধকে পুরোপুরি বুঝা বা উপলব্ধি করা কখনও সম্ভব নয়। এমন সম্বুদ্ধকে দেখে কে প্রসন্নচিত্ত হন না?

৫১. এই তিনটি গাথা যোগে আমি তখন অপরাজিত পদুমুত্তর সম্বুদ্ধকে ভূয়শী প্রশংসা করেছিলাম।

৫২. সেই চিত্তপ্রসাদের ফলে ও বুদ্ধগুণের প্রভাবে আমাকে লক্ষ কল্প অপায় দুর্গতিতে জন্মগ্রহণ করতে হয়নি।

৫৩. আজ থেকে ত্রিশ শত কল্প আগে আম সুমিত্র নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অর্থসন্দর্শক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অর্থসন্দর্শক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. এক প্রসাদনীয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে অর্থদর্শী ভগবানের সময় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং কেশবো নামে পরিচিত হলেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। একদিন তিন শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে প্রসন্নমনে হস্তদয় অঞ্জলিবদ্ধ করে অতীব আনন্দিত মনে চলে গেলেন। সেই খুশি মন নিয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি দিব্যসম্পত্তি ভোগ করে এই গ্যেতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ারপর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের কৃত কুশলকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমার নাম ছিল মূলত নারদ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৫৫. আমার নাম ছিল মূলত নারদ। কিন্তু আমাকে সবাই কেশব নামেই চিনত। একদিন আমি কুশরাকুশল হতে মুক্ত বুদ্ধের কাছে গিয়েছিলাম। ৫৬. মহাকারুণিক, মৈত্রীচিত্তের আধার মহামুনি চক্ষুষ্মান অর্থদর্শী ভগবান সত্ত্বগণের সন্দেহ দূর করার জন্যে ধর্মদেশনা করছিলেন।

৫৭. ধর্মদেশনা শুনে আমি অতীব প্রসন্ন হয়েছিলাম এবং হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করে শাস্তাকে অভিবাদন করে পূর্বমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলাম।

৫৮. আজ থেকে সতের শত কল্প আগে আমি অমিওতাপনো নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান এক প্রসাদনীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[এক প্রসাদনীয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. শালপুষ্পদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে কুশলপুণ্য সঞ্চয় করা সত্ত্বেও কোন এক কর্মের ফলে হিমালয়ে সিংহ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বহু সিংহ পরিবেষ্টিত হয়ে অবস্থান করতেন। সেই সময় শিখী ভগবান তার প্রতি অনুকম্পা করে হিমালয়ে গেলেন। সিংহ ভগবানকে দেখতে পেংে প্রসন্নমনে গাছ থেকে একটি শালপুষ্প ছিড়ে তা দিয়ে পূজা করলেন। ভগবান তা অনুমোদন করলেন।

সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি তখন ছিলাম অভিজাত' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৬০. আমি তখন ছিলাম অভিজাত পশুরাজ সিংহ। একদিন গিবিদুর্গ সন্ধান করতে গিয়ে আমি লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৬১. এই মহাবীর বুদ্ধই বহু জনতার দুঃখাগ্নি প্রভৃতি নির্বাপিত, শান্ত করে থাকেন। এই দেবাতিদেব নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে সেবাপূজা করতে পারলে খুবই ভালো হয়।

৬২. অতঃপর আমি শাল গাছের একটি শাখা ভেঙে সকোষ একটি ফুল ছিড়লাম এবং সম্বুদ্ধের নিকট গিয়ে ফুল দান করেছিলাম।

৬৩. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফুল দান করেছিলাম, তারপর থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফুল দানেরই ফল।

৬৪. আজ থেকে নয় কল্প আগে আমি তিনবার বিরোচন নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৬৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান শালপুষ্পদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শালপুষ্পদায়ক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০. পিয়ালফলদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে শিখী ভগবানের সময় এক ব্যাধ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিমালয়ের এক পর্বত কন্দরে হরিণ হত্যা করে জীবন যাপন করতেন। একদিন শিখী ভগবান গেলে তিনি তাঁকে দেখে প্রসন্ন মনে বন্দনা করলেন। বন্দনা শেষে দেওয়ার মতো কিছুই না দেখে সুমধুর পিয়ালফল সংগ্রহ করে দান করলেন। ভগবান সেগুলো পরিভোগ করলেন। সেই ব্যাধের বুদ্ধালম্বনের প্রতি পরম প্রীতি উৎপন্ন হলো। সেই প্রীতিতে সমস্ত শরীর শিহরিত হলো। সেই প্রীতি চিত্তে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন এবং দেবলোকে জন্ম নিলেন।

তিনি সেখানে প্রভৃতি দিব্যসম্পত্তি ভোগ করে এবং মনুষ্যলোকে বহু মনুষ্যস্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক গৃহপতিকুলে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি গৃহবাসের প্রতি প্রবলভাবে উদাসীন হলেন। তাই তিনি গৃহত্যাগ করে শাস্তার কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং বিদর্শন বর্ধিত করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত ফলদানকর্ম স্মরণ করে আনন্দিতমনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি তখন ছিলাম হরিণ শিকারী' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৬৬. আমি তখন ছিলাম হরিণ শিকারী। আমি হিমালয়ের এক পর্বতকন্দরে হরিণ শিকার করে করে জীবিকা নির্বাহ করতাম। শিখী শাস্তা আমার অনতিদূরেই অবস্থান করতেন।

৬৭. অতঃপর একদিন আমি নিজেই লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেলাম। তখন আমার দ্বিপদশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে দান করার মতো কিছুই ছিল না।

৬৮. অনেক খোঁজাখুঁজির পর আমি কিছু পিয়াল ফল নিয়ে বুদ্ধের কাছে গেলাম। ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম ভগবান সেগ্রলো প্রতিগ্রহণ করলেন।

৬৯. তারপর বিনায়ক বুদ্ধকে আমি পরম শ্রদ্ধায় পরিচর্যা করেছিলাম। সেই চিত্তের প্রসন্নতা নিয়েই আমি সেখানে মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

৭০. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছেলাম; তারপর থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলদানেরই ফল।

৭১. আজ থেকে পনের কল্প আগে আমি তিনবার পিয়াললিনো নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৭২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পিয়ালফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পিয়ালফলদায়ক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[শোভিত বর্গ চোদ্দতম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্মারক-গাথা

শোভিত, সুদর্শন, চন্দনপূজক, পুষ্পচ্ছাদনীয়,
রহোসঞ্ঞক, চম্পকপুষ্পিয় ও অর্থসন্দর্শক;
একপ্রসাদনীয়, শালপুষ্পদায়ক ও পিয়ালফলদায়ক,
এই দশেমিলে মোট বাহাত্তর গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

১৫. ছত্র বর্গ

১. অতিছত্রীয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে অর্থদর্শী ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অথূদর্শি ভগবান জীবিত থাকাকালে তাকে দেখতে পাননি। তাই অর্থদর্শী ভগবানের পরিনির্বাণের পর ভাবতে লাগলেন, অহো, আমার পরিহানী হলো।' অতঃপর তিনি মনকে শক্ত করে কৃতসংকল্প হলেন এই বলে যে, আমাকে অবশ্যই আমার জন্মকে সফল ও সার্থক করতে হবে। তারপর তিনি যেখানে ভগবানের শরীর ধাতু নিধান করা হয়েছে সেখানে গিয়ে বড় বড় ছাতা দিয়ে ধাতুপূজা করলেন। আরও পরের দিকে তিনি পুষ্পছত্র তৈরি করে সেই ধাতুকক্ষকে পূজা করলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্ম নিয়ে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক গৃহপতি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং কর্মস্থান নিয়ে ভাবনা করতে করতে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। তিনি নিজরে পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'অর্থদর্শী ভগবানের পরিনির্বাণের পর' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. নরোত্তম অর্থদর্শী ভগবানের পরিনির্বাণের পর তাঁর উদ্দেশে নির্মিত ধাতুস্তূপে সুবৃহৎ ছাতা তৈরি করে পূজা করেছিলাম।

২. আমি সময়ে সময়ে সেখানে গিয়ে লোকনায়ক বুদ্ধকে বন্দনা করেছিলাম এবং আমার প্রতিষ্ঠিত ছাতায় পুষ্পাচ্ছাদন দান করেছিলাম।

৩. আজ থেকে সতের শত কল্প আগে আমি দেবলোকে দেবরাজত্ব করেছিলাম এবং এর মধ্যে একবারও মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিনি। ইহা আমার স্তূপপূজারই ফল।

৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অতিছত্রীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অতিছত্রীয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২. স্তম্ভরোপক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে ধর্মদর্শী ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ধর্মদর্শী ভগবানের পরিনির্বাণের পর শ্রদ্ধান্বিত ও প্রসন্নচিত্ত হয়ে ভগবানের উদ্দেশে নির্মিত ধাতুগৃহে একটি স্তম্ভ (খুঁটি) প্রতিষ্ঠিত করে তাতে একটি ধ্বজাপতাকা উড়িয়ে দিলেন। বহু সুমন পুষ্প গ্রন্থিত করে সেই ধাতুস্তম্ভটিকে পূজা করেন।

তিনি মৃত্যুর পর দেবমনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণকালে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বালক বয়স থেকে ভীষণ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি বুদ্ধশাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'নরশ্রেষ্ঠ ধর্মদর্শী লোকনাথ ভগবান পরিনির্বাপিত হলে পরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৫. নরশ্রেষ্ঠ ধর্মদর্শী লোকনাথ ভগবান পরিনির্বাপিত হলে পরে বুদ্ধশ্রেষ্ঠের উদ্দেশে নির্মিত ধাতুচৈত্য এক ধ্বজাস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম।

৬. আমি একটি সিড়ি তৈরি করে ধাতুস্তূপে আরোহণ করেছিলাম এবং সেই স্তূপে বহু জাতিপুষ্প টাঙিয়ে দিয়েছিলাম।

৭. অহো বুদ্ধ! অহো ধর্ম! অহো আমার শাস্তা সম্পদ! এই পুণ্যপ্রভাবে কখনও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার স্তূপপূজারই ফল। ৮. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি ষোলবার স্তূপসীখ নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান স্তম্ভারোপক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[স্তম্ভারোপক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. বেদীকারক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে প্রিয়দর্শী ভগবানের সময় এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গৃহবাস করতে লাগলেন। প্রিয়দর্শী শাস্তা পরিনির্বাপিত হলে পরে তিনি প্রসন্নমনে তার উদ্দেশে চৈত্য নির্মাণ করালেন এবং সেই চৈত্যটিকে সপ্তরত্ন যোগে মহাপূজা করালেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণকালে জন্মে জন্মে পূজনীয়, মহাধনী ও মহাধনাঢ্য হলেন। পরে এই গ্যেতম বুদ্ধের সময়ে তিনি এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং আপন প্রচেষ্টার দ্বারা অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

একদিন তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'নরোত্তম প্রিয়দর্শী লোকনাথ পরিনির্বাপিত হলে পরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১০. নরোত্তম প্রিয়দর্শী লোকনাথ পরিনির্বাপিত হলে পরে আমি অতীব প্রসন্নচিত্তে একটি মুক্ত বেদী তৈরি করেছিলাম।

১১. সেই বেদীটি আমি বিবিধ মণিমুক্তা দিয়েই তৈরি করেছিলাম। সেই বেদীটি দান করার পর অতীব খুশিমনে সেখানেই আমার মৃত্যু হয়।

১২. আমি দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন সবখানই আমার মাথার উপড় মণি ধারণ করা হতো। ইহা আমার পুণ্যকর্মেরই ফল।

১৩. আজ থেকে ষোলশত কল্প আগে আমি ছত্রিশবার মণিপ্রভাস নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বেদীকারক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বেদীকারক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. সপরিবারিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি মহাধনী, প্রভূত ভোগসম্পত্তির অধিকারী হলেন। অতঃপর যখন পদুমুত্তর ভগবান পরিনির্বাপিত হলেন তখন মহাজনতা তার শারীরিক ধাতু নিধান করে মহাচৈত্য তৈরি করে পূজা করলেন। সেই সময় এই উপাসক সেই চৈত্তর উপর চন্দনকাষ্ঠ দিয়ে একটি চৈত্যঘর তৈরি করে মহাপূজা করলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণকালে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি বহু কুশলকর্ম করে শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'ত্রলোকশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৫. ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম পদুমুত্তর জিন জ্বলন্ত অগ্নিরাশির ন্যায় জ্বলে উঠে আবার পরিনির্বাপিত হয়েছিলেন।

১৬. মহাবীর বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হলে পরে তার উদ্দেশে বিশাল স্তূপ নির্মিত হয়েছিল। সেই ধাতুগৃহকে বহু লোক দূর থেকে সেবাপূজা করতেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৭. আমি তখন অতীব প্রসন্নচিত্তে সেই স্তূপের মধ্যে একটি চন্দনবেদী নির্মাণ করেছিলাম। সেই চন্দনবেদীর কারণে সেই স্তূপগুলো তখন দেদীপ্যমান হয়ে প্রতিভাত হতো।

১৮. দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন সবখানেই আমি কোনো হীনতা বা নীচতা দেখতে পেতাম না। ইহা আমার পুণ্যকর্মেরই ফল।

১৯. আজ থেকে পনের শত কল্প আগে আমি আটবার মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সপরিবারিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সপরিবারিয় স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. উমাপুষ্পিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গৃহবাস করতে লাগলেন। ভগবান পরিনির্বাপিত হওয়ার পর তার উদ্দেশে নির্মিত ধাতুচৈত্যে ইন্দ্রনীল মণিবর্ণের উমাপুষ্প নিয়ে পূজা করলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি সুগতি লোকে জন্মপরিভ্রমণকালে দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করেন। জন্মে জন্মে তিনি নীল বর্ণের অধিকারী, উচ্চবংশীয় ও মহাধনী হতেন। এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশকরতে গিয়ে 'পরম পূজনীয় লোকনায়ক সিদ্ধার্থ ভগবান' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২১. পরম পূজনীয় লোকনায়ক সিদ্ধার্থ ভগবান পরিনির্বাপিত হওয়ার পর তার উদ্দেশে একটি বিশাল স্তূপ নির্মাণ করা হয়েছিল।

২২. মহর্ষি সেদ্ধার্থ ভগবানের উদ্দেশে সেই স্তূপটি নির্মাণের সময় আমি উমাপুষ্প নিয়ে সেই স্তূপে দান করেছিলাম।

২৩. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলোম, সেই থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার স্তূপপূজারই ফল।

২৪. আজ থেকে নয় কল্প আগে আমি পঁচাশি বার সোমদেব নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উমাপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[উমাপুষ্পিয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. অনুলেপদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে অনোমদর্শী ভগবানের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তিনি ছিলেন মহাধনী ও প্রভূত ভোগসম্পত্তির অধিকারী। তিনি অনোমদর্শী ভগবানের বোধিবৃক্ষের বেদীর বলয় নির্মাণ করায়ে তাতে সুধাকর্ম করালেন এবং তাতে সোনালি বালুরাশি বিকীর্ণ করে রৌপ্যবিমানের মতো করে তৈরি করেছিলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি ভীষণ সুখী হলেন এবং জন্মে জন্মে রৌপ্যবিমানের মতো রৌপ্যপ্রাসাদে সুখানুভব করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনায় নিয়োজিত হয়ে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি 'কোন কুশলকর্ম করে আমি অর্হত্ত্ব লাভ করেছি' নিজের অধিগত পূর্বনিবাসানুস্মৃতি জ্ঞানযোগে স্মরণ করে পূর্বতকৃত কুশলকর্মের কথা অবগত হয়ে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি অনোমদর্শী মুনির জন্য' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২৬. আমি অনোমদর্শী মুনির জন্য একটি বোধিবেদী নির্মাণ করেছিলাম। তাতে আমি আরও সুধাপিণ্ড দিয়ে নিজ হাতে লেপন করে দিয়েছিলাম।

২৭. আমার সেই সুকর্ম দেখে নরোত্তম অনোমদর্শী ভগবান ভিক্ষুসংঘের মাঝে স্থিত হয়ে এই গাথাটি বলেছিলেন।

২৮. এই সুকর্মের ফলে এই ব্যক্তি প্রার্থনা অনুযায়ী দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করে পরিশেষে দুঃখের অন্ত সাধন করবে।

২৯. আমি এখন প্রসন্নবদন, একাগ্রচিত্ত ও সুসমাহিত। আমি এই গৌতম সম্রকসম্বুদ্ধের শাসনে অন্তিম দেহ ধারণ করেছি।

৩০. আজ থেকে ঠিক শত কল্প আগে আমি সর্বঘনো নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অনুলেপদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অনুলেপদায়ক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. মার্গদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে নির্বাণপ্রদায়ক পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময়ে এক গৃহস্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গৃহবাস করতে লাগলেন। একদিন তিনি ভগবানকে একটি নদী পার হয়ে গভীর বনে যেতে দেখলেন। অত্যন্ত খুশি হয়ে তিনি চিন্তা করলেন, এখনই আমাকে ভগবানের গমনপথটি সমান করে দিতে হবে। যেই চিন্তা সেই কাজ। তিনি কুদাল ও ঝুড়ি নিয়ে ভগবানের গমনমার্গ সমান করে দিলেন এবং সেই রাস্তার উপর বালি ছিটিয়ে দিলেন। তারপর তিনি ভগবানের পায়ে পড়ি বন্দনা করে এই বলে প্রার্থনা করলেন, ভন্তে এই গমনরাস্তাটি পরিস্কার ও অলংকৃত করার ফলে জন্মে জন্মে পূজনীয় হতে পারি, নির্বাণ লাভ করতে পারি। ভগবান 'তোমার প্রার্থনা পূরণ হোক' বলে অনুমোদন করে চলে গেলেন।

সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণকালে সর্বত্রই পূজিত হতেন। পরে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি এক বিখ্যাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনা করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম প্রত্যক্ষ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'নদী পার হয়ে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩২. নদী পার হয়ে চক্ষুষ্মান ভগবান বনে যাচ্ছিলেন। ঠিক তখনি আমি শ্রেষ্ঠ লক্ষণসম্পন্ন সিদ্ধার্থ সম্বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩৩. কুদাল ও ঝুড়ি নিয়ে আমি প্রথমে সেই অমসৃণ ও অসমান পথটিকে সমান ও মসৃণ করেছিলাম। তারপর শাস্তাকে অভিবাদন করে নিজের চিত্তকে খুশি করিয়েছিলাম।

৩৪. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, তার ফলে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পথদানেরই ফল।

৩৫. আজ থেকে সাতান্ন কল্প আগে আমি একবার সুপ্রবুদ্ধ নামক জনাধিপতি, লোকনায়ক নরেশ্বর হয়েছিলাম।

৩৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মার্গদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মার্গদায়ক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮. ফলদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় করে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময়ে কাঠমিস্ত্রি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তিনি চন্দনকাষ্ঠে ঠেঁস দেওয়ার ফলক নির্মাণ করে ভগবানকে দান করেন। ভগবান তার দান অনুমোদন করেন।

সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণকালে সর্বত্রই চিত্তসুখে অবস্থান করে উভয় সম্পত্তি ভোগ করেন। পরে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবয় অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পূর্বে আমি ছিলাম' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৭. পূর্বে আমি কাষ্ঠকর্মে সুশিক্ষিত যাননির্মাতা ছিলাম। একদিন আমি একটি চন্দন ফলক তৈরি করে লোকবন্ধুকে দান করেছিলাম।

৩৮. এই পুণ্যের ফলে আমার ইচ্ছামাত্রই সুবর্ণনির্মিত হস্তীযান, অশ্বযান, দিব্যযান উপস্থিত হয়ে ব্যাম পরিমাণ জায়গা প্রভাসিত হতো।

৩৯. আমি যখন যেখানে চাইতাম সেখানেই আমার জন্য সিবিকা প্রাসাদ আবির্ভূত হতো এবং বহু মূল্যবান রত্ন উৎপন্ন হতো। ইহা আমার ফলক দানেরই ফল।

৪০. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফলক দান করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলক দানেরই ফল।

৪১. আজ থেকে সাতান্ন কল্প আগে আমি চারবার সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ফলকদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ফলকদায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. বটংসকিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সুমেধ ভগবানের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি গৃহবাসকালে তাতে দোষ দেখতে পেলেন। তাই তিনি গৃহত্যাগ করে তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে মহাবনে অবস্থান করতে লাগলেন। সেই সময়ে সুমেধ ভগবান বিবেকসুখে অবস্থানের জন্য সেই বনে উপস্থিত হলেন। অতঃপর সেই তাপস ভগবানকে দেখে প্রসন্নমনে প্রস্ফুটিত সনলপুষ্প নিয়ে মালাকারে গেথে ভগবানর পদমূলে রেখে পূজা করলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবান তাকে খুশি করার জন্য অনুমোদন করলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণকালে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'অপরাজিত সয়ম্ভূ সুমেধ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪৩. অপরাজিত সয়ম্ভূ সুমেধ বিবেকসুখে অবস্থানের জন্য মহাবনে গিয়েছিলেন।

৪৪. সুপুষ্পিত সললবৃক্ষে সলল ফুল দেখতে পেয়ে সেগুলো নিয়ে সুন্দর করে মালা গেথেছিলাম এবং লোকনায়ক বুদ্ধের পদমূলে রেখে পূজা করেছিলাম।

৪৫. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, তারফলে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৪৬. আজ থেকে উনিশ শত কল্প আগে আমি ষোলবার সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বটংসকিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বটংসকিয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. পালঙ্কদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে নির্বাণপ্রদ পুণ্য সঞ্চয় করে সুমেধ ভগবানের সময়ে এক গৃহপতি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তার ছিল অগাধ ধনসম্পত্তি। তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে ধর্ম শুনে শাস্তার জন্য সপ্তরত্নসমন্বিত একটি পালঙ্ক (খাট) তৈরি করিয়ে মহা পূজা করেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণকালে সর্বত্রই পূজিত হতেন। অনুক্রমে তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে প্রসন্নমনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে 'পালঙ্কদায়ক স্থবির' নামে সবিশেষ পরিচিত হয়েছিলেন।

একদিন তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ সুমেধ ভগবানকে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪৮. আমি ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ সুমেধ ভগবানকে শামিয়ানাসহ শৌখিন বস্ত্রে ঢাকা একটি পালঙ্ক দান করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৯. সেই সময় আমার সংকল্প অনুযায়ীই সব সময় সপ্তরত্নসমন্বিত পালঙ্ক উৎপন্ন হতো।

৫০. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প আগে আমি যেই পালঙ্ক দান করেছিলাম, সেই থেকে আমাকে এখনো অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পালঙ্ক দানেরই ফল।

৫১. আজ থেকে বিশ হাজার কল্প আগে আমি তিনবার সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী সুবর্ণ আভাসম্পন্ন চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পালঙ্কদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পালঙ্কদায়ক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[ছত্রবর্গ পনেরতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

অতিছত্রীয়, স্তম্ভারোপক, বেদীকারক, সপরিবারিয়,
উমাপুপ্পিয়, অনুলেপদায়ক, মার্গদায়ক, ফলদায়ক,
বটংসকিয় ও পালঙ্কদায়ক এই দশে মিলে
মোট বায়ান্ন গাথায় এইবর্গ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৬. বন্ধু জীবক বর্গ

১. বন্ধু জীবক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে শিখী ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি গৃহবাসকালে শিখী ভগবানের রূপকায়সম্পত্তি দেখে প্রসন্নমনে বন্ধুজীবকপুষ্প নিয়ে ভগবানের পদমূলে পূজা করলেন। ভগবান তাকে খুশি করার জন্য তার দান অনুমোদন করলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি মৃত্যুর পর দেকলোকে জন্ম নিয়ে ছয় কামাবচরসম্পত্তি ভোগ করে এবং মনুষ্যলোকে চক্রবর্তী প্রভৃতি সম্পত্তি ভোগ করে আমাদের এই গৌতম সম্যকসম্বুদ্ধের এক গৃহপতি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অসম্ভব রূপবান ও যশস্বী শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে তিনি শ্রদ্ধায় গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

তিনি নিজের পূর্বনিবাসজ্ঞান যোগে পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'চাঁদের ন্যায় বিমল' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১-২. চাঁদের ন্যায় স্নিগ্ধ বিমল, শুদ্ধ বিপ্রসন্ন, অনাবিল, নন্দীভব পরিক্ষীণ, সংসারে সমস্ত তৃষ্ণাত্তীর্ণ শিখী ভগবান ত্রিতাপদগ্ধ বহু জনতাকে নির্বাপনকারী, গভীর বনে ধ্যানরত, একাগ্রচিত্ত ও সমাহিত চিত্ত।

৩. আমি সেই বন্ধুজীবক পুষ্পগুলো সুন্দর করে মালা গেথে লোকবন্ধু শিখী বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৪. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজার ফল।

৫. আজ থেকে সাত কল্প আগে আমি সমন্তচক্ষু নামক নরেন্দ্র মহাযশস্বী, মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বন্ধুজীবক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বন্ধুজীবক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. তম্বপুষ্পিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে প্রিয়দর্শী ভগবানের সময়ে পূর্বকৃত কোনো এক অকুশল কর্মপ্রভাবে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সে পরের কাছে কাজ করে যা পারিশ্রমিক পেত তা দিয়েই জীবন ধারণ করত। সে এভাবে দুঃখের সাথে বসবাস করার সময় একটি ভীষণ রকম অপরাধ করে ফেলে। তাই মরণ ভয়ে ভীত হয়ে বনে পালিয়ে গেল। সে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যেখানে গেল সেখানে একটি পাটলী বোধিবৃক্ষ দেখতে পেল। সে প্রথমে সেটিকে বন্দনা করল। তারপর বোধিবৃক্ষের চারপাছে ঝাট দিল এবং পাশের একটি গাছে তাম্রবর্ণের কিছু ফুল দেখে সেগুলো নিয়ে বোধিপূজা করল। ভীষণ প্রসন্নচিত্তে বন্দনা করে সে বোধিবৃক্ষের গোড়ায় পদ্মাসনে বসল। এদিকে লোকজন তাকে অনুসরণ করতে করতে সেখানে গিয়ে পৌঁছাল। সে তাদের দেখে বোধিবৃক্ষের কথা চিন্তা করতে করতে পালিয়ে যেতে লাগল এবং ক্রমে ভয়ানক এক গিরিখাদে পড়ে মারা গেল।

তিনি বোধিপূজার কথা স্মরণ করার কারণে তাবতিংস দেবলোকে জন্মগ্রহণ করলেন। তাতে দিব্যসুখ ভোগ করে এবং মনুষ্যলোকে মনুষ্যসুখ ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে প্রসন্ন মনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পরের কাঝ করতে গিয়ে আমি একটি অপরাধ করে ফেলেছিলাম' প্রভৃতি বলেছিলেন।

৭. পরের কাজ করতে গিয়ে আমি একটি অপরাধ করে ফেলেছিলাম। ভীষণ ভয়তাড়িত হয়ে আমি তাই গভীর বনে পালিয়ে গিয়েছিলাম।

৮. গভীর বনে আমি একটি সুপুষ্পিত তম্ববৃক্ষ দেখতে পেয়েছিলাম। সাথে সাথে আমি সেখান থেকে কিছু ফুল ছিড়ে নিয়ে বোধিবৃক্ষে ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

৯. তারপর আমি পাটলী বোধিবৃক্ষের চারপাশে ঝাট দিয়েছিলাম এবং পদ্মাসনে বসে বোধিবৃক্ষমূলে অবস্থান করছিলাম।

১০. আগে থেকেই কিছু লোক আমাকে অনুসরণ করছিল। একসময় তারা আমাকে অনুসরণ করতে করতে আমার কাছে পৌঁছাল। আমি তাদের দেখে আরও বেশি করে বোধিবৃক্ষের কথা চিন্তা করতে লাগলাম।

১১. আমি আবারও অতীব প্রসন্নচিত্তে বোধিবৃক্ষকে বন্দনা করেছিলাম। তারপর পালিয়ে যেতে গিয়ে ভয়ানক এক গিরিখাদে পড়ে গিয়ে মারা গিয়েছিলাম।

১২. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পদান কজরেছিলাম, তার ফলে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বোধিপূজারই ফল।

১৩. আজ থেকে তিন কল্প আগে আমি সুসঞ্ঞত নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তম্বপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তম্বপুষ্পিয় স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩. বীথিসম্মার্জক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিখী ভগবানের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি নগরবাসীর সাথে গমনপথ সজ্জিত করে সেই পথ দিয়ে ভগবানকে যেতে দেখে অতীব প্রসন্নমনে সেই গমনপথটি সমতল ও মসৃণ করে তাতে ধ্বজা পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণকালে দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে একটি কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'লোকনায়ক ভগবান' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৫. উদীয়মান, শতরশ্মি, পীতরশ্মি সূর্য ও পঞ্চদশীর পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় লোকনায়ক ভগবান ধীর লয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

১৬. তখন আটষট্টি হাজার ক্ষীনাসব অর্হৎ ছিল। তারা সকলে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ নরোত্তম সম্বুদ্ধকে অনুসরণ করছিলেন।

১৭. আমি সেই গমনপথটি সম্মার্জনের পন সশিষ্য লোকনায়ক বুদ্ধের সেইপথ দিয়ে যেতে দেখেছিলাম। তখন আমি সেখানে অতীব প্রসন্নমনে ধ্বজা পতাকা উড়িয়েছিলাম।

১৮. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই ধ্বজা উড়িয়েছিলাম, তার ফলে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি।

১৯. আজ থেকে চার কল্প আগে আমি মহাপরাক্রমশালী বিশ্ববিশ্রুত সর্বাকার পরিপূর্ণ রাজা হয়েছিলাম।

২০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বীথিসম্মার্জক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বীথিসম্মার্জক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. কক্কারু পুষ্পপূজক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করে সিখী ভগবানের সময়ে এক ভূমিবাসী দেবতা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি শিখী সম্যকসম্বুদ্ধকে দেখে দিব্য কক্কারু পুষ্প নিয়ে পূজা করলেন।

সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণকালে প্রায় একত্রিশ কল্পকাল দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক কুলীন পরিবারে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি দেবপুত্র হয়ে লোকনায়ক শিখী বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২১. আমি দেবপুত্র হয়ে লোকনায়ক শিখী বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম এবং কক্কারুক পুষ্প নিয়ে আমি বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

২২. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, তার ফলে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২৩. আজ থেকে নয় কল্প আগে আমি নবশ্রেষ্ঠ সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কক্কারু পুষ্পপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কক্কারু পুষ্পপূজক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. মন্দারবপুষ্পপূজক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিখী ভগবানের সময়ে এক ভূমিবাসী দেবপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি শিখী ভগবানকে দেখে পসেন্ন মনে দিব্য মন্দারব পুষ্প দিয়ে পূজা করলেন।

সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণকালে প্রায় একত্রিশ কল্পকাল দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি দেবপুত্র হয়ে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২৫. আমি দেবপুত্র হয়ে লোকনায়ক শিখী বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম এবং মন্দারক পুষ্প নিয়ে আমি বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

২৬. আমার প্রদত্ত দিব্যফুলের মালাটি তথাগতের মাথার উপড় সপ্তাহকাল পর্যন্ত শামিয়ানার মতো ছায়াদিয়েছিল। তখন সকলে সেখানে এসে তথাগত বুদ্ধকে বন্দনা নিবেদন করেছিল।

২৭. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, তার ফলে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৮. আজ থেকে দশ কল্প আগেহ আমি জ্যোতিন্ধর নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মন্দারবপুষ্পপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মন্দারবপুষ্পপূজক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. কদম্বপুষ্পিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বুদ্ধশূন্য কল্পে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি গৃহবাসকালে সংসারের বিভিন্ন উপদ্রব দেখে গৃহত্যাগ করে তাপসপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করে হিমালয়ের সমীপে কুক্কুট নামক পর্বতে আশ্রম তৈরি করে অবস্থান করতে লাগলেন। তিনি সেখানে সাতজন পচ্চেকবুদ্ধকে দেখে প্রসন্নমনে কদম্বপুষ্প সংগ্রহ করে তাদের পূজা করলেন। তাঁরাও তার দান অনুমোদন করলেন।

সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণকালে প্রায় একত্রিশ কল্পকাল দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'হিমালয়ের অদূরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩০. হিমালয়ের অদূরে কুক্কুট নামক একটি পর্বত ছিল। সেই পর্বতের পাদদেশে সাতজন পচ্চেকবুদ্ধ বসবাস করতেন।

৩১. সেখানে একটি সুপুষ্পিত কদম্ববৃক্ষ ছিল। সেখান থেকে কদম্বপুষ্প নিয়ে আমি নিজ হাতে সাতজন পচ্চেকবুদ্ধকে পূজা করেছিলাম।

৩২. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৩৩. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি সাতবার পুষ্প নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কদম্বপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কদম্বপুষ্পিয় স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. তৃণশূলক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে কুশল পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে শিখী ভগবানের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। গৃহবাসকালে তিনি নানাবিধ দোষ দেখতে পেয়ে গৃহত্যাগ করে তাপসপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং হিমালয়ের সমীপে ভূতগণ নামক পর্বতে বসবাস করতে লাগলেন। একদিন তিনি বিবেকসুখে অবস্থানরত শিখী সম্বুদ্ধকে দেখে প্রসন্নমনে তৃণশূল পুষ্প নিয়ে শাস্তার পদমূলে পূজা করলেন। বুদ্ধও তার সেই পুষ্পপূজা অনুমোদন করলেন।

সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণকালে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি বুদ্ধ শাসনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং উপনিশ্রয় সম্পত্তি থাকায় অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পরে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'হিমালয়ের অদূরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৫. হিমালয়ের অনতিদূরে ভূতগণ নামক একটি বিশাল পর্বত ছিল। সেখানে এক লোকনাথ সয়ম্ভূ জিন বসবাস করতেন।

৩৬. আমি তখন তৃণশূল পুষ্প নিয়ে বুদ্ধকে দান করেছিলাম। তার ফলে আমি উনলক্ষ কল্প অবধি বিনিপাত নিরয়ে জন্মাইনি।

৩৭. আজ থেকে এগার কল্প আগে আমি সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তৃণশূলক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তৃণশূলক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. নাগপুষ্পিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময়ে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ত্রিবেদ প্রভৃতি শিক্ষায় বিশেষ পারদর্শীতা অর্জন করলেন। গৃহবাস করতে করতে তিনি তাতে কোনো সার দেখতে না পেয়ে হিমালয়ে প্রবেশ করলেন এবং সেখানেই তাপসপ্রব্রজ্যা গ্রহণ কনে ধ্যানসুখে অবস্থান করতে লাগলেন। সেই সময়ে পদুমুত্তর ভগবান তার প্রতি অনুকম্পা করে সেখানে গেলেন। সেই তাপস তখন ভগবানকে দেখতে পেলেন। উল্লেখ্য, তাপস ছিলেন লক্ষণশাস্ত্রবিদ। তাই তিনি ভগবানের শরীরে মহাপুরুষলক্ষণগুলো দেখতে পেলেন এবং প্রসন্নমনে বন্দনা করে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। ভগবান আকাশমার্গ দিয়ে চলে গেলেন। অতঃপর সেই তাপস সশিষ্যে নাগপুষ্প

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংগ্রহ করে সেই পুষ্প দিয়ে ভগবানের গমনপথকে উদ্দেশ্য করে পূজা করলেন।

সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণকালে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং এত-প্রতিব্রত পালনের মধ্য দিয়ে শাসনের সৌন্দর্য বর্ধন করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি 'কোন কুশল কর্মের ফলে আমি এমন লোকুত্তর সম্পত্তি লাভ করেছি?' এই ভেবে অতীত কর্ম স্মরণ করে জ্ঞানযোগে প্রত্যক্ষ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সেই সময় সুবচ্ছ নামক এক মন্ত্রধর ব্রাহ্মণ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৯. সেই সময়ে সুবচ্ছ নামক এক মন্ত্রধর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সশিষ্যে হিমালয়ের অনতিদূরে পর্বত-অভ্যন্তরে বসবাস করছিলেন।

৪০. পরম পূজনীয় পদুমুত্তর জিন আমাকে উদ্ধার করার মানসে আমার নিকট এসেছিলেন।

৪১. তিনি আমার নিকট আকাশ মার্গে এসে উন্মুক্ত আকাশেই চংক্রমণ করেছিলেন এবং প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় ধুমায়িত করেছিলেন। ক্ষণিক পর তিনি আমার চিত্ত প্রসন্নতা অবগত হয়ে পূর্বমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলেন।

৪২. এমন আশ্চর্য, অদ্ভুত ও লোমহর্ষকর দৃশ্য দেখে আমি নাগপুষ্প সংগ্রহ করে পদুমুত্তর বুদ্ধ যেই পথ দিয়ে চলে গিয়েছিলেন সেই পথকে উদ্দেশ্য করে তাতে নাগপুষ্প ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

৪৩. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি যেই পুষ্প ছিটিয়ে দিয়েছিলাম, সেই চিত্তপ্রসন্নতার ফলে আমাকে একবারও অপায় দুর্গতিতে জন্ম নিতে হয়নি।

৪৪. আজ থেকে একত্রিশ শত কল্প আগে আমি সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নাগপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নাগপুষ্পিয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. পুন্নগপুষ্পিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে ফুস্‌স ভগবানের সময়ে এক ব্যাধকুলে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি মহাবনে প্রবেশ করে সেখানে সুপুষ্পিত পুন্নগপুষ্প দেখতে পেলেন। তিনি হেতুসম্পন্ন হওয়ায় পরম শ্রদ্ধায় ভগবানকে স্মরণ করে সেই পুন্নগপুষ্প সংগ্রহ করে ও বালি দিয়ে চৈত্য তৈরি করে উদ্দেশিক পূজা করলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি একনাগারে বিরানব্বই কল্প ধরে দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি পূর্বপ্রার্থনা অনুসারে শাসনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং দৃঢ়বীর্যসহকারে চেষ্টা করতে করতে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পূর্বকৃত কুশলকর্ম স্মরণ করে তিনি আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি তখন গভীর বনে শিকার করে বসবাস করতাম' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪৬. আমি তখন গভীর বনে শিকার করে বসবাস করতাম। আশেপাশে সুপুষ্পিত পুন্নগবৃক্ষ দেখে প্রথমে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে স্মরণ করেছিলাম।

৪৭. সুপুষ্পিত পুন্নগবৃক্ষ থেকে সুগন্ধী পুন্নগপুষ্প সংগ্রহ করে তা দিয়ে বালি দিয়ে তেরি উদ্দেশিক স্তূপে বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম।

৪৮. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, তারপর থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৪৯. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি এক তমবিধ্বংসী সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পুন্নগপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পুন্নগপুষ্পিয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. কুমুদদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় হিমালয়ের নিকটে এক বিশাল প্রাকৃতিক হ্রদে কুকুত্থ নামক পক্ষি হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। কোনো এক কুশল কর্মের প্রভাবে পক্ষিকুলে জন্ম হলেও সেই পাখিটি ছিল ভীষণ বুদ্ধিমান, পাপ-পুণ্য বিষয়ে অভিজ্ঞ, শীলবান ও প্রাণী হত্যা হতে সম্পূর্ণ বিরত। সেই সময় পদুমুত্তর ভগবান আকাশমার্গে এসে তার আশেপাশে চংক্রমণ করছিলেন। অতঃপর সেই পাখিটি ভগবানকে দেখতে পেয়ে প্রসন্নমনে ঠোঁট দিয়ে কুমুদপুষ্প ছিড়ে নিয়ে ভগবানের রাতুল চরণযুগলে পূজা করলেন। ভগবান তার মনে উৎপন্ন প্রীতি সৌমনস্য আরও বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনুমোদন করলেন।

সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক জনৈক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শ্রদ্ধায় প্রভূত ধন-সম্পত্তির অধিকারী হলেন। একদিন তিনি ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন হয়ে শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পরে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'হিমালয়ের অদূরে'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৫১. হিমালয়ের অদূরে একটি বিশাল প্রাকৃতিক হ্রদ ছিল। সেই হ্রদে পদ্ম, উৎপল, পণ্ডরীকসহ প্রভৃতি ফুলের সমারোহ ছিল।

৫২. আমি তখন কুকুত্থ নামক পাখি হয়ে জন্মেছিলাম। পাখি হলেও আমি ছিলাম ভীষণ বুদ্ধিমান ও পুণ্যাপুণ্য বিষয়ে অভিজ্ঞ।

৫৩. পরম পূজনীয় মহামুনি লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ সেই বিশাল প্রাকৃতিক হ্রদের অদূরে এসে চংক্রমণ করছিলেন।

৫৪. আমি তখন জলজ কুমুদপুষ্প ঠোঁট দিয়ে ছিড়ে মহর্ষি বুদ্ধকে দান করেছিলাম। আমার সংকল্পের কথা অবগত হয়ে মহামুনি বুদ্ধ আমার দান গ্রহণ করেছিলেন।

৫৫. সেই কুমুদ পুষ্পদান জনিত পুণ্যপ্রভাবে আমাকে লক্ষকল্প পর্যন্ত অপায় দুর্গতিতে জন্ম নিতে হয়নি।

৫৬. আজ থেকে ষোলশত কল্প আগে আমি আটবার বরুণ নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কুমুদদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কুমুদদায়ক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[বন্ধুজীবক বর্গ ষোলতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

বন্ধুজীবক, তম্বপুষ্পিয়, বীথিসম্মার্জক ও কক্কারপুষ্পপূজক
মন্দারপুষ্পপূজক, কাদম্বপুষ্পিয় ও তৃণশূলক,
নাগপুষ্পিয়, পুন্নগপুষ্পিয় ও কুমুদদায়ক এই দশে মিলে
মোট সাতান্নটি গাথায় এই বন্ধুজীবক বর্গ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৭. সুপরিচরিয় বর্গ

১. সুপরিচরিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময়ে এক যক্ষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। যক্ষটি একসময় হিমালয়ে অনুষ্ঠিত এক যক্ষসম্মেলনে গেলে সেখানে ভগবানের ধর্মদেশনা শুনে প্রসন্নমনে হাত জোড় করে বন্দনা নিবেদন করলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি ঊর্ধতন দেবলোকে জন্ম নিয়ে সেখানে দিব্যসুখ অনুভব করে এবং মনুষ্যলোকে মনুষ্যসুখ ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক গৃহপতি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তিনি ছিলেন প্রভূত ধনসম্পত্তির মালিক। ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং চিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

একদিন তিনি নিজের পূকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সেই সময় পদুম নামক' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. সেই সময় পদুম নামক দ্বিপদশ্রেষ্ঠ নরোত্তম চক্ষুষ্মান বুদ্ধ গভীর বন হতে বের হয়ে ধর্মদেশনা করছিলেন।

২. যক্ষ সম্মেলনের অদূরে মহর্ষি ভগবান ছিলেন এবং সেখানে সমবেত যক্ষেরা তৎক্ষনাৎ মহর্ষি ভগবানকে দেখতে পেয়েছিলেন।

৩. বুদ্ধের অমৃতনির্ঝর ধর্মদেশনার মর্মকথা বুঝে আমি অতীব প্রসন্নচিত্তে দুই হাতে তালি বাজিয়ে বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম।

৪. দেখো, বুদ্ধ শাস্তাকে পরম শ্রদ্ধায় পূজা করার ফলে আমি ত্রিশ হাজার কল্প অবধি অপায় দুর্গতিতে জন্মগ্রহণ করিনি।

৫. আজ থেকে উনত্রিশ শত কল্প আগে আমি সমলংকৃত নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুপারিচরিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুপারিচরিয় স্থবির অপদান প্রথমম সমাপ্ত]

২. কণবেরপুপ্পিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃতপুণ্য হয়ে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি রাজার অন্তঃপুরের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হলেন। সেই সময়ে সিদ্ধার্থ ভগবান ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হয়ে রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। অতঃপর সেই রাজন্তপুরের তত্ত্বাবধায়ক গমনরত ভগবানকে দেখে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রসন্নমনে কণবেরপুষ্প দিয়ে ভগবানকে পূজা করে হাত জোড় করে প্রণামের ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি প্রভূত সৃগতি সম্পত্তি খোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে পরম শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিতমনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সেই সময় ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৭. সেই সময় ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম সিদ্ধার্থ ভগবান শ্রাবক পরিবেষ্টিত হয়ে নগর পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

৮. তখন রাজার অন্তপুরের অভিসম্মত নামক এক তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিনি স্বীয় প্রাসাদে উপবিষ্ট অবস্থায়ই লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেলেন।

৯. অতঃপর তিনি কণবের পুষ্প নিয়ে পরম শ্রদ্ধায় ভিক্ষুসংঘের উপর ছিটিয়ে দিলেন এবং একটু আলাদা করে বুদ্ধকে আগে বেশি ছিটিয়ে দিলেন।

১০. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে আমাকে এখনো অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১১. আজ থেকে সাতাশি কল্প আগে আমি চারবার মহাঋদ্ধিমান সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কণবেরপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কণবেরপুষ্পিয় স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. খজ্জকদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে তিস্‌স ভগবানের সময় এক শূদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি ভগবানকে দেখে প্রসন্নমনে আম, জামসহ বহু মধুর ফল ও নারিকেলে তৈরি পিঠা দান করেন। ভগবান তার মনের প্রসন্নতা বর্ধনের জন্য তাঁর সামনেই সেগুলো পরিভোগ করেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি সুগতি স্বর্গলোকে সুখভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ হরেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে পরম শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং ব্রত-পরিব্রত অনুশীলনের মাধ্যমে শাসনের শোভা বর্ধন করে শীলালংকার প্রতিমণ্ডিত হয়ে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিতমনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'অতীতে আমি তিস্‌স ভগবানকে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৩. অতীতে আমি তিস্‌স ভগবানকে বিবিধ ফলমূল ও নারিকেলে তৈরি পিঠা দান করেছিলাম।

১৪. মহর্ষি তিস্‌স বুদ্ধেকে দান করার পর আমি পরম সুখে আমোদিত হই এবং যেখানে ইচ্ছা জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

১৫. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলদানেরই ফল।

১৬. আজ থেকে তের কল্প আগে আমি ইন্দ্রসম নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান খজ্জকদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[খজ্জকদায়ক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. দেশপূজক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে অর্থদর্শী ভগবানের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন হয়ে বুদ্ধগতপ্রাণ ধর্মগতপ্রাণ ও সংঘগত প্রাণ হলেন। সেই সময়ে অর্থদর্শী ভগবান ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হয়ে চন্দ্রসূর্যের ন্যায় আকাশমার্গে করে যাচ্ছিলেন। সেই উপাসক তখন ভগবান যেই পথ দিয়ে গেলেন সেই পথকে উদ্দেশ্য করে সুগন্ধ মাল্য প্রভৃতি দিয়ে পূজা করলেন এবং হাত জোড় করে প্রণামের ভঙ্গিমায় দাড়িয়ে থাকলেন।

সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবলোকে জন্মগ্রহণ করলেন এবং সেখানে দিব্যসুখ ভোগ করলেন। পরে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করলেন। বহুকাল পরে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী হলেন। একদিন তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে গৃহবাসের প্রতি উদাসীন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং ব্রতসম্পন্ন হয়ে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিতমনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম অর্থদর্শী ভগবান' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৮. ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম অর্থদর্শী ভগবান উন্মুক্ত আকাশে উত্থিত হয়ে সুনীল আকাশ মার্গে করে যাচ্ছিলেন।

১৯. যেই দেশের উপর দিয়ে মহামুনি শাস্তা আকাশ মার্গে করে গিয়েছিলেন, সেই দেশ তথা স্থানকে উদ্দেশ্য করে পরম শ্রদ্ধায় নিজ হাতে পূজা করেছিলাম।

২০. আজ থেকে আঠার শত কল্প আগে আমি মহামুনিকে যেই পূজা করেছিলাম, ই থেকে এখনো আমকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার দেশপূজারই ফল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২১. আজ থেকে এগার শত কল্প আগে আমি গোসুজাত নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান দেশপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শেপূজক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. কণিকারছত্রিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বেস্‌সভূ ভগবানের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান হলেন। সেই সময় বেস্‌সভূ ভগবান বিবেকসুখে অবস্থানের ইচ্ছায় মহাবনে প্রবেশ করে উপবেশন করলেন। অতঃপর সেই উপাসকও কোনো এক কার্যোপলক্ষে সেখানে গিয়ে জ্যোতির্ময় ভগবানকে দেখতে পেলেন। অতীব প্রসন্নমনে কণিকার পুষ্প সংগ্রহ করে তা দিয়ে ছাতার মতো করে ভগবানের বসার স্থানে শামিয়ানার মতো করে টাঙিয়ে দিয়ে পূজা করলেন। ভগবানের অমিত পুণ্যপ্রভাবে সেটি সপ্তাহকাল অবধি সতেজ হয়ে স্থিত থাকল। ভগবানও ফলসমাপত্তি ও নিরোধসমাপত্তিতে ধ্যানমগ্ন হয়ে সপ্তাহকাল অবস্থান করলেন। তিনি সেই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে আনন্দিত মনে ভগবানকে বন্দনা করে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। ভগবান এদিকে সমাপত্তি হতে জাগ্রত হয়ে বিহারে চলে গেলেন।

সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে উভয়সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি পরম শ্রদ্ধায় শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে গ্রহবাসের প্রতি উদাসীন হলেন। কিছুদিন পর তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং ব্রত-প্রতিব্রত পালনের মাধ্যমে জিনশাসনের শোভা বর্ধন করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পরে তিনি নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২৩. ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম বেস্‌সভূ সম্বুদ্ধ দিবাবিহারের জন্য মহাবনে গিয়েছিলেন।

২৪. তখন আমি কণিকার পুষ্প সংগ্রহ করে তা দিয়ে ছাতা তৈরি করে শামিয়ানার মতো করে পুষ্পচ্ছাদন করে বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

২৫. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুষ্পাচ্ছাদন দান করেছিলাম, তার ফলে আমাকে এখনো অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২৬. আজ থেকে বিশ কল্প আগে আমি আটবার স্বর্ণাভ নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কণিকারছত্রিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কণিকারছত্রিয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. ঘিদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে ফুস্‌স ভগবানের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তখন ভগবান ভিক্ষুসংঘ পরব্রত হয়ে পথে হাটতে হাটতে সেই উপাসকের গৃহদ্বারে উপস্থিত হলেন। অতঃপর সেই উপাসক ভগবানকে দেখে প্রসন্নমনে বন্দনা করে পুরো এক পাত্র ঘিতৈল দান করলেন। ভগবান তার দান অনুমোদন করে চলে গেলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবলোকে জন্ম নিয়ে সেখানে দিব্যসুখ ভোগ করলেন। পরে মনুষ্যলোকে জন্ম নিয়ে জন্মে জন্মে মনুষ্যসুখ ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি পরম শ্রদ্ধায় শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে প্রসন্ন মনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং স্বীয় ব্রতপূর্ণ করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পরম পূজনীয়' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২৮. বিপুল জনতাকে নির্বাণশান্তি প্রদায়ক, পরম পূজনীয় ফুস্‌স ভগবান পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

২৯. ভগবান ফুস্‌স অনুক্রমে যেতে যেতে আমার গৃহদ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। আমি তার হাত থেকে পাত্রটি নিয়ে তাতে এক পাত্র পূর্ণ করে ঘিতৈল দান করেছিলাম।

৩০. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই ঘিতৈল দান করেছিলাম, তার ফলে আমাকে এখনো অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ঘি দানের ই ফল।

৩১. আজ থেকে ছাপ্পান্ন কল্প আগে আমি একবার সমোদক নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ঘিদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ঘিদায়ক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. যুথিকাপুষ্পিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে ফুস্‌স ভগবানের সময়ে এক শূদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর একদিন তিনি কোনো এক কার্যোপলক্ষে চন্দ্রভাগা নদীর তীরে হাটতে হাটতে দেখতে পেলেন যে জ্যোতির্ময় ফুস্‌স ভগবান নদীতে স্নান করতে চাইছেন। তখনি তিনি বেশ আনন্দিত মনে সেখানে গিয়ে যুথিকাপুষ্প সংগ্রহ করে ভগবানকে পূজা করলেন। ভগবান তার সেই পূজা অনুমোদন করলেন।

সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণকালে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ভগবানের ধর্মদেশনা শুনে প্রসন্নমনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং ব্রত-প্রতিব্রত পালন করে শাসনের শোভা বর্ধন করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পরে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'চন্দ্রভাগা নদীর তীরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৩. তখন আমি চন্দ্রভাগা নদীর তীরে হাটছিলাম। অতঃপর আমি সুপুষ্পিত শালবৃক্ষসদৃশ সয়ম্ভূ ভগবানকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩৪. আমি যুথিকা পুষ্প হাতে নিয়ে মহামুনি বুদ্ধের কাছে গিয়েছিলাম এবং অতীব প্রসন্নমনে বুদ্ধকে সেগুলো দান করেছিলাম।

৩৫. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পদান করেছিলাম, তার ফলে আমাকে এখনো অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৩৬. আজ থেকে সাতষট্টি কল্প আগে আমি একবার সামুদ্দরো নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান যুথিকাপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[যুথিকাপুষ্পিয় স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. বস্ত্রদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময়ে এক রাজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর একদিন তিনি যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হয়ে একটি জনপদের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি দান প্রিয়বচন, অর্থচর্যা ও সাম্যতা এই চার নীতিতে প্রতিষ্ঠিত থেকে সেই জনপদের সকলকে সন্তুষ্ট করে শাসনকার্য পরিচালনা করতে লাগলেন। তখন সিদ্ধার্থ ভগবান সেই জনপদে উপস্থিত হলেন। সেই যুবরাজও ভগবানকে পেয়ে অত্যন্ত সুক্ষ্ম বস্ত দিয়ে পূজা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করলেন। ভগবান সেই বস্ত্রটিকে হাতে সামান্য স্পর্শ করে আকাশ মার্গে চলে গেলেন। আশ্চর্য হলেও সত্য যে, সেই বস্ত্রটিও ভগবানকে অনুসরণ করল। অতঃপর সেই যুবরাজ এমন আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখে অতীত প্রসন্নমনে হাত জোড় করে দাড়িয়ে থাকলেন। ভগবান যেই পথ দিয়ে গেলেন সেই পথে অবস্থান করা লোকজনও সেই আশ্চর্য দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে হাত জোড় করে দাড়িয়ে থাকলেন। এভাবে ভগবান আকাশমার্গে করে বিহারে চলে গেলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে যুবরাজ মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করে দিব্যসুখ ভোগ করেন এবং পরে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে মনুষ্যসুখ ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি গৃহবাসের প্রতি ভীষণ রকম উদাসীন হলেন। পরে তিনি ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন হয়ে ভগবানের ধর্মদেশনা শুনে শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং দৃঢ়বীর্যসহকারে প্রচেষ্টার মাধ্যমে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

একদিন তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করাতে গিয়ে 'পূর্বে আমি ত্রিবরা নামক এক রমনীয় নগরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৮. পূর্বে আমি ত্রিবরা নামক এক রমনীয় নগরে রাজপুত্র ছিলাম। হাতের কাছে দানীয়সামগ্রী পেয়ে আমি সর্বতোভাবে উপশান্ত বুদ্ধ তথাগতে দান করেছিলাম।

৩৯. আমার প্রদত্ত বস্ত্রে সামান্য করে হাতের ছোঁয়া লাগিয়ে ভগবান তা গ্রহণ করেছিলেন। তারপর তিনি আকাশ মার্গে করে চলে গেলেন।

৪০. বুদ্ধ আকাশমার্গে যাবার সময় আমার প্রদত্ত বস্ত্রটিও তার পেছনে পেছনে অলোকিকভাবে যেতে লাগল। তা দেখে আমার চিত্ত ভীষণ রকম খুশি হয়েছিল। অহো, বুদ্ধই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুদ্গল।

৪১. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই বস্ত্র দান করেছিলাম, তার ফলে আমার এখনো অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বস্ত্রদানেরই ফল।

৪২. আজ থেকে সাতষট্টি কল্প আগে আমি পরিশুদ্ধ নামক মহাপরাক্রমশালী নরশ্রেষ্ঠ চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বস্ত্রদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বস্ত্রদায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯. সমাদপক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে বহু পুণ্যকর্ম করতে করতে গৃহবাস করতে লাগলেন। একদিন তিনি বহু শ্রদ্ধাবান উপাসককে একত্র করে নিজে প্রধান উদ্যোক্তা হয়ে 'একটি গোল চত্বর তৈরি করব বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। অতঃপর তিনি তাদের সঙ্গে নিয়ে একটি গোল চত্বর তৈরি করে তাতে পশুরবর্ণের বালি ছিটিয়ে দিয়ে ভগবানকে দান করলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি ছয় দেবলোকে উৎপন্ন হয়ে কামাবচর সুখ ভোগ করেন এবং পরে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে চক্রবর্তীসুখ প্রভৃতি মনুষ্যসুখ ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ভগবানের প্রতি প্রসন্ন হয়ে ধর্মদেশনা শুনে শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং শীল ও ব্রতসম্পন্ন হয়ে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সেই সময় বন্ধুমতি নগরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪৪. সেই সময় বন্ধুমতি নগরে বহু শ্রদ্ধাবান উপাসক ছিলেন। তাদের মধ্যে আমিই শ্রেষ্ঠ ছিলাম এবং তারা ছিল আমারই সহচর।

৪৫. তাদের সকলকে সমবেত করায়ে আমি বহু পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছিলাম। একদিন আমরা সবাই মিলে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশে একটি গোলচত্বর তৈরি করব বলে আলোচনা করছিলাম।

৪৬. তারা সকলেই 'সাধু' বলে একবাক্যে তাতে সম্মত হয়েছিল। কিছুদিন পর সেই গোল চত্বরটি তৈরি করে আমরা সবাই বিপশ্বী ভগবানকে দান করেছিলাম।

৪৭. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই বড় গোল চত্বর দান করেছিলাম, তার ফলে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বড় গোল চত্বর দান করারই ফল।

৪৮. আজ থেকে উনসত্তর কল্প আগে আমি আদেয়্য নামক মহাপরাক্রমশালী জনাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সমাদপক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সমাদপক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০. পঞ্চঙ্গুলিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে তিস্‌স ভগবানের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি অঢেল সম্পত্তির অধিকারী হলেন। ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও প্রসন্নচিত্ত হলেন। একদিন তিনি ভগবানকে রাস্তা হতে বিহারে ঢুকতে দেখতে পেলেন। অতঃপর তিনি সুমনপুষ্পাদিসহ চন্দন ও নানাবিধ বিলেপনী সুগন্ধী নিয়ে বিহার গিয়ে ভগবানকে পূজা করলেন এবং ভগবানের শরীরে পঞ্চঙ্গুলি দিয়ে বন্দনা নিবেদনপূর্বক চলে গেলেন।

সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে প্রসন্নমনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনা করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পরে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে 'এই কুশলকর্ম করেই এমন লোকুত্তর সম্পত্তি লাভ করেছি; জ্ঞাত হয়ে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম তিস্‌স ভগবান' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৫০. ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম, অবস্থানদক্ষ মুনি তিস্‌স ভগবান নিজ গন্ধকুটিতে প্রবেশ করেছিলেন।

৫১. আমি তখন সুগন্ধী পুষ্প ও নানাবিধ সুগন্ধী মাল্য নিয়ে জিনশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের নিকট গিয়েছিলাম এবং খুব অল্পশব্দে ধীরলয়ে মূল গন্ধকুটিতে প্রবেশ করে সেগুলো দান করেছিলাম।

৫২. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই সুগন্ধী মাল্যাদি দান করেছিলাম, তার ফলে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পঞ্চঙ্গুলি দানেরই ফল।

৫৩. আজ থেকে বাহাত্তর কল্প আগে আমি সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী সয়ংপ্রভ চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পঞ্চঙ্গুলিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পঞ্চঙ্গুলিয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[সুপারিচরিয় বর্গ সতেরতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

সুপারিচরিয়, কর্ণবেরপুষ্পিয়, খজ্জকদায়ক, দেশপূজক,
কনিকারছত্রিয়, ঘিদায়ক, যুথিকাপুষ্পিয় ও বস্ত্রদায়ক,
সমাপদক ও পঞ্চঙ্গুলিয় স্থবির অপদান এই দশে মিলে
সর্বমোট চুয়ান্ন গাথায় এই সুপারিচরিয় বর্গ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৮. কুমুদ বর্গ

১. কুমুদমালিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে অর্থদর্শী ভগবানের সময় হিমালয় পর্বতের অদূরে প্রাকৃতিক হ্রদের কাছে এক রাক্ষস হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি সেখানে ভগবানকে দেখতে পেয়ে প্রসন্নমনে কুমুদপুষ্প সংগ্রহ করে ভগবানকে পূজা করেন। ভগবান তার দান অনুমোদন করে চলে গেলেন।

সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবলোকে জন্মগ্রহণ করে দিব্যসুখ ভোগ করেন এবং পরে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং দৃঢ়বীর্যসহকারে ব্রহ্মচর্য অনুশীলন করে অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পরে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'হিমালয় পর্বতে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. হিমালয় পর্বতে একটি বিশাল প্রাকৃতিক হ্রদ ছিল। সেখানে আমি মহাপরাক্রমশালী ভয়ঙ্কর এক রাক্ষস হয়ে জন্মেছিলাম।

২. সেই হ্রদে তখন সব সময় কুমুদপুষ্প ফুটে থাকত। আমি সেই কুমুদ পুষ্পগুলো সংগ্রহ করেছিলাম।

৩. দ্বিপদশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম অর্থদর্শী ভগবান আমাকে দেখে আমার কাছে আসলেন।

৪. আমি তখন আমার সংগ্রহ করা সমস্ত পুষ্প ধরে দেবতাতিদেব, নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৫. তখন পুষ্পগুলো সেই হিমালয় পর্বতজুড়ে তথাগত বুদ্ধের সমস্ত পরিষদকে শামিয়ানার মতে আচ্ছাদনী হয়ে ছায়া দিয়েছিল।

৬. আজ থেকে আঠার শত কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নিভ বহি আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৭. আজ থেকে পনের কল্প আগে আমি সাতবার সহস্ররথ নামক মহাপরাক্রমশালী জনাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কুমুদমালিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কুমুদমালিয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২. সিড়িদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে কোণ্ডাঞ্ঞ ভগবানের সময়ে এক কাঠমিস্ত্রি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি অতীব প্রসন্নমনে ভগবানের ধর্মদেশনা শুনে অত্যন্ত খুশি হলেন। তারপর তিনি ভগবান যাতে সুখে স্বীয় বাসভবনে উঠতে পারেন তার জন্য শক্ত কাঠ দিয়ে একটি সিড়ি তৈরি করে দিলেন। ভগবান তার চিত্তপ্রসন্নতা বর্ধনের জন্য তার সামনেই সেই সিড়ি বেয়ে প্রাসাদের উপড়ে উঠলেন। তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন। সেই খুশি মন নিয়ে মৃত্যুবরণ করায় তিনি দেবলোকে জন্মগ্রহণ করে দিব্যসম্পত্তি ভোগ করেন এবং পরে মনুষ্যলোকে জন্মের সময়ও সিড়ি দানের পুণ্যপ্রভাবে উচ্চ কুলে জন্ম নিয়ে মনুষ্যসুখ ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে তিনি পরম শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি অতীতে ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ কোণ্ডাঞ্ঞ ভগবান' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৯. আমি অতীতে ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ কোণ্ডাঞ্ঞ ভগবানকে নিজ বাসভবনে উঠার জন্যে একটি শক্ত কাঠর সিড়ি তৈরি করে দিয়েছিলাম।

১০. সেই চিত্তপ্রসন্নতার দরুন আমি দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করেছি এবং এই গৌতম সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে আজ অন্তিম দেহ ধারণ করেছি।

১১. আজ থেকে একত্রিশ হাজার কল্প আগে আমি তিনবার সম্বহুলা নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সিড়িদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সিড়িদায়ক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. রাত্রিপুষ্পিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময়ে এক ব্যাধকুলে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি হরিণ শিকারের জন্য অরণ্যে বিচরণ করছিলেন, ঠিক তখনি তার প্রতি করুণা পরবশ হয়ে অরণ্যে বিচরণরত বিপশ্বী ভগবানকে দেখতে পেলেন। অতীব প্রসন্নমনে সুপুষ্পিত রাত্রি পুষ্প সংগ্রহ করে তিনি তা দিয়ে ভগবানকে পূজা করলেন। ভগবান তার পূজা অনুমোদন করে চলে গেলেন।

সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণকালে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন হয় শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে ও কামের দোষ দেখে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি মৃগশিকারী ছিলাম' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৩. আমি অতীতে গভীর অরণ্যে একজন মৃগশীকারী ছিলাম। একদিন আমি দেবাতিদেব নরশ্রেষ্ঠ বিপশ্বী বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

১৪. পাশে ধরণীর বুকে জন্ম নেওয়া সুপুষ্পিত রাত্রিপুষ্প দেখতে পেয়ে তা সমূলে তুলে নিয়ে মহর্ষি বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

১৫. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্প দানেরই ফল।

১৬. আজ থেকে আট কল্প আগে আমি সুপসেন্ন নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান রাত্রিপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[রাত্রিপুষ্পিয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. কূপদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করে বিপশ্বী ভগবানের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি চন্তা করলেন, 'আমাকে অবশ্যই পানীয় জল দান করতে হবে এবং তা যাতে নিরন্তর প্রবাহিত হয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে।' তারপর তিনি কূটি কূপ খনন করিয়ে তাতে পাকা দেওয়াল দিয়ে শক্ত করে তৈরি করলেন এবং কূপের পার অবধি পানি জমা হলে পরে তিনি সেই কূপটি বিপশ্বী ভগবানকে দান করলেন। ভগবান পানীয় জল দানের ফল বর্ণনা করে অনুমোদন করলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণকালে জন্মে জন্মে স্বচ্ছ পুষ্করিণী ও পরিষ্কার কূপসম্পন্ন হয়ে সুখ ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি প্রসন্নমনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ কেরন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয় 'বিপশ্বী ভগবানকে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৮. আমি বিপশ্বী ভগবানের উদ্দেশ্য একটি স্বচ্ছ সুন্দর কূপ তৈরি করেছিলাম এবং সেই সাথে পিণ্ডপাদ দান করেছিলাম।

১৯. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার কূপ দানেরই ফল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কূপদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কূপদায়ক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. সিংহাসনদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে নির্বাণপ্রদ কুশল পুণ্য সঞ্চয় করে পদুমুত্তর ভগবানের সময়ে এক গৃহপতি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন হলেন। ভগবান পরিনির্বাপিত হওয়ার পর তিনি সপ্তরত্ন খচিত একটি সিংহাসন তৈরি করে বহু সুগন্ধমাল্যাদিসহ যোগে বোধিবৃক্ষকে পূজা করলেন।

সেই পুণ্য প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণকালে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে সর্বত্রই পূজিত হতেন। পরে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি শ্রাবস্তীর এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি গৃহবাস করতে লাগলেন। একদিন তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে প্রসন্নমনে সমস্ত জ্ঞাতিবর্গকে ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পরে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিতমনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'লোকনায়ক লোকনাথ পদুমুত্তর বুদ্ধ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২১. লোকনায়ক লোকনাথ পদুমুত্তর বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হলে পরে আমি অতীব প্রসন্নমনে একটি রত্নখচিত সিংহাসন দান করেছিলাম।

২২. তাতে বহু মানুষ বিবিধ সুগন্ধ মাল্য দিয়ে পূজা করে ইহ জীবনেই পরম সুখ নির্বাণের অধিকারী হয়েছিলেন।

২৩. প্রসন্নমনে সেই বোধিবৃক্ষকে বন্দনা করে আমি লক্ষ কল্প পর্যন্ত অপায় দুর্গতিতে জন্মগ্রহণ করিনি।

২৪. আজ থেকে পনের হাজার কল্প আগে আমি আটবার সিলুচ্চয় নামক চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সিংহাসনদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সিংহাসনদায়ক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬. মার্গদত্তিক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে অনোমদর্শী ভগবানের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি একদিন অনোমদর্শী ভগবানকে চংক্রমণ করতে দেখতে পেলেন। তখন তার প্রতি পদে পদে পুষ্প প্রস্ফুটিত হচ্ছিল। এমন আশ্চর্য অদ্ভুত দৃশ্য দেখে প্রসন্নমনে তিনি বহু পুষ্প আকাশে ছুড়ে মারলেন এবং সেইপুষ্পগুলো শামিয়ানার মতো স্থিত হলো।

সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি কামসুগতি ভূমিতে জন্মপরিভ্রমণকালে সর্বত্রই পূজিত হয়ে সুখ ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ক্রমান্বয়ে যৌবনে পদার্পন করে তিনি শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং ব্রত প্রতিপালন করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বজন্মে চংক্রমণ স্থানকে পূজা করায় তার নাম হলো মার্গদত্তিক স্থবির।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'অনোমদর্শী ভগবান' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২৬. দ্বিপদশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম অনোমদর্শী ভগবান দৃষ্টধর্মে তথা ইহজীবনেই আমার সুখের জন্য উন্মুক্ত আকাশে চংক্রমণ করেছিলেন।

২৭. তিনি চংক্রমণ করার সময় পা তুলান সাথে সাথে সেখানে একটি করে অসম্ভব সুন্দর পুষ্প প্রস্ফুটিত হতো এবং সেই পুষ্পগুলো ভগবান বুদ্ধের মাথার উপর শামিয়ানার মতো স্থিত হতো।

২৮. আজ থেকে বিশ হাজার কল্প আগে পাঁচবার পুষ্পাচ্ছাদনীয় নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মার্গদত্তিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মার্গদত্তিক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. একদীপিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময়ে এক গৃহপতি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ভগবানের সলল মহাবোধি বৃক্ষে একটি প্রদীপ দিয়ে পূজা করলেন। তাতে তিনি একটি তৈলবটি স্থাপন করলেন যাতে প্রদীপটি প্রতিনিয়ত জ্বলতে থাকে। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণকালে সর্বত্রই উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় হতেন এবং প্রসন্নচক্ষুর অধিকারী হতেন। পরে তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বজন্মে প্রদীপপূজা করে বিশেষ খ্যাতি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পাওয়ায় তার নাম একদীপিয় স্থবির হলো।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর মুনির' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩০. পদুমুত্তর মুনির সলল বোধিবৃক্ষে আমি অতীব প্রসন্নচিত্তে একটি প্রদীপ দান করেছিলাম।

৩১. কৃতপুণ্য হওয়ার দরুন ভব ভবান্তরে জন্মগ্রহণকালে আমাকে কখনও দুর্গতিতে জন্ম নিতে হয়নি। ইহা আমার প্রদীপ দানেরই ফল।

৩২. আজ থেকে ষোল হাজার কল্প আগে আম চারবার চন্দ্রাভা নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একদীপিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একদীপিয় স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. মণিপূজক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর গৃহবাসকালে তিনি তাতে দোষ দেখতে পেরেন এবং গৃহত্যাগ করে তাপসপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তারপর থেকে তিনি হিমালয়ের নিম্নভাগে এক নদীর সমীপে একটি পর্ণশালা তৈরি করে তাতে বসবাস করতে লাগলেন। একদিন পদুমুত্তর ভগবান বিবেকসুখে অবস্থানের জন্য ও তার প্রতি অশেষ অনুকম্পা করে সেখানে গেলেন। ভগবানকে দেখে তিনি প্রসন্নমনে মণিপালঙ্ক দিয়ে পূজা করলেন। ভগবান তাকে খুশি করার জন্য সেই পালঙ্কে বসলেন। তাতে তিনি ভীষণ রকম খুশি হয়ে নির্বাণ লাভের প্রার্থণা করলেন। ভগবান তার প্রার্থনা অনুমোদন করে চলে গেলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণকালে সর্বত্রই পূজিত হতেন। বহু সুখ ভোগের পরতিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। গৃহবাসকালে তিনি একদিন শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে পরম শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্যাগ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

একদিন তিনি নিজের পূর্বকৃত কুশলকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'হিমালয়ের নিম্নভাগে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৪. হিমালয়ের নিম্নভাগে একটি নদী প্রবাহিত হতো। সেই সময় সেই নদীর সমীপে সয়ম্ভূ ভগবান বসবাস করছিলেন।

৩৫. আমি একটি বিবিধ কারুকার্য খচিত মনোজ্ঞ মণিপালঙ্ক নিয়ে অতীব প্রসন্নমনে বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৬. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই মণিপালঙ্ক দান কেরছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৩৭. আজ থেকে বার কল্প আগে আমি আটবার মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মণিপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মণিপূজক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. চিকিৎসক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময়ে বন্ধুমতী নগরে এক চিকিৎসক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বহুশ্রুত, সুশিক্ষিত ও চিকিৎসা বিষয়ে অভিজ্ঞ। তিনি বহু রোগীর রোগ চিকিৎসা করে সারাতে লাগলেন। একদিন তিনি বিপশ্বী ভগবানের সেবক অশোক স্থবিরের রোগ চিকিৎসার মাধ্যমে সারিয়ে তুললেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে অপরাপর সুখভোগকালে জন্মে জন্মে নিরোগী, দীর্ঘায়ু ও সোনারঙা শরীরের অধিকারী হলেন।

পরে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি শ্রাবস্তীর এক গৃহপতি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি সকল শিল্প বিষয়ে বিশেষ পারদর্শীতা অর্জন করলেন। তিনি সম্পূর্ণ নিরোগী, সুখী ও ধনাঢ্য হলেন। তিনি রত্নত্রয়ের প্রতি প্রসন্ন হয়ে শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে পরম শ্রদ্ধায় গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পরে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'বন্ধুমতি নগরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৯. আমি তখন বন্ধুমতি নগরে একজন সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলাম। আমি বহু রোগীর রোগযন্ত্রনা, দুঃখ লাঘব করে দিয়ে বহু মানুষের সুখ বিধান করেছিলাম।

৪০. আমি একদিন দেখতে পেলাম এক জ্যোতিষ্মান শীলবান শ্রমণ ভীষণ অসুস্থ। আমি তাঁকে প্রসন্ন চিত্তে কিছু ওষধ দিয়েছিলাম।

৪১. বিপশ্বী ভগবানের সেবক সংযতেন্দ্রিয় শ্রমণ অশোক স্থবির সেই ওষুধ খেয়ে রোগমুক্ত হয়েছিলেন।

৪২. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই ওষুধ দান করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ওষুধ দানেরই ফল।

৪৩. আজ থেকে আট কল্প আগে আমি সর্বোষুধ নামক এক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান চিকিৎসক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[চিকিৎসক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. সংঘসেবক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বেস্‌সভূ ভগবানের সময়ে এক বিহার সেবকের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি পরম শ্রদ্ধায় অতীব প্রসন্নমনে বিহারের সেবকের কাজকর্ম করতে লাগলেন। উত্তমভাবে সংঘের সেবা করতে লাগলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণকালে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক গৃহপতি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ধনাঢ্য ও সুখী হলেন। একদিন তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে শাসনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং ব্রত পালনের মাধ্যমে শাসনে শোভমান হয়ে বিদর্শন ভাবনা করে অচিরেই প্রতিসম্ভিদাসহ ষড়াভিজ্ঞ অর্হৎ হলেন। পূর্বজন্মে কৃত কুশলকর্ম অনুযায়ী তিনি সংঘসেবক স্থবির নামেই পরিচিতি হলেন।

একদিন তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'বস্‌সভূ ভগবানের' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪৫. আমি বেস্‌সভূ ভগবানের সময়ে এক বিহারের আরামিক তথা সেবক হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। আমি তখন অতীব প্রসন্নমনে উত্তম সংঘের সেবা করেছিলাম।

৪৬. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে জন্ম নিতে হয়নি। ইহা আমার সংঘসেবা করারই ফল।

৪৭. আজ থেকে সাত কল্প আগে আমি সাতাবার সমোদক নামে এক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সংঘসেবক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সংঘসেবক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[কুমুদ বর্গ আঠারতম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্মারক-গাথা

কুমুদমালিয়, সিড়িদায়ক, রাত্রিপুষ্পিয় ও কূপদায়ক,
সিংহাসনদায়ক, মার্গদত্তিক, একদীপিয় ও মণিপূজক,
চিকিৎসক স্থবির সহ সংঘসেবক এই দশে মিলে
সর্বমোট আটচল্লিশ গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

১৯. কুটজপুষ্পিয় বর্গ

এই বর্গের দশজন স্থবিরের পূর্বজীবনের কাহিনির তেমন কোনো বিশেষত্ব নেই। এই দশজন স্থবিরও পূর্ববর্ণিত স্থবিরগণের ন্যায় অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই গৌতমবুদ্ধের সময়ে অর্হত্ত্ব লাভ করে স্ব স্ব নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাই এই সমস্ত স্থবিরগণের অপদান তথা পূর্বজীবনের কাহিনি পূর্ববৎ জ্ঞাতব্য

১. কুটজপুষ্পিয় স্থবির অপদান

১. মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় ইজ্জ্বল ও তেজস্বী সুবর্ণবর্ণ সম্বুদ্ধ দিকবিদিক অবলোকন করতে করতে উন্মুক্ত আকাশ পথে যাচ্ছিলেন।

২. আমি তখন বেশ বড়সড় সুপুষ্পিত কুটজ পুষ্প দেখতে পেয়েছিলাম এবং সেই পুষ্প সংগ্রহ করে ফুস্‌স ভগবানকে দান করেছিলাম।

৩. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পগড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৪. আজ থেকে সতের কল্প আগে আমি তিনবার সুপুষ্পিত নামক এক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কুটজপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কুটজপুষ্পিয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২. বন্ধুজীবক স্থবির অপদান

৬. সৎপুরুষ-বর্ণিত সয়ম্ভূ সিদ্ধার্থ সম্বুদ্ধ গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হয়ে পর্বত-অভ্যন্তরে উপবেশন করেছিলেন।

৭. প্রাকৃতিক হ্রদের খোঁজে বের হয়ে ঘটনাক্রমে আমি বন্ধুজীবক নামক জলজ পুষ্প দেখতে পেয়েছিলাম।

৮. আমি তখন কিছু বন্ধুজীবক পুষ্প নিয়ে হাত জোড় করে সিদ্ধার্থ মহামুনির কাছে গেলাম এবং প্রসন্নচিত্তে সেগুলো দান করেছিলাম।

৯. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১০. আজ থেকে চৌদ্দ কল্প আগে আমি একবার সমুদ্রকল্প নামক এক মহাপরাক্রমশালী জনাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বন্ধুজীবক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বন্ধুজীবক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. কোটুম্বরিয় স্থবির অপদান

১২-১৩. স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল, সাগরের মতো অপ্রমেয়, পৃথিবীর মতো সুবিস্তৃত, ঋষভের মতো দেবসংঘ র্কতৃক পূজিত, পর্বত-অভ্যন্তরে উপবিষ্ট নরোত্তম শিখী বুদ্ধের কাছে আমি অতীব হৃষ্ট চিত্তে গমন করেছিলাম।

১৪. আমি সাতটি পুষ্প নিয়ে জ্ঞাতি-পরিজনসহ সেখানে গিয়ে লোকবন্ধু শিখী বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

১৫. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৬. আজ থেকে বিশ কল্প আগে আমি একবার মহানেলস নামক এক মহাতেজস্বী, মহাপরাক্রমশালী জনাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কোটুম্বরিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কোটুম্বরিয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪. পঞ্চহস্তিয় স্থবির অপদান

১৮. ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম তস্‌স ভগবান শ্রাবক-পরিবেষ্টিত হয়ে রথে চড়ে যাচ্ছিলেন।

১৯. রাস্তার পাশে আমি পাঁচটি করে উৎপল হাতে নিয়ে মোট চারজন লোক রেখেছিলাম। আমি ফলি হাতে নিয়ে যেই শ্রদ্ধা জানাতে গেছি ঠিক তখনি তিনি অমিত ঋদ্ধিযোগে তা গ্রহণ করেছিলেন।

২০. সুবর্ণবর্ণ সম্বুদ্ধ পথের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় আমি বুদ্ধের শরীর হতে নির্গত বুদ্ধরশ্মিতে ভীষণ রোমাঞ্চিত ও শিহরিত হয়েছিলাম এবং দ্বিপদোত্তম বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম।

২১. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২২. আজ থেকে তের কল্প আগে আমি পাঁচবার সুসুভসম্মত নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পঞ্চহস্তিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পঞ্চহস্তিয় স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. ইসিমুর্গদায়ক স্থবির অপদান

২৪-২৫. আমি ইসিমুর্গ পিষ্ট করে তাতে মধুখণ্ড মিশ্রিত করে উদীয়মান সূর্যের ন্যায়, স্নিগ্ধ পীতরশ্মি চন্দ্রের ন্যায় ও বৃষভের ঝুঁটির মতো গৌরবদীপ্ত স্বীয় প্রাসাদে স্থিত লোকবন্ধু মহানায়ক পদুমুত্তর বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

২৬. তখন বুদ্ধের সঙ্গে ছিল আট লক্ষ শ্রাবক। আমি তাদের পাত্রপূর্ণ করে দান করেছিলাম।

২৭. সেই চিত্তপ্রসন্নতাহেতু ও পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে আমি লক্ষ কল্প পর্যন্ত অপায় দুর্গতিতে জন্মগ্রহণ করিনি।

২৮. আজ থেকে চল্লিশ হাজার কল্প আগে আমি আটত্রিশবার ইসিমুর্গ নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ইসিমুর্গদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ইসিমুর্গদায়ক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬. বোধিসেবক স্থবির অপদান

৩০. আমি তখন রম্যবতী নগরের একজন মৃদঙ্গবাদক ছিলাম। আমি প্রতিনিয়ত বোধিবৃক্ষকে মৃদঙ্গ বাজিয়ে শোনাতে যেতাম।

৩১. এভাবে আমি সকাল-সন্ধ্যা মৃদঙ্গ বাজিয়ে বোধিবৃক্ষকে সেবা করতাম। সেই পুণ্যপ্রভাবে আমি এই আঠার শত কল্পের মধ্যে একবারও অপায় দুর্গতিতে জন্ম নিইনি।

৩২. আজ থেকে পনের শত কল্প আগে আমি মুদঙ্গ নামক মহাপরাক্রমশালী জনাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বোধিসেবক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বোধিসেবক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. একচিন্তিক স্থবির অপদান

৩৪. কোনো দেবতা যখন আয়ুক্ষয়ে দেবকায় হতে চ্যুত হন, তখন দেবগণ অনুমোদনসূচক তিনটি শব্দ করেন।

৩৫. বন্ধু এখান হতে তুমি কামসুগতিতে মনুষ্যগণের সাহচর্যে যাও। সেখানে তুমি মানুষ হয়ে পরম শ্রদ্ধাবান হয়ে সদ্ধর্ম লাভ কর।

৩৬. সেই পরম শ্রদ্ধায় নিবিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে আজীবন সুপ্রবর্তিত সদ্ধর্মে অবিচল থাকো।

৩৭. কায়, বাক্য ও মনে বহু কুশলকর্ম সম্পাদন করে তুমি সম্পূর্ণ উপাধিহীন ও ক্রোধহীন হও।

৩৮. তদুপরি আরও বহু দান পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে অন্য অনন্য সাধারণ সদ্ধর্ম ব্রহ্মচর্য অনুশীলন কর।

৩৯. এই ভাবে অশেষ অনুকম্পা পরবশ হয়ে বিজ্ঞ দেবতাগণ আমার দেবলোকচ্যুতি অনুমোদন করেছিলেন।

৪০. সেই দেবসম্মেলনে তাদের সাকুল আবেদন শুনে আমি ভীষণভাবে সংবেগপ্রাপ্ত হয়েছিলাম। সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমি তখন কংসু নামক যোনিতে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৪১. আমার সংবেগের কথা অবগত হয়ে এক ভাবিতেন্দ্রিয় শ্রমণ আমাকে উদ্ধার করার মানসে আমার কাছে এসেছিলেন।

৪২. পদুমুত্তর বুদ্ধের শ্রাবক সেই সুমন নামক শ্রমণ অর্থ-ধর্মবশে অনুশাসন করে আমাকে আরও ভীষণভাবে সংবিগ্ন করেছিলেন।

৪৩. তার সুভাষিত কথা শুনে আমি বুদ্ধের প্রতি গভীরভাবে প্রসন্ন হয়েছিলাম এবং সেই ধীর স্থির বুদ্ধকে অভিবাদন করে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

৪৪. সেই পুণ্যপ্রভাবে আমি পূর্বের সেই দেবলোকে জন্ম নিয়ে লক্ষকল্প পর্যন্ত অপায়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দুর্গতিতে জন্মগ্রহণ করিনি।

৪৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একচিন্তিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একচিন্তিক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. ত্রিকর্ণিপুষ্পিয় স্থবির অপদান

৪৬. দেবলোকে জন্ম নিয়ে আমি বহু দেব অপ্সরা-পরিবৃত হয়ে অবস্থান করছিলাম। তখন নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে অনুস্মরণ করেছিলাম।

৪৭. আমি ত্রিকর্ণিপুষ্প হাতে নিয়ে প্রথমে নিজের চিত্তকে অনাবিল আনন্দে আপ্লুত করেছিলাম এবং পরে নরশ্রেষ্ঠ পদুমুত্তর বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৪৮. আজ থেকে একনব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পদান করে পূজা করেছিলাম, সেই থেকে আমাকে এখনো অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৪৯. আজ থেকে তিয়াত্তর কল্প আগে আমি চারবার রমুত্তম নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ত্রিকর্ণিপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ত্রিকর্ণিপুষ্পিয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. একচারিয় স্থবির অপদান

৫১. সেই সময় তাবতিংস দেবলোকের দেবগণের মধ্যে পৃথিবীতে বুদ্ধ উৎপন্ন হওয়ার খবরটি প্রচারিত হয়েছিল। তারা এই ভেবে সংবিগ্ন হলো, আমরা যে এখনো সরাগ তথা লোভ পরায়ণ।

৫২. সেই সংবিগ্ন, শোকশল্যবিদ্ধ দেবগণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমি স্বীয় ঋদ্ধিবলে বুদ্ধের কাছে গিয়েছিলাম।

৫৩. আমি দিব্যসঙ্গীত সমারোহে হাতে মন্দারব পুষ্প নিয়ে ঠিক পরিনির্বাণ লাভের সময় বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৫৪. আমার সেই দান উপস্থিত সকল দেবতা ও অপ্সরাবৃন্দ অনুমোদন করেছিলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে আমাকে লক্ষ কল্প পর্যন্ত অপায় দুর্গতিতে জন্ম নিতে হয়নি।

৫৫. আজ থেকে ষাট হাজার কল্প আগে আমি ষোলবার মহামল্লজনা নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একচারিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একচারিয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. ত্রিবন্টিপুপ্পিয় স্থবির অপদান

৫৭. তারা সকলে আমাকে সংগ্রামে পরাজিত করে উন্নতি-শ্রীবৃদ্ধি করছিলেন। এমন হীন চিন্তা করতে করতে আমার ভীষণ মানসিক পরিদাহ দেখা দিয়েছিল।

৫৮. সেই সময় সুনন্দ নামক ধর্মদর্শী মহামুনির একজন শ্রাবক ছিলেন। তিনি আমার কাছে এসেছিলেন।

৫৯. যারা আমার সহচর ছিল তারা সবাই আমাকে কিছু ফল এনে দিয়েছিল। আমি সেগুলো নিয়ে বুদ্ধের সেই শ্রাবককে দান করেছিলাম।

৬০. সেই পুণ্যপ্রভাবে আমি মৃত্যুর পর আবার সেখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলাম। এভাবে আমি আঠারশত কল্প পর্যন্ত বিনিপাত অপায়ে জন্মগ্রহণ করিনি।

৬১. আজ থেকে তেরশত কল্প আগে আমি আটবার ধুমকেতু নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৬২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ত্রিবন্টিপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ত্রিবন্টিপুপ্পিয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[কুটজপুপ্পিয় বর্গ উনশতম বর্গ সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

কুটজপুপ্পিয়, বন্ধুজীবক, কোটুম্বরিয়, পঞ্চহস্তিয়,
ইসিমুর্গদায়ক, বোধিসেবক, একচিন্তিক ও ত্রিকর্ণিপুপ্পিয়,
একচারিয় স্থবিরসহ ত্রিবন্টিপুপ্পিয় মোট দশে মিলে
সর্বমোট বাষট্টি গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২০. তমালপুষ্পিয় বর্গ

১. তমালপুষ্পিয় স্থবির অপদান

১. তখন আমার একটি সুনির্মিত বিমান ছিল, যা চুরাশি হাজার স্বর্ণময় স্তম্ভবিশিষ্ট ও দৈবপ্রতিচ্ছবি প্রতিমণ্ডিত।

২. আমি অতীব প্রসন্ন চিত্তে তমালপুষ্প হাতে নিয়ে লোকবন্ধু শিখী বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৩. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৪. আজ থেকে বিশ কল্প আগে আম একবার চন্দ্র নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তমালপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তমালপুষ্পিয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. তৃণসন্থারক স্থবির অপদান

৬. একসময় যখন এক বনবাসী ঋষি শাস্তার জন্য তৃণ কাটছিলেন, তখন প্রদক্ষিণরত সকল পৃথিবীর কর্তা নিপাতিত হয়েছিল।

৭. আমি তখন ধরনীর উপর সেই তৃণ নিয়ে বিছিয়ে দিয়েছিলাম। আমি বহু তালপাতা আহরণ করেছিলাম।

৮. সেই তালপাতায় আচ্ছাদনীয় তৈরি করে আমি সিদ্ধার্থ ভগবানকে দান করেছিলাম এবং দেবমনুষ্যের শাস্তার মাথার উপর তা সপ্তাহকাল পর্যন্ত ধারণ করেছিলাম।

৯. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে যেই তৃণ দান করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমার অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার তৃণদানেরই ফল।

১০. আজ থেকে পঁয়ষট্টি কল্প আগে আমি চারবার সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তৃণসন্থারক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তৃণসন্থারক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩. খণ্ডপুল্লিয় স্থবির অপদান

১২. মহাবনে একটি ফুস্‌স ভগবানের উদ্দেশে নির্মিত স্তুপ ছিল। সেই স্তুপের একটি সুদীর্ঘ পাদপীঠ বন্য হাতির দ্বারা ভগ্ন হয়েছিল।

১৩. ত্রিলোকগুরু ফুস্‌স ভগবানের অনন্ত গুণে মুগ্ধ বিমোহিত হয়ে আমি অসমান ভূমি সমান করেছিলাম এবং তাতে সুধাপিণ্ড দান করেছিলাম।

১৪. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার সুধাপিণ্ড দানেরই ফল।

১৫. আজ থেকে সাতাত্তর কল্প আগে আমি ষোলবার জিতসেন নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান খণ্ডপুল্লিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[খণ্ডপুল্লিয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. অশোকপূজক স্থবির অপদান

১৭. ত্রিবরা নামক এক রমনীয় পুরে একটি রাজ-উদ্যান ছিল। আমি সেই রাজউদ্যানের উদ্যানপাল ও রাজার একান্ত পরিচারক ছিলাম।

১৮. সেই সময় পদুম নামক এক সয়ম্ভূ ছিলেন, যিনি ভীষণ প্রভাস্বর ও জ্যোতিষ্মান। শ্বেতপদ্মের উপর উপবিষ্ট সেই মহামুনিকে সুশীতিল ছায়া যেন ছেড়ে যেতে চাইছিল না।

১৯. ফুলের ভারে ন্যুজ সুপুষ্পিত সুদর্শন অশোক বৃক্ষকে দেখতে পেয়ে আমি পদুমুত্তর বুদ্ধকে সেই বৃক্ষের ফুল দান করেছিলাম।

২০. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফুল দান করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২১. আজ থেকে সাঁইত্রিশ কল্প আগে আমি ষোলবার সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অশোকপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অশোকপূজক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫. অংকোলক স্থবির অপদান

২৩. সুপুষ্পিত অংকোল ফুলে তৈরি সকোষ উত্তম পুষ্পমাল্য দেখে আমি সেই পুষ্পমাল্য সংগ্রহ করেছিলাম এবং কাছে গিয়েছিলাম।

২৪. সেই সময়ে সিদ্ধার্থ মহামুনি যেই গুহায় বাস করছিলেন সেই গুহার দ্বার উন্মোচিত হয়েছিল। সুযোগ পেয়ে আমি মুহূর্তের মধ্যেই সগৌরবে সেই গুহায় ফুল ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

২৫. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পদান করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্পদানেরই ফল।

২৬. আজ থেকে ছত্রিশ কল্প আগে আমি একবার দেবগর্জিত নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অংকোলক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অংকোলক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. কিশলয়পূজক স্থবির অপদান

২৮. দ্বারবতী নগরে একটি পুষ্পোদ্যান ছিল। ঠিক তার পাশেই ছিল একটি দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্যবর্ধক কূপ, যেখানে পা ধোয়া, স্নান করা ও খাওয়া সবকিছুই করা যায়।

২৯. নিজ বলে সুপ্রতিষ্ঠিত, সুদৃঢ় ও অপরাজিত সিদ্ধার্থ বুদ্ধ আমার প্রতি অশেষ অনুকম্পা করে উন্মুক্ত আকাশ মার্গে যাচ্ছিলেন।

৩০. আমি তখন মহর্ষি বুদ্ধকে পূজা করার মতো অন্য কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। এমন সময় আমি অশোক পাতা দেখে সেগুলোই আকাশে ছুঁড়ে মেরেছিলাম।

৩১. আশ্চর্য হলেও সত্য, সেই অশোক পাতাগুলো বুদ্ধের পেছন পেছন যেতে লাগল। সেই আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখে আমি ভীষণ সংবেগপ্রাপ্ত হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, অহো, বুদ্ধের এ কী মহত্ত্ব!

৩২. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই অশোক পাতা দান করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৩৩. আজ থেকে সাঁইত্রিশ কল্প আগে আমি একবার সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী একেশ্বর চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কিশলয়পূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কিশলয়পূজক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. তিন্দুকদায়ক স্থবির অপদান

৩৫. তখন আমি ছিলাম গিরিদূর্গে বিচরণকারী দ্রুতগামী এক বানর। একদিন আমি ফলবান গাব গাছ দেখে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে স্মরণ করেছিলাম।

৩৬. কিছুদিন পর আমি ভীষণ প্রসন্নচিত্তে ত্রিভবজ্ঞ লোকনায়ক সিদ্ধার্থ বুদ্ধকে খুঁজতে লাগলাম।

৩৭. ত্রিলোকের অনুত্তর শাস্তা আমার সংকল্পের কথা অবগত হয়েছিলেন। তারপর তিনি হাজার হাজার ক্ষীণাসব শিষ্যসহ আমার কাছে এসেছিলেন।

৩৮. আমি তখন ভীষণ আনন্দিত মনে ফল হাতে বুদ্ধের কাছে গিয়েছিলাম। সর্বোত্তম সর্বজ্ঞ ভগবান আমার দেওয়া গাবফল গ্রহণ করেছিলেন।

৩৯. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফল দানেরই ফল।

৪০. আজ থেকে সাতান্ন কল্প আগে আমি উনন্দ নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তিন্দুকদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তিন্দুকদায়ক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. মুষ্টিপূজক স্থবির অপদান

৪২. সেই সময় ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম জিন সুমেধ ভগবান ছিলেন, যিনি সকল সত্ত্বগণের প্রতি পরম অনুকম্পাকারীদের মধ্যে প্রধান।

৪৩. একসময় দ্বিপদশ্রেষ্ঠ সুমেধ ভগবান চংক্রমণ করছিলেন। সেই চংক্রমণরত বুদ্ধকে আমি একমুষ্টি গিবিনলের ফুল দান করেছিলাম।

৪৪. সেই চিত্তপ্রসন্নতাহেতু ও পূর্বকৃত পুণ্যহেতু আমি ত্রিশ হাজার কল্পকাল অপায় দুর্গতিতে জন্মগ্রহণ করিনি।

৪৫. আজ থেকে তেইশ কল্প আগে আমি একবার সুনেল নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী ক্ষত্রিয় রাজা হয়েছিলাম।

৪৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মুষ্টিপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মুষ্টিপূজক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯. কিংকনিকপুপ্পিয় স্থবির অপদান

৪৭. সুমঙ্গল নামক সয়ম্ভূ অপরাজিত বিন গভীর বন হতে বের হয়ে নগরে প্রবেশ করেছিলেন।

৪৮. নগরে পিণ্ডচারণ করার পর মহামুনি সম্বুদ্ধ নগর হতে বেরিয়ে এসে নিজ কৃত্য শেষ করে বনান্তরে বসবাস করছিলেন।

৪৯. একদিন আমি অতীব প্রসন্নচিত্তে সয়ম্ভূ বুদ্ধকে কিংকণিপুপ্প দান করেছিলাম।

৫০. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুপ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৫১. আজ থেকে ছিয়াশি কল্প আগে আমি অপিলাসিস নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কিংকনিকপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কিংকনিকপুপ্পিয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. যুথিকাপুপ্পিয় স্থবির অপদান

৫৩. পরম পূজনীয় চক্ষুষ্মান জিন পদুমুত্তর বুদ্ধ গভীর বন হতে বের হয়ে এসে বিহারে যাচ্ছিলেন।

৫৪. আমি দুই হাতে যুথিকা পুপ্প নিয়ে পরম মৈত্রীপরায়ণ বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৫৫. সেই চিত্ত প্রসন্নতাহেতু আমি দেবমনুষ্যলোকে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে লক্ষকল্পকাল অপায় দুর্গতিতে জন্মগ্রহণ করিনি।

৫৬. আজ থেকে পঞ্চাশ কল্প আগে আমি একবার সমিওনন্দন নামক মহাপরাক্রমশালী জনাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান যুথিকাপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[যুথিকাপুপ্পিয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[তমালপুপ্পিয় বর্গ বিশতম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্মারক-গাথা

তমালপুপ্পিয়, তৃণসন্থারক, খণ্ডপুল্লিয়, অশোক,
অংকোলক, কিশলয়, তিন্দুকদায়ক, মুষ্টিপূজক,
কিংকণিকপুপ্পিয় ও যুথিকাপুপ্পিয় এই দশে মিলে
সর্বমোট সাতান্ন গাথায় এই বর্গ হয়েছে সমাপ্ত।

অতঃপর এই বর্গের **স্মারক-গাথা:**

ভিক্ষুদায়ী, পরিবার, সেরেয়্য ও শোভিত,
ছত্র, বন্ধুজীবী ও সুপারিচারিয় স্থবির তথা
কুমুদ, কুটজ ও তমাল এই দশটি বর্গ মিলে
সর্বমোট ছয়শত ছেষেট্টি গাথা হয়েছে প্রকাশিত।
[ভিক্ষাবর্গ দশক সমাপ্ত]

[দ্বিতীয় শতক সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২১. কণিকারপুপ্পিয় বর্গ

১. কণিকারপুপ্পিয় স্থবির অপদান

১. সুপুপ্পিত কনিকার পুপ্প দেখে আমি তখন সেগুলো সংগ্রহ করেছিলাম এবং সংসারস্রোতোত্তীর্ণ তিস্‌স বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

২. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুপ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৩. আজ থেকে পঁয়ত্রিশ কল্প আগে আমি অরুণাপাণি নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী বিশ্ববিশ্রুত চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কণিকারপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কণিকারপুপ্পিয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. মিনেলপুপ্পিয় স্থবির অপদান

৫. মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় প্রবল তেজস্বী, পরম মৈত্রীপরায়ণ সুবর্ণবর্ণ শিখী ভগবান তখন চংক্রমণ শালায় সমারূঢ় হয়েছিলেন।

৬. আমি তখন অতীব প্রসন্নচিত্তে উত্তম জ্ঞানের আধার বুদ্ধকে বন্দনা নিবেদন করেছিলাম এবং হাতে মিনেল পুপ্প নিয়ে দান করেছিলাম।

৭. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুপ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৮. আজ থেকে উনত্রিশ কল্প আগে আমি সুমেঘঘন নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মিনেলপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মিনেলপুপ্পিয় স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩. কিংকণিপুষ্পিয় স্থবির অপদান

১০. মহার্ঘ মূল্যের কাঞ্চনতুল্য লোকনায়ক সর্বজ্ঞ বুদ্ধ তখন ত্রিপদগ্ধ মানুষের উপড় মৈত্রী বারি বর্ষণ করেছিলেন।

১১. আমি হাতে কিংকণি পুষ্প নিয়ে অতীব উদগ্রচিত্তে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ বিপশ্বী ভগবানকে দান করেছিলাম।

১২. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৩. আজ থেকে সাতাশ কল্প আগে আমি ভীমরথ নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কিংকণিপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কিংকণিপুষ্পিয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. তরণীয় স্থবির অপদান

১৫. দ্বিপদশ্রেষ্ঠ নরোত্তম অর্থদর্শী ভগবান সশিষ্য পরিবেষ্টিত হয়ে নদীতীরে গিয়েছিলেন।

১৬. সেই নদীটি ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। তাই সেটি পার হওয়া বেশ কষ্টসাধ্য। আমি তখন দ্বিপদোত্তম বুদ্ধও ভিক্ষুসংঘকে সেই নদী পার করে দিয়েছিলাম।

১৭. আজ থেকে একশত আঠার কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার নদী পার করে দেওয়ারই ফল।

১৮. আজ থেকে তেরশত কল্প আগে আমি পাঁচবার সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী সর্বোভাব চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৯. আমি এই অন্তিম জন্মে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি এবং আমার তিনজন সহায়ককে সঙ্গে নিয়ে শাস্তার শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি।

২০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তরণীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তরণীয় স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫. নিগ্‌গুণ্ডিপুপ্পিয় স্থবির অপদান

২১. আমি তখন বিপশ্বী ভগবানের আরামিক তথা সেবক ছিলাম। একদিন আমি নিগ্‌গুণ্ডি পুষ্প হাতে নিয়ে বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

২২. আজ থেকে একনব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২৩. আজ থেকে পঁচিশ কল্প আগে আমি একবার মহাপ্রতাপ নামক মহাপরাক্রমশালী জনাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নিগ্‌গুণ্ডিপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নিগ্‌গুণ্ডিপুপ্পিয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. উদকদায়ক স্থবির অপদান

২৫. আমি তখন বিপ্রসন্ন অনাবিল সিদ্ধার্থ শ্রমণকে ভোজন করতে দেখেছিলাম এবং ঘটে করে জল নিয়ে সিদ্ধার্থ ভগবানকে দান করেছিলাম।

২৬. আজ আমি অতীব নির্মল, বিমল ও ক্ষীণসংশয় এবং ভবে জন্মগ্রহণের সময় আমার তখন এই সমস্ত ফল উৎপন্ন হয়ে থাকে।

২৭. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই জল দান করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার জল দানেরই ফল।

২৮. আজ থেকে একষট্টি কল্প আগে আমি একবার বিমল নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উদকদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উদকদায়ক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. সললমালিয় স্থবির অপদান

৩০. স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল ও সর্বদিক আলোকিতকারী নরসারথি সিদ্ধার্থ ভগবান পর্বত-অভ্যন্তরে উপবিষ্ট ছিলেন।

৩১. আমি তখন আমার তীরকে সরল সোজা করে সেই তীর দিয়ে সবৃন্ত পুষ্প ছিড়ে বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৩২. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৩৩. আজ থেকে একান্ন কল্প আগে আমি একবার সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী জ্যোতিষ্মান চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সললমালিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সললমালিয় স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. কোরণ্ডপুষ্পিয় স্থবির অপদান

৩৫. চক্রালংকার ভূষিত অতিক্রান্ত পদ দেখে আমি মহর্ষি বিপশ্বী ভগবানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যাচ্ছিলাম।

৩৬. আমি পাশে কোরণ্ড পুষ্প দেখতে পেয়ে সমূলে ছিড়ে নিয়ে তা দিয়ে বিপশ্বী ভগবানকে পূজা করেছিলাম এবং ভীষণ আনন্দিত মনে তাঁর উত্তম রাতুল পদে বন্দনা করেছিলাম।

৩৭. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্প পূজা করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৩৮. আজ থেকে সাতান্ন কল্প আগে আমি একবার সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী বিমল চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কোরণ্ডপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কোরণ্ডপুষ্পিয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯. আধারদায়ক স্থবির অপদান

৪০. আমি একবার লোকবন্ধু শিখী বুদ্ধকে একটি আধারক তথা পাত্র দান করেছিলাম। এখন আমি এই বসুধা তথা সমগ্র পৃথিবীকে ধারণ করেছি।

৪১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে এবং সমস্ত জন্ম ধ্বংস হয়েছে। সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে আমি অন্তিম দেহ ধারণ করেছি।

৪২. আজ থেকে সাতাশ কল্প আগে আমি চারবার সমন্তবরণ নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান আধারদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[আধারদায়ক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. পাপনিবারিয় স্থবির অপদান

৪৪. আমি একসময় অতীব প্রসন্নমনে দেবতিদেব তিস্‌স ভগবানকে একটি ছাতা দান করেছিলাম।

৪৫. এতে করে আমার সমস্ত পাপ নিবৃত হলো এবং বহু কুশল পুণ্য অনুষ্ঠিত হলো। আমার মাথার উপর উন্মুক্ত আকাশে সব সময় ছাতা ধারণ করা হতো। ইহা আমার পূর্বকৃত কর্মেরই ফল।

৪৬. আমার করণীয় ব্রত অনুশীলিত হয়েছে, সমস্ত জন্ম ধ্বংস হয়েছে এবং আমি এই সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে অন্তিম দেহ ধারণ করেছি।

৪৭. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই ছাতা দান করেছিলাম, সেই থেকে এখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ছাতা দানেরই ফল।

৪৮. আজ থেকে বাহাত্তর কল্প আগে আমি আটবার মহানিদান নামক জনাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পাপনিবারিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পাপনিবারিয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[কণিকারপুপ্ফিয় বর্গ একুশতম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্মারক-গাথা

কণিকার, মিনের, কিংকণি ও তরণীয় স্থবির,
নিগ্‌গুণ্ডিপুপ্পিয় উদকদায়ক, সলল ও কোরণ্ডপুপ্পিয়,
আধারদায়ক, পাপনিবারিয় স্থবির এই দশে মিলে
সর্বমোট উনপঞ্চাশ গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

২২. হস্তি-বর্গ

১. হাতিদায়ক স্থবির অপদান

১. আমি একসময় দ্বিপদশ্রেষ্ঠ সিদ্ধার্থ ভগবানকে বিশাল এক ঈষাদন্ত নাগশ্রেষ্ঠ তথা হাতি দান করেছিলাম।

২. এখন আমি ভীষণ উত্তমমার্থ অনুত্তর শান্তিপদ নির্বাণ উপভোগ করছি। কারণ, আমি সর্বলোকের পরম হিতোষি বুদ্ধকে একটি হাতি দান করেছিলাম।

৩. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই হাতি দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার হাতি দানেরই ফল।

৪. আজ থেকে আটাত্তর কল্প আগে আমি ষোলবার সমন্তপ্রাসাদিক নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান হাতিদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[হাতিদায়ক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. পানধিদায়ক স্থবির অপদান

৬. আমি অরণ্যবাসী ঋষি, দীর্ঘরাত্রি যাবৎ তপশ্চর্যাকারী ভাবিতচিত্ত বুদ্ধকে জলপাত্র দান করেছিলাম।

৭. হে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম. সেই পুণ্যকর্মের ফলে আমি দিব্যযান উপভোগ করেছিলাম। ইহা আমার পূর্বকৃত কর্মেরই ফল।

৮. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার জলপাত্র দানেরই ফল।

৯. আজ থেকে সাতাত্তর কল্প আগে আমি আটবার সুযানা নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পানধিদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পানধিদায়ক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. সত্যসংজ্ঞক স্থবির অপদান

১১. সেই সময় বেস্‌সভূ ভগবান ভিক্ষুসংঘ পরিবেষ্টিত হয়ে মহাজনতাকে আর্যসত্য দেশনা করছিলেন এবং তাদের শান্ত নিবৃত করছিলেন।

১২. আমি তাঁর কাছ থেকে পরম করুণা লাভ করেছিলাম। একদিন আমি এক ধর্মসভায় গিয়েছিলাম। একপার্শ্বে বসে শাস্তার অমৃত নির্ঝর ধর্মদেশনা শুনেছিলাম।

১৩. আমি তাঁর সুমধুর ধর্মদেশনা শুনে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলাম এবং সেখানে আমি ত্রিশ কল্প পর্যন্ত বসবাস করেছিলাম।

১৪. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই সংজ্ঞা লাভ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার সত্যসংজ্ঞা লাভেরই ফল।

১৫. আজ থেকে ছাব্বিশ কল্প আগে আমি একবার একফুসিত নামক মহাপরাক্রমশালী জনাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সত্যসংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সত্যসংজ্ঞক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. একসংজ্ঞক স্থবির অপদান

১৭. শাস্তার পাংশুকূলিক চৎবিরটি গাছের উপর টাঙানো দেখে আমি সেই পাংশুকূলিক চীবরটিকে হাত জোড় করে পরম শ্রদ্ধায় বন্দনা করেছিলাম।

১৮. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই সংজ্ঞা লাভ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৯. আজ থেকে পঁচিশ কল্প আগে আমি একবার অমিতাভ নামক মহাপরাক্রমশালী জনাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান এক সংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[এক সংজ্ঞক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫. রশ্মিসংজ্ঞক স্থবির অপদান

২১. তিনি (বুদ্ধ) উদীয়মান শতরশ্মি সুর্যের ন্যায়, পীতরশ্মি স্নিগ্ধ চাঁদের ন্যায় ও পর্বত-অভ্যন্তরে বসবাসরত সুজাত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মের ন্যায় সদা প্রতীযমান।

২২. বুদ্ধের অমিত প্রভাবে তখন বুদ্ধরশ্মি ছাড়িয়ে জ্বল জ্বল করছিল সমস্ত পর্বত-অভ্যন্তরে। আমি সেই বুদ্ধরশ্মির প্রতি চিত্তকে প্রসন্ন করে কল্পকাল যাবৎ স্বর্গে আমোদিত হয়েছিলাম।

২৩. সেই চিত্তপ্রসাদহেতু ও বুদ্ধানুস্মৃতিহেতু অবশিষ্ট কল্পে আমি বহু কুশল পুণ্য অনুষ্ঠান করেছিলাম।

২৪. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প আগে আমি যেই সংজ্ঞা লাভ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধসংজ্ঞা লাভের ফল।

২৫. আজ থেকে সাতান্ন কল্প আগে আমি একবার সুজাত নামক মহাপরাক্রমশালী জনাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান রশ্মিসংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[রশ্মিসংজ্ঞক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. সন্ধিত স্থবির অপদান

২৭. সমগ্র অশ্বত্থবৃক্ষ যখন হরিত বর্ণ ধারণ করেছিল এবং তার নিচে পাদপীঠ আবির্ভূত হয়েছিল তখন আমি ভীষণ মনযোগী হয়ে এক বুদ্ধগত সংজ্ঞা লাভ করেছিলাম।

২৮. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই সংজ্ঞা লাভ করেছিলাম, সেই সংজ্ঞার প্রভাবে আমার আসবক্ষয় জ্ঞান লাভ করেছি।

২৯. আজ থেকে তের কল্প আগে আমি ধনিষ্ঠ নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সন্ধিত স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সন্ধিত স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. তালবন্টদায়ক স্থবির অপদান

৩১. আমি আদিত্যবন্ধু তিস্‌স ভগবানকে তালপাতার পাখা দান করেছিলাম, যাতে উষ্ণতা নিবারণ করতে পারেন এবং পরিদাহ উপশম করতে পারেন।

৩২. আমি এখন আমার সমস্ত রাগাগ্নি, দ্বেষাগ্নি ও মোহাগ্নি সমূলে নির্বাপিত করেছি। ইহা আমার তালপাতার পাখা দানেরই ফল।

৩৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে এবং আমি এই সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে অন্তিম দেহ ধারণ করেছি।

৩৪. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার তলপাতার পাখা দানেরই ফল।

৩৫. আজ থেকে তেষট্টি কল্প আগে আমি মহানাম নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তালবন্ট স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তালবন্ট স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. অক্কন্ত সংজ্ঞক স্থবির অপদান

৩৭. অতীতে আমি একটি কুৎসিৎ বস্ত্র নিয়ে উপাধ্যায় ছিলাম। আমি তখন নির্ভূলভাবে গ্রন্থশিক্ষার জন্য মন্ত্র অনুকরণ করে শিখতাম।

৩৮. একদিন আমি শ্রেষ্ঠ বৃষভ, গণুত্তম, পরম পূজনীয় বিরজ বীতমল তিস্‌স বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩৯. আমি তখন ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম মহাবীর বুদ্ধকে যেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই পথে আমার কুৎসিৎ বস্ত্রটি বিছিয়ে দিয়েছিলাম।

৪০. সেই লোকপ্রদ্যুত, বিমল চন্দ্র তুল্য শাস্তাকে দেখে আমি অতীব প্রসন্ন মনে শাস্তার পদযুগলে বন্দনা করেছিলাম।

৪১. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই কুৎসিৎ বস্ত্র দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার কুৎসিৎ বস্ত্র দানেরই ফল।

৪২. আজ থেকে সাঁইত্রিশ কল্প আগে আমি সুনন্দ নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অক্কন্ত সংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অক্কন্ত সংজ্ঞক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯. ঘিদায়ক স্থবির অপদান

৪৪. আমি তখন আমার প্রাসাদে বহু নারী পরিবেষ্টিত হয়ে উপবিষ্ট আচি। ঠিক তখনি আমি এক পীড়িত শ্রমণকে দেখে আমার ঘরে নিয়ে গিয়েছিলাম।

৪৫. দেবাতিদেব নরশ্রেষ্ঠ মহাবীর মহর্ষি সিদ্ধার্থ ভগবান উপবিষ্ঠ আছেন। আমি তাঁকে ঘিতৈল দান করেছিলাম।

৪৬. আমি তার বিপ্রসন্ন মুখেন্দ্রিয় ও প্রশান্তিময় চেহারা দেখে শাস্তার রাতুল চরণে বন্দনা করে ভূয়শী প্রশংসা করেছিলাম।

৪৭. তিনি আমার সুপ্রসন্নভাব দেখে অলৌকিক ঋদ্ধিযোগে হংসরাজের ন্যায় আকাশমার্গে চলে গিয়েছিলেন।

৪৮. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ঘিতৈল দানেরই ফল।

৪৯. আজ থেকে সতের কল্প আগে আমি জ্যোতিদেব নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ঘিদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ঘিদায়ক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. পাপরিবারনিয় স্থবির অপদান

৫১. আমি তখন প্রিয়দর্শী ভগবানের চংক্রমণঘরটি পরিস্কার করেছিলাম। নলখাগড়া দিয়ে আচবছাদিত করেছিলাম যাতে করে বায়ু, বৃষ্টি, রোদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

৫২. পাপকে বর্জনের জন্যই আমি বহু কুশল পুণ্য অনুষ্ঠান করেছিলাম। আমি এখন শাস্তার শাসনে সমস্ত ক্লেশ পরিত্যাগ করে বিচরণ করছি।

৫৩. আজ থেকে এগার কল্প আগে আমি অগ্নিদেব নামক এক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী বিশ্ববিশ্রুত চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পাপরিবারনিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পাপরিবারনিয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[হাতি বর্গ বাইশতম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্মারক-গাথা

হাতি, পানধি, সত্য, একসংজ্ঞি ও রশ্মি,
সন্ধিত, তালবন্ট, অক্কন্তসংজ্ঞক ও ঘিদায়ক,
পাপনিবারিয় দশম মোট চুয়ান্ন গাথায় সমাপ্ত।

২৩. আলম্বনদায়ক বর্গ

১. অবলম্বনদায়ক স্থবির অপদান

১. আমি ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ, দ্বিপদশ্রেষ্ঠ অর্থদর্শী ভগবানকে অবলম্বন দান করেছিলাম।

২. আমি বিপুল পৃথিবীওত ও বিশাল সাগরে জীবনকে চালিত করেছি এবং পৃথিবীস্থ প্রাণীদের উপর আমার প্রভুত্ব বিস্তার করেছি।

৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, সমস্ত জন্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছি এবং আমি ত্রিবিদ্যা লাভ করে বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪. আজ থেকে বাষট্টি কল্প আগে আমি তিনবার একাপস্সিত নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অবলম্বনদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অবলম্বনদায়ক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. আজিনদায়ক স্থবির অপদান

৬. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি ছিলাম এক গণাচার্য। একদিন আমি পরম পূজনীয় বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৭. আমি তখন লোকবন্ধু শিখী বুদ্ধকে এক খণ্ড চর্ম দান করেছিলাম। হে ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ দ্বিপদেন্দ্র নরোত্তম, সেই কর্মের প্রভাবেড়ড়

৮. দেবমনুষ্যলোকে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে আমি আমার সমস্ত ক্লেশকে দগ্ধ করেছি এবং এই সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে অন্তিম দেহ ধারণ করেছি।

৯. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই অজিনচর্ম দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার অজিনচর্ম দান করারই ফল।

১০. আজ থেকে পাঁচ কল্প আগে আমি সুদায়ক নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান আজিনদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[আজিনদায়ক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. দ্বিরতনীয় স্থবির অপদান

১২. অতীতে আমি গভীর অরণেণ এক মৃগশিকারী ছিলাম। একদিন আমি পরম পূজনীয় বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

১৩. একদিন আমি মহর্ষি বিপশ্বী ভগবানকে মাংসপেশী দান করেছিলাম। তার ফলে দেবলোকসহ এই পৃথিবীতে আমি শাসন করেছি।

১৪. এই মাংসপেশী দানের ফলে আমার রত্ন উৎপন্ন হতো এবং এই পৃথিবীতে ইহ জীবনেই আমার এই দ্বিবধ রত্ন ছিল।

১৫. আমি সেই সমস্ত উপভোগ করেছি একমাত্র মাংসপেশী দানের ফলে। আমার গাত্র অত্যন্ত মৃদু কোমল এবং প্রজ্ঞা অত্যন্ত নিপুণ।

১৬. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই মাংশপেশী দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার মাংসপেশী দানেরই ফল।

১৭. আজ থেকে চার কল্প আগে আমি মহারোহিত নামক মহাপরাক্রমশালী জনাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান দ্বিরতনীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[দ্বিরতনীয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. আরক্ষাদায়ক স্থবির অপদান

১৯. আমি সিদ্ধার্থ ভগবানকে আমি একটি বেদী তৈরি করে দিয়েছিলাম এবং সুগত মহর্ষিকে একটি আরক্ষা দিয়েছিলাম।

২০. সেই কর্মবিশেষত্বের প্রভাবে আমাকে কখনোই ভয়-ভৈরব স্পর্শ-করত না এবং যেখানেই উৎপন্ন হই না কনে আমার কোনো প্রকার ত্রাস দেখা দিত না।

২১. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই বেদী তৈরি করে দিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বেদী দানেরই ফল।

২২. আজ থেকে ছয় কল্প আমি আমি অপস্‌সেন নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান আরক্ষাদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[আরক্ষাদায়ক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. অব্যাধিক স্থবির অপদান

২৪. আমি বিপশ্বী ভগবানকে জল গরম করার জন্য ব্যাধিগ্রস্তদের আবাস একটি অগ্নিশালা দান করেছিলাম।

২৫. সেই কর্মের প্রভাবেই আমার এই সুনির্মিত শরীর লাভ হয়েছে এবং ব্যাধি আমাকে কোনোভাবেই আক্রমন করতে পারে না। ইহা আমার পুণ্যকর্মেরই ফল।

২৬. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই অগ্নিশালা দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার অগ্নিশালা দানেরই ফল।

২৭. আজ থেকে সাত কল্প আগে আমি একবার সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী অপরাজেয় চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অব্যাধিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অব্যাধিক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. অংকোলপুষ্পিয় স্থবির অপদান

২৯. তখন আমার নাম ছিল নারদ। তবে আমাকে সবাই কাশ্যপ মানেও চিনত। একদিন আমি দেবপূজিত শ্রমণশ্রেষ্ঠ বিপশ্বী ভগবানকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩০. অনুব্যঞ্জনসম্পন্ন পরম পূজনীয় বিপশ্বী বুদ্ধকে আমি অংকোল পুষ্প দান করেছিলাম।

৩১. আজ থেকে একানব্বই কল্প আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৩২. আজ থেকে চুয়াত্তর কল্প আগে আমি রোমসো নামক মালাভরণ সম্পন্ন ও বিশাল সৈন্যবাহিনীর অধিকারী এক ক্ষত্রিয় রাজা হয়েছিলাম।

৩৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অংকোলপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অংকোলপুষ্পিয় স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. সুবর্ণবটংসকীয় স্থবির অপদান

৩৪. একদিন আমি উদ্যান ভূমিতে যাচ্ছিলাম। এমন সময় লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম। তখনি আমি একটি অত্যন্ত সুনির্মিত স্বর্ণময় গলার হার নিয়ে,

৩৫. অতি শিগ্‌গিরি হাতির পিঠে চড়ে লোকবন্ধু শিখী বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৩৬. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্পপূজারই ফল।

৩৭. আজ থেকে সাতাশ কল্প আগে আমি একবার মহাপ্রতাপ নামক মহাপরাক্রমশালী জনাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুবর্ণবটংসকীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুবর্ণবটংসকীয় স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. মিঞ্জবটংসকীয় স্থবির অপদান

৩৯. লোকনাথ শিখীবুদ্ধ পরিনির্বাপিত হলে পরে আমি পরম শ্রদ্ধায় গলার হার দিয়ে বোধিপূজা করেছিলাম।

৪০. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বোধিপূজারই ফল।

৪১. আজ থেকে ছাব্বিশ কল্প আগে আমি মেঘভ্য নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মিঞ্জবটংসকীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মিঞ্জবটংসকীয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. সুকতাবেলিয় স্থবির অপদান

৪৩. আমি তখন অসিত নামক এক মালাকার ছিলাম। প্রত্যহ আমাকে ফুল নিয়ে রাজাকে দিতে হতো।

৪৪. একদিন রাজার কাছে পৌছার আগেই আমি লোকনায়ক শিখী বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম এবং ভীষণ হৃষ্টচিত্তে বুদ্ধকে সেগুলো দান করেছিলাম।

৪৫. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৬. আজ থেকে পঁচিশ কল্প আগে আমি বেভার নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুকতাবেলিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুকতাবেলিয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. একবন্দনীয় স্থবির অপদান

৪৮. আমি একসময় শ্রেষ্ঠ বৃষভ, বীর, বিজয়ী বেস্‌সভু বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে অতীব প্রসন্নমনে বন্দনা নিবেদন করেছিলাম।

৪৯. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বন্দনা করারই ফল।

৫০. আজ থেকে চব্বিশ কল্প আগে আমি বিকতানন্দ নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একবন্দনীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একবন্দনীয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[অবলম্বনদায়ক স্থবির বর্গ তেইশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

অবলম্বন, অজিন, মাংসদায়ক ও আরক্ষাদায়ক,
অব্যাধিক, অংকোল, সুবর্ণবটংসক ও মিঞ্জবটংসক,
সুকতাবেলিয় ও একবন্দনীয় এই দশে মিলে
সর্বমোট একান্ন গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৪. উদকাসন বর্গ

১. উদকাসনদায়ক স্থবির অপদান

১. আরামদ্বার হতে বের হয়ে এসে আমি একটি এক ফলক লাগিয়েছিলাম এবং উত্তমার্থ প্রাপ্তির জন্যে জল দিয়ে সেবা করেছিলাম।

২. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলক ও জল দানেরই ফল।

৩. আজ থেকে পনের কল্প আগে আমি অভিসামসম নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উদকাসনদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উদকাসনদায়ক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. ভাজনপালক স্থবির অপদান

৫. আমি তখন বন্ধুমতী নগরে এক কুম্ভকার হয়ে জন্মেছিলাম। আমি তখন ভিক্ষুসংঘের ভাজন সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করেছিলাম।

৬. আজ থেকে একনব্বই কল্প আগে আমি যেই সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ভাজন সুরক্ষারই ফল।

৭. আজ থেকে তেপ্পান্ন কল্প আগে আমি অনন্তজালি নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ভাজনপালক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ভাজনপালক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. শালপুষ্পিয় স্থবির অপদান

৯. আমি তখন অরুণবতী নগরে এক পূপিক ছিলাম। আমি আমার দরজার সামনে শিখী জিনকে যেতে দেখেছিলাম।

১০. আমি তখনি অতীব প্রসন্নমনে সম্যকগত বুদ্ধের পাত্র হাতে নিয়ে তাতে শালপুষ্প দান করেছিলাম।

১১. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার শালপুষ্প দানেরই ফল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১২. আজ থেকে চৌদ্দ কল্প আগে আমি অমিতঞ্জল নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান শালপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শালপুষ্পিয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. কিলঞ্জদায়ক স্থবির অপদান

১৪. আমি তখন ত্রিবরা নামক রমনীয় এক নগরে নলকার ছিলাম। সেই নগরের জনতা ছিল লোকপ্রদ্যোত সিদ্ধার্থ ভগবানের প্রতি অতীব প্রসন্ন।

১৫. তখন তারা লোকনাথ বুদ্ধকে পূজা করার জন্য তৃণনির্মিত মাদুরের খোঁজ করছিলেন। আমি তাদের বুদ্ধপূজা করার জন্য একটি মাদুর দান করেছিলাম।

১৬. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার মাদুর দানেরই ফল।

১৭. আজ থেকে সাতাত্তর কল্প আগে আমি জলধর নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কিলঞ্জদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কিলঞ্জদায়ক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. বেদীকারক স্থবির অপদান

১৯. আমি অতীব প্রসন্নচিত্তে বিপশ্বী ভগবানের উত্তম বোধিপাদপে একটি বেদী তৈরি করে দিয়েছিলাম।

২০. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই বেদী তৈরি করে দিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বেদী দানেরই ফল।

২১. আজ থেকে এগার কল্প আগে আমি সুরিয়স্সমো নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বেদীকারক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বেদীকারক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬. বর্ণকার স্থবির অপদান

২৩. আমি তখন অরুণবতী নগরে এক বর্ণকার তথা রঞ্জনকারী ছিলাম। উদ্দেশিক চৈত্যে প্রতিষ্ঠিত বস্ত্রগুলো নানা রং দিয়ে রঞ্জিত করেছিলাম।

২৪. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই নানা রং দিয়ে রঞ্জিত করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বর্ণ তথা রং দানেরই ফল।

২৫. আজ থেকে তেইশ কল্প আগে আমি বর্ণসম নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বর্ণকার স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বর্ণকার স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. পিয়ালপুষ্পিয় স্থবির অপদান

২৭. পূর্বে আমি গভীর অরণ্যে এক মৃগশিকারী ছিলাম। একদিন আমি পাশে সুপুষ্পিত পিয়ালবৃক্ষ দেখে ভগবান যেই পথ দিয়ে গিয়েছেন সেই পথে পিয়ালপুষ্প ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

২৮. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পিয়ালপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পিয়ালপুষ্পিয় স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. অম্বযাগদায়ক স্থবির অপদান

৩০. স্বকীয় শিল্পে নিরহংকারী হয়ে একদিন আমি উদ্যানে গিয়েছিলাম। সম্বুদ্ধকে সেখানে যেতে দেখে আমি বহু আম দান করেছিলাম।

৩১. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার আম দানেরই ফল।

৩২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অম্বযাগদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[অম্বযাগদায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. জগতিকারক স্থবির অপদান

৩৩. নরোত্তম লোকনাথ অর্থদর্শী বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হলে পরে তাঁর উদ্দেশে নির্মিত স্তূপে বিশেষ বৈশিষ্টিমণ্ডিত পুষ্পাধান তৈরি করিয়েছিলাম।

৩৪. আজ থেকে আঠার শত কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষাপাধান তৈরির ফল।

৩৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান জগতিকারক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[জগতিকারক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. বাসিদায়ক স্থবির অপদান

৩৬. পূর্বে আমি উত্তম পুরী ত্রিবরায় এক কর্মকার ছিলাম। একদিন আমি অপরাজিত সয়ম্ভূকে একটি ক্ষুর (বাসি) দান করেছিলাম।

৩৭. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই ক্ষুর দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ক্ষুর দানেরই ফল।

৩৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বাসিদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বাসিদায়ক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[উদকাসন বর্গ চব্বিশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

উদকাসন, ভোজন, শালপুষ্পিয়, কিলঞ্জক,
বেদিকা, বর্ণকার, পিয়াল ও অম্বযাগদায়ক।
জগতিকারক ও বাসিদায়ক এই দশে মিলে,
মোট আটত্রিশ গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৫. তুবরদায়ক বর্গ

১. তুবরদায়ক স্থবির অপদান

১. পূর্বে আমি গভীর অরণ্যে এক মৃগশিকারী ছিলাম। একদিন আমি পাত্রপূর্ণ ভাজা মুগডাল সংঘকে দান করেছিলাম।

২. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ভাজা মৃগডাল দানের ফল।

৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তুবরদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তুবরদায়ক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. নাগকেশরিয় স্থবির অপদান

৪. ধনুকে শর যুক্ত করে প্রস্তুত করে আমি গভীর বনে প্রবেশ করেছিলাম। গাছের মধ্যে সপত্র পুষ্পরেণু বের হয়েছে দেখে,

৫. আমি সেই পুষ্পরেণু হাতে নিয়ে মাথা নুইয়ে প্রণামের ভঙ্গিতে লোকবন্ধু তিস্‌স বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৬. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্প পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৭. আজ থেকে তিয়াত্তর কল্প আগে আমি সাতবার কেশর নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নাগকেশরিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নাগকেশরিয় স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. নলিন কেশরিয় স্থবির অপদান

৯. আমি এক জলমোরগ হয়ে একটি প্রাকৃতিক হ্রদের মধ্যে বসবাস করছিলাম। একদিন দেখতে পেলাম, সুনীল আকাশ মার্গ দিয়ে দেবাতিদেব বুদ্ধ যাচ্ছিলেন।

১০. আমি অতীব প্রসন্নচিত্তে ঠোঁট দিয়ে পুষ্পরেণু নিয়ে লোকবন্ধু তিস্‌স বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

১১. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১২. আজ থেকে তিয়াত্তর কল্প আগে আমি সাতবার কেশর নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নলিন কেশরিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নলিন কেশরিয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. বিরবপুষ্পিয় স্থবির অপদান

১৪. লোকনায়ক বুদ্ধ হাজার ক্ষীণাসব অর্হৎকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় আমি বিরবপুষ্প হাতে নিয়ে বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

১৫. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বিরবপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বিরবপুষ্পিয় স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. কুটিধূপক স্থবির অপদান

১৭. আম ছিলাম সিদ্ধার্থ ভগবানের কুটি রক্ষক। সময়ান্তরে আমি প্রসন্ন হয়ে নিজ হাতে ধূপ জ্বালিয়ে দিতাম।

১৮. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ধূপ দানেরই ফল।

১৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কুটিধূপক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কুটিধূপক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. পাত্রদায়ক স্থবির অপদান

২০ পরম অত্মদান্ত, ঋজুভূত, মহর্ষি সিদ্ধার্থ ভগবানকে আমি পাত্র দান করেছিলাম।

২১. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পাত্রদানেরই ফল।

২২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পাত্রদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পাত্রদায়ক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. ধাতুপূজক স্থবির অপদান

২৩. দ্বিপদশ্রেষ্ঠ নরোত্তম লোকনাথ সিদ্ধার্থ ভগবান পরিনির্বাপিত হলে পরে আমি তাঁর এক খণ্ড শারীরিক ধাতু পেয়েছিলাম।

২৪. আমি আদিত্যবন্ধু বুদ্ধের যেই শারীরিক ধাতু পেয়ে পাঁচ বৎসর যাবৎ জীবিত নরোত্তম বুদ্ধের ন্যায় সেবা-পরিচর্যা করেছিলাম।

২৫. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই ধাতুপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ধাতুপূজারই ফল।

২৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ধাতুপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ধাতুপূজক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. সত্তলিপুষ্প পূজক স্থবির অপদান

২৭. সেই সময় আমি সাতটি সত্তলিপুষ্প পরম শ্রদ্ধায় মাথায় করে নিয়ে নরোত্তম বেস্‌সভূ বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

২৮. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সত্তলিপুষ্প পূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সত্তলিপুষ্প পূজক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. বিম্বজালিয় স্থবির অপদান

৩০. অগ্রপুদ্গল সয়ম্ভূ জিন পদুমুত্তর বুদ্ধ তখন চতুরার্যসত্য প্রকাশ করছিলেন এবং অমৃত পদ নির্বাণ আমজনতার কাছে তুলে ধরছিলেন।

৩১. আমি বিম্বজালক পুষ্প পৃথক করে নিয়ে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৩২. আজ থেকে আটষট্ট কল্প আগে আমি চারবার কিঞ্জকেশর নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বিম্বজালিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বিম্বজালিয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. উদ্দালকদায়ক স্থবির অপদান

৩৪. অপরাজিত সয়ম্ভূ ককুধ বুদ্ধ গভীর বন হতে বের হয়ে এসে এক মহানদীতে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৩৫. আমি উদ্দালক পুষ্প হাতে নিয়ে অতীব প্রসন্নমনে সংযত, ঋজুভূত সয়ম্ভূ বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৩৬. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্প দানেরই ফল।

৩৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উদ্দালকদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উদ্দালকদায়ক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[তুবরদায়ক বর্গ পঁচিশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

তুবর, নাগকেশরিয়, নলিনা ও বিরবী,
কুটিধূপক, পাত্র, ধাতু, সত্তলি,
বিম্বি ও উদ্দালক এই দশে মিলে
মোট সাঁইত্রিশ গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৬. থোমক বর্গ

১. থোমক স্থবির অপদান

১. আমি দেবলোক থেকে মহর্ষি বিপশ্বী ভগবানের ধর্মদেশনা শুনেছিলাম এবং বীষণ খুশি হয়ে এই কথা বলেছিলাম।

২. হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনাকে নকস্কার। হে পুরুষোত্তম, আপনাকে নমস্কার। আপনি অমৃতপদ নির্বাণ দেশনা করে বহু মানুষকে মুক্ত করিয়েছেন।

৩. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই প্রশংসাসূচক বাক্য বলেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার প্রশংসাসূচক বাক্য বলারই ফল।

৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান থোমক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[থোমক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. একাসনদায়ক স্থবির অপদান

৫. বেববর্ণ ত্যাগ করে আমি ভার্যাসহ এখানে এসেছিলাম। বুদ্ধশ্রেষ্ঠের শাসনে পুণ্যকর্ম করার ভীষণ রকম ইচ্ছা হয়েছিল আমার।

৬. দেবল নামে পদুমুত্তর বুদ্ধের শ্রাবক ছিলেন। আমি তাঁকে অতীব প্রসন্নমনে ভিক্ষা দিয়েছিলাম।

৭. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পিণ্ডপাত দানেই ফল।

৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একাসনদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একাসনদায়ক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. চিতকপূজক স্থবির অপদান

৯. আনন্দ নামক অপরাজিত সয়ম্ভূ সম্বুদ্ধ গবীর অরণ্যে অমনুষ্য-পরিবেষ্টিত কাননে পরিনির্বাপিত হয়েছিলেন।

১০. আমি তখন দবলোক হতে এখানে এসে শ্মশান তৈরি করে তাতে তাঁর দেহ পুড়িয়েছিলাম এবং সৎকার করেছিলাম।

১১. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান চিতকপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[চিতকপূজক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. ত্রিচম্পকপুষ্পিয় স্থবির অপদান

১৩. হিমালয়ের অনতিদূরে বিকতি নামক এক পর্বত ছিল। সেই পর্বতের মাঝে একজন ভাবিতেন্দ্রিয় শ্রমণ বসবাস করছিলেন।

১৪. তাঁকে দেখে আমি অতীব প্রসন্নমনে তিনটি চম্পকপুষ্প নিয়ে পূজার মানসে ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

১৫. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ত্রিচম্পকপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ত্রিচম্পকপুষ্পিয় স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. সপ্তপাটলীয় স্থবির অপদান

১৭. সোনালি পুষ্পের ন্যায় উজ্জ্বল পর্বত-অভ্যন্তরে উপবিষ্ট বুদ্ধকে আমি সাতটি পাটলিপুষ্প দান করেছিলাম।

১৮. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সপ্তপাটলীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সপ্তপাটলীয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. উপাহনদায়ক স্থবির অপদান

২০. আমি তখন ছিলাম পচ্চেক সম্বুদ্ধের ওরসজাত পুত্র। আমার তখন চন্দন। তখন আমি একজোড়া জুতা দান করেছিলাম। এই দান আমকে শ্রবকবোধি জ্ঞান লাভে উপনীত করেছিল।

২১. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই একজোড়া জুতা দান করেছিলাম, সেই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার জুতাদানেরই ফল।

২২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উপাহনদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উপাহনদায়ক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. মঞ্জরিপূজক স্থবির অপদান

২৩. মঞ্জেষ্টি পুষ্প হাতে নিয়ে আমি রথে চড়ে যাচ্ছিলাম, ঠিক তখনি ভিক্ষুসংঘ-পরিবৃত শ্রামণাগ্র বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

২৪. আমি অতীব প্রসন্নমনে পরম প্রীতিতে দুহাতে ফুলগুলো নিয়ে বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

২৫. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্পপূজারই ফল।

২৬. আজ থেকে তিয়াত্তর কল্প আগে আমি একরা জ্যোতি নামক মহাপরাক্রমশালী সহপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মঞ্জরিপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মঞ্জরিপূজক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. পর্ণদায়ক স্থবির অপদান

২৮. আমি তখন হিমালয় পর্বতে একজন রাকল পরিধানকারী ছিলাম। আমি তখন লবনহী বিবিধ পাতা খেয়েই ভীষণ রকম সংযত হয়ে জবিন ধারণ করতাম।

২৯. একদিন যখন প্রাতঃরাশের সময় হলো তখন সিদ্ধার্থ বুদ্ধ আমার কাছে উপস্থিত হলেন। আমি তাঁকে নিজ হাতে অতীব প্রসন্নমনে সুস্বাদু পাতা দান করেছিলাম।

৩০. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পাতা দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পাতা দানেরই ফল।

৩১. আজ থেকে সাতাশ কল্প আগে আমি সদর্থিয় নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পর্ণদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পর্ণদায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯. কুটিদায়ক স্থবির অপদান

৩৩. বনচারী পচ্চেক সম্বুদ্ধ তখন বৃক্ষমূলে বসবাস করতেন। আমি একটি পর্ণশালা তৈরি করে অপরাজিত সম্বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৩৪. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পর্ণকুটির দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার কুটিদানেরই ফল।

৩৫. আজ থেকে আটাশ কল্প আগে আমি ষোলবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম। তখন আমাকে সর্বত্রই 'অভিবস্সী' বলে ডাকা হতো।

৩৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কুটিদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কুটিদায়ক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. অগ্রপুষ্পিয় স্থবির অপদান

৩৭. স্বীয় শরীর হতে নির্গত ষড়রশ্মিতে জ্যোতির্ময় সুবর্ণবর্ণ শিখী সম্বুদ্ধ এক পর্বত-অভ্যন্তরে উপবিষ্ট ছিলেন।

৩৮. আমি অগ্রজ নামক পুষ্প হাতে নিয়ে নরোত্তম শিখী বুদ্ধের নিকট গিয়েছিলাম এবং অতীব প্রসন্নমনে দান করেছিলাম।

৩৯. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৪০. আজ থেকে পঁচিশ কল্প আগে আমি সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অগ্রপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অগ্রপুষ্পিয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[থোমক বর্গ ছাব্বিশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

থোমক, একাসন, চিত্তক, চম্পক ও সপ্তপাটলি,
পানধি, মঞ্জরি, পর্ণদায়ক, কুটিদায়ক,
অগ্রপুষ্পিয় মিলে এই বর্গ মোট একচল্লিশ গাথায় সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৭. পদুমুক্ষিপ বর্গ

১. আকাশুক্ষিপিয় স্থবির অপদান

১. সুবর্ণবর্ণ নরশ্রেষ্ঠ সিদ্ধার্থ ভগবান বাজারের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন আমি দুটি জলজ পদ্ম নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম।

২. আমি একটি পুষ্প বুদ্ধশ্রেষ্ঠের পায়ে নিক্ষেপ করেছিলাম এবং অপরটি হাতে নিয়ে আকাশে ছুড়ে মেরেছিলাম।

৩. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্পদানেরই ফল।

৪. আজ থেকে ছত্রিশ কল্প আগে আমি একবার অন্তলিক্খকর নামক মহাপরাক্রমশালী মহিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম। তখন আমাকে সর্বত্রই 'অভিবস্সী' বলে ডাকা হতো।

৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান আকাশুক্ষিপিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[আকাশুক্ষিপিয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. তেলমক্ষিয় স্থবির অপদান

৬. নরশ্রেষ্ঠ সিদ্ধার্থ ভগবান পরিনির্বাপিত হওয়ার পর তাঁর বোধিবৃক্ষের বেদিতে আমি তেল মেখে দিয়েছিলাম।

৭. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই তেল মেখে দিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার তেল মাখারই ফল।

৮. আজ থেকে চব্বিশ কল্প আগে আমি সুচ্ছবি নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তেলমক্ষিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তেলমক্ষিয় স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. অর্ধচন্দ্রিয় স্থবির অপদান

১০. আমি তিস্স ভগবানের বোধিবৃক্ষের ধরণীতে প্রতিষ্ঠিত উত্তম আসনে অর্ধচন্দ্রকারে পুষ্প বিছিয়ে দিয়েছিলাম।

১১. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই অর্ধচন্দ্রকারে পুষ্প বিছিয়ে দিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বোধিপূজারই ফল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১২. আজ থেকে পঁচিশ কল্প আগে আমি দেবল নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অর্ধচন্দ্রিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অর্ধচন্দ্রিয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. প্রদীপদায়ক স্থবির অপদান

১৪. আমি তখন দেবলোকে দেবতা হয়ে জন্মেছিলাম। একদিন পৃথিবীতে অবতরণ করে আমি নিজ হাতে অতীব প্রসন্নমনে পাঁচটি প্রদীপ দান করেছিলাম।

১৫. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই প্রদীপ দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার প্রদীপ দানেরই ফল।

১৬. আজ থেকে পঞ্চান্ন কল্প আগে আমি একবার সমন্তচক্ষু নামক মহাপরাক্রমশালী মহিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান প্রদীপদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[প্রদীপদায়ক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. বিলালিদায়ক স্থবির অপদান

১৮. হিমালয়ের অনতিদূরে একটি রোমসো নামক পর্বত ছিল। সেই পর্বতের পাদদেশে একজিন ভাবিতেন্দ্রিয় শমণ ছিলেন।

১৯. তখন আমি কিছু আলু নিয়ে সেই শ্রমণকে দান করেছিলাম। অপরাজিত সয়ম্ভূ মহাবীর আমার দান অনুমোদন করেছিলেন।

২০. তিনি আমাকে লক্ষ করে বলেছিলেন, তুমি যে আমাকে অতীব প্রসন্নমনে আলু দান করেছ, তার ফলে জন্ম জন্মান্তরে তোমার তেমন ফল উৎপন্ন হবে।

২১. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই আলু দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার আলুদানেরই ফল।

২২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বিলালিদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বিলালিদায়ক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬. মৎস্যদায়ক স্থবির অপদান

২৩. একসময় আমি চন্দ্রভাগা নদীতীরে এক চিল হয়ে জন্মেছিলাম। তখন আমি একটি বিরাট মাছ ধরে সিদ্ধার্থ মুনিকে দান করেছিলাম।

২৪. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই মৎস্য দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার মৎস্যদানেরই ফল।

২৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মৎস্যদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মৎস্যদায়ক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. জবহংসক স্থবির অপদান

২৬. সেই সময় আমি চন্দ্রভাগা নদীতীরে এক বনচরী হয়ে জন্মেছিলাম। একদিন আমি সুনীল আকাশমার্গ দিয়ে সিদ্ধার্থ বুদ্ধকে যেতে দেখেছিলাম।

২৭. আমি তখন হাত জোড় করে মহামুনি বুদ্ধকে অবলোকন করছিলাম এবং নিজ চিত্তকে প্রসন্ন করে লোকনায়ক বুদ্ধকে বন্দনা করেছিলাম।

২৮. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে বন্দনা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বন্দনা করারই ফল।

২৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান জবহংসক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[জবহংসক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. সললপুপ্পিয় স্থবির অপদান

৩০. আমি তখন চন্দ্রভাগ নদীতীরে এক কিন্নর হয়ে জন্মেছিলাম। একদিন আমি ষড়রশ্মি বিকীর্ণ করে বসে আছেন এমন অবস্থায় বিপশ্বী বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩১. আমি অতীব পসন্নচিত্তে পরম প্রীতির সাথে সলল পুষ্প হাতে নিয়ে বিপশ্বী ভগবানকে উদ্দেশ্য করে ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

৩২. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৩৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সললপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সললপুপ্পিয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. উপাগতাসয় স্থবির অপদান

৩৪. হিমালয়ের মধ্যবর্তী জায়গায় একটি সুনির্মিত বিরাট হ্রদ ছিল। তাতে আমি এক ভয়ংকর নিপড়িক যক্ষ হয়েছিলাম।

৩৫. মহাকারুণিক লোকনায়ক বিপশ্বী বুদ্ধ আমার প্রতি অশেষ অনুকম্পা করে আমাকে উদ্দার করার মানসে আমার কাছে এসেছিলেন।

৩৬. দেবাতিদেব নরোত্তম শাস্তা মহাবীর আমার কাছে আসলে পরে আমি স্বীয় আবাস হতে বের হয়ে তাঁকে বন্দনা করেছিলাম।

৩৭. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি পুরুষোত্তম যেই বন্দনা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বন্দনা করারই ফল।

৩৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উপাগতাসয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উপাগতাসয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. তরণীয় স্থবির অপদান

৩৯. পরম দক্ষিণার যোগ্য সুবর্ণবর্ণ শাস্তা বিপশ্বী সম্বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘ-পরিবেষ্টিত হয়ে এক নদীতীরে এসে দাড়িয়ে ছিলেন।

৪০. সেই বিশাল নদীটি পার হওয়ার জন্য সেখানে কোনো নৌকা ছিল না। তখন আমি লোকনায়ক বুদ্ধকে সেই নদীটি পার করে দিয়েছিলাম।

৪১. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি নরোত্তম বুদ্ধকে যেই পার করে দিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার নদী পার করে দেওয়ারই ফল।

৪২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তরনীয় স্থবির স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তরনীয় স্থবির স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[পদুমুক্ষিপ বর্গ সাতাশতম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্মারক-গাথা

উক্ষিপি, তেলচন্দী, প্রদীপদায়ক ও বিলালি,
মৎস, জব, সলল, রাক্ষস ও তরনীয়সহ দশ,
সর্বমোট বিয়াল্লিশ গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

২৮. সুবর্ণ বিব্বোহন বর্গ

১. সুবর্ণ বিব্বোহনীয় স্থবির অপদান

১. আমি উত্তম মার্গ প্রাপ্তির জন্যে অতীব প্রসন্নমনে নিজ হাতে একটি বিব্বোহন আসন দান করেছিলাম।

২. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি পুরুষোত্তম যেই বিব্বোহন আসন দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বিব্বোহন আসন দানেরই ফল।

৩. আজ থেকে তেষট্টি কল্প আগে আমি অসম নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুবর্ণ বিব্বোহনীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুবর্ণ বিব্বোহনীয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. তিলমুষ্টিদায়ক স্থবির অপদান

৫. আমার সংকল্পের কথা অবগত হয়ে লোকনায়ক শাস্তা ঋদ্ধিযোগে মনোময় কায়ে আমার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৬. উপস্থিত পুরুষোত্তম শাস্তাকে আমি প্রথমে বন্দনা করেছিলাম, তারপর প্রসন্নমনে একমুষ্টি তিল দান করেছিলাম।

৭. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার তিল দানেরই ফল।

৮. আজ থেকে ষোল কল্প আগে আমি তন্তিস নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তিলমুষ্টিদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তিলমুষ্টিদায়ক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩. চংকোটকীয় স্থবির অপদান

১০. মহাসমুদ্রের পাশ এক পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে গুহায় মহর্ষি সিদ্ধার্থ বুদ্ধ বিবেক সুখে অবস্থানের জন্যে বসবাস করছিলেন। আমি সিদ্ধার্থ ভগবানের কাছে গিয়ে পাত্রপূর্ণ পুষ্প দান করেছিলাম।

১১. সকল সত্ত্বগণের প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ মহর্ষি সিদ্ধার্থ ভগবানকে পাত্রপূর্ণ পুষ্প দান করে আমি সুগতি স্বর্গলোকে কল্পকাল আমোদিত হয়েছিলাম।

১২. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পাত্রপূর্ণ পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্প দানেরই ফল।

১৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান চংকোটকীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[চংকোটকীয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. অব্যঞ্জনদায়ক স্থবির অপদান

১৪-১৫. আকাশসমচিত্ত, নিষ্প্রপঞ্চ, ধ্যানী, সর্বপ্রকার মোহমুক্ত, সর্বলোকহিতোষী, বীতরাগ দ্বিপদশ্রেষ্ঠ কোণ্ডান্য ভগবানকে আমি তৈল মালিশ করে দিয়েছিলাম।

১৬. আজ থেকে অপ্রমেয় কল্প আগে আমি যেই তৈল মালিশ করে দিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার তৈল মালিশ করে দেওয়ারই ফল।

১৭. আজ থেকে পনের কল্প আগে আমি চিরপ্প নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অব্যঞ্জনদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অব্যঞ্জনদায়ক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫. একাঞ্জলিক স্থবির অপদান

১৯. ডুমুর গাছের তলে পাতা বিছিয়ে বসবাসরত মহর্ষি শ্রমণকে আমি একটি মণ্ডপদ্বার পরিবেষ্টিত খোলামেলা জায়গা দান করেছিলাম।

২০. তাতে আমি দ্বিপদশ্রেষ্ঠ লোকনাথ তিস্‌স বুদ্ধের উদ্দেশে হাত জোড় করে পুষ্প ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

২১. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্প ছিটিয়ে দিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্প ছিটিয়ে দেওয়ারই ফল।

২২. আজ থেকে চৌদ্দ কল্প আগে আমি একাঞ্জলিক নামক মহাপরাক্রমশালী মনুষ্যাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একাঞ্জলিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একাঞ্জলিক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. পুস্তকদায়ক স্থবির অপদান

২৪. আমি শাস্তার ধর্মকে পরম শ্রদ্ধা করে অনুত্তর দক্ষিণাযোগ্য মহর্ষি সংঘকে পুস্তক দান করেছিলাম।

২৫. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুস্তক দানেরই ফল।

২৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পুস্তকদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পুস্তকদায়ক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. চিতকপূজক স্থবির অপদান

২৭. আমি চন্দ্রভাগা নদীতীরের নিম্ন অববাহিকায় বসবাস করছিলাম। আমি তখন সাতটি মালুব পুষ্প নিয়ে বালুকা রাশিতে চিতার মতো করে একটি স্তুপ তৈরি করে তাতে পূজা করেছিলাম।

২৮. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই চিতা তথা শ্মশানপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার চিতাপূজারই ফল।

২৯. আজ থেকে সাতষট্টি কল্প আগে আমি সাতবার পটিজগ্‌গস নামক সপ্তরত্নসমন্বিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান চিতকপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[চিতকপূজক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. আলুবদায়ক স্থবির অপদান

৩১. হিমালয় পর্বতে একটি অতীব সুদর্শন মহানদী ছিল। সেখানে একদিন আমি একজন প্রভাস্বর সুদর্শন বীতরাগ অর্হৎকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩২. উপশান্ত পরম বিমুক্ত অর্হৎকে দেখে আমি অতীব প্রসন্নমনে নিজ হাতে আলুবফল (মিষ্টি আলু) দান করেছিলাম।

৩৩. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই আলুবফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার আলুবফল দানেরই ফল।

৩৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান আলুবদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[আলুবদায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. একপুণ্ডরীক স্থবির অপদান

৩৫. সেই সময় রোমস নামক এক সংযত পচ্চেক সয়ম্ভূ সম্বুদ্ধ ছিলেন। আমি তাঁকে অতীব প্রসন্ন মনে শ্বেতপদ্ম দান করেছিলাম।

৩৬. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই শ্বেতপদ্ম দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার শ্বেতপদ্ম দানেরই ফল।

৩৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একপুণ্ডরীক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একপুণ্ডরীক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. তরনীয় স্থবির অপদান

৩৮. একটি অসমান উঁচু-নীচু মহাপথে আমি জনসাধারণের পারাপারের জন্য অতীব প্রসন্নমনে নিজ হাতে একটি সেতু নির্মাণ করে দিয়েছিলাম।

৩৯. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই সেতু নির্মাণ করে দিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার সেতু দানরই ফল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪০. আজ থেকে পঞ্চান্ন কল্প আগে আমি একবার সমোগধো নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তরনীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তরনীয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[সুবর্ণ বিব্বোহন বর্গ আটাশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

সুবর্ণ, তিলসুষ্টি, চংকোটক, অভ্যঞ্জন, অঞ্জলি,
পুস্তক, চিতক, আলুব, এক পুণ্ডরীক ও সেতু,
এই দশে মিলে মোট একচল্লিশ গাথা সমাপ্ত।

[একাদশ ভাণবার সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৯. পর্ণদায়ক বর্গ

১. পর্ণদায়ক স্থবির অপদান

১. পর্ণ ভোজী হয়ে আমি পর্ণশালায় বসেছিলাম। একদিন আমি আমার পর্ণশালায় বসে আছি এমন সময় আমার কাছে মহাঋষি সিদ্ধার্থ ভগবান এসেছিলেন।

২. লোকপ্রদ্যোত, সর্বলোকের চিকিৎসক সিদ্ধার্থ ভগবানকে আমার পর্ণশালায় বসিয়ে পর্ণ (পাতা) দান করেছিলাম।

৩. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পর্ণ দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পর্ণ দানেরই ফল।

৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পর্ণদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পর্ণদায়ক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. ফলদায়ক স্থবির অপদান

৫. সিনেরু পর্বতের ন্যায় সুউচ্চ ও ধরনীর ন্যায় বিশাল সিদ্ধার্থ ভগবান সমাধি হতে জাগ্রত হয়ে ভিক্ষার জন্যে আমার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৬-৭. হরিতকী, আমলকী, আম, জাম, বহেরা, বড়ই, বাদাম, বেল আরও নানাবিধ ফলমূল নিয়ে আমি সর্বলোকের প্রতি অনুকম্পাকারী মহর্ষি সিদ্ধার্থ ভগবানকে অতীব প্রসন্নমনে দান করেছিলাম।

৮. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই সমস্ত ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলদানেরই ফল।

৯. আজ থেকে সাতান্ন কল্প আগে আমি একবার একজ্ঝ নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ফলদায়ক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩. পচ্চুগ্‌গমনীয় স্থবির অপদান

১১. পশুরাজ বনচারী সিংহের ন্যায়, গোদের দলনেতা গবশ্রেষ্ঠ বৃষবের ন্যায় ও পুষ্পপল্লবে পরিশোভিত ককুধবৃক্ষের ন্যায় নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ আমার কাছে আসছিলেন।

১২. লোকপ্রদ্যোত, সর্বলোকের চিকিৎসক সিদ্ধার্থ ভগবানকে দেখে আমি তখন অতীব প্রসন্নমনে সম্মান প্রদর্শনের জন্য আসন হতে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম।

১৩. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই নরশ্রেষ্ঠকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য আসন হতে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার সম্মান প্রদর্শনের জন্য আসন হতে উঠে দাঁড়াবারই ফল।

১৪. আজ থেকে সাঁইত্রিশ কল্প আগে আমি একবার সপরিবার নামক মহাপরাক্রমশালী জনাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পচ্চুগ্‌গমনীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পচ্চুগ্‌গমনীয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. একপুপ্পিয় স্থবির অপদান

১৬. দক্ষিণ দ্বারে আমি তখন এক পিশাচ হয়ে জন্মেছিলাম। একদিন আমি পূতরশ্মী স্নিগ্ধ চাঁদের ন্যায় বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

১৭. আমি তখন নরশ্রেষ্ঠ, সর্বলোকহিষৈী দ্বিপদশ্রেষ্ঠ বিপশ্বী ভগবানকে একটি পুষ্প দান করেছিলাম।

১৮. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একপুপ্পিয় স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫. মঘবাপুপ্পিয় স্থবির অপদান

২০. সেই সময় সয়ম্ভূ অপরাজিত পচ্চেক সম্বুদ্ধ নর্মদা নদীতীরে বিপ্রসন্ন ও অনাবিল হয়ে সমাধিতে নিমগ্ন হয়েছিলেন।

২১. আমি তখন সেই অপরাজিত পচ্চেক সম্বুদ্ধকে দেখে প্রসন্নমনে মঘবাপুপ্প দিয়ে পূজা করেছিলাম।

২২. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুপ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মঘবাপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মঘবাপুপ্পিয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. উপস্থায়কদায়ক স্থবির অপদান

২৪. সেই সময় পরমপূজনীয় দ্বিপদশ্রেষ্ঠ, মহানাগ, ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম সিদ্ধার্থ ভগবান রথে চড়ে যাচ্ছিলেন।

২৫. আমি তখন সেই সর্বলোকহিতৈষী মহর্ষি সিদ্ধার্থ বুদ্ধকে ফাং করে এনে একজন উপস্থায়ক তথা সেবক দান করেছিলাম।

২৬. মহামুনি সম্বুদ্ধ আমার দান গ্রহণ করে আমাকে বিদায় দিয়েছিলেন এবং আমিও আসন হতে উঠে পূর্বামুখী হয়ে চলে গিয়েছিলাম।

২৭. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই উপস্থায়ক দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার উপস্থায়ক দানরই ফল।

২৮. আজ থেকে সাতান্ন কল্প আগে আমি বলসেন নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উপস্থায়কদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উপস্থায়কদায়ক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. অপদানীয় স্থবির অপদান

৩০. আমি তখন মহর্ষি সুগতের অতীত জীবনের কাহিনির ভূয়শী প্রশংসা করেছিলাম এবং অতীব প্রসন্নমনে নিজ হাতে তাঁর পায়ে ধরে নতশিরে বন্দনা করেছিলাম।

৩১. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই সুগতের অতীত জীবনের কাহিনির ভূয়শী প্রশংসা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ভূয়শী প্রশংসারই ফল।

৩২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অপদানীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অপদানীয় স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. সপ্তাহ প্রব্রজ্জিত স্থবির অপদান

৩৩. সেই সময় বিপশ্বী ভগবানের শ্রাবকসংঘ ছিলেন অতীব মানিত ও পূজিত। তখন আমার সমস্ত জ্ঞাতিগণ মারা গিয়েছিল।

৩৪. আমি প্রব্রজ্যা নেওয়ার পর আমার জ্ঞাতিবিয়োগজনিত সমস্ত দুঃখের উপশম হয়েছিল এবং তখন শাস্তা শাসনে সপ্তাহকাল পর্যন্ত অবস্থান করেছিলাম।

৩৫. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার প্রব্রজ্যারই ফল।

৩৬. আজ থেকে সাতষট্টি কল্প আগে আমি সাতবার সুনিক্খম নামক মহাপরাক্রমশালী মহিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সপ্তাহ প্রব্রজ্জিত স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সপ্তাহ প্রব্রজ্জিত স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. বুদ্ধোপস্থায়ক স্থবির অপদান

৩৮. বেটম্ভিনি নামক আমার এক পিতৃসম্পত্তি ছিল। সেটি হাতে নিয়ে আমি মহামুনির কাছে গিয়েছিলাম।

৩৯. তখন লোকনায়ক (পচ্চেক) বুদ্ধগণ আমাকে লক্ষ করে বিবিধ উপবেশ দিয়েছিলেন। আমি অতীব প্রসন্নমনে নিজ হাতে তাঁদের সেবা-শুশ্রুষা করেছিলাম।

৪০. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই বুদ্ধগণকে সেবা-শুশ্রুষা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার সেবা শুশ্রুষা করারই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ফল।

৪১. আজ থেকে তেইশ কল্প আগে আমি চারবার শ্রমণুপস্থায়ক নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বুদ্ধোপস্থায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বুদ্ধোপস্থায়ক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. পুব্বঙ্গমীয় স্থবির অপদান

৪৩. অতীতে উত্তমার্থ লাভের জন্য চুরাশি হাজার ব্যক্তি প্রব্রজ্যা গঞ্চন করেছিলেন। আমি তাদের মধ্যে অগ্রগামী ছিলাম।

৪৪. বিপ্রসন্ন, অনাবিল, সরাগ চিত্তে ও অতীব প্রসন্নমনে নিজ হাতে তারা আমাকে সেবা-সৎকার করেছিল।

৪৫. সম্পূর্ণ দ্বেষমুক্ত, কৃতকৃত্য, অনাসব, অপরাজিত সয়ম্ভূ ক্ষীণাসব অর্হৎগণ (পচ্চেকবুদ্ধগণ) অপরিমাণ মৈত্রীচিত্তে অবস্থান করছিলেন।

৪৬. আমি সেই পরম দয়াময় সম্বুদ্ধগণের সেবা-পূজা করে মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্ম নিয়েছিলাম।

৪৭. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই শীলানুশীলন করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার সংযমেরই ফল।

৪৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পুব্বঙ্গমীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পুব্বঙ্গমীয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[পর্ণদায়ক বর্গ উনত্রিশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

পর্ণ, ফল, পচ্চুগ্গমনীয়, একপুপ্পিয় ও মঘবা,
উপস্থায়ক, অপদানীয়, প্রব্রজ্যা ও বুদ্ধোপস্থায়ক,
পুব্বঙ্গম এই দশে মিলে মোট আটচল্লিশ গাথায় সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩০. চিতকপূজক বর্গ

১. চিতকপূজক স্থবির অপদান

১. আমি তখন অজিত নামক ব্রাহ্মণ ছিলাম। পূজা-সৎকার করার ইচ্ছায় আমি নানাবিধ পুষ্প সংগ্রহ করেছিলাম।

২. এমন সময় আমি লোকবন্ধু শিখী বুদ্ধের জ্বলন্ত শ্মশান দেখে তাতে সেই পুষ্পগুলো ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

৩. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার সেবা বুদ্ধপূজারই ফল।

৪. আজ থেকে সাতাশ কল্প আগে আমি সাতবার সুপজ্জ্বলিত নামক মহাপরাক্রমশালী মনুষ্যাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান চিতকপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[চিতকপূজক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. পুষ্পধারক স্থবির অপদান

৬. আমি তখন ছিলাম বাকচীবরধারী ও গায়ে মৃগচর্ম পরিধানকারী। পঞ্চাভিজ্ঞা লাভ করায় আমি সুদূর চাঁদকেও পরিমর্দন ও স্পর্শ করতে পারতাম।

৭. লোকপ্রদ্যোত বিপশ্বী ভগবান আমার কাছে সমুস্থিত দেখে আমি তাঁর উপর দেবলোক হতে আনা পারিজাত পুষ্প ধারণ করেছিলাম।

৮. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার সেবা পুষ্প ধারণেরই ফল।

৯. আজ থেকে সাতাশি কল্প আগে আমি সাতবার সমন্তধারণো নামক মহাপরাক্রমশালী মহিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পুষ্পধারক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পুষ্পধারক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩. ছত্রদায়ক স্থবির অপদান

১১. আমার পুত্র প্রব্রজ্জিত কাষায়বস্ত্রধারী হয়েছিল এবং সে শ্রাবকবুদ্ধত্ব লাভ করে ও বহু লোকের পূজ্য হয়ে পরিনির্বাপিত হয়েছিল।

১২. পরে আমি আমার পুত্রকে খুঁজতে গিয়েছিলাম। খুঁজতে খুঁজতে একপর্যায়ে তাঁর বিশাল শ্মশানে গিয়ে পৌছালাম।

১৩. আমি তখন সেই শ্মশানকে হাত জোড় করে বন্দনা করেছিলাম এবং তাতে শ্বেতচ্ছত্র টাঙিয়ে দিয়েছিলাম।

১৪. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই শ্বেতচ্ছত্র টাঙিয়ে দিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ছাতা দানেরই ফল।

১৫. আজ থেকে পঁচিশ কল্প আগে আমি সাতবার মহারহ নামক মহাপরাক্রমশালী জনাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ছত্রদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ছত্রদায়ক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. শব্দসংজ্ঞক স্থবির অপদান

১৭. পৃথিবীতে সূর্যের উদয় না হলেও মহর্ষি বুদ্ধশ্রেষ্ঠের আবির্ভাবের কথা শুনে আমি বিপুলভাবে আনন্দিত হয়েছিলাম।

১৮. 'বুদ্ধশ্রেষ্ঠর আবির্ভাব হয়েছে' এই কথা মাত্র শুনেছিলাম; কিন্তু আমি ভীষণ অসুস্থ থাকায় সেই জিনকে স্বচক্ষে দেখতে পাইনি। এভাবে আমি মৃত্যুর সময়ও বুদ্ধ নাম অনুস্মরণ করেছিলাম।

১৯. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই সংজ্ঞা লাভ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান শব্দসংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শব্দসংজ্ঞক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫. গোশীষ নিক্ষেপক স্থবির অপদান

২১. বিহারের দ্বার (গেইট) হতে বের হয়ে এসে আমি চলাচলের সময় ভিক্ষুসংঘের পায়ে কাঁদা না লাগে মকো একটি চন্দনকাষ্ঠ বিছিয়ে দিয়েছিলাম। আমি আমার কর্ম প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করেছিলাম। উহা আমার পূর্ব কর্মেরই ফল।

২২. জন্মে জন্মে আমি বায়ুর গতিতে অতিশীঘ্রগামী সিন্ধুদেশীয় আজানীয় বাহন ভোগ করেছিলাম। এই সমস্ত আমার চন্দনকাষ্ঠ দানেরই ফল।

২৩. অহো, আমার সেই কর্ম খুব অল্প হলেও সুকৃত বিধায় মহাফল লাভ করেছিলাম! সংঘের উদ্দেশে এমন কৃতকর্মের ফল অন্য কোনো কিছুর সাথে তুলনা করা চলে না।

২৪. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই চন্দনকাষ্ঠ বিছিয়ে দিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার চন্দনকাষ্ঠ বিছিয়ে দেওয়ারই ফল।

২৫. আজ থেকে পঁচাত্তর কল্প আগে আমি সুপ্রতিষ্ঠিত নামক এক মহাতেজস্বী মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান গোশীষ নিক্ষেপক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[গোশীষ নিক্ষেপক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. পাদপূজক স্থবির অপদান

২৭. আমি তখন হিমালয় পর্বতে কিন্নর হয়ে জন্মেছিলাম। একদিন আমি পীতরশ্মি স্নিগ্ধ চাঁদের ন্যায় বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

২৮. আমি সেই লোকনায়ক বিপশ্বী বুদ্ধের কাছে গিয়েছিলাম এবং তাঁর রাকুল পদযুগলে চন্দন, তগর প্রভৃতি ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

২৯. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পাদপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পাদপূজারই ফল।

৩০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পাদপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পাদপূজক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. দেশকীর্তক স্থবির অপদান

৩১-৩২. আমি তখন উপশালক নামক ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেছিলাম। একদিন ত্রিলোকপূজ্য লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম বুদ্ধকে কাননে দেখে বন্দনা করেছিলাম। আমার চিত্ত প্রসন্নতায় ভরে গেছে জেনেই বুদ্ধ সেখান হতে অন্তর্হিত হয়েছিলেন।

৩৩. কানন হতে বের হয়ে এসেও আমি বুদ্ধশ্রেষ্ঠের কথা স্মরণ করেছিলাম এবং সেই দেশের তথা স্থানের ভূয়শী প্রশংসা করে আমি কল্প কাল স্বর্গে আমোদিত হয়েছিলাম।

৩৪. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই দেশকীর্তন করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার দেশকীর্তনেরই ফল।

৩৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান দেশকীর্তক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[দেশকীর্তক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. শরণগমনীয় স্থবির অপদান

৩৬. তখন আমি হিমালয় পর্বতে ব্যাধ হয়ে জন্মেছিলাম। একদিন আমি ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম বিপশ্বী বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩৭. আমি তাঁর কাছে গিয়ে বহু সেবা-শুশ্রূষা করেছিলাম এবং দ্বিপদশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেছিলাম।

৩৮. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধের শরণ গ্রহণেরই ফল।

৩৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান শরণগমনীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শরণগমনীয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. অম্বপিণ্ডিয় স্থবির অপদান

৪০. আমি তখন রোমস নামক এক কুখ্যাত দানব ছিলাম। মহর্ষি বিপশ্বী ভগবানকে আমি কিছু আম দান করেছিলাম।

৪১. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই আম দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার আম দানেরই ফল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অম্বপিণ্ডিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অম্বপিণ্ডিয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. অনুসংসাবক স্থবির অপদান

৪৩. একদিন আমি বিপশ্বী জিনকে পিণ্ডচারণ করতে দেখেছিলাম। তখন আমি দ্বিপদশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে ভিক্ষা দান করেছিলাম।

৪৪. অতীব প্রসন্নচিত্তে আমি অভিবাদন করেছিলাম এবং উত্তমার্থ প্রাপ্তির জন্যে বুদ্ধের চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখেছিলাম।

৪৫. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই বুদ্ধের চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ঘুরে ঘুরে দেখারই ফল।

৪৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অনুসংসাবক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অনুসংসাবক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[চিতপূজক বর্গ ত্রিশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

চিতক, পারিজাত, শব্দ, গোশীষ ও পাদপূজক,
দেশকীর্তক, শরণগমনীয়, অম্বপিণ্ডিয় ও অনুসংসাবক,
এই দশে মিলে মোট ছেচল্লিশ গাথা এই বর্গ সমাপ্ত।

অতঃপর বর্গের **স্মারক-গাথা**

কণিকার, হস্তিদায়ক, আলম্বন ও উদকাসন,
তুবর থোমক, উক্ষেপনীয়, বিব্বোহন, পর্ণদায়ক,
চিতপূজক এই দশটি বর্গ হয়েছে আলোচিত,
এতে সর্বমোট একশত একান্নটি গাথা এবং
এই পর্যন্ত মোট পঁচিশ শ বাহাত্তর গাথা হয়েছে বর্ণিত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অপদান হিসেবে মোট তিনশত গণিত হয়েছে।

[কণিকার বর্গ দশক সমাপ্ত]

[তৃতীয় শতক সমাপ্ত]

৩১. পদুমকেশর বর্গ

১. পদুমকেশরীয় স্থবির অপদান

১. পূর্বে আমি ঋষিসংঘের (পচ্চেকবুদ্ধগণের) অনুতদূরে হিমালয় পর্বতে এক চণ্ডস্বভাবী মাতঙ্গ হস্তী ছিলাম। সেই মহান ঋষি পচ্চেকবুদ্ধগণের প্রতি চিত্তপ্রসন্নতাহেতু আমি পদ্মফুলের রেণু ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

২. সেই বীতরাগ পচ্চেক জিনশ্রেষ্ঠগণের প্রতি চিত্তপ্রসন্নতা হতে আমি কল্পকাল স্বর্গে আমোদিত হয়েছিলাম।

৩. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পরেণু ছিটিয়ে দিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পদুমকেশরীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পদুমকেশরীয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. সর্বগন্ধীয় স্থবির অপদান

৫. আমি ঋজুভূত মহর্ষি বিপশ্বী ভগবানকে সুগন্ধী মাল্য দান করেছিলাম এবং সেই সাথে উন্নতমানের কোশেয়্য বস্ত্র দান করেছিলাম।

৬. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই বস্ত্র দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার সুগন্ধী মাল্য দানেরই ফল।

৭. আজ থেকে পনের কল্প আগে আমি সুচেল নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সর্বগন্ধীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সর্বগন্ধীয় স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩. পরমান্নদায়ক স্থবির অপদান

৯. কণিকার পুষ্পের ন্যায় উজ্জ্বল ও উদীয়মান সূর্যের ন্যায় আলোকোজ্জ্বল ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম বিপশ্বী বুদ্ধকে আমি দেখতে পেয়েছিলাম।

১০. আমি হাত জোড় করে পরম শ্রদ্ধায় আমার ঘরে ফাং করে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং সম্বুদ্ধকে পরমান্ন দান করে নিয়ে গিয়েছিলাম।

১১. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পরমান্ন দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পরমান্ন দানেরই ফল।

১২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পরমান্নদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পরমান্নদায়ক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. ধর্মসংজ্ঞক স্থবির অপদান

১৩. সেই সময় বিপশ্বী ভগবানের একটি মহাবোধিবৃক্ষ ছিল। ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম বিপশ্বী সম্বুদ্ধ সেই বোধিবৃক্ষে স্থিত ছিলেন।

১৪. তখন ভগবান ভিক্ষুসংঘপরিবেষ্টিত হয়ে সুমধুর কণ্ঠে চতুরার্যসত্য প্রকাশ করেছিলেন।

১৫. সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত উভয় প্রকারেই দেশনা করে পুনর্জন্মহীন সম্বুদ্ধ বহু জনতাকে নির্বাণবারিতে স্নাত করেছিলেন।

১৬. তখন আমি ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ ভগবানের ধর্মদেশনা শুনেছিলাম এবং শোনা শেষে ভগবানের পদযুগলে বন্দনা করে উত্তরমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলাম।

১৭. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই ধর্মদেশনা শুনেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ধর্মশ্রবণেরই ফল।

১৮. আজ থেকে তেত্রিশ কল্প আগে আমি সুতবা নামক মহাপরাক্রমশালী মহিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ধর্মসংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ধর্মসংজ্ঞক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫. ফলদায়ক স্থবির অপদান

২০. ভাগীরথী নদীতীরে একটি আশ্রম ছিল। আমি সেই আশ্রমে ফল হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে গিয়েছিলাম।

২১. সেখানে গিয়ে আমি পীতরশ্মি স্নিগ্ধ চাঁদের ন্যায় বিপশ্বী ভগবানকে দেখতে পেয়েছিলাম। আমার কাছে যেই ফলগুলো ছিল, সেগুলোর সবকটিই আমি শাস্তাকে দান করেছিলাম।

২২. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলদানেরই ফল।

২৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ফলদায়ক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. সম্প্রসাদক স্থবির অপদান

২৪. হে বুদ্ধ, আপনি মহানবীর সর্ববিধ উপধি হতে বিপ্রমুক্ত। আপনাকে সশ্রদ্ধ বন্দনা। আমার যখন মরণ উপস্থিত হবে তখন যেন আপনিই আমার একমাত্র আশ্রয় হন।

২৫. তখন ত্রিলোকে অদ্বিতীয় পুদ্গল সিদ্ধার্থ ভগবান বলেছিলেন : অনুত্তর সংঘ মহাসাগরের ন্যায় অনন্ত অপ্রমেয়।

২৬. এমন অনুত্তর অনন্তফলদায়ক বিরজ পুণ্যক্ষেত্র সংঘের প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়ে তুমি উত্তম বীজ বপন করো।

২৭. এই বলে আমাকে উপদেশ দিয়ে ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম সর্বজ্ঞ বুদ্ধ উন্মুক্ত আকাশে উড়াল দিয়েছিলেন।

২৮. নরোত্তম সর্বজ্ঞ বুদ্ধ চলে যাবার পর পরই আমি মৃত্যুমুখে পড়েছিলাম এবং তুষিত দেবলোকে জন্মেছিলাম।

২৯. অনন্তফলদায়ক বিরজ পুণ্যক্ষেত্র সংঘের প্রতি চিত্তপ্রসন্নতা হেতু আমি কল্পকাল স্বর্গে আমোদিত হয়েছিলাম।

৩০. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার চিত্ত প্রসন্নতা লাভেরই ফল।

৩১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সম্প্রসাদক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সম্প্রসাদক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. আরামদায়ক স্থবির অপদান

৩২. আমি সিদ্ধার্থ ভগবানের জন্য একটি মনোজ্ঞ আমার তথা উদ্যান তৈরি করেছিলাম। সেখানে নানা ধরনের বৃক্ষের সমারোহ ছিল। বহু জাতীয় পাক-পাখালির কলরবে মুখরিত ছিল সেটি।

৩৩. একদিন আমি পরম পূজনীয় বিরজ বুদ্ধকে দেখেছিলাম। আমি ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম বুদ্ধকে সেই আরামে তথা উদ্যানে নিয়ে গিয়েছিলাম।

৩৪. অতীব হৃষ্ট চিত্তে আমি তাঁকে ফলসহ পুষ্প দান করেছিলাম এবং সেই সাথে সেই উদ্যানটিও দান করেছিলাম।

৩৫. আমি অতীব প্রসন্নমনে বুদ্ধকে উদ্যান দান করেছিলাম বিধায় জন্মে জন্মে আমার বহু সুফল উৎপন্ন হতো।

৩৬. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই উদ্যান দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার উদ্যান দানেরই ফল।

৩৭. আজ থেকে সাঁইত্রিশ কল্প আগে আমি সাতবার সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী মৃদুশীতল চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান আরামদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[আরামদায়ক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. অনুলেপনদায়ক স্থবির অপদান

৩৯. একদিন আমি অর্থদর্শী মুনির এক শ্রাবককে দেখতে পেয়েছিলাম। তিনি তখন নবকর্ম করছিলেন। আমি আস্তে করে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম।

৪০. নবকর্ম শেষ হলে পরে আমি অতীব প্রসন্নচিত্তে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্রে অনুলেপন দান করেছিলাম।

৪১. আজ থেকে একশ আঠার কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার অনুলেপন দানেরই ফল।

৪২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অনুলেপনদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অনুলেপনদায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯. বুদ্ধসংজ্ঞক স্থবির অপদান

৪৩. একসময় উদীয়মান শতরশ্মি সূর্যের ন্যায় আলোকোজ্জ্বল ও পীতরশ্মি চাঁদের ন্যায় শান্ত স্নিগ্ধ ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম সিদ্ধার্থ বুদ্ধ গভীর বনে গিয়েছিলেন।

৪৪. তখন আমি স্বপ্নের মধ্যে লোকনায়ক সিদ্ধার্থ ভগবানকে দেখতে পেয়েছিলাম। তাতে আমার চিত্ত প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল এবং আমি তার ফলে সুগতি স্বর্গলোকে জন্ম নিয়েছিলাম।

৪৫. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই সংজ্ঞা লাভ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধসংজ্ঞা লাভেরই ফল।

৪৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বুদ্ধসংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বুদ্ধসংজ্ঞক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. পব্‌ভারদায়ক স্থবির অপদান

৪৭. আমি প্রিয়দর্শী ভগবানের জন্যে পর্বতের ঢালু জায়গাটি পরিস্কার করেছিলাম এবং পরিভোগের জন্যে জলঘট স্থাপন করেছিলাম।

৪৮-৪৯. তখন মহামুনি প্রিয়দর্শী বুদ্ধ এই বলে তার ফল বর্ণনা করেছিলাম: জন্মে জন্মে আমার হাজারকাণ্ড, শতভাণ্ড ধ্বজাযুক্ত হিরন্ময় অপরিমাণ রত্ন-উৎপন্ন হবে। সেই সাথে পর্বতের ঢালু জায়গাটি পরিস্কার করে দেওয়ার ফলে আমি কল্পকাল স্বর্গে আমোদিত হয়েছিলাম।

৫০. আজ থেকে বত্রিশ কল্প আগে আমি সুসুদ্ধ নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পব্‌ভারদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পব্‌ভারদায়ক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[পদুমকেশর বর্গ একত্রিশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

কেশর, গন্ধীয়, পরমান্ন, ধর্মসংজ্ঞীয় ও ফলদায়ংক,
সম্প্রসাদক, আরাম, অনুলেপ, বুদ্ধসংজ্ঞক
ও পবভারদায়ক এই দশে মিলে একান্ন গাথায় সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩২. আরক্ষাদায়ক বর্গ

১. আরক্ষাদায়ক স্থবির অপদান

১. আমি দ্বিপদশ্রেষ্ঠ ধর্মদর্শী মুনির জন্য একটি বেষ্টনী তৈরি করে আরক্ষা দান করেছিলাম।

২. আজ থেকে একশ আঠার কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই কর্ম বিশেষত্বের ফলে আসবক্ষয় জ্ঞান লাভ করেছি।

৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান আরক্ষাদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[আরক্ষাদায়ক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. ভোজনদায়ক স্থবির অপদান

৪. বেস্‌সভূ জিন অত্যন্ত সুজাত, শালগাছের পত্রমঞ্জরীর ন্যায় অতীব শোভামান এবং উন্মুক্ত আকাশে ইন্দ্রলতার ন্যায় সদা বিরোচিত হতেন।

৫. সেই দেবাতিদেব মহর্ষি বেস্‌সভূ ভগবানকে আমি অতীব প্রসন্নমনে ভোজন দান করেছিলাম।

৬. জন্মে জন্মে তোমার এই দানের ফল উৎপন্ন হোক এই বলে সয়ম্ভূ অপরাজিত বুদ্ধ আমার সেই দান অনুমোদন করেছিলেন।

৭. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ভোজন দানেরই ফল।

৮. আজ থেকে পঁচিশ কল্প আগে আমি একবার অমিত্রক নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ভোজনদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ভোজনদায়ক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. গতসংজ্ঞক স্থবির অপদান

১০. সুনীল উন্মুক্ত আকাশে কোনো পদচিহ্ন নেই। কিন্তু আমি সিদ্ধার্থ জিনকে স্বর্গে ইন্দ্রভবনে যেতে দেখেছিলাম।

১১. সম্যকসম্বুদ্ধের চীবর বাতাসে আন্দোলিত হতে দেখে এবং মহামুনির গমন দেখে সাথে সাথেই আমার মনে পরম ভক্তি উৎপন্ন হয়েছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১২. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই সংজ্ঞা লাভ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধসংজ্ঞা লাভেরই ফল।

১৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান গতসংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[গতসংজ্ঞক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. সপ্তপদুমীয় স্থবির অপদান

১৪. আমি নেসাদ নামক এক ব্রাহ্মণ নদীর কুলে বসবাস করছিলাম। একদিন আমি সাতটি পাতাবিশিষ্ট ফুল দিয়ে গোটা আশ্রমটি ঝাট দিয়েছিলাম।

১৫. একদিন আমি লোকনায়ক সুবর্ণবর্ণ সম্বুদ্ধ সিদ্ধার্থ আকাশমার্গে যেতে দেখে আমার মনে ভীষণ আনন্দভাব উৎপন্ন হয়েছিল।

১৬. ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম সম্বুদ্ধকে দেখে আমি আসন হতে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। তাঁকে আমার আশ্রমে নামিয়ে জলজ পদ্মফুল ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

১৭. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৮. আজ থেকে সাত কল্প আগে আমি চারবার পাদপাবরা নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সপ্তপদুমীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সপ্তপদুমীয় স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. পুষ্পাসনদায়ক স্থবির অপদান

২০. পীতরশ্মি স্নিগ্ধ চাঁদের ন্যায় সুবর্ণ অপরাজিত সিদ্ধার্থ সম্বুদ্ধ আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

২১. সঙ্গে সঙ্গে আমি আসন হতে উঠে দাঁড়িয়ে আমার আশ্রমে প্রবেশ করিয়েছিলাম এবং অতীব প্রসন্নচিত্তে পুষ্পাসন দান করেছিলাম।

২২. হাত জোড় করে আমি তখন বুদ্ধের প্রতি ভক্তিপূর্ণ চিত্তে সেই কর্ম করেছিলাম।

২৩. সয়ম্ভূ অপরাজিতকে পুষ্পাসন দানজনিত আমার যেই পুণ্য অর্জিত হয়েছে, সেই সমস্ত কুশলপুণ্যের দ্বারা আমি যেন শাসনে বিমল হই।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৪. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পাসন দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্পাসন দানেরই ফল।

২৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পুষ্পাসন স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পুষ্পাসন স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. আসন সন্থরিক স্থবির অপদান

২৬. সেই সময় লোকবন্ধু শিখী বুদ্ধের উদ্দেশে নির্মিত একটি উত্তম চৈত্য ছিল। আমি জনমানবহীন গভীর অরণ্যে অজ্ঞানান্ধ হয়ে মুক্তিমার্গ খুঁজছিলাম।

২৭. গভীর অরণ্য হতে বের হয়ে আসার সময় আমি ভগবান বুদ্ধের সিংহাসনটি দেখেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি পরিধেয় বস্ত্রকে একাংশ করে হাত জোড় করে বন্দনা নিবেদন করেছিলাম এবং লোকনায়ক বুদ্ধের ভূয়শী প্রশংসা করেছিলাম।

২৮. বেশ বেলা পর্যন্ত লোকনায়ক বুদ্ধের ভূয়শী প্রশংসা করে আমি হৃষ্ট-তুষ্ট চিত্তে এই বাক্য উচ্চারণ করেছিলাম।

২৯. হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনাকে নমস্কার। হে পুরুষোত্তম, আপনাকে নমস্কার। হে মহাবীর, আপনিই ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম সর্বজ্ঞ।

৩০. এভাবে শিখী ভগবানের ভূয়শী প্রশংসা করার পর তাঁর আসনকে অভিবাদন করেছিলাম এবং উত্তরমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলাম।

৩১. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি বুদ্দবরের যেই ভূয়শী প্রশংসা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ভূয়শী প্রশংসা করারই ফল।

৩২. আজ থেকে সাতাশ কল্প আগে আমি সাতবার অতুল নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান আসন সন্থরিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[আসন সন্থরিক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. শব্দসংজ্ঞক স্থবির অপদান

৩৪. মহাবীর সুদর্শন সিদ্ধার্থ ভগবান তখন অমৃতপদ নিব্যাণ দেশনা করছিলেন। তিনি শ্রাবক-পরিবেষ্টিত হয়ে উত্তম বিহারে বসবাস করছিলেন।

৩৫. তিনি তাঁর সুমধুর বাক্য দিয়ে বিপুল সংখ্যক জনতাকে অমৃতপদ নির্বাণ ধর্ম পরিবেশন করছিলেন। তখন দেবমনুষ্যগণের মধ্যে তাঁর ব্যাপক সুখ্যাতি প্রচারিত হয়েছিল।

৩৬. মহর্ষি লোকনায়ক সিদ্ধার্থ ভগবানের ব্যাপক সুখ্যাতির কথা শুনে আমি তাতে ভীষণ রকম প্রসন্নচিত্ত হয়েছিলাম এবং তাঁকে বন্দনা নিবেদন করেছিলাম।

৩৭. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি বুদ্ধবরের যেই সংজ্ঞা লাভ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধ সংজ্ঞা লাভেরই ফল।

৩৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান শব্দসংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শব্দসংজ্ঞক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. ত্রিরশ্মিয় স্থবির অপদান

৩৯. অভিজাত বংশীয় পশুরাজ সিংহের ন্যায় ও পর্বতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিরাশির ন্যায় সকল দিক আলোকিত করে পর্বত-অভ্যন্তরে সিদ্ধার্থ ভগবান অবস্থান করছিলেন।

৪০. সূর্যালোক, চন্দ্রালোক ও বুদ্ধালোক দেখে আমার মনে প্রবল রকম ভক্তি তথা শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়েছিল।

৪১. এই তিন ধরনের আলোক দেখে পরিধেয় বস্ত্র একাংশ করে আমি লোকনায়ক সম্বুদ্ধ ও তাঁর উত্তম শ্রাবকসংঘের ভূয়শী প্রশংসা করেছিলাম।

৪২. এই পৃথিবীতে অন্ধকার দূরকারী তিনটি আলোকপ্রদায়ী আছে, সেগুলো হচ্ছেঃ চন্দ্র, সূর্য ও ওলাকনায়ক বুদ্ধ।

৪৩. আমি এভাবে বহু উপমাযোগে মহামুনি বুদ্ধের ভূয়শী প্রশংসা করেছিলাম। বুদ্ধের গুণকীর্তন করে আমি কল্পকাল স্বর্গে আমোদিত হয়েছিলাম।

৪৪. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি বুদ্ধের যেই ভূয়শী প্রশংসা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ভূয়শী প্রশংসারই ফল।

৪৫. আজ থেকে একষাট্ট কল্প আগে আমি একবার জ্ঞানধর নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ত্রিরশ্মিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[ত্রিরশ্মিয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. কন্দলীপুষ্পিয় স্থবির অপদান

৪৭. আমি তখন সিন্ধু নদীতীরে এক কৃষক হয়ে জন্মেছিলাম। পরের কাজকর্ম করেই আমি জীবন জীবিকা নির্বাহ করতাম।

৪৮. একদিন আমি সিন্ধু নদীর পারে হাঁটতে হাঁটতে সমাধি হতে উদ্গত, প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় উপবিষ্ট সিদ্ধার্থ জিনকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৪৯. আমি তখন বৃন্তচ্যুত করে সাতটি কন্দলী পুষ্প মাথায় করে নিয়ে আদিত্যবন্ধু বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৫০. সুবর্ণবর্ণ সম্বুদ্ধ ছিলেন ত্রিধাপ্রভিন্ন দুর্লভ মাতঙ্গ হস্তীর ন্যায় গভীর ভাবে সমাহিত।

৫১. আমি সেই প্রজ্ঞাবান ভাবিতেন্দ্রিয় শাস্তার কাছে গিয়ে হাত জোড় করে বন্দনা নিবেদন করেছিলাম।

৫২. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি বুদ্ধের যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৫৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কন্দলীপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কন্দলীপুষ্পিয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. কুমুদমালিয় স্থবির অপদান

৫৪-৫৫. বৃষভ, পরমবীর, মহর্ষি, মারজিয়ী, অভিজাত বংশীং পশুরাজ সিংহের ন্যায় মহারীর পরম পূজনীয় বিপশ্বী ভগবান রথে চড়ে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তখন কুমুদপুষ্পমাল্য হাতে নিয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠের উদ্দেশে ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

৫৬. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি বুদ্ধের যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৫৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কুমুদমালিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কুমুদমালিয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[আরক্ষাদায়ক বর্গ বত্রিশতম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্মারক-গাথা

আরক্ষাদায়ক, ভোজনদায়ক, গতসংজ্ঞী ও পদুমিয়,
পুপ্পাসন, সন্থরিক, শব্দসংজ্ঞী ও ত্রিরশ্মিয়,
কন্দলিক ও কুমুদমালিয় এই দশে মিলে
মোট সাতান্ন গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

৩৩. উমাপুপ্পিয় বর্গ

১. উমাপুপ্পিয় স্থবির অপদান

১. আমি সমাহিতচিত্ত, সমাধিতে গবীরভাবে নিমগ্ন উপবিষ্ট নরোত্তম অপরাজিত সিদ্ধার্থ ভগবানকে দেখেছিলাম।

২. আমি হাতে উমাপুপ্প নিয়ে বুদ্ধকে দান করেছিলাম। এই সমস্ত পুপ্পই একশির, বৃন্ত উর্ধ্বমুখী ও ফুলটি অধঃমুখী।

৩. সিদ্ধার্থ ভগবান আতাশস্থ সুন্দর করে সাজানো পুপ্প মাদুরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে দেখে আমার চিত্ত প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল। আর তাতেই আমি তুষিত স্বর্গে জন্ম নিয়েছিলাম।

৪. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি বুদ্ধের যেই পুপ্পদান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৫. আজ থেকে পঞ্চান্ন কল্প আগে আমি একবার সমন্তছেদন নামক মহাপরাক্রমশালী মহিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উমাপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উমাপুপ্পিয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. পুলিনপূজক স্থবির অপদান

৭. মহান শ্রেষ্ঠপুরুষ নরোত্তম বিপশ্বী শাস্তা বৃষভের ঝুটির ন্যায় জ্বল জ্বল করছিলেন এবং ভোরের শুকতারার ন্যায় মিট মিট করে জ্বলে বিরোচিত হচ্ছিলেন।

৮. হাত জোড় করে শ্রদ্ধায় আমি শাস্তাকে বন্দনা করেছিলাম। আমি শাস্তার ভূয়শী প্রশংসা করেছিলাম এবং স্বীয় কর্মের মাধ্যমে তাকে তুষ্ট করেছিলাম।

৯. আমি সুবিশুদ্ধ সোনালি বালি কোলে নিয়ে মহর্ষি বিপশ্বী ভগবানের হেটে যাওয়া পথে ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

১০. তারপর আমি অর্ধেক পরিমাণ বালি নিয়ে অতীব প্রসন্নচিত্তে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের দিবাবিহারের স্থানে ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১১. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি বুদ্ধের যেই বালি ছিটিয়ে দিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বালি দানেরই ফল।

১২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পুলিনপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পুলিনপূজক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. হাসজনক স্থবির অপদান

১৩. শাস্তার পাংশুকূলিক চীবর গাছের উপর ঝুলানো দেখে আমি হাত জোড় করে আমার হাতদ্বয় আরও বেশি উড্ডীন করেছিলাম।

১৪. দূর থেকে দেখেই আমার মনে আনন্দ উৎপন্ন হয়েছিল। হাত জোড় করে আমার চিত্ত আরও বেশি প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল।

১৫. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি বুদ্ধের যেই সংজ্ঞা লাভ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধসংজ্ঞারই ফল।

১৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান হাসজনক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[হাসজনক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. যজ্ঞস্বামিক স্থবির অপদান

১৭. আমার বয়স মাত্র সাত বৎসর, কিন্তু আমি ছিলাম মন্ত্রধর। আমি তখন প্রবলভাবে কুলব্রত ধারণ করেছিলাম। তাই আমি একটি বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করেছিলাম।

১৮. যজ্ঞের যুপকাষ্ঠে সাজানো চুরাশি হাজার পশুকে আমি হত্যা করিয়েছিলাম।

১৯-২০. উল্কাধারীর ন্যায়, জলন্ত অঙ্গারের ন্যায়, উদীয়মান সূর্যের ন্যায় ও পঞ্চদশীর পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় ত্রিলোকপূজ্য পরম হিতৈষী সর্বসিদ্ধিলাভী সিদ্ধার্থ সম্বুদ্ধ আমার কাছে এসে এই উপদেশ দিয়েছিলেন।

২১. হে কুমার, সকল প্রাণীর প্রতি অহিংসাতেই আমার পরম রুচি। চুরি, অত্যাচার ও মদ্যপান হতে সম্পূর্ণ বিরত হও।

২২. সম্যক চর্যায় রতি, বহু শ্রুততা, কৃতজ্ঞতা ও ইহ জীবনে যা প্রত্যক্ষ পরহিতমূলক ড় এই সমস্ত গুণধর্ম অতীব প্রশংসনীয়।

২৩. এই সমস্ত ধর্ম অনুশীলন করে সর্বসত্ত্বগণের হিতমূলক কাজেরত হও। এবং বুদ্ধের প্রতি চিত্তপ্রসন্ন করে উত্তম মার্গ অনুশীলন কর।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৪. এই বলে ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম সর্বজ্ঞ শাস্তা আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং আকাশমার্গে উড়ে চলে গিয়েছিলেন।

২৫. আগে আমি আমার চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে নিয়েছিলাম এবং পরে চিত্তকে প্রসন্নতায় ভরে তুলেছিলাম। সেই চিত্তপ্রসন্নতাহেতু আমি তুষিত দেবলোকে জন্ম নিয়েছিলাম।

২৬. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি বুদ্ধের যেই চিত্তকে প্রসন্নতায় ভরে তুলেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধসংজ্ঞারই ফল।

২৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান যজ্ঞস্বামিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[যজ্ঞস্বামিক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. নিমিত্তসংজ্ঞক স্থবির অপদান

২৮. আমি তখন চন্দ্রভাগা নদীতীরে একটি আশ্রমে বসবাস করছিলাম। একদিন আমি গভীর বনে একটি সুবর্ণ মৃগ তথা বুদ্ধকে বিচরণ করতে দেখেছিলাম।

২৯. আমি তখন সেই বুদ্ধের প্রতি চিত্তকে প্রসন্ন করে ত্রিলোকশ্রেষ্ঠকে স্মরণ করেছিলাম। সেই চিত্তপ্রসন্নতা হেতু আমি অন্য অনেক বুদ্ধগণকেও স্মরণ করেছিলাম।

৩০. (আমি মনে মনে ভবছিলাম,) অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল বুদ্ধগণ এইভাবে মৃগরাজ বুদ্ধের ন্যায় বিরোচিত হতেন।

৩১. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি বুদ্ধের যেই সংজ্ঞা লাভ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধসংজ্ঞা লাভেরই ফল।

৩২. আজ থেকে সাতাশ কল্প আগে আমি একবার অরণ্যসখো নামক মহাপরাক্রমশালী মহিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নিমিত্তসংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নিমিত্তসংজ্ঞক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬. অন্নসংসাবক স্থবির অপদান

৩৪. বত্রিশমহাপুরুষলক্ষণবিশিষ্ট সোনালি বর্ণের শরীরের অধিকারী সম্বুদ্ধ একদিন বাজোরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন।

৩৫. আমি সেই সর্বসিদ্ধিলাভী, তৃষ্ণামুক্ত, অপরাজিত মহামুনি সিদ্ধার্থ সম্বুদ্ধকে ফাং করে এসে ভোজন করিয়েছিলাম।

৩৬. ত্রিলোকের মহাকারুণিক মুনি আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন। বুদ্ধের প্রতি চিত্তকে প্রসন্ন করে আমি কল্পকাল স্বর্গে আমোদিত হয়েছিলাম।

৩৭. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি বুদ্ধের যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ভিক্ষাদানেরই ফল।

৩৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অন্নসংসাবক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অন্নসংসাবক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. নিগ্‌গুণ্ডিপুপ্পিয় স্থবির অপদান

৩৯. যখন কোনো দেবতা আয়ুক্ষয়ে দেবকায় হতে চ্যুত হন, তখন অন্য দেবতাদের মুখ থেকে অনুমোদনসূচক তিনটি শব্দ বের হয়।

৪০. বন্ধু, এখন থেকে তুমি কামসুগতি ভূমিতে মনুষ্যগণের সাহচর্যে গমন কর। সেখানে তুমি মানুষ হয়ে শ্রদ্ধাবান হয়ে অনুত্তর সদ্ধর্ম লাভ কর।

৪১. সেই শ্রদ্ধা তোমার সুদৃঢ় মূল প্রতিষ্ঠা হোক। আজীবন সুপ্রতিষ্ঠিত সদ্ধর্মে অবিচলিত হও।

৪২. কায়, বাক্য ও মনে বহু কুশল কর্ম সম্পাদন করে ক্রোধহীন ও নিরুপধি হও।

৪৩. তার চেয়ে অধিক পুণ্য বহু দানকার্য সম্পাদন করে অনুত্তর সদ্ধর্মে ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যে নিবিষ্ট হও।

৪৪. এইভাবে যখন বিজ্ঞ দেবতারা পরম অনুকম্পায় আমার দেবলোক চ্যুতি অনুমোদন করেন তখন আকুল স্বরে বলেন, বন্ধু দেব, আবারও এখানে ফিরে এসো।

৪৫. তখন আমি সেই দেবসংঘ সম্মেলনে ভীষণভাবে সংবিগ্ন হয়ে পড়ি এই ভেবে যে, এখান থেকে চ্যুত হয়ে আমি কোথায় জন্ম নেবো।

৪৬. আমার সংবিগ্ন হওয়ার কথা জ্ঞাত হয়ে এক ভাবিতেন্দ্রিয় শ্রমণ আমাকে উদ্ধার করার ইচ্ছায় আমার কাছে এসেছিলেন।

৪৭. পদুদুত্তর বুদ্ধের সুমন নামক শ্রাবকটি অর্থ-ধর্ম অনুসারে আমাকে অনুশাসন করে ভীষণভাবে সংবিগ্ন করেছিলেন।

[বারতম ভাণবার]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৮. তাঁর কথা শুনে আমি ভীষণভাবে বুদ্ধের প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়েছিলাম এবং সেই ধীর শ্রমণকে অভিবাদন করে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

৪৯. পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে আমি সেখানে জন্মেছিলাম। মাতৃগর্ভে বসবাসকালে পুনঃরায় আমাকে ধারণ করেন।

৫০. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমি তাবতিংস স্বর্গে জন্মেছিলাম। এখানে আমি কোনো প্রকার দৌর্মনস্যভাব দেখিনি।

৫১. সেই তাবতিংস স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে আমি আবারও মাতৃগর্ভে জন্মেছিলাম। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর আমি কৃষ্ণ-শুক্ল তথা পাপ-পুণ্য সম্পর্কে জেনেছিলাম।

৫২. আমি মাত্র সাত বৎসর বয়সে শাক্যপুত্রীয় ভগবান গৌতমের বিহারে প্রবেশ করেছিলাম।

৫৩. সেখানে শাস্তার প্রসিদ্ধ প্রবচন বহুমান্য শাসনে বহু শাসন রক্ষাকারী ভিক্ষুগণকে দেখেছিলাম।

৫৪. কোশল রাজ্যে শ্রাবস্তী নামক একটি নগর ছিল। সেই রাজ্যের রাজা হস্তী রথে চড়ে উত্তম বোধিবৃক্ষে গিয়েছিলেন।

৫৫. আমি তার হস্তীকে দেখে আমার পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করেছিলাম। হাত জোড় করে আমি যথাসময়েই গিয়েছিলাম।

৫৬. আমি জন্মের মাত্র সাত বৎসর বয়সেই অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম। আনন্দ নামক শ্রবকই বুদ্ধের সেবাকাজে নিয়োজিত ছিলেন।

৫৭. তিনি ছিলেন গতিমান, ধৃতিমান, স্মৃতিমান ও বহুশ্রুত। তিনি রাজার চিত্তকে প্রসন্নতায় ভরিয়ে দিয়ে বিদায় দিয়েছিলেন।

৫৮. আমি তাঁর ধর্মকথা শুনে আমার পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করেছিলাম। সেখানে দাঁড়িয়েই আমি অর্হত্তব লাভ করেছিলাম।

৫৯. আমি চীবরকে একাংশ করে নতশিরে হাত জোড় করেছিলাম এবং সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করে এই কথা বলেছিলাম।

৬০. আমি নিগ্‌গুণ্ডিপুষ্প হাতে নিয়ে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ পদুমুত্তর শাস্তা বুদ্ধের সিংহাসনে স্থাপন করেছিলাম।

৬১. হে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম, সেই কর্মপ্রভাবে আমি এখন জয়-পরাজয় বিরহিত অচল স্থান নির্বাণ লাভ করেছি।

৬২. আজ থেকে পঁচিশ কল্প আগে আমি আটবার অর্বুদ-নিবর্বুদ কালব্যাপী মনুষ্যাধিপতি ক্ষত্রিয় রাজা হয়েছিলাম।

৬৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নিগ্‌গুণ্ডিপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নিগ্‌গুণ্ডিপুপ্পিয় স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. সুমনা বেলিয় স্থবির অপদান

৬৪. বিপুল জনতা সমবেত হয়ে ত্রেলোকশ্রেষ্ঠ বেস্‌সভূ ভগবানকে মহাপূজা করছিলেন।

৬৫. আমি সুধাপাত্র তৈরি করে ও সুমনাপুপ্পে অলংকার তৈরি করে ভগবানের সিংহাসনের সামনে পূজা করেছিলাম।

৬৬. বিপুল জনতা সমবেত হয়ে সেখানে উত্তম পুপ্পগুলো দেখছিলেন এবং ভাবছিলেন, কে এই পুপ্পগুলো দিয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে পূজা করেছে?

৬৭. সেই চিত্তপ্রসন্নতা হেতু আমি নির্মাণরতি দেবলোকে জন্মেছিলাম এবং পূর্বকৃত সুকর্মের ফল ভোগ করেছিলাম।

৬৮. আমি দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সবখানেই আমি সকলের প্রিয় হতাম। ইহা আমার পুপ্পপূজারই ফল।

৬৯. আমি কখনও কোনো সময় কায়-বাক্য-মনে এই ত্রিদ্বারে সংযত বপস্বীদের আক্রোশ করিনি।

৭০. সেই সুচরিত কর্মহেতু ও চিত্তপ্রণিধিহেতু আমি সকলের কাছেই পূজিত হতাম। ইহা আমার আক্রোশ না করারই ফল।

৭১. আজ থেকে এগার কল্প আগে আমি সহস্রঅরযুক্ত সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৭২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুমনা বেলিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুমনা বেলিয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. পুপ্পচ্ছত্রীয় স্থবির অপদান

৭৩. ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ সিদ্ধার্থ ভগবান চতুরার্যসত্য দেশনা করে বহু সত্ত্বকে দুঃখ থেকে চিরমুক্ত করছিলেন।

৭৪. আমি শতপত্র খুব মনোরম জলজপদ্ম নিয়ে এসে সেই পুপ্প দিয়ে ছত্র তথা ছাতা তৈরি করে বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৭৫. পরম পূজনীয় লোকবিদ সিদ্ধার্থ শাস্তা ভিক্ষুসংঘের মাঝে দাঁড়িয়ে এই গাথাটি বলেছিলেন:

৭৬. যে ব্যক্তি অতীব খুশিমনে আমার মাথার উপর পুপ্পপত্র ধারণ করেছে, চিত্তপ্রসন্নতা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হেতু সে কখনও অপায় দুর্গতিতে পড়বে না।

৭৭. এই বলে লোকনায়ক সিদ্ধার্থ সম্বুদ্ধ পরিষদকে বিদায় দিয়েছিলেন এবং তারপর আকাশমার্গে উড়ে চলে গিয়েছিলেন।

৭৮. দেবনরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ উড়াল দেওয়ার সাথে সাথে শ্বেতচ্ছাত্রটিও উড়াল দিয়েছিল এবং সেই উত্তম ছত্রটি বুদ্ধশ্রেষ্ঠের পেছন পেছন গিয়েছিল।

৭৯. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পছত্র দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্পছত্র দানেরই ফল।

৮০. আজ থেকে চুয়াত্তর কল্প আগে আমি আটবার জলশিখা নামক সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৮১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পুষ্পচ্ছত্রীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পুষ্পচ্ছত্রীয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. সপরিবার ছত্রদায়ক স্থবির অপদান

৮২. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ার মতো করে ধর্মবৃষ্টি বর্ষণ করছিলেন।

৮৩. একদিন আমি সম্বুদ্ধকে অমৃতপদ নির্বাণ দেশনা করতে দেখেছিলাম এবং নিজের চিত্তকে প্রসন্নতায় ভরে তুলে আপন ঘরে চলে গিয়েছিলেন।

৮৪. আমি একটি অলংকৃত ছাতা হাতে নিয়ে নরোত্তম বুদ্ধের কাছে গিয়েছিলাম এবং অতীব খুশিমনে আমি তা আকাশে ছুঁড়ে মেরেছিলাম।

৮৫. সুসজ্জিত যানের মতো ও শান্ত-দান্ত উত্তম শ্রাবকের মতো সেটি সম্বুদ্ধের কাছে গিয়ে মাথার উপর স্থিত হয়েছিল।

৮৬. তারপর পরম অনুকম্পাপরায়ণ মহাকারুণিক, লোকাগ্রনায়ক বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবেশন করে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৮৭. যে ব্যক্তি এই অলংকৃত ও অতীব মনোরম ছাতাটি দান দিয়েছে চিত্তপ্রসন্নতাহেতু সে কখনও অপায় দুর্গতিতে জন্ম নেবে না।

৮৮. সে সাতাবার দেবলোকে দেবরাজত্ব করবে এবং বত্রিশবার চক্রবর্তী রাজা হবে।

৮৯. আজ থেকে লক্ষ কল্প পরে ওক্কাকু কুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্ম নেবেন।

৯০. তাঁর প্রচারিত ধর্মের ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী হবে। পরিশেষে সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

৯১. বুদ্ধে শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্য শুনে আমি অতীব প্রসন্ন মনে আরও বেশি আনন্দ উৎপন্ন করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯২. মনুষ্যজন্ম ত্যাগ করে আমি দেবলোকে জন্মেছিলাম এবং তখন অত্যন্ত মনোরম এক বিমান উৎপন্ন হয়েছিল।

৯৩. আমি যখখন বিমান হতে বের হতাম তখন আমার মাথার উপর শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করা হতো। ঠিক তখনি আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, ইহা আমার পূর্বকৃত পুণ্যকর্মেরই ফল।

৯৪. দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে আমি মনুষ্যলোকে জন্মেছিলাম। আজ থেকে বকেশ সাত কল্প আগে আমি ছত্রিশবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৯৫. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমি তাবতিংস দেবপুরে জন্মেছিলাম। এভাবে ক্রমান্বয়ে জন্মপরিভ্রমণ করে আমি আবার মনুষ্যলোকে জন্মেছিলাম।

৯৬. আমি যখন মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম তখন আমার উপর শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করা হয়েছিল। আমি মাত্র সাত বৎসর বয়সে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

৯৭-৯৮. আমি এক মন্ত্রধর সুনন্দ ব্রাহ্মণ ছিলাম। স্ফটিকের ছাতা হাতে নিয়ে শ্রাবকশ্রেষ্ঠ সারিপুত্র স্থবিরকে দান করেছিলাম। মহাবীর মহাকথী সারিপুত্র স্থবির তার দান অনুমোদন করেছিলেন। আমি তাঁর অনুমোদনসূচক কথা শুনে পূর্বকৃত কর্মের কথা স্মরণ করেছিলাম।

৯৯. হাত জোড় করে আমি নিজের চিত্তকে প্রসন্নতায় ভরে তুলেছিলাম এবং আমার পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে অর্হত্ব লাভ করেছিলাম।

১০০. আসন হতে উঠে আমি নতশিরে হাত জোড় করে সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করে এই কথা বলেছিলাম।

১০১. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে পৃথিবীতে পরম পূজনীয় লোকবিদ অনুত্তর পদুমুত্তর বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১০২. আমি তাঁকে একটি সুসজ্জিত ও সমলংকৃত ছাতা দান করেছিলাম। সয়ম্ভূ অগ্রপুদ্গল পদুমুত্তর বুদ্ধ দুহাতে সেটি নিয়েছিলেন।

১০৩. অহো বুদ্ধ! অহো ধর্ম! অহো আমারশাস্তাসম্পদ! একটি মাত্র ছাতা দানের ফলেই আমি আর দুর্গতিতে জন্ম নিইনি।

১০৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম ক্ষয় হয়েছে। এখন আমি সবাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়েই অবস্থান করছি।

১০৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সপরিবার ছত্রদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সপরিবার ছত্রদায়ক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[উমাপুপ্পিয় বর্গ তেত্রিশতম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্মারক-গাথা

উমাপুপ্পিয়, পুলিন, হাসজনক, যজ্ঞস্বামিক,
নিমিত্ত, অন্নসংসাবক, নিগুণ্ডিপুপ্পিয়, সৃমনাবেলিয়,
পুপ্পচ্ছত্রীয় ও সপরিবার ছত্রদায়ক এই দশে মিলে
মোট একশত পাঁচটি গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

৩৪. গন্ধোদক বর্গ

১. গন্ধধূপিয় স্থবির অপদান

১. আমি সিদ্ধার্থ ভগবানকে সুমন পুপ্পে প্রতিচ্ছন্ন বুদ্ধগণের উপযোগী সুগন্ধী ধূপ দান করেছিলাম।

২-৩. আলোকোজ্জ্বল ইন্দ্রের ন্যায়, প্রবল তেজস্বী সূর্যের ন্যায়, প্রবল পরাক্রমী বাঘের ন্যায় ও পশুরাজ অভিজাত সিংহের ন্যায় কাঞ্চণবর্ণের শ্রমণশ্রেষ্ঠ লোকাগ্রনায়ক বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘ-পরিবৃত হয়ে উপবিষ্ট ছিলেন।

৪. আমি তাঁকে দেখে অতীব প্রসন্নচিত্তে হাত জোড় করেছিলাম এবং শাস্তার রাতুল চরণে বন্দনা করে উত্তরমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলাম।

৫. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই সুগন্ধী দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার সুগন্ধীপূজারই ফল।

৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান গন্ধধূপিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[গন্ধধূপিয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. উদকপূজক স্থবির অপদান

৭. জ্বলন্ত ঘৃতাহুতির ন্যায় ও প্রবল তেজস্বী সূর্যের ন্যায় সুবর্ণবর্ণ সম্বুদ্ধ সুনীল আকাশমার্গ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

৮. হাতে জল নিয়ে আমি আকাশে ছুঁড়ে মেরেছিলাম এবং পরম করুণাময় ঋষি মহাবীর বুদ্ধ সেই জল গ্রহণ করেছিলেন।

৯. আকাশে স্থিত শাস্তা পদুমুত্তর বুদ্ধ আমার সংকল্পের কথা জ্ঞাত হয়ে এই গাথা ভাষণ করেছিলেন।

১০. এই জলদানে আমার মনে যে পরম প্রীতি উৎপন্ন হয়েছিল, তার ফলে আমাকে লক্ষ কল্প অপায় দুর্গতিতে জন্ম নিতে হয়নি।

১১. হে ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ দ্বিপদেন্দ্র নরোত্তম, সেই পুণ্যকর্মের ফলে আমি সমস্ত জয়-পরাজয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ত্যাগ করে অচল স্থান নির্বাণ লাভ করেছিলাম।

১২. আজ থেকে একশ পঁয়ষট্টি কল্প আগে আমি তিনবার সহস্ররাজ নামক চতুরন্ত বিজেতা জনাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উদকপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উদকপূজক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. পুন্নাগপুপ্পিয় স্থবির অপদান

১৪. গভীর বনে আমি এক ব্যাধ হয়ে বসবাস করছিলাম। সুপুপ্পিত পুন্নাগপুষ্প দেখে আমি বুদ্ধশ্রেষ্ঠ স্মরণ করেছিলাম।

১৫. সেই সুগন্ধী শুভ পুন্নাগপুষ্প সংগ্রহ করে আমি বালির চড়ে একটি স্তুপ তৈরি করে বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম।

১৬. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৭. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি একবার সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী অন্ধকারবিধ্বংসী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পুন্নাগপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পুন্নাগপুপ্পিয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. একদুস্সদায়ক স্থবির অপদান

১৯. হংসবতী নগরে তখন আমি ছিলাম তৃণ-বিক্রেতা। তৃণ বিক্রি করেই আমি জীবিকা নির্বাহ করতাম এবং স্ত্রী-পুত্রকে ভরণ-পোষণ করতাম।

২০. সর্ববিধ ধর্মে বিশেষ পারদর্শী লোকনায়ক পদুমুত্তর জিন ঘোর অন্ধকারকে বিদূরিত করে পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

২১. আমি তখন নিজ ঘরে বসে এরূপ চিন্তা করেছিলাম, পৃথিবীতে বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছে। অথচ আমার দান দেওয়ার কিছুই নেই।

২২. আমার এই একটি মাত্র বস্ত্র। আমাকে দান করবে এমন কোনোদায়ক নেই। আমার জীবনে দুঃখের ঘনঘটা নেমে আসলেও আমাকে অবশ্যই কিছু একটা দান করতে হবে।

২৩. এইরূপ চিন্তা করার পর আমার চিত্ত প্রসন্নতায় ভরে উঠিছিল। আমি তখন আমার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বস্ত্রটি হাতে নিয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে দান করেছিলাম।

২৪. আমার একমাত্র বস্ত্রটি দান করার পর আমি চিৎকার করে হর্ষধ্বনি দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, হে মহামুনি বুদ্ধ, সত্যই যদি আপমি বীর হয়ে থাকেন, তবে আমাকে তীর্ণ করুন।

২৫. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ আমার দানের ভূয়শী প্রশংসা করে আমার দান অনুমোদন করেছিলেন এই বলে:

২৬. এই একমাত্র বস্ত্রদানের ফলে ও তার প্রার্থনা অনুসারে এই ব্যক্তি লক্ষ কল্পক্ল বিনিপাত অপায় গমন করবে না।

২৭. ছত্রিশবার দেবেন্দ্র হয়ে দেবলোকে দেবরাজত্ব করবে, তেত্রিশবার চক্রবর্তী রাজা হবে, আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখোবার হবে।

২৮. তুমি দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণকালে অত্যন্ত রূপবান, গুণবান ও শারীরিক শক্তির অধিকারী হবে। আর ইচ্ছামতো সুকোমল সুক্ষ্ম বস্ত্র লাভ করবে।

২৯. এই বলে ধীর পদুমুত্তর সম্বুদ্ধ হংসরাজের ন্যায় আকাশে উড়াল দিয়েছিলেন।

৩০. আমি দেবলোকে অধবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সবখানেই আমার ভোগসম্পত্তির কোনো কমতি ছিল না। ইহা আমার একটি মাত্র বস্ত্র দানেরই ফল।

৩১. আমার প্রতি পদবিক্ষেপে একটি করে বস্ত্র উৎপন্ন হতো। আমি বস্ত্রের উপরই দাঁড়াতাম এবং আমার মাথার উপরও বস্ত্রাচ্ছদন থাকত।

৩২. পর্বত, কানন, বনসহ সমস্ত চক্রবালকে আমি আজ ইচ্ছা করলে বস্ত্র দিয়ে ঢেকে ফেলতে পারি।

৩৩. সেই একটি মাত্র বস্ত্রদানের ফলে আমি ভবাভবে জন্মপরিভ্রমণকালে আমি সুবর্ণবর্ণ হয়েই জন্ম নিয়েছিলাম।

৩৪. একটি মাত্র বস্ত্রদানের ফল এতই সুদূরপ্রসারী যে, এখনো তার শেষ নেই। এই জন্ম আমার অন্তিম জন্ম। এই শেষ জন্মেও বিপাক দিচ্ছে।

৩৫. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি যেই একটি মাত্র বস্ত্র দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার একটি মাত্র বস্ত্রদানেরই ফল।

৩৬. আমার সমসাত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জস্ম ধ্বংস হয়েছে এবং নাগের মতো সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে আমি অবস্থান করাছি।

৩৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একদুস্সদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একদুস্সদায়ক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫. ফুসিতকম্পিয় স্থবির অপদান

৩৮. ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম বিপশ্বী সম্বুদ্ধ তখন ক্ষীণাসব অর্হৎদের সাথে সংঘারামে বসবাস করছিলেন।

৩৯. আট লক্ষ ক্ষীণাসব অর্হৎসহ লোবনায়ক বিপশ্বী ভগবান বিহারের দরজা হতে বের হয়েছিলেন।

৪০. আমি তখন মৃগচর্ম পরিধানকারী ছিলাম। কুসুম কুসুম উষ্ণ জল নিয়ে আমি সম্বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম।

৪১. অতীব প্রসন্নচিত্ত হয়ে আমি হাত জোড় করেছিলাম এবং কুসুম কুসুম উষ্ণ জল নিয়ে বুদ্ধের শরীরে ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

৪২. পদুমুত্তর সম্বুদ্ধ আমার কৃতকর্মের ভূয়শী প্রশংসা করে যেখানে ইচ্ছা চলে গিয়েছিলেন।

৪৩-৪৪. আমি যেই উষ্ণ জল দিয়ে জিনকে পূজা করেছিলাম, তার ফলে আমি পাঁচ হাজার বার পুণ্যধন্য হয়েছিলাম। তম্মধ্যে আমি আড়াই হাজার বার দেবলোকে দেবরাজত্ব করেছিলাম এবং আড়াই হাজার বার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম। অবশেষে আমি সেই কর্মের ফলে অর্হত্ত্ব লাভ করেছি।

৪৫. আমি যখন দেবরাজ অথবা মনুষ্যাধিপতি হয়েছিলাম, তখন আমার নাম ফুসিত রাখা হয়েছিল।

৪৬. আমি দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মেছিলাম, তখন আমার শরীর হতে বারিবিন্দু বর্ষিত হতো।

৪৭. সমস্ত ভব হতে উত্তীর্ণ হয়ে আমি এখন আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ করেছি এবং সর্বাসব অনবশেষক্ষয় সাধন করেছি। ইহা আমার বারিবিন্দু দানেরই ফল।

৪৮. চন্দনকাষ্ঠ হতে যেমন সুগন্ধ পবাহিত হয়, ঠিক তদ্রুপ আমার শরীর হতেও অর্ধক্রোশ পরিমাণ জায়গায় সুগন্ধ প্রবাহিত হয়।

৪৯. আমার শরীর হতে পূর্বকৃত পুণ্যকর্ম সম্ভূত দিব্যগন্ধ প্রবাহিত হলে পরে লোকেরা দিব্যগন্ধের ঘ্রাণ পেয়ে বুঝে ফেলত এখানে ফুসিত এসেছেন।

৫০. বিভিন্ন গাছপালা, তৃণগুল্ম লতা প্রভৃতিও আমার সংকল্পের কলা জ্ঞাত হয়ে সেই মুহূর্তে সুগন্ধ ছড়াত।

৫১. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি যেই চন্দন বারিবিন্দু দিয়ে পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বারিবিন্দু দানেরই ফল।

৫২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ফুসিতকম্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ফুসিতকম্পিয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬. প্রভংকর স্থবির অপদান

৫৩. গভীর বনে ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ পদুমুত্তর ভগবানের একটি চৈত্য ছিল। তাতে বহু হিংস্র শিকারী পশু অবাধে বসবাস করত।

৫৪. তাই সেই চৈতটি ছিল বেশ বিপদসংকুল। তেমন কেউই সেখানে চৈত্য বন্দনা করতে যেত না। সেই চৈত্যটি তখন ভেঙে গিয়ে তৃণ লতাগুল্মে ছেয়ে গিয়েছিল।

৫৫. পিতামাতার মৃত্যুর পর আমি তখন এক বনকর্মী হয়েছিলাম। একদিন গভীর বনে তৃণলতাগুল্ম সমাকীর্ণ একটি স্তুপ দেখতে পেয়েছিলাম।

৫৬. আমি সেই বুদ্ধ স্তূপটি দেখে বেশ গৌরব করে পরিচর্যা করছিলাম। মনে মনে ভীষণ আঘাত পেয়েছিলাম এই ভেবে যে, বুদ্ধশ্রেষ্ঠের এই স্তূপটি অযত্ন অবহেলায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

৫৭. আমি তখন সেই বুদ্ধস্তূপটির গুণাগুণ ও যোগ্যতা-অযোগ্যতা সম্বন্ধে জানতে না পারায় বুদ্ধস্তূপটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন না করে অন্য কাজে লেগে গেলাম।

৫৮. তারপর আস্তে আস্তে করে তৃণকাষ্ঠ ও বালি পরিস্কার করে সেই চৈত্যটিকে বন্দনা করে আটবার প্রদক্ষিন করে চলে গিয়েছিলাম।

৫৯. সেই সুক্রত কর্মের প্রভাবে ও প্রার্থনা অনুসারে আমি মনুষ্য দেহ ত্যাগ করে তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

৬০. সেখানে আমার জন্য সুনির্মিত ষাটযোজন দীর্ঘ ও ত্রিশযোজন প্রস্থ সুবর্ণ প্রভাস্বর ব্যামপ্রাসাদ উৎপন্ন হয়েছিল।

৬১. আমি দেবলোকে তিনশবার দেবরাজত্ব করেছিলাম এবং পঁচিশবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৬২. ভবাভবে জন্মপরিভ্রমণকালে আমি মহা ভোগসম্পত্তি লাভ করেছিলাম এবং তখন আমার ভোগ্যসম্পত্তির কোনো কমতি ছিল না। ইহা আমার পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করারই ফল।

৬৩. আমি যখন সিবিকা হস্তীর পিঠে চড়ে গভীর অরণ্যে যেতাম, তখন যেদিকেই যেতাম আমার আশ্রয়ের কোনো অভাব থাকত না।

৬৪. পথিমধ্যে আমি কোনো ধরনের স্থানু, কাঁটা বা গোজা দেখতে পেতাম না। অতীতের পুণ্যপ্রভাবে সেগুলো আপনাতেই সরে যেতো।

৬৫. আমার শরীরে কখনও কোনো কু'রোগ, ফোঁড়া, চর্মরোগ, মৃগীরোগ, খোঁস-পাঁচড়া, দাউদ, চুলকানি প্রভৃতি রোগ দেখা দিত না। ইহা আমার পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করারই ফল।

৬৬. বুদ্ধস্তূপ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার ফলে আমার অন্য আরও আশ্চর্য ফল লাভ হয়েছিল, তা হচ্ছে : সেই থেকে আমার শরীরে কোনো প্রকার ফুসকুরি দেখা দেয়নি।

৬৭. বুদ্ধস্তূপ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার ফলে আমার অন্য আরও আশ্চর্য ফল লাভ হয়েছিল, তা হলো : সেই থেকে আমি দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে এই দুই ভবে জন্মেছি।

৬৮. বুদ্ধস্তূপ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার ফলে আমার অন্য আরও আশ্চর্য ফল লাভ হয়েছিল, তা হচ্ছে : সেই থেকে আমার মুখবর্ণ সর্বদাই উজ্জ্বল ও সুপ্রসন্ন হতো।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬৯. বুদ্ধস্তূপ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার ফলে আমার অন্য আরও আশ্চর্য ফল লাভ হয়েছিল, তা হলো : সেই থেকে আমার জীবনে অপ্রিয় জিনিস দূরে সরে যেতো এবং প্রিয় জিনিসই আমার কাছে উপস্থিত হতো।

৭০. বুদ্ধস্তূপ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার ফলে আমার অন্য আরও আশ্চর্য ফল লাভ হয়েছিল, তা হচ্ছে : সেই থেকে জন্মে জন্মে আমার চিত্ত অত্যন্ত বিশুদ্ধ, একাগ্র ও সমাহিত থাকত।

৭১. বুদ্ধস্তূপ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার ফলে আমার অন্য আরও আশ্চর্য ফল লাভ হয়েছিল, তা হলো : একাসনে বসেই আমি অর্হত্ত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়েছি।

৭২. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধস্তূপ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করারই ফল।

৭৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান প্রভংকর স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[প্রভংকর স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. তৃণকুটিদায়ক স্থবির অপদান

৭৪. বন্ধুমতি নগরে আমি ছিলাম একজন শ্রমিক। পরের কাজ করেই আমি জীবন জীবিকা নির্বাহ করতাম।

৭৫. একদিন নির্জনে বসে আমি এইরূপ চিন্তা করেছিলাম, জগতে বুদ্ধের আবর্ভাব হয়েছে, কিন্তু আমার তো সামর্থ্য নেই।

৭৬. আমার গতি ঠিক করার এখনই উপযুক্ত সময়। সেই সুক্ষণটি এখন আমার তৈরি হয়েছে। পাপী সত্ত্বগণ বিষম নারকীয় দুঃখে নিপতিত হয়।

৭৭. এইরূপ চিন্তা করে আমি আমার মালিকের কাছে গিয়েছিলাম এবং একটি কাজের প্রার্থনা জানিয়ে গভীর বনে প্রবেশ করেছিলাম।

৭৮. তৃণকাষ্ঠ ও বালি সংগ্রহ করে আমি তখন ত্রিদণ্ডে স্থিত একটি তৃণকুটি নির্মাণ করেছিলাম।

৭৯. সেই কুটিটি সংঘের উদ্দেশে দান করে আমি সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে মালিকের কাছে গিয়েছিলাম।

৮০. সেই সুকৃত কর্মের ফলে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম। সেখানে আমার জন্য অনিন্দ্য সুন্দর কুটি দিব্যবিমান নির্মিত হয়েছিল।

৮১. সেখানে আমার সহস্র কাণ্ডবিশিষ্ট, ধ্বজাপতাকাময় হিরণ্ময় দিব্যবিমান উৎপন্ন হয়েছিল।

৮২. আমি দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করিনা কেন, সর্বত্রই আমার সংকল্পের কথা জেনে আমার জন্য প্রাসাদ উপস্তিত হতো।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮৩. যে কোনো ধরনের ভয়, ত্রাস, লোমহর্ষ আমার জীবনে কখনও দেখা দিত না। ইহা আমার তৃণকুটির দানেরই ফল।

৮৪. সিংহ, বাঘ, নেক্রেবাঘ, ভালুক প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীরাও আমাকে এড়িয়ে চলতো। ইহা আমার তৃণকুটির দানেরই ফল।

৮৫. সরীসৃপ প্রাণীকুল, সাপ, থূত, কম্ভাণ্ড ব্রাক্ষস প্রভুতি সত্ত্বগণও আমাকে এড়িয়ে চলতো। ইহা আমার তৃণকুটির দানেরই ফল।

৮৬. আমি কখনও পাপমূলক দুঃস্বপন্ন দেখেছি বলে স্মরণ করতে পারি না। আমার মনে সব সময় স্মুতি উপস্থিত থাকত। ইহা আমার তৃণকুটির দানেরই ফল।

৮৭. এই রূপে তৃণকুটি দানেরফল ভোগ করে আমি গৌতম ভগবানের কাছে ধর্ম সাক্ষাৎ করেছিলাম।

৮৮. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার তৃণকুটি দানেরই ফল।

৮৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তৃণকুটিদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তৃণকুটিদায়ক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. উত্তরীয়দায়ক স্থবির অপদান

৯০. হংসবতি নগরে আমি তখন অধ্যাপক, মন্ত্রধর ও ত্রিবিদে পারদর্শী এক ব্রাক্ষণ ছিলাম।

৯১. জাতিতে বিশুদ্ধ ও সুশিক্ষিত আমি সশিষ্য পরিবেষ্টিত জল সেচনের জন্যে নগর হতে বের হয়েছিলাম।

৯২. সর্ববিধ ধর্মে পারদর্শী জিন পদ্মুত্তর বুদ্ধ হাজারো ক্ষণাসব অর্হৎ পরিবেষ্টিত হয়ে নগরে প্রবেশ করেছিলেন।

৯৩. অর্হৎ পরেবেষ্টিত অনিন্দ্য সুন্দর অকুতোভয়ী বুদ্ধকে দেখে আমার মনে প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল।

৯৪. হাত জোড় করে নতশিরে আমি সেই সুব্রত বুদ্ধকে বন্দনা নিবেদন করেছিলাম এবং অতীব প্রসন্নমচিত্তে একটি উত্তরীয় দান করেছিলাম।

৯৫. আমি দুহাতে উত্তরীয় বস্ত্রটি ধরে আকাশের দিকে ছুঁড়ে মরেছিলাম। দেখা গেল সেই বস্ত্রটি তখন সমগ্র বুদ্ধ পরিষদকে আচ্ছাদিত করেছিল।

৯৬. সেই উত্তরীয় বস্ত্রটি তখন পিণ্ডচারণরত মহাভিক্ষুসংঘের মাথার উপর শামিয়ানার মতো করে স্থিত হয়েছিল। সেই দৃশ্যটি আমাকে ভীষণ ভাবে আনন্দ দিয়েছিল।

৯৭. ঘর হতে বের হয়ে পথে দাঁড়িয়ে সয়ম্ভূ অগ্রপুদ্গল শাস্তা আমার সেই দান অনুমোদন করেছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯৮. যে ব্যক্তি আমাকে অতীব প্রসন্নচিত্তে একটি উত্তরীয় বস্ত্র দান করেছে, এখন আমি তার ভূয়শী প্রশংসা করব। তোমরা মনযোগ দিয়ে আমার কথা শোন।

৯৯. সে ত্রিশ হাজার কল্প দেবলোকে রমিত হবে এবং পঞ্চাশবার দেবেন্দ্র হয়ে দেবরাজত্ব করবে।

১০০. পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে দেবলোকে বসবাসকালে তার উপর শতযোজন বিস্তৃত শামিয়ানার মতো বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকবে।

১০১. ছত্রিশবার সে চক্রবর্তী রাজা হবে, আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হবে।

১০২. ভবভবান্তরে জন্মপরিভ্রমণকালে পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে মনে মনে সে যখনি যেটি চাইবে তৎখনাৎ তার সেটি উৎপন্ন হবে।

১০৩. এই ব্যক্তি কোশেয়্য কম্বল, ক্ষৌমবস্ত্র, কার্পাস বস্ত্র ও বহু মূল্যবান বস্ত্র লাভ করবে।

১০৪. এই ব্যক্তি যখনি যেটি চাইবে তৎখনাৎ সেটি লাভ করবে। সব সময় সে একটি মাত্র বস্ত্রদানের ফল এভাবেই ভোগ করবে।

১০৫. পরবর্তীকালে সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে গৌতম ভগবানের কাছে ধর্ম প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ করবে।

১০৬. স্তবির স্বগত উচ্চারণ করে বললেন, অহো, আমি মহর্ষি সর্বজ্ঞ বুদ্ধের কাছে কত সুকর্মই না করেছিলাম! মাত্র একটি বস্ত্র দান করেই আমি অমৃতপদ নির্বাণ লাভ করেছি।

১০৭. মণ্ডপে, বৃক্ষমূলে অথবা শূন্য ঘরে আমি যেখানেই বসবাস করি না কেন, সবখানেই আমার ব্যামপরিমাণ জায়গা জুড়ে শামিয়ানার মতো বস্ত্রাচ্ছাদনী ধারণ করা হতো।

১০৮. আমি অযাচিতভাবেই দান পাওয়া চীবরই পরিধান করি এবং অন্ন-পানীয়সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লাব করি। ইহা আমার উত্তরীয় বস্ত্র দানেরই ফল।

১০৯. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বস্ত্র দানেরই ফল।

১১০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উত্তরীয়দায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উত্তরীয়দায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯. ধর্মশ্রবণীয় স্থবির অপদান

১১১. সর্বধর্মে পারদর্শী জিন পদুমুত্তর বুদ্ধ চতুরার্যসত্য দেশনা দিয়ে বহু মানষকে মুক্ত করেছিলেন।

১১২. তখন আমি একজন বিখ্যাত জটিল সন্ন্যাসী। একদিন আমি বঙ্কলবস্ত্র ধুনতে ধুনতে আকাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম।

১১৩. যেতে যেতে বুদ্ধশ্রেষ্ঠের ঠিক উপরে যাওয়ার সাথে সাথে আমি আর যেতে পারছিলাম না। শেলবিদ্ধ পাখির ন্যায় আর ডেতে পারছিলাম না।

১১৪. অতীতে আমার চলার পথে এমনটি তো কখনও হয়নি! জলে ডুব দিয়ে চলার মতো করেই আমি আকাশ মার্গ দিয়ে চলাচল করি।

১১৫. কোনো এক মহৎ মানুষ নিচে বসে থাকতে পারেন। খুঁজে দেখলে সবচেয়ে ভালা হয়। তাতে ইহার কারণটি জানা যাবে।

১১৬. আকাশ থেকে নামার সময় আমি শাস্তার শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম। তখন তিনি অনিত্য বিষয়ে দেশনা করছিলেন। আমি মাটিতে নেমে তাঁর কাছ থেকে সেটি শিখে নিয়েছিলাম।

১১৭. তাঁর কাছ থেকে অনিত্য সংজ্ঞা লাভের পর আমি আমার আশ্রমে চলে গিয়েছিলাম এবং যথা আয়ুষ্কাল বেঁচে থেকে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

১১৮. আমি এই শেষ জন্মেও সেই ধর্মশ্রবণের কথা স্মরণ করেছিলাম। পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে আমি তাবতিংস স্বর্গে জন্মেছিলাম।

১১৯. ত্রিশ হাজার কল্প আমি দেবলোকে রমিত হয়েছিলাম এবং একান্ন বার দেবরাজত্ব করেছিলাম।

১২০. একাত্তরবার আমি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম এবং অসংখ্যবার প্রাদেসিক রাজা হয়েছিলাম।

১২১. পিতৃগৃহে বসে এক ভাবিতেন্দ্রিয় শ্রমণ গাথাযোগে দেশনা করার সময় অনিত্য সম্পর্কে বলেছিলেন।

১২২. ভবভবান্তরে জন্মপুরভ্রমণকালে আমি সেই লব্ধসংজ্ঞা অনুস্মরণ করতাম; কিন্তু শেষ পর্যন্ত অচ্যুতপদ নির্বাণ লাভ করিনি।

১২৩. সকল সংস্কার অনিত্য, উৎপত্তি ও বিলয় ধর্মী, উৎপন্ন হওয়ার পরক্ষনেই নিরুদ্ধ হয়। সেগুলোর অনবশেষ উপশমই সুখ।

১২৪. এই গাথা শুনে আমি আমার পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করেছিলাম। তারপর একাসনে বসেই আমি অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

১২৫. আমি মাত্র সাত বৎসর বয়সে অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম। চক্ষুষ্মান বুদ্ধ আমার গুণ অবগত হয়ে আমাকে উপসম্পদা দেয়েছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১২৬. বালক বয়সেই আমি আমার সমস্ত করণীয় সম্পন্ন করেছি। শাক্যপুত্রের শাসনে এখন আমার করণীয় কী-ই বা আছে!

১২৭. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার সদ্ধর্ম শ্রবণেরই ফল।

১২৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ধর্মশ্রবণীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ধর্মশ্রবণীয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. উৎক্ষিপ্ত পদুমীয় স্থবির অপদান

১২৯. হংসবতি নগরে আমি এক মালি ছিলাম। সরোবরে অবতরণ করে আমি শত পাপড়িযুক্ত পদ্মফুল খুঁজতেছিলাম।

১৩০-১৩১. সর্ববিধ ধর্মে পারদর্শী জিন পদুমুত্তর বুদ্ধ শতসহস্র শান্তচিত্ত, ষড়াভিজ্ঞ, ধ্যানী, পরিশ্রদ্ধ ক্ষীণাসব অর্হৎকে সঙ্গে নিয়ে আমার উন্নতি-শ্রীবৃদ্ধির জন্যে আমার কাছে এসেছিলেন।

১৩২. আমি দেবাতিদেব লোকনায়ক সয়ম্ভূ বুদ্ধকে দেখেই বৃন্তচ্যুত করে একটি শত পাপড়িযুক্ত পদ্মফুল আকাশে ছুড়ে মেরেছিলাম।

১৩৩. হে ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম বীর সত্যই আপনি যদি বুদ্ধ হয়ে থাকেন, তবে নিজে গিয়ে শতপাপড়িযুক্ত পদ্মফুলগুলো মাথায় ধারণ করুন।

১৩৪. ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম মহাবীর অধিষ্ঠান করেছিলেন। বুদ্ধের অমিত প্রভাবে সেই পদ্মফুলগুলো মাথায় ধারণ করেছিল।

১৩৫. সেই সুকৃত পুণ্যপ্রভাবে ও প্রার্থনা অনুসারে আমি মনুষ্য দেহ ত্যাগ করে তাবতিংস স্বর্গে জন্মেছিলাম।

১৩৬. সেখানে আমার সুনির্মিত দিব্যবিমানকে 'শতপত্র' বলা হয়। সেটি ষাটডোজন দীর্ঘ ও ত্রিশযোজন প্রস্থ।

১৩৭. আমি হাজার বার দেবেন্দ্র হয়ে দেবরাজ্যে দেবরাজত্ব করেছিলাম এবং পঁচাত্তরবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৩৮. আর আমি অসংখ্যবার প্রাদেসিক রাজা হয়েছিলাম। পূর্বকৃত সুকর্মের ফলই আমি ভোগ করেছিলাম।

১৩৯. মাত্র একটি পদ্মফুল দানের ফলে আমি দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করেছিলাম এবং গৌতম ভগবানের ধর্ম সাক্ষাৎ করেছিলাম।

১৪০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম ধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়েই অবস্থান করছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৪১. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পদ্মফুল দানেরই ফল।

১৪২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উৎক্ষিপ্ত পদুমীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উৎক্ষিপ্ত পদুমীয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[গন্ধোদক বর্গ চৌত্রিশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

গন্ধধূপিয় উদকপূজক, পুন্নাগপুপ্পিয়, একদুস্‌স,
ফুসিত, প্রভংকর, তৃণকুটিদায়ক, উত্তরীয়,
ধর্মশ্রবণীয় ও উৎক্ষিপ্ত পদুমীয় এই দশে মিলে
মোট একশত বিয়াল্লিশ গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৫. একপদুমীয় বর্গ

১. একপদুমীয় স্থবির অপদান

১. সর্ববিধ ধর্মে পারদর্শী জিন পদুমুত্তর বুদ্ধ ভবভবান্তরে ধর্মকে সহজবোধ্য উপায়ে ব্যাখ্যা করে বহু মসত্ত্বকে সংসারস্রোত পার করে দিচ্ছিলেন।

২. আমি তখন হংসরাজ হয়ে জন্মেছিলাম। আমি ছিলাম পাখিকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। আমি তখন প্রাকৃতিক হ্রদে অবগাহন করে হংসক্রীড়া করছিলাম।

৩. পরমপূজনীয় লোকবিদ জিন পদুমুত্তর বুদ্ধ সেই প্রাকৃতিক হ্রদের উপরে এসেছিলেন।

৪-৫. দেবাতিদেব লোকনায়ক সয়ম্ভূ বুদ্ধকে দেখে আমি একটি মনোরম শতপাপড়িযুকাত পদ্মফুল বৃন্তচ্যুত করে ঠোঁটে নিয়ে অতীব প্রসন্নমনে অনন্ত আকাশে ছুঁড়ে মেরে লোকনায়ক বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে পূজা করেছিলাম।

৬. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর শাস্তা অন্তরীক্ষে দাঁড়িয়ে এই বলে আমার দান অনুমোদন করেছিলেন।

৭. এই একটি মাত্র পদ্মফুল দানের ফলে ও প্রার্থনা-অনুসারে সে লক্ষ কল্প বিনিপাত অপায় গমন করবে না।

৮. এই বলে পদুমুত্তর সম্বুদ্ধ আমার কর্মের ভূয়শী প্রশংসা করে যেখানে ইচ্ছা চলে গিয়েছিলেন।

৯. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একপদুমীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একপদুমীয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. ত্রি-উৎপলমালিয় স্থবির অপদান

১১. চন্দ্রভাগা নদীতীরে তখন আমি এক বানর হয়েছিলাম। একদিন আমি পর্বতমধ্যে উপবিষ্ট বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

১২. তখন তিনি সুপুষ্পিত শালবৃক্ষের সর্বদিক আলোকিত করে জ্বল জ্বল করছিলেন। এমন মহাপুরুষলক্ষণসম্পন্ন ও অশিতি অনুব্যঞ্জনসম্পন্ন বুদ্ধকে দেখে আমি ভীষণ রকম খুশি হয়েছিলাম।

১৩. অতীব উদগ্র চিত্তে, প্রীতিপ্রফুল্ল হৃষ্টমনে আমি তিনটি উৎপলপুষ্প হাতে নিয়ে তাঁর মাথার উপর দান করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৪. মহর্ষি বিপশ্বী ভগবানকে পুষ্পগুলো দান করে আমি অত্যন্ত সগৌরবে উত্তরমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলাম।

১৫. অতীব প্রসন্নমনে তাঁকে পিছন ফেলে যাবার সময় তীরের শূলে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

১৬. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা-অনুসারে আমি মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে তাবতিংস স্বর্গে জন্মেছিলাম।

১৭. আমি তিনশতবার দেবলোকে দবরাজত্ব করেছিলাম এবং পাঁচশতবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৮. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ত্রি-উৎপলমালিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ত্রি-উৎপলমালিয় স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. ধ্বজাদায়ক স্থবির অপদান

২০. তখন ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম শাস্তা তিস্‌স বুদ্ধ ছিলেন। উপাধিক্ষয়ী বুদ্ধকে দেখে আমি ধ্বজা দান করেছিলাম।

২১. সেই সুকৃত কর্মের পুণ্যপ্রভাবে ও প্রার্থনা-অনুসারে আমি মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

২২. আমি তিনশত বার দেবলোকে দেবরাজত্ব করেছিলাম এবং পাঁচশতবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৩. আমি অসংখ্যবার প্রাদেসিক রাজা হয়েছিলাম। এভাবে আমি আমার পূর্বকৃত সুকর্মের ফল ভোগ করেছিলাম।

২৪. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ধ্বজাদানেরই ফল।

২৫. আজ আমি চাইলেই সমগ্র পর্বত কাননকে ক্ষৌমবস্ত্রে ঢেকে ফেলতে পারি। ইহা আমার কৃতকর্মেরই ফল।

২৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ধ্বজাদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ধ্বজাদায়ক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪. ত্রিকিংকণিপূজক স্থবির অপদান

২৭. হেমালয়ের অনতিদূরে 'ভূতগণ' নামক একটি পর্বত ছিল। সেখানে আমি গাছের মাথায় ঝুলে থাকা পাংশুকূল চীবর দেখেছিলাম।

২৮. তখন আমি তিনটি কিংকণিপুষ্প সংগ্রহ করে আনন্দিত মনে সেই পাংশ্রকূল চীবরকে পূজা করেছিলাম।

২৯. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্প দানেরই ফল।

২৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ত্রিকিংকণিপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ত্রিকিংকণিপূজক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. নলাগারিক স্থবির অপদান

৩১. হিমালয়ের অনতিদূরে হারিত নামক একটি পর্বত ছিল। সয়ম্ভূ নারদ বুদ্ধ তখন সেখানে একটি বৃক্ষমূলে বসবাস করছিলেন।

৩২. আমি নলখাগড়া দিয়ে একটি কুটির তৈরি করে দিয়ে তাতে তৃণাচ্ছাদন দিয়েছিলাম। চংক্রমণ স্থান পরিস্কার করে দিয়ে আমি সয়ম্ভূকে দান করেছিলাম।

৩৩. এই পুণ্যের ফলে আম চেওদ্দ কল্প দেবলোকে রমিত হয়েছিলাম এবং চুয়াত্তরবার দেবলোকে দেবরাজত্ব করেছিলাম।

৩৪. চুয়াত্তরবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম। আর অসংখ্যবার প্রাদেসিক রাজা হয়েছিলাম।

৩৫. আমার দিব্যবিমানটি ছিল ইন্দ্রভবনের ন্যায় সুউচ্চ, সহস্রস্তম্ভবিশিষ্ট, অত্যন্ত প্রভাস্বর ও অতুলনীয়।

৩৬. পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে আমি দ্বিবিধ সম্পত্তি ভোগ করে গৌতম ভগবানের শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

৩৭. ভাবনায় নিয়োজিত হয়ে অচিরেই আমি উপশান্ত নিরুপধি হয়েছি এবং নাগের মতো সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়েই অবস্থান করছি।

৩৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নলাগারিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নলাগারিক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬. চম্পকপুপ্পিয় স্থবির অপদান

৩৯. হিমালয়ের অনতিদূরে জাপল নামক একটি পর্বত ছিল। সেই পর্বেতে সুদর্শন নামক বুদ্ধ নাকম বুদ্ধ বসবাস করছিলেন।

৪০. একদিন আমি হাতে ফুল নিয়ে হিমালয়ে গিয়েছিলাম। গিয়ে স্রোতোত্তীর্ণ, সম্পূর্ণ অনাসক্ত বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৪১. আমি তখন মাথায় করে সাতটি চম্পকপুষ্প নিয়ে মহর্ষি সয়ম্ভূ বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৪২. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৪৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান চম্পকপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[চম্পকপুপ্পিয় স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. পদুমপূজক স্থবির অপদান

৪৪. হিমালয়ের অনতিদূরে রোমসো নামক একটি পর্বত ছিল। সেই পর্বতের খোলা আকাশের নিচে সম্ভব নাকম বুদ্ধ বসবাস করেছিলেন।

৪৫. ভবন হতে বের হয়ে আমি পদ্মফুল ধারণ করেছিলাম এরং একবার মাতে ধারণ করার পর পুনঃরায় ভবনে চলে গিয়েছিলাম।

৪৬. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্প পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৪৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পদুমপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পদুমপূজক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

[তেরতম ভাণবার সমাপ্ত]

৮. তৃণমুষ্টিদায়ক স্থবির অপদান

৪৮. হিমালয়ের অনতিদূরে লম্বক নামক একটি পর্বত ছিল। সেই পর্বতে উপতিস্স নামক সম্বুদ্ধ উন্মুক্ত আকাশে চংক্রমণ করছিলেন।

৪৯. তখন আমি গভীর অরণ্যে মৃগশিকারী ছিলাম। একদিন আমি দেবতাতিদেব অপরাজিত সয়ম্ভূ সম্বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলোম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫০. তখন আমি অতীব প্রসন্নমনে মহর্ষি বুদ্ধকে বসার জন্য এক মুষ্টি তৃণ দান করেছিলাম।

৫১. দেবাতিদেব সম্বুদ্ধকে দান দেওয়ার পর আমার চিত্ত আরও বেশি করে প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল। তারপর সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করে উত্তরমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলাম।

৫২. চলে যাবার সাথে সাথে আমাকে পশুরাজ সিংহ ভীষণভাবে আক্রান্ত করেছিল। সিংহ কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে আমি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

৫৩. মাত্র কিছুক্ষণ আগে আমি অনাসক্ত বুদ্ধশ্রেষ্ঠের উদ্দেশে যেই কর্ম করেছিলাম, সেই পুণ্যের ফলে গতিতে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৫৪. পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে সেখানে আমার দিব্যপ্রাসাদটি ছিল অত্রন্ত সুন্দর, সহস্রকাণ্ডবিশিষ্ট, শত গম্বুজবিশিষ্ট, ধ্বজাসম্পন্ন ও হিরন্ময়।

৫৫. মতরশ্মি সূর্যের উদয় হলেও সেই দিব্যপ্রসাদের প্রভা ততটুকু ম্লান হতো না। আর দেবকন্যারা আমাকে নানাভাবে আমোদিত করে রাখত।

৫৬. দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে পূর্বকৃত পুণ্য প্রভাবে মানুষ হয়ে জন্ম নিয়ে আমি আসবক্ষয়জ্ঞান লাভ করেছি।

৫৭. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই বসার আসন দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার এক মুষ্টি তৃণ দানেরই ফল।

৫৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তৃণমুষ্টিদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তৃণমুষ্টিদায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. তিন্দুকফলদায়ক স্থবির অপদান

৫৯. আমি পর্বত-অভ্যন্তরে উপবিষ্ট কণিকার পুষ্পের মতো উজ্জ্বল, স্রোতাত্তীর্ণ, অনাসক্ত, বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৬০. কোষযুক্ত তিন্দুক ফল দেখে আমি প্রণমে খোসা ফেলে দিয়ে তারপর অতীব প্রসন্নমনে সয়ম্ভূকে দান করেছিলাম।

৬১. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফল দানেরই ফল।

৬২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তিন্দুকফল স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তিন্দুকফল স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০. একাঞ্জলিয় স্থবির অপদান

৬৩. সেই সময় রোমসো নামক সম্বুদ্ধ নদীর পাড়ে বসবাস করছিলেন। একদিন আমি পীতরশ্মি চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৬৪. উজ্জ্বল আলোকবর্তিকার মতো, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিরাশির মতো ও আকাশে জ্বল জ্বল করে জ্বলা অতীব শোভমান শুকতারার মতো সম্বুদ্ধকে একবার মাত্র অঞ্জলি নিবেদন করেছিলাম।

৬৫. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই অঞ্জলি নিবেদন করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার অঞ্জলি নিবেদনেরই ফল।

৬৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একাঞ্জলিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একাঞ্জলিয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[একপদুমীয় বর্গ পঁয়ত্রিশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

পদুমীয়, উৎপলমালিয়, ধ্বজাদায়ক, কিংকণি,
নলাগারিক, চম্পক, পদুম, তৃণমুষ্টি, তিন্দুক,
একাঞ্জরীয় স্থীবর এই দশে মিলে
মোট ছেষট্টি গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

৩৬. শব্দসংজ্ঞক বর্গ

১. শব্দসংজ্ঞক স্থবির অপদান

১. আমি তখন গভীর অরণ্যে এক মৃগশিকারী ছিলাম। একদিন আমি সেখানে দেবসংঘপরিবেষ্টিত সম্বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

২. তিনি তখন মহাজনতাকে উদ্ধার তরে চতুরার্যসত্য দেশনা করছিলেন। আমিও তার সেই কোকিলস্বরতুল্য সুমধুর বাক্য শুনেছিলাম।

৩. সেই লোকবন্ধু শিখী মুনির ব্রহ্মস্বরের প্রতি চিত্তকে প্রসন্ন করে আজ আমি আসবক্ষয়জ্ঞান লাভ করেছি।

৪. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার চিত্ত প্রসন্নতারই ফল।

৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান শব্দসংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[শব্দসংজ্ঞক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. যবকলাপিয় স্থবির অপদান

৬. তখন আমি অরুনবতী নগরে যবশস্য চাষী ছিলাম। একদিন পথে সম্বুদ্ধকে দেখে একগুচ্ছ যবশস্য বিছিয়ে দিয়েছিলাম।

৭. পরম করুণাময় অনুকম্পাকারী লোকাগ্রনায়ক শিখী বুদ্ধ আমার সংকল্পের কথা জ্ঞাত হয়ে সেই যবশস্যের গুচ্ছের উপর বসেছিলেন।

৮. সেই যবশস্যের উপর বিমল বিনায়ক মহাধ্যানীকে উপবিষ্ট দেখে আমার মন অসীম প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল। তারপর আমি সেখানে মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

৯. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার চিত্ত যবগুচ্চ বিছিয়ে দেওয়ারই ফল।

১০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান যবকলাপিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[যবকলাপিয় স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. কিংশুকপূজক স্থবির অপদান

১১. সুপুষ্পিত কিংশুক পুষ্প দেখে আমি হাত জোড় করে সিদ্ধার্থ বুদ্ধকে স্মরণ করে আকাশে পূজা করেছিলাম।

১২. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার চিত্ত বুদ্ধপূজারই ফল।

১৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কিংশুকপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কিংশুকপূজক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. সকোষক কোরণ্ডদায়ক স্থবির অপদান

১৪. লোকবন্ধু শিখী বুদ্ধের গত পদচিহ্ন দেখে আমি আমার পরিধেয় অজিনচর্মকে একাংশ করে সেই শ্রেষ্ঠ পদচিহ্নকে বন্দনা নিবেদন করেছিলাম।

১৫. ধরণীতে জন্ম নেওয়া করবী পুষ্প দেখে আমি সেটিকে কোষসহ নিয়ে বুদ্ধের পদচিহ্নকে পূজা করেছিলাম।

১৬. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পদচিহ্ন পূজারই ফল।

১৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সকোষক কোরণ্ডদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সকোষক কোরণ্ডদায়ক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. দণ্ডদায়ক স্থবির অপদান

১৮. তখন আমি গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে বাঁশ কেটে অবলম্বন তৈরি করে সংঘকে দান করেছিলাম।

১৯. অতীব প্রসন্নচিত্তে সেই সুব্রদ সংঘকে আলম্বন দান করে ও অভিবাদন করে উত্তরমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলাম।

২০. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই দণ্ড বা অবলম্বন দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার দণ্ডদানেরই ফল।

২১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান দণ্ডদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[দণ্ডদায়ক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. অম্বযাগুদায়ক স্থবির অপদান

২২. সয়ম্ভূ অপরাজিত শতরশ্মি সম্বুদ্ধ সমাধিদ হতে উঠে ভিক্ষার জন্যে আমার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন।

২৩. সদা প্রসন্নমনা পচ্চেকবুদ্ধকে দেখে আমি অতীব প্রসন্নমনে অম্লযাগু দান করেছিলাম।

২৪. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার অম্লযাগু দানেরই ফল।

২৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অম্বযাগুদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অম্বযাগুদায়ক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. সুপুটক পূজক স্থবির অপদান

২৬. দিবাবিহার করার পর লোকনায়ক বিপশ্বী বুদ্ধ ভিক্ষা করতে করতে আমার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন।

২৭. তারপর আমি অতীব প্রীতিপূর্ণ মন নিয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে একটি ছোট্ট লবনের কৌটা দান করেছিলাম।

২৮. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই লবনের কৌটা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার লবনের কৌটা দানেরই ফল।

২৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুপুটক পূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুপুটক পূজক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. মঞ্চদায়ক স্থবির অপদান

৩০. আমি ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ বিপশ্বী ভগবানকে অতীব প্রসন্নমনে নিজ হাতে একটি মঞ্চ (খাট) দান করেছিলাম।

৩১. সেই মঞ্চদানের ফলে আমি হস্তিযান, অশ্বযান ও দিব্যযান লাভ করেছিলাম। পরিশেষে আমি আসবক্ষয়জ্ঞানও লাভ করেছি।

৩২. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই মঞ্চ দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার মঞ্চদানেরই ফল।

৩৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মঞ্চদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মঞ্চদায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. শরণগমনীয় স্থবির অপদান

৩৪. তখন আমি একজন আজীবক সন্ন্যাসী ছিলাম। একদিন এক ভিক্ষু ও আমি একসাথে একটি নৌকায় উঠেছিলাম। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল নৌকাটি আস্তে আস্তে ভেঙে যাচ্ছিল। তখন সেই ভিক্ষু আমাকে ত্রিশরণ দিয়েছিলেন।

৩৫. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে সেই ভিক্ষু যে আমাকে ত্রিশরণ দিয়েছিলেন সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ত্রিশরণ গ্রহণেরই ফল।

৩৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান শরণগমনীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শরণগমনীয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. পিণ্ডপাতিক স্থবির অপদান

৩৭. তখন তিস্‌স সম্বুদ্ধ গভীর অরণ্যে অবস্থান করছিলেন। আমি তুষিত স্বর্গ হতে এখানে এসে পিণ্ডপাত দান করেছিলাম।

৩৮. মহাযশস্বী তিস্‌স সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করে আমি গভীর প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিলাম এবং তারপর তুষিত স্বর্গে চলে গিয়েছিলাম।

৩৯. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম. সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পিণ্ডপাত দানেরই ফল।

৪০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পিণ্ডপাতিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পিণ্ডপাতিক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[শব্দসংজ্ঞক বর্গ ছত্রিমতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

শব্দসংজ্ঞক, যবকলাপিয়, কিংশুক, কোরণ্ডদায়ক,
দণ্ডদায়ক, অম্বযাগু, সুপুটকপূজক ও মঞ্চদাযক,
শরণগমনীয় ও পিণ্ডপাতিক স্থবির এই দশে মিলে,
মোট চল্লিশটি গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৭. মন্দাবরপুপ্পিয় বর্গ

১. মন্দাবরপুপ্পিয় স্থবির অপদান

১-২. তাবতিংস দেবলোক হতে আমি মঙ্গল নামক মানবক এখানে এসে মন্দার নামক পুষ্প হাতে নিয়ে সমাধিতে উপবিষ্ট মহর্ষি বিপশ্বী ভগবানের মাথার উপর ধারণ করেছিলাম। সপ্তাহকাল পর্যন্ত এভাবে ধারণ করে দেবলোকে পুনঃরায় চলে গিয়েছিলাম।

৩. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মন্দাবরপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মন্দাবরপুপ্পিয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. কক্কারুপুপ্পিয় স্থবির অপদান

৫. যাম দেবলোক হতে এখানে এসে অতীব সুন্দর কক্কারুপুষ্পমাল্য নিয়ে বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৬. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই বুদ্ধপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কক্কারুপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কক্কারুপুপ্পিয় স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. ভিসমুলালদায়ক স্থবির অপদান

৮. সর্ববিধ ধর্মে পারদর্শী সর্বজ্ঞ ফুস্‌স সম্বুদ্ধ বিবেকসুখে অবস্থানের ইচ্ছায় আমার কাছে এসেছিলেন।

৯. তখন বুদ্ধশ্রেষ্ঠ মহাকারুণিক জিনের প্রতি অতীব প্রসন্নচিত্ত হয়ে তাঁকে পদ্মফুলের ডাঁটা দান করেছিলাম।

১০. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পদ্মফুলের ডাঁটা দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পদ্মফুলের ডাঁটা দানেরই ফল।

১১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ভিসমুলালদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ভিসমুলালদায়ক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. কেশরপুষ্পিয় স্থবির অপদান

১২. তখন আমি হিমালয় পর্বতে একজন বিদ্যাধর ছিলাম। একদিন আমি মহাযশস্বী বিরজ বুদ্ধকে চংক্রমণ করতে দেখেছিলাম।

১৩. তখন আমি তিনটি কেশরপুষ্প মাথায় করে নিয়ে বেস্‌সভূ সম্বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়ে পূজা করেছিলাম।

১৪. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কেশরপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কেশরপুষ্পিয় স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. অংকোলপুষ্পিয় স্থবির অপদান

১৬. পদুম সম্বুদ্ধ তখন চিত্তকূটে বসবাস করছিলেন। একদিন আমি সেই অপরাজিত সয়ম্ভূ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

১৭. সুপুষ্পিত অংকোলপুষ্প দেখে আমি তা নিয়ে পরম জিন পদুম সম্বুদ্ধের কাছে পূজা করেছিলাম।

১৮. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অংকোলপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অংকোলপুষ্পিয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. কদম্বপুষ্পিয় স্থবির অপদান

২০. একসময় বত্রিশ মহাপুরুষলক্ষণসম্পন্ন স্বণের মতো উজ্জ্বল সুবর্ণবর্ণ সম্বুদ্ধ বাজরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন।

২১. আমি আমার উত্তম প্রসাদে বসেই লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম। তারপর আমি কদম্বপুষ্প হাতে নিয়ে বিপশ্বী ভগবানকে পূজা করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২২. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই বুদ্ধপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কদম্বপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কদম্বপুষ্পিয় স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. উদ্দালকপুষ্পিয় স্থবির অপদান

২৪. অনোম নামক সম্বুদ্ধ এক নদীর উপকূলে বসবাস করছিলেন। আমি উদ্দালক পুষ্প হাতে নিয়ে অপরাজিত বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম।

২৫. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উদ্দালকপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উদ্দালকপুষ্পিয় স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. একচম্পকপুষ্পিয় স্থবির অপদান

২৭. এক উপশান্ত সম্বুদ্ধ পর্বতমধ্যে বসবাস করছিলেন। একদিন আমি এক চম্পকপুষ্প হাতে নিয়ে সেই নরোত্তম সম্বুদ্ধের কাছে গিয়েছিলাম।

২৮. আমি অতীব প্রসন্নমনে সেই অপরাজিত মুনিশ্রেষ্ঠ পচ্চেক সম্বুদ্ধকে উভয় হাত জোড় করে পূজা করেছিলাম।

২৯. আজ থেকে পঁয়ষট্টি কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৩০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একচম্পকপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একচম্পকপুষ্পিয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯. তিমিরপুষ্পিয় স্থবির অপদান

৩১. আমি তখন চন্দ্রভাগা নদীতীরের নিম্ন অববাহিকায় বসবাস করছিলাম। একদিন আমি সুপুষ্পিত শালবৃক্ষের ন্যায় সমুজ্জ্বল বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩২. আমি অতীব প্রসন্নচিত্তে তিমির পুষ্প হাতে নিয়ে মুনিশ্রেষ্ঠ পচ্চেকবুদ্ধের মাথায় ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

৩৩. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৩৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তিমিরপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তিমিরপুষ্পিয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. সললপুষ্পিয় স্থবির অপদান

৩৫. তখন আমি চন্দ্রভাগা নদীতীরে এক কিন্নর হয়ে ছিলাম। সেখানে আমি একদিন দেবাতিদেব নরোত্তম বুদ্ধকে চংক্রমণ করতে দেখেছিলাম।

৩৬. সললপুষ্প সংগ্রহ করে আমি বুদ্ধকে দান করেছিলাম। তখন মহাবীর বুদ্ধ দিব্যগন্ধযুক্ত সলল পুষ্পের গন্ধ শুঁকেছিলেন।

৩৭. লোকনায়ক মহাবীর বিপশ্বী সম্বুদ্ধ সেগুলো হাতে নিয়ে আমার সামনেই সললপুষ্পেরে গন্ধ শুঁকেছিলেন।

৩৮. আমি অতীব প্রসন্নমনে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে বন্দনা করার পর হাত জোড় করে পুনঃরায় পর্বতে চলে গিয়েছিলাম।

৩৯. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৪০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সললপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সললপুষ্পিয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[মন্দারবপুষ্পিয় বর্গ সাঁইত্রিশতম বর্গ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্মারক-গাথা

মন্দার, কক্কারু, ভিসমুলাল, কেশর, অংকোল,
কদম্ব, উদ্দালক, একচম্পক, তিমিরপুপ্পিয়,
সললপুপ্পিয় এই দশটি অপদান মিলে
মোট চল্লিশটি গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

৩৮. বোধিবন্দনা বর্গ

১. বোধিবন্দক স্থবির অপদান

১. সেই সময় ধরণীজাত হরিদ্বর্ণ পাটলী বোধিবৃক্ষকে আমি একাংশ করে হাত জোড় করে বন্দনা করেছিলাম।

২-৩. আমি হাত জোড় করে পরম গৌরবসহকারে ভিতরশুদ্ধ, বাহিরশুদ্ধ, সুবিমুক্ত, অনাসক্ত, লোকপূজিত, করুণাজ্ঞান সাগর সাক্ষাৎ বিপশ্বী সম্বুদ্ধের ন্যায় পাটলী বোধিবৃক্ষকে বন্দনা করেছিলাম।

৪. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই বোধিবৃক্ষকে বন্দনা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বোধিবৃক্ষ বন্দনারই ফল।

৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বোধিবন্দক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বোধিবন্দক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. পাটলীপুপ্পিয় স্থবির অপদান

৬. সয়ম্ভূ অগ্রপুদ্গল জিন বিপশ্বী ভগবান সশিষ্য পরিবেষ্টিত হয়ে বন্ধুমতিনগরে প্রবেশ করেছিলেন।

৭. আমি তখন আমার মাথায় তিনিটি পাটলীপুষ্প স্থাপন করে স্নান করার ইচ্ছায় নদীতীর্থে গিয়েছিলেন।

৮-৯. বন্ধুমতি নগর হতে বের হয়ে ইন্দুপরীরর ন্যায় আলোকোজ্জ্বল, সূর্যের ন্যায় প্রবল তেজস্বী, প্রবল পরাক্রমী বাঘের ন্যায় ও অভিজাত পশুরাজ সিংহের ন্যায় লোকনায়ক শ্রমণশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘ-পরিবেষ্টিত হয়ে চলে যাচ্ছিলেন আমি দেখতে পেয়েছিলাম।

১০. তখন আমি ক্লেশমল বিধৌত সুগত বুদ্ধশ্রেষ্ঠের প্রতি অতীব প্রসন্ন হয়ে তিনটি পুষ্প নিয়ে পূজা করেছিলাম।

১১. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পাটলীপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পাটলীপুপ্পিয় স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. ত্রি-উৎপলমালিয় স্থবির অপদান

১৩. চন্দ্রভাগা নদীতীরে আমি এক বানর ছিলাম। একদিন আমি পর্বত-মধ্যে উপবিষ্ট বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

১৪. সর্বদিক আলোকিত করা সুপুপ্পিত শালবৃক্ষের ন্যায় মহাপুরুষলক্ষণ ও অনুব্যঞ্জনসম্পন্ন বুদ্ধকে দেখে আমি ভীষণভাবে খুশি হয়েছিলাম।

১৫. আমি অতীব উদ্গ্রমনে ও প্রীতিপূর্ণ আনন্দিতচিত্তে তিনটি উৎপলপুপ্প মাথার উপর দান করেছিলাম।

১৬. মহর্ষি ফুস্‌স বুদ্ধকে পুপ্পপূজা করার পর আমি সগৌরবে উত্তরমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলাম।

১৭. আমি অতীব প্রসন্নমনে ভগবানকে পেছর ফেলে চলে যাচ্ছিলাম। এমন সময় অঅমি গিরিখাদে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

১৮. সেই সুকৃত কর্মচেতনা ও প্রার্থনা প্রভাবে আমি পূর্বের বানর জন্ম ত্যাগ করে তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

১৯. আমি তিনশত বার দেবলোকে দেবরাজত্ব করেছিলাম এবং পাঁচশতবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২০. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুপ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ত্রি-উৎপলমালিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ত্রি-উৎপলমালিয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪. পট্টিপুপ্পিয় স্থবির অপদান

২২. মহর্ষি পদুমুত্তর সম্বুদ্ধ যখন পরিনির্বাপিত হলেন, তখন বহু মানুষ সমবেত হয়ে তাঁর শরীর কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

২৩. পদুমুত্তর বুদ্ধের শরীর নিয়ে যাওয়ার সময় সুমধুর সুরে ভেরি বাজানো হচ্ছিল। আমি তখন অতীব প্রসন্ন মনে পট্টিপুপ্প দিয়ে শরীর পূজা করেছিলাম।

২৪. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি যেই পুপ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার শরীর পূজারই ফল।

২৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পট্টিপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পট্টিপুপ্পিয় স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. সপ্তপর্ণিয় স্থবির অপদান

২৮. লোকনায়ক সুমন সম্বুদ্ধ পৃথিবীতে জন্ম নিলে পরে আমি অতীব প্রসন্নমনে সপ্তপর্ণীবৃক্ষ দিয়ে পূজা করেছিলাম।

২৯. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি যেই সপ্তপর্ণীবৃক্ষ দিয়ে পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার সপ্তপর্ণীবৃক্ষ দিয়ে পূজা করারই ফল।

৩০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সপ্তপর্ণিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সপ্তপর্ণিয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬. গন্ধমুষ্টিয় স্থবির অপদান

৩৩. পরিনির্বাপিত ভগবান বুদ্ধের জন্য শ্মশান তৈরির নানাবিধ সুগন্ধী দ্রব্য সংগৃহীত হয়েছিল। আমি তাতে অতীব প্রসন্নমনে এক মুষ্টি সুগন্ধী দ্রব্য দান দিয়ে পূজা করেছিলাম।

৩৪. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি যেই শ্মশানে সুগন্ধী দিয়ে পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার সুগন্ধী দিয়ে পূজা করারই ফল।

৩৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান গন্ধমুষ্টিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[গন্ধমুষ্টিয় স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. চিতক পূজক স্থবির অপদান

৩৮. পদুমুত্তর ভগবান পরিনির্বাপিত হওয়ার পর তাঁর শরীর শ্মশান মঞ্চে তোলা হলে আমি তাঁকে শালপুষ্প দিয়ে পূজা করেছিলাম।

৩৯. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার শ্মশান পূজারই ফল।

৪০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান চিতক পূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[চিতক পূজক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮. সুমন তালবন্টিয় স্থবির অপদান

৪৩. আমি সিদ্ধার্থ ভগবানকে একটি তালপাতার পাখা দান করেছিলাম। এবং সেই সুমনপুষ্পে প্রতিচ্ছন্ন মহার্ঘ তালপাতার পাখাটি ধারণ করেছিলাম

৪৪. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই তালপাতার পাখা দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার তালপাতার পাখা দানেরই ফল।

৪৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুমন তালবন্টিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুমন তালবন্টিয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. সুমনদামিয় স্থবির অপদান

৪৮. স্নাতক তপস্বী সিদ্ধার্থ ভগবানের সামনে দাঁড়িয়ে আমি সুমনপুষ্পমাল্য ধারণ করেছিলাম।

৪৯. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পমাল্য ধারণ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্পমাল্য ধারণ করারই ফল।

৫০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুমনদামিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুমনদামিয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০. কাসুমারিফলদায়ক স্থবির অপদান

৫৩. পর্বত-অভ্যন্তরে উপবিষ্ট কণিকার পুষ্পের মতো উজ্জ্বল, ত্রিরোকশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম বিরজ বুদ্ধকে আমি দেখতে পেয়েছিলাম।

৫৪. আমি অতীব প্রসন্নমনে নতশিরে হাত জোড় করেছিলাম এবং কাসুমারিফল হাতে নিয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে দান করেছিলাম।

৫৫. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলদানেরই ফল।

৫৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কাসুমারিফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কাসুমারিফলদায়ক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[বোধিকন্দনা বর্গ আটত্রিশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

বোধি, পাটলি, ত্রি-উৎপল, পট্টিপুষ্পিয়, সপ্তপর্ণিয়,
গন্ধমুষ্টিয়, চিতকপূজক, সুমনতালবন্টিয়, সুমনদামিয়,
কাসুমারিফলদায়ক স্থবির এই দশে মিলে,
মোট আটান্নটি গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৯. অবটফল বর্গ

১. অবটফলদায়ক স্থবির অপদান

১. শতরশ্মি অপরাজিত সয়ম্ভূ ভগবান সম্বুদ্ধ বিবেকসুখে অবস্থানের ইচ্ছায় ভিক্ষার জন্য বহির্গত হয়েছিলেন।

২. নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে দেখে আমি ফল হাতে নিয়ে তার নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম এবং প্রসন্ন মনে অবটফল দান করেছিলাম।

৩. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলদানেরই ফল।

৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অবটফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অবটফলদায়ক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. লবুজদায়ক স্থবির অপদান

৭. সেই সময় আমি বন্ধুমতি নগরের একজন আরামিক ঝিলাম। একদিন আমি বিরজ বুদ্ধকে সুনীল আকাশমার্গ দিয়ে যেতে দেখেছিলাম।

৮. আমি লবুজফল হাতে নিয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে দান করেছিলাম। মহাযশস্বী বুদ্ধ আকাশে দাঁড়িয়েই আমার দান গ্রহণ করেছিলেন।

৯. আমার ইহজীবনেই হিতসুখের জন্যে ভীষণ । ক্তিপ্রবণ মন নিয়ে আমি অতীব প্রসন্নমনে বুদ্ধকে ফল দান করেছিলাম।

১০. তার ফলে আমি বিপুল সুখ ও প্রীতি লাভ করেছিলাম। আমি যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন সেখানে আমার রত্ন উৎপন্ন হতো।

১১. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলদানেরই ফল।

১২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান লবুজদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[লবুজদায়ক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. উদুম্বরফলদায়ক স্থবির অপদান

১৫. পুরুষুত্তম বুদ্ধ বিনতা নদীতীরে অবস্থান করছিলেন। একদিন আমি ভীষণরকম একাগ্র, সুসমাহিত বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

১৬. তখন আমি আমার ক্লেশমল বিধৌত করার জন্য অতীব প্রসন্নমনে উদুম্বর ফল হাতে নিয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে দান করেছিলাম।

১৭. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলদানেরই ফল।

১৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উদুম্বরফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উদুম্বরফলদায়ক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. পিলক্ষফলদায়ক স্থবির অপদান

২১. গভীর অরণ্যে মহাযশস্বী অথূদর্শী বুদ্ধকে দেখে আমি অতীব প্রসন্নমনে পিলক্ষফল দান করেছিলাম।

২২. আজ থেকে একশত আঠার কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলদানেরই ফল।

২৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পিলক্ষফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পিলক্ষফলদায়ক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. ফারুসফলদায়ক স্থবির অপদান

২৬. পরম পূজনীয় সুবর্ণবর্ণ সম্বুদ্ধ রথে চড়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় আমি তাঁকে ফারুসফল তেঁতুল বা কাগজি লেবু?) দান করেছিলাম।

২৭. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলদানেরই ফল।

২৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ফারুসফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ফারুসফলদায়ক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. বল্লিফলদায়ক স্থবির অপদান

৩১. তখন বহু মানুষ একসঙ্গে মিলে বনে গিয়েছিলেন। সেখানে ফল খুঁজতে খুঁজতে ফল পেয়েছিলেন।

৩২. সেখানে আমি হঠাৎ অপরাজিত সয়ম্ভূ সম্বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম এবং অতীব প্রসন্নমনে বল্লিফল তথা একজাতীয় লতাফল দান করেছিলাম।

৩৩. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলদানেরই ফল।

৩৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বল্লিফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বল্লিফলদায়ক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. কদলিফলদায়ক স্থবির অপদান

৩৭. আমি কণিকার পুষ্পের মতো উজ্জ্বল, থরা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় স্নিগ্ধ ও দীপবৃক্ষের ন্যায় জ্যোতির্ময় লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩৮. আমি তখন কলা হাতে নিয়ে শাস্তাকে দান করেছিলাম এবং প্রসন্নচিত্তে বন্দনা করে চলে গিয়েছিলাম।

৩৯. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলদানেরই ফল।

৪০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কদলিফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কদলিফলদায়ক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. পনসফলদায়ক স্থবির অপদান

৪৩. সেই সময় অজ্জুনো নামক পচ্চেক সম্বুদ্ধ হিমালয়ে বসবাস করছিলেন। তিনি ছিলেন ভিক্ষাচারসম্পন্ন ও সমাধিকুশল মুনি।

৪৪. প্রাণ রক্ষাকারী বিশাল একটি কাঠাল নিয়ে পাতার উপর রেখে আমি শাস্তাকে দান করেছিলাম।

৪৫. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলদানেরই ফল।

৪৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পনসফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পনসফলদায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯. সোণকোটিবীস স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময়ে এক মহাধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শ্রেষ্ঠীপদে অধিষ্ঠিত হলেন। একদিন তিনি উপাসকদের সাথে বিহারে গিয়ে শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে প্রসন্নমনে ভগবানের চংক্রমণস্থানটি পাকা করে দিলেন। একটি গুহা তৈরি করে তাতে নানা ধরণের বস্ত্র দিয়ে আচ্ছাদিত করে, উপরে শামিয়ানা টাঙিয়ে চৌদিকের সংঘকে দান দিলেন এবং সেই সাথে মহাদান দিয়ে প্রার্থনা করলেন। শাস্তা তার প্রার্থনা অনুমোদন করেন।

সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণকালে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই কল্পে কাশ্যপ বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর ও আমাদের গ্যেতম বুদ্ধের আবর্ভাবের পূর্বে বারণাসীতে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি নদীতীরে একটি পর্ণশালা তৈরি করে বসবাসরত এক পচ্চেকবুদ্ধকে তিনমাস যাবৎ চর্তুপ্রত্যয় দিয়ে সেবা-পূজা করেন। পচ্চেকবুদ্ধ বর্ষাবাস শেষে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে গন্ধমাদন পর্বতে চলে গেলেন। সেই কুলপুত্রও আজীবন পুণ্যকর্ম করে সেখাস থেকে মৃত্যুর পর দেবমনুষ্যলোকে সঞ্চরণ করতে করতে আমাদের ভগবানের সময়ে চম্পানগরে এক অগ্রশ্রেষ্ঠীর পরিবারে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন। তার প্রতিসন্ধি গ্রহণের পর থেকে সেই শ্রেষ্ঠীর ধনসম্পত্তি অতিশয় বৃদ্ধি পেতে লাগল। তিনি যেদিন ভূমিষ্ঠ হলেন সেদিন সমস্ত নগরে মহালাভ-সৎকার-সম্মান উৎপন্ন হয়েছিল। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তিনি বৃহৎ পরিষদের সাথে বেড়ে উঠেছিলেন।

অতঃপর আমাদের ভগবান যখন সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভের পর ধর্মচক্র প্রবর্তন করে বিম্বিসার রাজার আমন্ত্রণে রাজগৃহকে আশ্রয় করে বসবাস করছিলেন, তিনি তার আশি হাজার বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে রাজগৃহে গেলেন। শাস্তার কাছে গিয়ে ধর্মকথা শুনে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিত হলেন। মাতাপিতার অনুমতি নিয়ে ভগবানের কাছে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করেন। তারপর তিনি শাস্তার কাছে কর্মস্থান নিয়ে জনসংসর্গ ত্যাগ করে সীতবনে অবস্থান করতে থাকেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি চিন্তা করলেন, আমার শরীর অত্যন্ত সুকোমল। সুখময় জীবনযাপনের মাধ্যমে সুখ লাভ করা সম্ভব নয়। তাই শরীরকে কষ্ট দিয়েই শ্রামণ্যব্রত পালন করতে হবে।

তারপর তিনি মনে মনে অধিষ্ঠান করে কঠোর ধ্যানে নিয়োজিত হলেন। তিনি আরদ্ধবীর্যসহকারে চংক্রমণ করতে করতে পায়ের তলায় ফোঁসকো দেখা দিল। ভীষণ ব্যাথা করতে লাগল। সেই ব্যাথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে আরও দৃঢ়বীর্যসহকারে ভাবনা করা সত্ত্বেও জ্ঞান লাভে সক্ষম না হওয়ায় তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, এমন কঠোরভাবে চেষ্ঠা করা সত্ত্বেও আমি এখনো মার্গফল লাভ করতে পারলাম না। প্রব্রজ্জিত হয়ে থেকে আমার লাভ কী! বরঞ্চ গৃহী হয়ে সুখভোগ করা ও পুণ্যকর্ম করাই ভালো হবে।

অতঃপর শাস্তা তার চিত্তবিতর্ক জ্ঞাত হয়ে তার কাছে গেলেন। তাঁকে বীণার উপমাযোগে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপদেশ দিয়ে বীর্যের সমতা বিধানের বিধি বুঝিয়ে দিয়ে কর্মস্থান ঠিক করে দিয়ে ভগবান গৃধ্রকূট পর্বতে চলে গেলেন। এদিকে শাস্তার উপদেশ পেয়ে সোণ বীর্যের সমতা বিধান করে বিদর্শন ভাবনা করে অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'বিপশ্বী ভগবানের প্রবচন' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪৯-৫০. বিপশ্বী ভগবানের প্রবচন তথা উপদেশ শুনে আমি অতীব পসন্নমনে বন্ধুমা রাজধানীতে একটি গুহা তৈরি করে উক্ত গুহার সমস্ত জায়গা বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে চৌদিকের সংঘকে দান করেছিলাম এবং প্রার্থনা করেছিলাম।

৫১. সম্বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, আমি যেন প্রব্রজ্যা লাভ করতে পারি এবং পরমা শান্তি অনুত্তর নির্বাণ লাভ করতে পারি।

৫২. পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে নব্বই কল্প ধরে আমি কৃতপুণ্য দেবতাও মনুষ্য হয়ে বিরোচিত হয়েছিলাম।

৫৩. পরিশেষে আমি এই অন্তিম জন্মে চম্পানগরে এক অগ্রশ্রেষ্ঠীর ঘরে একমাত্র পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৫৪. আমার জন্মের সংবাদ শোনার পর আমার পিতার এই ইচ্ছা উৎপন্ন হয়েছিল যে, আমি কুমারকে অন্যূন বিশ কোটি ধন দেব।

৫৫. তখন আমার উভয় পদতলে চারি আঙুল প্রমাণ অতীব সুক্ষ্ম, মৃদুস্পর্শ তুলার ন্যায় শুভ্র লোমজাত হয়েছিল।

৫৬. বিগত নব্বই কল্প এবং এই এক কল্পব্যাপী বিস্তৃত সময়ে অনাচ্ছাদিত ভূমিতে আমার পা পড়েছে বলে আমার জানা নেই।

৫৭. আমার বহুল প্রার্থিত অনাগারিক প্রব্রজ্যা আমি লাভ করেছি এবং অর্হত্ত্ব লাভ করে এখন আমি শীতভূত নিবৃত।

৫৮. এখন আমি সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী বুদ্ধ কর্তৃক স্বীকৃত যে, আমিই আরদ্ধবীর্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এখন আমি ক্ষীণাসব অর্হৎ, ষড়াভিজ্ঞ ও মহাঋদ্ধিমান।

৫৯. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার গুহা দানেরই ফল।

৬০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৬১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৬২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬৩. ভিক্ষুসংঘের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোটিবীস সোণ স্থবির অনোতপ্ত মহানদীতে নিজের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর এভাবে দিয়েছিলেন।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সোণকোটিবীস স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সোণকোটিবীস স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. পূর্বকর্ম পিলেতিক বুদ্ধ স্থবির অপদান

৬৪-৬৫. অনোতপ্ত নদীর পাশে নানাবিধ রত্ন ও সুগন্ধের মহাসমারোহে রমণীয় শিলাসনে বসে সুব্রহৎ ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত লোকনায়ক সম্যকসম্বুদ্ধ নিজের পূর্বকৃত কর্ম সম্বন্ধে সবিস্তার বর্ণনা দিয়েছিলেন।

৬৬. হে ভিক্ষুগণ, আমার পূর্বকৃত পিলেতিক (অনাবৃত) কর্মের কথা মন দিয়ে শোন; যা বুদ্ধত্ব লাভের পরও বিপাক দান করে।

(১)

৬৭. পূর্বে কোনো এক জন্মে আমি মুনালি নামক এক ধূর্ত ছিলাম। তখন আমি নির্দোষ পচ্চেকবুদ্ধ সুরভিকে মিত্যা অপবাদ দিয়েছিলাম।

৬৮. সেই কর্মের ফলে আমি দীর্ঘকালব্যাপী নিরয়ে অবস্থান করেছিলাম। সেখানে আমি কঠিন নারকীয় দুঃখ ভোগ করেছিলাম।

৬৯. পরিশেষে আমি এই অন্তিম জন্মে এসেও অন্যতীর্থিয়দের লেলিয়ে দেওয়া সুন্দরী নামক রমণীর দ্বারা মিত্যা অপবাদের শিকার হয়েছি।

(২)

৭০. সর্বাভিভুতকারী বুদ্ধের নন্দ নামক এক শ্রাবক ছিল। তাকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার ফলে আমাকে সুদীর্ঘকালব্যাপী নিরয়বাস করতে হয়েছিল।

৭১. আমি দশহাজার বৎসরব্যাপী নিরয়ে অবস্থান করেছিলাম। তারপর মানুষ হয়ে জন্ম নেওয়ার পরও আমি রহু মিথ্যা অপবাদের শিকার হয়েছি।

৭২. পরিশেষে এই অন্তিম জন্মে এসেও চিঞ্চামানাবিকা আমাকে বিশাল জনসম্মুখে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল।

(৩)

৭৩. আমি তখন বহুজনপূজ্য শ্রুতিধর ব্রাহ্মণ ছিলাম। আমি মহাবনে পাঁচশত জন মানবকে মন্ত্র শিক্ষা দিতাম।

৭৪. একদিন সেখানে এক পঞ্চভিজ্ঞালাভী মহাঋদ্ধিধর ভয়ানক ঋষি এসেছিলেন। আমি তাকে দেখে বিনা দোষে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭৫. তারপর আমি আমার শিষ্যদের বলেছিলাম যে, এই ঋষি কামভোগী। আমার কথায় তারাও সায় দিয়েছিল।

৭৬. তারপর আমার সেই সকল শিষ্যরা ঘরে ঘরে ভিক্ষা করার সময় লোকদেরও কলেছিল যে, এই ঋষি কামভোগী।

৭৭. সেই কর্মের ফলে এই পাঁচশত জন ভিক্ষুও অন্যতীর্থিয়দের লেলিয়ে দেওয়া সুন্দরী নামক রসণীর দ্বারা মিথ্যা অপবাদের শিকার হয়েছিল।

(৪)

৭৮. পূর্বে আমি সম্পত্তির কারণে বৈমাত্রেয় ভাইকে হত্যা করেছিলাম; তাকে উঁচু গিরিখাদ থেকে ফেলে দিয়ে শিলাপিষ্ঠ করেছিলাম।

৭৯. সেই কর্মের ফলে দেবদত্ত আমাকে শিলা নিক্ষেপ করেছিল এবং এক টুকরা পাথরের আঘাতে আমার পায়ের আঙুল কেটে গিয়েছিল।

(৫)

৮০. অতীতে আমি বালক অবস্থায় বিশাল পথে খেলা করার সময় এক পচ্চেকবুদ্ধকে দেখে তাকে লক্ষ করে ধারাবাহিকভাবে টুকরা টুকরা ঢিল ছুঁড়ে মেরেছিলাম।

৮১. সেই কর্মের ফলে এই অন্তিম জন্মে এসেও দেবদত্ত আমাকে হত্যা করার জন্যে এক ঝাঁক গুপ্ত হত্যাকারী লেলিয়ে দিয়েছিল।

(৬)

৮২. পূর্বে আমি হাতির পিঠে করে যাবার সময় এক পিণ্ডচরণরত পচ্চেকবুদ্ধকে হাতি দিয়ে আক্রমণ করেছিলাম।

৮৩. সেই কর্মের ফলে নালাগিরি হস্তী মদমত্তহয়ে পর্বত কন্দর হতে বেরিয়ে এসে আমাকে আক্রমণ করতে উদ্দত হয়েছিল।

(৭)

৮৪. পূর্বে আমি যখন রাজা ছিলাম তখন ছুড়িকাঘাতে এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলাম। সেই কর্মের ফলে আমি নিরয়ে তুষের ন্যায় দগ্ধ হয়েছিলাম।

৮৫. পরিশেষে সেই কর্মের ফলে এখনো আমার পায়ের চামরায় ভীষণভাবে পীড়া অনুভব করি। কর্ম কখনও বিনষ্ট হবার নয়।

(৮)

৮৬. পূর্বে আমি কেবট্টগ্রামে এক বালক ছিলাম। অন্যেরা মাছ মারতেছে দেখে আমি মনে মনে আনন্দিত হয়েছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮৭. সেই কর্মের ফলে এই জন্মে আমার মাঝে মাঝে শিরপীড়া দেখা দিত। সেই সময় সমস্ত মাছই নিহত হয়েছিল।

(৯)

৮৮. পূর্বে আমি ফুস্‌স ভগবানের শিষ্যদের এই বলে ভৎসনা করেছিলাম, যবই (গম) খাও, ভোজন কর। শালি ভাত ভোজন করবে না।

৮৯. সেই কর্মের ফলে আমাকে এক ব্রাহ্মণের দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়ে বৈরঞ্জতে তিনমাস যাবৎ যব খেয়েই বসবাস করতে হয়েছিল।

(১০)

৯০. আমি বুদ্ধ শূন্য কল্পে এক মল্লপুত্রকে পিঠে আঘাত করেছিলাম। সেই কর্মের ফলে আমার মাঝে মাঝে পিঠে ব্যাথা দেখা দিত।

(১১)

৯১. পূর্বে আমি একজন চিকিৎসক ছিলাম। তখন শ্রেষ্ঠীপুত্রকে আমি রক্তামশয় হওয়ার জন্য ওষুধ দিয়েছিলাম। সেই কর্মের ফলে এই জন্মে আমারও রক্তামশয় হয়েছিল।

(১২)

৯২. আমি তখন জ্যোতিপা ব্রাহ্মণ হয়ে সুগত কাশ্যপ বুদ্ধকে বলেছিলাম, সেই মুণ্ডিত মস্তকের কোথায় বোধিজ্ঞান! বোধিজ্ঞান লাভ করা পরম দুর্লভ।

৯৩. সেই কর্মের ফলে আমাকে অতীব দুষ্কর চর্যা অনুশীলন করতে হয়েছিল। ছয় বৎসর ধরে উরুবেলায় কঠোর তপস্যা করে বোধিজ্ঞান লাভ করতে হয়েছিল।

৯৪. এই মার্গ অনুসরণ করে আমি উত্তম বোধিজ্ঞান লাভ করতে পারিনি। পূর্বকৃত কর্ম দ্বারা প্ররোচিত হয়ে আমি ভূলপথেই মুক্তি খুঁজেছিলাম।

৯৫. এখন আমার সমস্ত পাপ-পুণ্য পরিক্ষীণ হয়েছেভ আমার সমস্ত সন্তাপ বর্জিত হয়েছে। এখন আমি শোকমুক্ত, উপায়হীন ও সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়েই পরিনির্বাপিত হবো।

৯৬. ভিক্ষুসংঘের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সর্ববিধ অভিজ্ঞা ও বলপ্রাপ্ত জিন অনোতপ্ত মহানদীতে নিজের সম্বন্ধে এভাবেই বর্ণনা করেছিলেন।

ঠিক এভাবেই ভগবান বুদ্ধ নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি পিলোতিককর্ম নামক বুদ্ধ-অপদান ধর্মপর্যায় ভাষণ করেছিলেন।

[পূর্বকর্ম পিলেতিক নামক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[অবটফল বর্গ উনচল্লিশতম বর্গ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্মারক-গাথা

অবট, লবুজ, উদুম্বর, পিলক্ষ, ফারুসফল,
বল্লিফল, কদলিফল, পনস, সোণকোটিবীস,
পূর্বকর্ম পিলোতিক বুদ্ধ এই দশে মিলে
মোট ছিয়ানব্বইটি গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

৪০. পিলিন্দবচ্ছ বর্গ

১. পিলিন্দবচ্ছ স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময়ে হংসবতী নগরে এক দ্বাররক্ষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ক্রমে তিনি মহাধনী ও প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী হলেন। একদিন তিনি তার অর্জিত কোট কোট ধনসম্পত্তির দিকে তাকিয়ে নির্জনে বসে ভাবলেন, এই সমস্ত ধন আমাকে যথাযতভাবে সঙ্গে নিয়েই যেতে হবে। তাই তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে আমি প্রয়োজনীয় সবকিছুই দান করব। তারপর তিনি প্রত্যেক কিছু এক লক্ষ করে পদুমুত্তর বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশে মহাদান দিলেন। এভাবে সপ্তাহকালব্যাপী দান দিয়ে শেষ দিনে পরমা শান্তি দুখমুক্তি নির্বাণ প্রার্থনা করলেন। আজীবন বিবিধ পুণ্যকর্ম করে তিনি মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করে দিব্যসম্পত্তি ভোগ করেন। পরে মনুষ্যকুলে জন্ম নিয়ে চক্রবর্তী আদি মনুষ্য সম্পত্তি ভোগ তরে এই গৌতম বুদ্দের সময়ে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সকল শিল্পবিদ্যায় পারদর্শী হলেন। জন্মগোত্রের নামানুসারে তার নাম রাখা হলো পিলিন্দবচ্ছ।

একদিন তিনি শাস্তার কাছে ধর্মদেশনা শুনে শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পরে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে উদানবশে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'হংসততী নগরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. হংসবতী নগরে আমি এক দ্বাররক্ষক ছিলাম। আমার ঘরে তখন বিপুল অমিত ভোগসম্পত্তির সমারোহ ছিল।

২. একদিন আমি নির্জনে আমার বিশাল প্রাসাদে বসে মনে মনে এই রূপ ভাবতে লাগলাম।

(আনুক্রমিক চিন্তা)

৩. আমার অন্তঃপুরে ধনসম্পত্তির পরিমাণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। একদিন হয়তো পৃথিবীশ্বর রাজা আনন্দও বেদখল করতে নিতে পারেন।

৪. জগতে এখন মহামুনি সম্যকসম্বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন। এদিকে আমারও প্রভূত বিষয়সম্পত্তি আছে। তাই আমি শাস্তাকে দান করব।

৫. পদুম রাজপুত্র ইতিপূর্বে হস্তীনাগ, পালঙাক প্রভৃতি বহু মুল্যবান জিনিস বুদ্ধকে দান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করেছেন।

৬. আমিও অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র সংঘের উদ্দেশে দান করব, যা অন্যেরা এখনো দান দেয়নি। এতে করে আমি আদিকর্মিক হবো।

৭. এভাবে চিন্তা করার পর আমি আমার সংকল্প পূরণের জন্যে এই দানযজ্ঞে কী কী সুখপ্রদ জিনিসপত্র দান দেওয়া যায় সে বিষয়ে ভাবতে লাগলাম।

৮. আমি অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র সংঘের উদ্দেশে এমন জিনিস দান করব, যা অন্য কেউ এখনো দান করেনি।

(দানীয় বস্তু তেরি)

৯. তখন আমি নলকারদের কাছে গিয়ে তাদের দিয়ে ছাতা তৈরি করিয়েছিলাম। এক লক্ষ ছাতা তৈরি করিয়ে একত্র রাশিকৃত করেছিলাম।

১০. তারপর আমি একলক্ষ বস্ত্র ও এক লক্ষ পাত্র একস্থানে রাশিকৃত করেছিলাম।

১১. ব্যাবহারোপযোগী ক্ষুর, সুঁচ ও নখকাটার নেইল কাটার তৈরি করিয়ে ছাতাগুলোর নিচে রেখেছিলাম।

১২. তালপাতার পাখা, ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা তৈরি পাখা, পরিস্রাবণ তথা জলছাকনী ও তৈলাধর তৈরি করিয়েছিলাম।

১৩. সূঁচ রাখার পাত্র, অংশবন্ধনী, কায়বন্ধনী ও সুনির্মিত আধার তথা পাত্র তৈরি করিয়েছিলাম।

১৪. পরিভোগ্য ভাজনে ও লৌহপাত্রে ভৈষজ্যপূর্ণ করে ছাতাগুলোর নিচে রেখেছিলাম।

১৫. বচ, উশীর, যষ্টিমধু, পিপ্‌ফলী, মরিচ, হরিতকী ও আদা প্রভৃতি উক্ত ভাজনসমূহে পূরণ করেছিলাম।

১৬. জুতা, স্যান্ডেল, তাওয়াল ও সুনির্মিত লাঠি প্রভৃতি তৈরি করিয়েছিলাম।

১৭-১৮. ওষুধ রাখার পাত্র, তালা-চাবি ও পঞ্চবর্ণে সুসজ্জিত তালা-চাবি রাখার পাত্র; পরিভোগ্য বস্তু, ধুমনেত্র তথা ধুমনালিকা, দীপাধার ও জলপাত্র তৈরি করয়েছিলাম।

১৯. আমি ব্যবহারোপযোগী সণ্ডাস (সাঁড়াশি বাক্স), পিপ্‌ফল (একজাতীয় সুমিষ্ট ফল), মলনিঃসারক ও ভৈষজ্যথলি তৈরি করিয়েছিলাম।

২০. হাতদানিযুক্ত লম্বা ইজি চেয়ার ও কারুকার্যময় পালঙ্ক তৈরি করিয়ে উক্ত ছাতাগুলোর নিচে রেখেছিলাম।

২১. উর্ণগদি, তুলাগদি, চেয়ারের নরম গদি ও সুনির্মিত বালিশ তেরি করিয়েছিলাম।

২২. সিঁদুরের চূর্ণ, মধু, হাতে মালিশের জন্য তৈল, আঁঠা, সূঁচ, মঞ্চ, আস্তরণ,

২৩. শয্যাসন, পাপোশ, শয্যাসনের ব্যবহৃত দণ্ড, দাঁতের মাজন, মাথায় লেপনযোগ্য সুগন্ধী,

২৪. জ্বালানি কাঠ, ফলকপীট, পাত্রের ঢাকনা, চামচ, চূর্ণ, রঞ্জক,

২৫. সম্মার্জনী, জলপাত্র, বর্ষাসাটিক বস্ত্র, বসার আসন, কণ্ডুপ্রতিচ্ছাদনী বস্ত্র, অন্তর্বাস,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৬. উত্তরাসঙ্গ, সংঘাটি, নাক-মুখ পরিশোধক, ওষধী লবন, মধু, পানযোগ্য দধি,

২৭. ধূপ, অন্নপিণ্ড ও মুখ মোছার বস্ত্র, প্রভৃতি দানযোগ্য যা কিছু আছে এবং যা কিছু শাস্তার ব্যবহারোপযোগী।

২৮. সবকিছু একস্থানে সংগ্রহ করে আমি আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম। মহর্ষি বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়ে আমি নতশিরে অভিবাদন করে এই কথা নিবেদন করেছিলাম।

(দানের অবকাশ প্রার্থনা)

২৯. উভয়েই জন্ম থেকে একত্র সংবদ্ধ, উভয়েই মনের দিক দিয়েও একই এবং সাধারণ সুখ-দুঃখে উভয়েই সমান ভুক্তভোগী।

৩০. হে অরিন্দম, জগতে চৈতসিক দুঃখ আছে। সেই দুঃখও আপনার ভাণ্ডারে জমা আছে। হে ক্ষত্রিয়, যদি পারেন ভবে সেই দুঃখকে বিদূরিত করেণ।

৩১. আপনার দুঃখ আর আমার দুঃখ একই কথা। আপনার আর আমার মধ্যে যদি কোনো দুঃখ জমা থেকে থাকে, তবে এখানেই ইহার শেষ জেনে রাখুন।

৩২. হে মহারাজ, দুঃখকে দূর করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য, ইহা জেনে রাখুন। উভয়েই বেশ শক্তিশালী। ইহাদের ত্যাগ করাও বেশ আয়াসসাধ্য।

৩৩. যতদিন আমার জীবন আছে এবং যতদিন আমার শক্তি আছে, আপনার যদি উহাদের প্রয়োজন হয়, তবে আমি অকম্পিতভাবেই আপনাকে দেব।

৩৪. হে প্রভু, আপনি ইতিপূর্বে বহু গর্জন করেছেন। আরো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। আজ আমি আপনাকে সর্বধর্মে বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত বলেই জানি।

৩৫. আমি এখন স্মৃতিসহকারে দানে রত আছি। আমি যথেষ্ট বৃদ্ধ, আমাকে কষ্ট দিও না। আমাকে কষ্ট দেওয়ার তোমার কী প্রয়োজন? আমার কাছে তোমার কী প্রার্থনা তা সরাসরি বলো।

৩৬. হে মহারাজ, আমি অনুত্তর বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে ইচ্ছা করি। মৃত্যুর পূর্বে আমার জীবদ্দশায় সম্বুদ্ধকে ভোজন করাতে চাই।

৩৭. তুমি তথাগতকে প্রার্থনা করিও না। তুমি অন্য বর চাও। বুদ্ধ আমার কাছে বহু মুল্যবান মণিরত্নসদৃশ, আমি তা অন্য কাউকে দিতে পারব না।

৩৮. প্রভু, আপনি আপনার জীবদ্দশায় যথেষ্ট পুণ্যকার্য করেছেন। এমন পুণ্যবানের পক্ষে অন্যকে তথাগতের পূজা করার সুযোগ দেওয়া উচিত নয় কি?

৩৯. মহাবীর বুদ্ধ হচ্ছেন সংবরক্ষনীয়, কাউকে দেওয়ার অযোগ্য। আমি বুদ্ধকে ভাগ দিতে পারব না। তুমি অন্য যে কোনো ধনসম্পত্তির বর চাইতে পার।

৪০. তাহলে আমি বিচারকদের কাছে যাব। আমি তাদের বিষয়টি জিজ্ঞেস করব। তারা বিষয়টির যথোচিত মীমাংসা করে দেবেন।

৪১. আমি রাজাকে হাতে ধরে বিচারকের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি বিচারকের সামনে গিয়ে এই কথা নিবেদন করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪২. হে বিজ্ঞ বিচারক, রাজা আমাকে কোনো কিছু বাদ না রেখে এমনকি জীবনের রক্ষাভারসহ সবকিছু বর দিয়েছেন।

৪৩. আমি উপযুক্ত বর না নিয়ে তার কাছে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকেই বর চেয়েছিলাম। আমার কথা হচ্ছে, বুদ্ধ আমাকে ভাগ দেওয়ার যোগ্য। মাননীয় বিচারক, আমার সন্দেহ দূর করুন।

৪৪. হে মহারাজ, আমি আপনার কথা শুনকে চাই। উভয়ের কথা শোনার পরই আমি আপনাদের সন্দেহ বিদূরিত করব।

৪৫. হে মহারাজ এই ব্যক্তিকে আপনি কোনো কিছু বাদ না রেখে সর্ববিধ সম্পত্তিই দিয়েছেন, এমনকি জীবনের রক্ষাভারও।

৪৬. সে আমার কাছে অতি উত্তম অথচ কঠিন এক বর চেয়েছে। তার চাওয়া বর দেওয়া সম্ভব নয় বিধায় আমি তাকে জীবনের সবকিছুই দিয়েছিলাম।

৪৭. হে মহারাজ, আপনার পরাজয় হয়েছে। তথাগত বুদ্ধ একান্তই অন্যকে ভাগ দেওয়ার যোগ্য। উভয়ের সন্দেহ দূর হয়েছে। অতএব এখন যথাকর্তব্য সম্পাদন করুন।

৪৮. রাজা সেখানে দাঁড়িয়েই বিচারককে লক্ষ করে বলেছিলেন, বেশ ভালো তবে আমাকেও পুনরায় বুদ্ধকে পাবার অধিকার দিতে হবে।

৪৯. (বিচারক বলেছিলেন,) মহারাজ, আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। তথাগত বুদ্ধকে ভোজন করানোর পর তাকে আবারও আপনার কাছে পুনরায় ফিরিয়ে দিতে হবে।

(নিমন্ত্রণ করার কথা)

৫০. মাননীয় বিচারককে ও ক্ষত্রিয় রাজা আনন্দকে অভিবাদন করে আমি অতীব আনন্দিত মনে সম্বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম।

৫১. স্রোতাত্তীর্ণ, অনাসক্ত সম্বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়ে নতশিরে বন্দনা নিবেদনপূর্বক এই কথা নিবেদন করেছিলাম।

৫২. হে চক্ষুষ্মান, আপনার শতসহস্র শিষ্যসহ আমার নিমন্ত্রণ (ফাং) গ্রহণ করুন। আমাকে আনন্দের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে আমার গৃহে উপস্থিত হোন।

৫৩. পরম পূজনীয় লোকবিদ চক্ষুষ্মান পদুমুত্তর ভগবান আমার সংকল্পের কথা অবগত হয়ে আমার ফাং গ্রহণ করেছিলেন।

৫৪. শাস্তা আমার ফাং গ্রহণ করেছেন জ্ঞাত হয়ে বন্দনা নিবেদনপূর্বক আমি অতীব হৃষ্ট উদ্গ্রচিত্তে আমার ঘরে ফিরে গিয়েছিলাম।

(দানের আয়োজন)

৫৫. আমার সমস্ত বন্ধুবান্ধব ও অমাত্যদের সমবেত করায়ে আমি তাদের এই কথা বলেছিলাম। আমি এক অসম্ভব জ্যোতির্ময় সুদুর্লভ মণি পেয়েছি।

৫৬. আমারা তাঁকে কেন পূজা করব না? তিনি অপ্রমেয়, অনুপম, অতুলনীয়, অসদৃশ ধীর, অদ্বিতীয় জিন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫৭. তেমন অতুলনীয় ও অদ্বিতীয় নরোত্তমকে বুদ্ধোপযোগী দুষ্কর সেবা-পূজা করতে হবে।

৫৮. আমরা তখন নানা ধরনের পুষ্প সংগ্রহ করে একটি পুষ্পমণ্ডপ তৈরি করেছিলাম। বুদ্ধেপযোগী এই পুষ্পমণ্ডপই সর্ববিধ পূজা হবে।

৫৯. উৎপল, পদ্ম, বৎসরে একবার মাত্র ফোটা অধিমুক্তক, চম্পক ও নাগ পুষ্প দিয়ে একটি মণ্ডপ তৈরি করেছিলাম।

৬০. ছাতার ছায়ায় শতসহস্র আসন প্রস্তুত করেছিলাম। আমার নূন্যতম আসনটিও শত স্বর্ণমুদ্রার অধিক মূল্যমানের।

৬১. ছাতার ছায়ায় শতসহস্র আসন প্রস্তুত করেছিলাম। তারপর অন্ন-পানীয়ের সমস্ত রকম ব্যবস্থা করে আমি ভগবানকে সময় হয়েছে বলে জানিয়েছিলাম।

৬২. জানানোর পর পদুমুত্তর মহামুনি তাঁর শতসহস্র শিষ্য পরিবেষ্টিত হয়ে আমার গ্রহে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৬৩. উপরে টাঙানো ছাতার ছায়ায় সুসজ্জিত পুষ্পমণ্ডপে পুরুষোত্তম ভগবান সশিষ্য-পরিবেষ্টিত হয়ে উপনেশন করেছিলেন।

৬৪. হে চক্ষুষমান, ব্যবহারোপযোগী ও অনবদ্য শতসহস্র ছাতা ও শতসহস্র আসন আপনি গ্রহণ করুন।

৬৫. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর মহামুনি আমাকে উদ্ধার করার মানসে সেগুলো গ্রহণ করেছিলেন।

(দানকথা)

৬৬. আমি প্রত্যক ভিক্ষুকে একটি করে পাত্র দান করেছিলাম। তারা তখন তাদের পুরোনো পাত্র ত্যাগ করে নতুন লৌহপাত্র ধারণ করেছিলেন।

৬৭. বুদ্ধ সাত দিন-সাতরাত সেই পুষ্পমণ্ডপে উপবেশন করেছিলেন এবং বহু সত্তবকে ধর্মবোধে জাগ্রত করতে ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছিলেন।

৬৮. এভাবে পুষ্পমণ্ডপের নিচে ধর্মচক্র প্রবর্তনের সময় চুরাশি হাজার সত্তের ধর্মজ্যান লাভ হয়েছিল।

৬৯. সপ্তম দিনে এসে পদুমুত্তর মহামুনি ছাতার ছায়ায় বসে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

(ব্যাকরণ)

৭০. যেই মানব আমাকে ঊনতাহীন শ্রেষ্ঠ দান করলে, আমি এখন তার ভূয়শী প্রশংসা করব। মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোন।

৭১. হস্তী, অশ্ব, রথ ও চতুরঙ্গিণী পদাতিক সেনা নিত্য তাকে পরিবেষ্টিত করে থাকবে। ইহা তার সর্বদানেরই ফল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭২. হস্তীযান, অশ্বযান, শিবিকাযান (পাল্কী) ও চাকাযুক্ত রথ নিত্য তার নিকট উপস্থিত থাকবে। ইহা তার সর্বদানেরই ফল।

৭৩. সর্ববিধ অলংকারে ভূষিত ষাট হাজার রথ নিত্য তাকে পরিবেষ্টিত করে থাকবে। ইহা তার সর্বদানেরই ফল।

৭৪. ষাট হাজার অলংক্রত তূর্য-ভেরী প্রতিনিয়ত তার পাশে বাজানো হবে। ইহা তার সর্বদানেরই ফল।

৭৫-৭৬. ছিয়াশি হাজার সমলাংকৃত, বিচিত্র বস্ত্রভরণধারী, মাথায় মণিকুণ্ডলধারী, প্রশস্ত ও সুন্দর ভ্রুযুগলসম্পন্ন, সদা হাস্যময়, সুঢৌল নিতম্ববিশিষ্ট নারী প্রতিনিয়ত তাকে পরিবেষ্টিত করে থাকে। ইহা তার সর্বদানেরই ফল।

৭৭. সে ত্রিশ হাজার কল্প দেবলোকে রমিত হবে এবং সহস্রবার দেবেন্দ্র হয়ে দেবরাজ্য শাসন করবে।

৭৮. সে হাজার বার চক্রবর্তী রাজা হবে এবং প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হবে।

৭৯. সে দেবলোকে বসবাস করার সময় পুণ্যকর্মসমন্বিত হওয়ায় সমগ্র দেবলোক রত্নময় ছাতায় ছেয়ে যাবে।

৮০. সে যখনি পুষ্প বস্ত্রে তৈরি শামিয়ানা ইচ্ছা করবে, ঠিক তখনি তার চিত্তের ইচ্ছার কথা জ্ঞাত হয়ে তাকে ছায়াদান করবে।

৮১. দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে সে পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে পরম পুণ্যবান ব্রহ্মবন্ধু হবে।

৮২. আজা থেকে লক্ষ কল্প পরে জগেতে ওক্কাকু কুলে গৌতম গোত্রের এক শাস্তার আবির্ভাব হবে।

৮৩. তার পূর্বকৃত পুণ্যকর্মের সমস্ত কথা অবগত হয়ে শাক্যপুত্রীয় গৌতম ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবিষ্ট হয়ে তাকে অগ্রস্থানে স্থাপন করবেন।

৮৪. সে পিলিন্দবচ্ছ নামক শাস্তার শ্রাবক হবে। সে দেবতা, অসুর ও গন্ধর্বদের দ্বারা পূজিত হবে।

৮৫. অনুরূপভাবে সে ভিক্ষু-ভিক্ষুনী-গৃহী সকলের অতীব প্রিয় হয়ে ও সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করবে।

(দানফলের কথা)

৮৬. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, তার ফল আমি এখনো ভোগ করছি। এখন আমি সুমুক্ত এবং তীরের গতিতে আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ করেছি।

৮৭. অহো, আমি অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্রে কত সুকর্মই না করেছি। যেখানে সুকর্ম করে আজ আমি অচলপদ নির্বাণ লাভ করেছি।

৮৮. যেই মানব সেই ঊনতাহীন শ্রেষ্ঠ দান দিয়েছিলে, যিনি সেই দানকর্মে পূর্বগামী তথা অগ্রগামী ছিলেন, তার দানের ফল হচ্ছে এই:

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(১. ছাতাদানের ফল)

৮৯. সুগত প্রমুখ গুনোত্তম সংঘকে ছাতা দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী আটটি সুফল ভোগ করেছি।

৯০. তার ফলে আমি শীতলতা ও উষ্ণতা কী জানি না। মলিনতা আমাকে কখনো স্পর্শ করে না। আমি হলাম সম্পূর্ণ উপদ্রবহীন। আমি সব সময় পূজিত হতাম।

৯১-৯২. আমার ত্বক হলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও কোমল। মন হলো শুভ্র, নির্মল। সেই কর্মের গুণে এই শেষ জন্ম ছাড়া অন্যান্য জন্মে জন্মপরিভ্রমণকালে সর্বালংকার ভূষিত লক্ষ লক্ষ ছাতা আমার মাথার উপর ধারণ করা হতো।

৯৩. এই শেষ জন্মে এসে আমার মাথার উপর ছাতা ধারণ করা হয় না কেন? তার কারণ হচ্ছে, আমার সমস্ত কর্মই বিমুক্তিরূপ ছাতা প্রাপ্তির উদ্দেশে নিবেদিত ও কৃত।

(২. বস্ত্রদানের ফল)

৯৪. সুগত প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে বস্ত্র দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী আটটি সুফল ভোগ করেছি।

৯৫. এই দানের ফলে সংসারে জন্মপরিভ্রমণকালে আমার গায়ের রং হতো স্নিগ্ধ, সোনা রঙা, বিরজ, নির্মল, প্রভাস্বর ও দীপ্তিমান।

৯৬. আমার মাথার উপর সব সময় লক্ষ লক্ষ সাদা, হলুদ ও লাল বস্ত্র ধারণ করা হতো। ইহা আমার বস্ত্রদানেরই ফল।

৯৭. সেই দানের ফলস্বরূপ আমি জন্মে জন্মে কৌশেয়্য বস্ত্র, কম্বল, ক্ষৌম, কার্পাস প্রভৃতি উন্নতমানের বস্ত্র লাভ করতাম।

(৩. পাত্রদানের ফল)

৯৮. সুগত প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে পাত্র দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী দশটি সুফল লাভ করেছি।

৯৯. আমি সব সময় সোনার থালায়, মণিময় থালায়, রূপার থালায় ও লৌহার থালায় করে ভোজন করতাম।

১০০. আমি উপদ্রবহীন ও সব সময় পূজিত হতাম এবং অন্ন, পানীয়, বস্ত্র ও শয্যাসন লাভ করতাম।

১০১. আমার ভোগ্যসম্পত্তি বিনষ্ট হতো না। আমি হতাম স্থিরচিত্তের অধীকারী। আমি সব সময় ধর্মকামী, অল্পক্লেশ ও অনাসক্ত হতাম।

১০২. কী দেবলোকে, কী মনুষ্যলোকে সর্বত্রই এই গুণগুলো আমায় ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করত এবং কখনোই আমাকে ত্যাগ করত না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৪. ক্ষুরদানের ফল)

১০৩-১০৫. অনুরূপভাবে বুদ্ধশ্রেষ্ঠ প্রমুখ অনুত্তর সংঘকে সুনির্মিত ক্ষুর দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী আটটি সুফল ভোগ করেছি। সেই ক্ষুর দানের ফলে আমি সর্বত্রই সাহসী, নির্ভীক, পারমীতে বৈশারদ্যপ্রাপ্ত, দৃতিমান, বীর্যবান ও প্রগৃহীতমনের অধিকারী হতাম। আমার ক্লেশচ্ছেদী জ্ঞান ছিল অতীব সূক্ষ্ম, অতুলনীয় ও পরম পবিত্র।

(৫. ছুড়িকা দানের ফল)

১০৬-১০৮. অনুরূপভাবে বুদ্ধ প্রমুখ অনুত্তর সংঘকে অতীব প্রসন্নমনে বহু অকর্কশ, মসৃণ, ধারালো ছুড়িকা দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী পাঁচটি সুফল লাভ করেছি। সেই ছুড়িকা দানের ফলে আমি কল্যাণমিত্র সম্পত্তি, বীর্যসম্পত্তি ও ক্ষান্তি-মৈত্রী রূপ ছুড়িকা লাভ করেছি। তৃষ্ণশল্য উৎপাটনে প্রজ্ঞারূপ অনুত্তর অস্ত্র আমি পেয়েছি এবং হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল জ্ঞান লাভ করেছি।

(৬. সূঁচ দানের ফল)

১০৯. সুগত প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে সূঁচ দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী পাঁচটি সুফল ভোগ করেছি।

১১০-১১১. সংসারে জন্মপরিভ্রমণকালে আমি সব সময় নিঃসংশয়, অনিন্দ্য সুন্দর, মহাধনাঢ্য ও তীক্ষ্ণ প্রাজ্ঞ হতাম। আমি আমার জ্ঞান দিয়ে গম্ভীর, নিপুণ বিষয়ের অর্থ পরিস্কার দেখতে পেতাম। আমার অন্ধকারবিধ্বংসী জ্ঞান ছিল হীরক খণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল দ্যুতিময়।

(৭. নখকাটনী দানের ফল)

১১২. সুগত প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে নখ কাটনী দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী পাঁচটি সুফল ভোগ করেছি।

১১৩. আমি জন্মে জন্মে সর্বত্রই বহু দাস-দাসী, গরু, অশ্ব, ভৃত্য, নর্তকী, স্নাপক ও পাচক লাভ করেছি।

(৮. তালপাতার পাখা দানের ফল)

১১৪. সুগতকে সুন্দর তালপাতার পাখা দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী আটটি সুফল ভোগ করেছি।

১১৫. শীতলতা ও উষ্ণতা কী জিনিস আমি জানি না। আমার মধ্যে সামান্য পরিদাহও বিদ্যমান নেই এমনটি আমার মনেও কোনো ধরনের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, সন্তাপ নেই।

১১৬. সেই দানের ফলে আমার সমস্ত রাগাগ্নি, দ্বেষাগ্নি, মোহাগ্নি, মানাগ্নি, দৃষ্টি-অগ্নি নিবৃত হয়েছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৯. ময়ূরপুচ্ছ দিয়ে তৈরি পাখা দানের ফল)

১১৭. গুণোত্তম সংঘকে ময়ূরপুচ্ছ দিয়ে তৈরি পাখা দান করে আমি এখন উপশান্ত-ক্লেশ ও নিষ্কলঙ্ক হয়ে বসবাস করছি।

(১০. জলছাকনী ও জলপাত্র)

১১৮. সুগতকে জলছাকনী ও জলপাত্র দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী পাঁচটি সুফল ভোগ করেছি।

১১৯. সকলকে অতিক্রম করে আমি দিব্য আয়ু লাভ করেছি। আমি সব সময় প্রতিপক্ষ চোরদের সাথে নের্বিবাদী হয়েছি।

১২০. সেই দানের ফলে আমাকে কোনো প্রকার অস্ত্র-শস্ত্র, বিষ বা বিরক্তি আঘাত করতে পারে না। অকাল মরণের দেখা আমি কখনো পাইনি।

(১১. তৈলাধার দানের ফল)

১২১. সুগত ও গুণোত্তম সংঘকে তৈলাধার দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী পাঁচটি সুফল পেয়েছি।

১২২. আমি অতীব সুশ্রী, সুভদ্র, নম্র সুসংহত মনের অধিকারী, অবিক্ষিপ্ত মনের অধিকারী ও সকল প্রকার রক্ষারবণ দ্বারা সুরক্ষিত হয়েছি।

(১২. সূঁচ রাখার পাত্র দানের ফল)

১২৩. সুগত ও গুণোত্তম সংঘকে সূঁচ রাখার পাত্র দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী তিনটি সুফল পেয়েছি।

১২৪. সেই দানের ফলে আমি চিত্তসুখ, কায়িকসুখ ও ঈর্যাপথজনিত সুখ এই তিনটি গুণ লাভ করেছি।

(১৩. অংশবন্ধনী দানের ফল)

১২৫. জিন ও গুনোত্তম সংঘকে অংশবন্ধনী দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী তিনটি সুফল পেয়েছি।

১২৬. সেই দানের ফলে আমি সদ্ধর্মে নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছি। তাতে করে আমি দ্বিতীয় কোনো ভবের কথা স্মরণ করতে পারি। সর্বত্রই আমি সুন্দর ত্বকের অধিকারী হয়েছি।

(১৪. কায়বন্ধনী দানের ফল)

১২৭. জিন ও গুনোত্তম সংঘকে কায়বন্ধনী দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী ছয়টি সুফল ভোগ করেছি।

১২৮. সমাধিতে আমি কখনো কম্পিত হই না। সমাধিতে আমি সব সময় বশীভূত চিত্ত হই। আমি সব সময় মিষ্টভাষী ও ঐকবদ্ধ পরিষদের অধিকারী হই।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১২৯. আমি প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অধিকারী হয়েছি। আমার মনে কোনো ধরনের ত্রাস বা ভয় দিব্যমান নেই। কী দেবলোকে, কী মনুষ্যলোকে এই সমস্ত গুণ সব সময় আমার অনুসরণ করত।

(১৫. আধার তথা পাত্র দানের ফল)

১৩০. সুগত জিন ও গুনোত্তম সংঘকে আধার তথা পাত্র দান করে আমি পঞ্চবর্ণের উত্তরাধিকারী হয়েছি। যেকোনো পরিস্থিতিতে অসম্ভব রকম অবিচল হয়েছি।

১৩১. যেকানো বিষয় শোনার সাথে সাথে মুহূর্তের মধ্যেই বুঝে ফেলতাম। আমার বোধশক্তি অতীব তীক্ষ্ণ। আমার প্রতিজ্ঞা কখনো ভঙ্গ হয় না। আমার সবকিছুই সুবিবেচনাপ্রসুত।

(১৬. ভাজন দানের ফল)

১৩২. বুদ্ধ প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে পরিভোগ্য ভাজন দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী তিনটি সুফল ভোগ করেছি।

১৩৩. (জন্মে জন্মে) আমি স্বর্ণময়, মণিময়, স্ফটিকময় ও লোহিতময় ভাজন লাভ করেছি।

১৩৪. সব সময় আমার পতিব্রতা স্ত্রী, দাস-দাসী, হস্তি, অশ্ব, রথ, সৈন্যদল ও পরিভোগ্য সম্পত্তি পরিপূর্ণ ছিল।

১৩৫. অঅমি সব সময় বিবিধ বিদ্যা, মন্ত্রপদ এবং সকল প্রকার শিল্পশিক্ষা অর্জন করেছি।

(১৭. পানপাত্র দানের ফল)

১৩৬. সৃগত প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে পানপাত্র দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী তিনটি সুফল ভোগ করেছি।

১৩৭. (জন্মে জন্মে) আমি স্বর্ণময়, মণিময়, স্ফটিকময় ও লোহিতময় পানপাত্র লাভ করেছি।

১৩৮. আমি পদ্মপত্রের ন্যায় স্বচ্ছ স্ফটিকময় মধুপানের পাত্র লাভ করেছি।

১৩৯. সেই দানের ফলে আমি ব্রতগুণসম্পন্ন ও বিবিধ আচারকার্যে প্রতিপত্তিবান হয়ে এই গুণগুলো লাভ করেছি।

(১৮. ভৈষজ্য দানের ফল)

১৪০. সুগত ও গুণোত্তম সংঘকে ভৈষজ্য দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী দশটি সুফল ভোগ করেছি।

১৪১. সেই দানের ফলে আমি সব সময় দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, বলবান, ধীর, সুশ্রী, যশস্বী, সুখী, নিরুপদ্রব ও পরম পূজনীয় হয়েছি। আমার কোনো ধরণের প্রিয়বিয়েগ দুঃখ নেই।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(১৯. জুতা দানের ফল)

১৪২. সুগত জিন ও গুণোত্তম সংঘকে জুতা দান দিয়ে আমি আমার কর্মানুযায়ী তিনটি সুফল ভোগ করেছি।

১৪৩. জন্মে জন্মে শতসহস্র হস্তিযান, অশ্বযান ও দিব্যরথ আমাকে পরিবেষ্টিত করে থাকত।

১৪৪. জন্মে জন্মে আমার প্রতি পদবিক্ষেপে মণিময়, তাম্রময়, স্বর্ণময় ও রৌপ্যময় জুতা উৎপন্ন হতো।

১৪৫. সেই দানের ফলে আমি নিয়ম-শৃঙ্খলা, স্মৃতি ও পরিশুদ্ধ আচারড় এই সমস্ক গুণ লাভ করেছি।

(২০. স্যাণ্ডেল দানের ফল)

১৪৬. সুগত ও গুণোত্তম সংঘকে স্যাণ্ডেল দান করে আমি ঋদ্ধিময় স্যাণ্ডেলে চড়ে যথেচ্ছা অবস্থান করতাম।

(২১. জলমোছার বস্ত্র দানের ফল)

১৪৭. বুদ্ধ প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে জলমোছার বস্ত্র দান দিয়ে আমি আমার কর্মানুযায়ী পাঁচটি সুফল লাভ করেছি।

১৪৮. সেই দানের ফলে আমি সোনারঙা, বিরজ, প্রভাস্বর ওউজ্জ্বল হয়েছি। আমার শরীর আর্দ্র হলেও মোটেও মলিনতা স্পর্শ করতে পারত না। এই সমস্ত গুণ আমি জন্মে জন্মে লাভ করেছি।

(২২. লাঠি দানের ফল)

১৪৯. সুগত প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে সুনির্মিত লাঠি দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী ছয়টি সুফল ভোগ করেছি।

১৫০. আমি বহু পুত্র লাভ করেছি। আমার মধ্যে কোনো ধরনের ত্রাস বিদ্যমান থাকত না। আমি নিবস্ত্র হয়েই বিচরণ করতাম। সকল প্রকার রক্ষাবরণ দিয়েই আমি রক্ষিত হতাম। আমার কখনো স্খলন হয়নি। আমার অতীব সুস্থির।

(২৩. ওষুধ রাখার পাত্র দানের ফল)

১৫১. সুগত প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে ওষুধ রাখার পাত্র দান দিয়ে আমি আমার কর্মানুযায়ী আটটি সুফল ভোগ করেছি।

১৫২. আমি সমস্ত রোগ হতে মুক্ত, সাদা, হলুদ, লাল, অনাবিল ও প্রসন্ন বিশাল চক্ষুর অধিকারী হয়েছি।

১৫৩. আমি দিব্যচক্ষু ও অনুত্তর প্রজ্ঞাচক্ষু লাভ করেছি। সেই দানের ফলে আমি এই সমস্ত গুণ লাভ করেছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(২৪. তালা-চাবি দানের ফল)

১৫৪. সুগত প্রমুখ অনুত্তর সংঘকে তালা-চাবি দান করে আমি ধর্মদ্বার খোলার জ্ঞানরূপ তালা-চাবি লাভ করেছি।

(২৫. তালা-চাবি রাখার পাত্র দানের ফল)

১৫৫. বুদ্ধ প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে তালা-চাবি রাখার পাত্র দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী সুফল ভোগ করেছি। ভবভবান্তরে জন্মপরিভ্রমণকালে আমি অল্পক্রোধী ও অল্প-আয়াসী হতাম।

(২৬. পরিভোগ্য বস্তু দানের ফল)

১৫৬. সুগত প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে পরিভোগ্য বস্তু দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী পাঁচটি সুফল ভোগ করেছি।

১৫৭. সমাধিতে আমি মোটেও কম্পিত হতাম না। সমাধি সব সময় আমার বশীভূত থাকত। আমার পরিষদ সব সময় ঐকবদ্ধ থাকত। আমি সব সময় মিষ্টভাষী হতাম। ভবে জন্মসঞ্চরণকালে আমার প্রভূত ভোগসম্পত্তি উৎপন্ন হতো।

(২৭. ধুমনালিকা দানের ফল)

১৫৮. সুগত জিন প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে ধুমনালিকা দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী তিনটি সুফল ভোগ করেছি।

১৫৯. সেই দানের ফলে আমার সৃতি সব সময় ঋজু সুসম্বন্ধিত ও অবিচল হতো। আমি দিব্যচক্ষু লাভ করেছি।

(২৮. দীপাধার দানের ফল)

১৬০. সুগত জিন প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে দীপাধার দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী তিনটি সুফল ভোগ করেছি।

১৬১. সেই দানের ফলে আমি উচ্চবংশীয়, অঙ্গসম্পন্ন ও বুদ্ধপ্রশংসিত প্রজ্ঞবান হয়েছি। এই সমস্ত গুণ আমি লাভ করেছি।

(২৯. জলসত্র দান)

১৬২. সুগত জিন প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে জলসত্র দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী দশটি সুফল ভোগ করেছি।

১৬৩. এই দানের ফলে আমি সরক্ষিত, সুখী, মহাযশস্বী, সুগতিসম্পন্ন, বাধা-বিপত্তিহীন ও সুখুমাল হয়েছি।

১৬৪. এই জলসত্র দানের ফলে আমি বিপুল গুণবান, চলনক্ষম ও সম্পূর্ণ উদ্বেগমুক্ত হয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৬৫. জলসত্র দানের ফলে আমি চতুকর্ণ ও হস্তি-অশ্ব-রত্নাদি লাভ করেছি এবং সেই সমস্ত রত্নাদি কখনো বিনষ্ট হতো না।

(৩০. মলনিঃসারক দানের ফল)

১৬৬. বুদ্ধ প্রমুখ গুণোত্তমসংঘকে মলনিঃসারক দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী পাঁচটি সুফল ভোগ করেছি।

১৬৭. আমি সর্ববিধ লক্ষণের অধিকারী হতাম। দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান ও সমাহিতচিত্ত হতাম। এবং আমার দেহ সব সময় সকল প্রকার ক্লান্তিমুক্ত থাকত।

(৩১. পিপ্‌ফলি দানের ফল)

১৬৮. সংঘকে সুনির্মিত পাত্রে করে পিপ্‌ফলি ফল (এক জাতীয় সুমিষ্ট ফল) দান করে আমি ক্লেশধ্বংসকারক জ্ঞানরূপ অতুলনীয় সূঁচ লাভ করেছি।

(৩২. সণ্ডাস দানের ফল)

১৬৯. সুগত প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে সণ্ডাস তথা সাঁড়াশি বস্ত্র দান করে ক্লেশভঞ্জনকারী জ্ঞানরূপ অতুলনীয় সূঁচ লাভ করেছি।

(৩৩. নাক মোছার বস্ত্র দানের ফল)

১৭০. সুগত প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে নাক মোছার বস্ত্র দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী আটটি সুফল লাভ করেছি।

১৭১. আমি শ্রদ্ধা, শীল, লজ্জা, ভয়, শ্রুতি, ত্যাগ, ক্ষমা ও প্রজ্ঞা এই আটটি গুণের অধিকারী হয়েছি।

(৩৪. বসার আসন দানের ফল)

১৭২. সুগত প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে বসার আসন দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী পাঁচটি সুফল ভোগ করেছি।

১৭৩. আমি উচ্চ কুলে জন্মেছি। আমি মহাধনাঢ্য হয়েছি। সকলেই আমাকে সেবা-সম্মান করত। আমার খ্যাতি সর্বত্র প্রচারিত হতো।

১৭৪. লক্ষ লক্ষ চতুষ্কোণবিশিষ্ট পালঙ্ক আমাকে নিত্য পরিবেষ্টিত করে থাকত। আমি সেগুলো সকলকে সমানভাবে ভাগ করে দিতাম।

(৩৫. গদি দানের ফল)

১৭৫. সুগত প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে বিবিধ প্রকার গদি দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী ছয়টি সুফল লাভ করেছি।

১৭৬. আমার গায়ের ত্বক অত্যন্ত মসৃণ, মৃদু, কোমল ও দর্শনীয়। আমি জ্ঞানপরিবার লাভ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করেছি। ইহা আমার গদি দানেরই ফল।

১৭৭. আমি জন্মে জন্মে তুলার ন্যায় সুকোমল শরীর, বহু চিত্রিত কট্টি বস্ত্র, উত্তম পুস্তক ও কম্বল লাভ করেছি।

১৭৮. আমি মৃদু কোমল বস্ত্র, মৃদু বেণী ও বিবিধ প্রকার বিছানার কাপড় লাভ করেছি। ইহা আমার গদি দানেরই ফল।

১৭৯. যতদিন আমি নিজেকে স্মরণ করতে পারতাম, যতদিন আমি প্রাপ্তবয়স্ক না হতাম, ততদিন আমি বহু মুল্যবান ধ্যানমঞ্চে আরূঢ় থাকতাম। ইহা আমার গদি দানেরই ফল।

(৩৬. বালিশ দানের ফল)

১৮০. সুগত জিন প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে সুনির্মিত বালিশ দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী ছয়টি সুফল ভোগ করেছি।

১৮১. (বালিশ দানের ফলে) আমি আমার মাথাকে সব সময় তুলাময় ও রক্তচন্দনময় নরম বালিশে রাখতাম।

১৮২. শ্রেষ্ঠ মার্গ আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গে ও চারি শ্রামণ্যফলে জ্ঞান উৎপন্ন করে আমি সব সময় অবস্থান করছি।

১৮৩. দানে, দমে, সংযমে ও অপ্রয়ে রূপসমূহে জ্ঞান উৎপন্ন করে সমস্ত কাল অবস্থান করছি।

১৮৪. ব্রতে, গুণে, প্রতিপত্তিতে ও বিবিধ আচর কর্মে জ্ঞান উৎপন্ন করে আমি সব সময় অবস্থান করছি।

১৮৫. চংক্রমণে. ভাবনায়, বীর্যে ও বোধিপক্ষীয় ধর্মে জ্ঞান উৎপন্ন করে আমি যথেচ্ছা অবস্থন করছি।

১৮৬. শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও অনুত্তর বিমুক্তিড় এই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন করে আমি সুখে অবস্থান করছি।

(৩৭. ফলকপীঠ দানের ফল)

১৮৭. সুগত জিন প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে ফলকপীঠ দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী দুটি সুফল ভোগ করেছি।

১৮৮. আমি বহু স্বর্ণময়, মণিময় ও দন্তময় শ্রেষ্ঠ পালঙ্ক লাভ করেছি। ইহা আমার ফলকপীঠ দানেরই ফল।

(৩৮. পাদচৌকি দানের ফল)

১৮৯. সুগত জিন প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে পাদচৌকি (পা রাখার চৌকি) দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী দুটি সুফল ভোগ করেছি। আমি বহু যান লাভ করেছি। ইহা আমার পাদচৌকি দানেরই ফল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৯০. দাস-দাসী, ভার্যা ও আমার অন্যান্য আশ্রিতরা সকলেই আমাকে প্রতিনিয়ত যথাযতভাবে সেবা-পরিচর্যা করত। ইহা আমার পাদচৌকি দানেরই ফল।

(৩৯. মালিশযোগ্য তৈল দানের ফল)

১৯১. গুণোত্তম সংঘকে মালিশযোগ্য তৈল (মলম) দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী পাঁচটি সুফল ভোগ করেছি।

১৯২. আমি নিরোগী, রূপবান, অতি শীগ্র ধর্মে নিবেদিতপ্রাণ, অন্ন-পানীয়লাভী ও দীর্ঘায়ুসম্পন্ন হয়েছি।

(৪০. ঘৃততৈল দানের ফল)

১৯৩. গুণোত্তম সংঘকে ঘৃততৈল দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী পাঁচটি সুফল ভোগ করেছি।

১৯৪. শক্তিমান, রূপবান, সুঢৌল নিতম্ববিশিষ্ট, নিরোগী ও বিশুদ্ধ হয়েছি। ইহা আমার ঘৃততৈল দানেরই ফল।

(৪১. মুখপরিশোধক দানের ফল)

১৯৫. বুদ্ধ প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে মুখপরিশোধক (মুখসুগন্ধী) দান করে আমি আমার কর্মানুরূপ পাঁচটি সুফল ভোগ করেছি।

১৯৬. আমি বিশুদ্ধ কণ্ঠের অধিকারী ও মধুর স্বরের অধিকারী হয়েছি। আমার মুখ হতে সব সময় উৎপলগন্ধ প্রবাহিত হতো।

(৪২. দধি দানের ফল)

১৯৭. বুদ্ধ প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে দধি তথা দই দান করে আমি এখন অমৃতোপম কায়গতাসৃতিরূপ উত্তম ভাত ভোজন করছি।

(৪৩. মধু দানের ফল)

১৯৮. সুগত বুদ্ধ প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে বর্ণ-গন্ধ-রসবিশিষ্ট সুমধুর মধু দান করে আমি এখন অনুপম, অতুলনীয় বিমুক্তিরস পান করছি।

(৪৪. রস দানের ফল)

১৯৯. বুদ্ধ প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে যথাভূত রস দান করে আমি আমার কর্মানুরূপ চারি ফল ভোগ করছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৪৫. অন্ন-পানীয় দানের ফল)

২০০. বুদ্ধ প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে অন্ন-পানীয় দান করে আমি আমার কর্মানুরূপ দশটি সুফল ভোগ করছি।

২০১. আমি দীর্ঘায়ূসম্পন্ন, বলবান, ধীরস্থির, সুশ্রী, যশস্বী, সুখী, অন্ন-পানীয় লাভী, সচ্চরিত্র ও প্রজ্ঞাবন হয়েছি। ভবভবান্তরে জন্মসঞ্চরণকালে আমি এই সমস্ত গুণ লাভ করেছি।

(৪৬. ধূপ দানের ফল)

২০২. সুগত প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে ধূপ দান করে আমি আমার কর্মানুরূপ দশটি সুফল ভোগ করেছি।

২০৩. আমি জন্মে জন্মে সুগন্ধী দেহের অধিকারী যশস্বী, শীঘ্রপ্রাজ্ঞ, কীর্তিমান, তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ, ভূরিপ্রাজ্ঞ ও আনন্দময় গভীর প্রজ্ঞার অধিকারী হয়েছি।

২০৪. ভবভবান্তরে জন্মসঞ্চরণকালে আমি বিপল জবনপ্রজ্ঞার অধিকারী হয়েছি। এখন আমি সেই দানের ফলে পরম শান্তি-সুখের আধার নির্বাণ লাভ করেছি।

(দানের সাধারণ ফল)

২০৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পিলিন্দবচ্ছ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পিলিন্দবচ্ছ স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. সেল স্থবির অপদান

২০৮. হংসবতী নগরে আমি এক পথস্বামী ছিলাম। আমি আমার জ্ঞাতিদের একত্রিত করে এই কথা বলেছিলাম।

২০৯. জগতে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন। তিনি সমস্ত লোকের অত্যন্ত পূজনীয়।

২১০. নিগমবাসী ক্ষত্রিয়, মহাশাল ব্রাহ্মণগণ অতীব প্রসন্নমনে সামাজিক ধর্ম (নিয়ম) পালন করেছিলেন।

২১১. হস্তী-আরোহী, প্রহরী, রথচালক ও পদাতিক সেনা সবাই অতীব প্রসন্নমনে সামাজিক নিয়ম (পূগধম্ম) রক্ষা করেছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২১২. শক্তিমান রাজপু, বৈশ্যও ব্রাহ্মণ সবাই অতীব প্রসন্নমনে সামাজিক নিয়ম রক্ষা করেছিলেন।

২১৩. পাচক, নাপিতও মালাকার সবাই অতীব প্রসন্নমনে সামাজিক নিয়ম রক্ষা করেছিলাম।

২১৪. ধোপা, তাঁতি ও চর্মকার সবাই অতীব প্রসন্নমনে সামাজিক নিয়ম রক্ষা করেছিলেন।

২১৫. শরনির্মাতা, মিস্ত্রি, চর্মকার সূত্রধর সবাই অতীব প্রসন্নমনে সামাজিক নিয়ম রক্ষা করেছিলেন।

২১৬. কামার, স্বর্ণকার, সীসা ও লোহার মিস্ত্রী সবাই অতীব প্রসন্নমনে সামাজিক নিয়ম রক্ষা করেছিলাম।

২১৭. বহু ভৃত্য, দাস, চাকর, কর্মচারী নিজেদের সাধ্যানুযায়ী সামাজিক নিয়ম রক্ষা করেছিলাম।

২১৮. জলবাহক, কাষ্ঠবাহক, কৃষক ও তৃণবিক্রেতা সবাই নিজেদের সাধ্যানুযায়ী সামাজিক নিয়ম রক্ষা করেছিলেন।

২১৯. পুষ্পধারী, মালি ও ফলবিক্রেতা তা সবাই নিজেদের সাধ্যানুযায়ী সামাজিক নিয়ম রক্ষাকরেছিলেন।

২২০. গণিকা তথা পতিতা, কুম্ভদাসী, পিঠাবিক্রেতা ও মৎস্যবিক্রেতা সবাই নিজেদের সাধ্যানুযায়ী সামাজিক নিয়ম রক্ষাকরেছিলেন।

২২১. আসুন আমারা সকরেই সন্মিলিতভাবে একটি সংঘ (সংস্থা) গঠন করি। তারপর আমরা সবাই মিলে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্রের উদ্দেশে পুণ্যকার্য কম্পাদন করব।

২২২. তারা আমার কথা শুনে তৎক্ষণাৎ সংঘ গঠন করেছিল এবং ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশো একটি সুন্দর উপস্থানশালা (বিশ্রামাগার) নিমার্ণ করেছিল।

২২৩. উপস্থানশালা নিমার্ণকার্য শেষ করে অতীব উদগ্র ও তুষ্টমনে আমারা সকলে মিলে সম্বদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়েছিল।

২২৪. নরশ্রেষ্ঠ লোকনাথ সম্বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর পদে বন্দনা নিবেদন পূর্বক এই কথা নিবেদন করেছিলাম।

২২৫. হে মহামুনি, এই তিনশত বীরপুরুষ সন্মিলিতভাবে একটি সংঘ গঠন করেছিল। তারা আপনার উদ্দেশে একটি সুন্দর উপস্থান শালা নিমার্ণ করে এখন আপনাকে দান করছেন।

২২৬. চক্ষুষ্মান ভগবান তখন ভিক্ষুসংঘের সামনে তাদের দান গ্রহণ করেছিলেন। তারপর সেই তিনশত জন দাতাকে লক্ষ করে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

২২৭. এই তিনশত জন লোক একজনের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল। একত্রে প্রন্যকর্ম করার পর আবার তারা একত্রেই তার বিপাক ভোগ করবে।

২২৮. অন্তিম জন্মে তার শীতিভূত, অজর, অমর, শান্ত, অনুত্তর নির্বাণ স্পর্শ করে অর্থাৎ সাক্ষাৎ করবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২২৯. অনুত্তর শ্রমণ সর্বজ্ঞ বুদ্ধ এভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। বুদ্ধের কথা শুনে আমি ভীষণভাবে আনন্দিত হয়েছিলাম।

২৩০. তার ফলে আমি ত্রিশ হাজার কল্প দেবলোকে রমিত হয়েছিলাম এবং পাঁচশত বার দেবরাজ হয়ে দেবলোকে রাজত্ব করেছিলাম।

২৩১. হাজারবার আমি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম। দেবলোকে রাজত্বকালে আমাকে বহুদেবতা বন্দনা করেছিল।

২৩২-২৩৩. সশিষ্য পরিবেষ্টিত হয়ে আমি পায়ে হেটে বিচরণ করছিলাম। এমন সময় যজ্ঞয়োজনে নিরত জটাধারী কেণিয় তাপসকে দেখে এই কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম: 'এখানে কি কোনো আবাহ-বিবাহকার্য সম্পন্ন হবে? অথবা কোনো রাজা কি এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন?

২৩৬. হে দেবসম্মত ব্রামণ, আমিই এমন দানযজ্ঞের আয়োজ করেছি। আমি কোনো রাজাকেই নিমন্ত্রণ করিনি। নানাধরণের যজ্ঞ আমি আয়োজন করি না।

২৩৭. কোনো ধরণের আবাহ-বিবাহের কার্য ও আমাতে বিদ্যামান নেই। দেবলোকসহ সমগ্র জগতের শ্রেষ্ঠ, শাক্যদের আনন্দদানকারী বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হয়েছেন।

২৩৮. তিনি এখন সর্বলোকের সমগ্র সত্ত্বগণের ক্রমাগত হিতসুখ সাধন করে চলেছেন। তিনিই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন। তাঁর উদ্দেশেই আজ এতসব দানযজ্ঞের আয়োজন।

২৩৯. তিম্বরুফলর্ণাভ, অপ্রমেয়, অনুপম, সৌন্দর্যে অদ্বিতয়ি বুদ্ধই আগামীকালের জন্য নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৪০. জ্বলন্ত উল্কা শিখা ও জ্বলন্তঅঙ্গারতুল্য উজ্জ্বল বিদ্যুতোপম মহাবীর বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৪১. পাহাড়ের উপর পঞ্চদশীর পূর্ণচন্দ্রের স্নিগ্ধ শিখার ন্যায় সূক্ষ্ণ নলাগ্নিবর্ণধারী বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৪২. সমস্ত প্রকার ভয়-ভীতিহীন, ভবের অন্তসাধনকারীমুনি, দৃঢ়পরাক্রমী সিংহসদৃশ নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৪৩. বুদ্ধধর্ম সম্বন্ধে সুদক্ষ, নাগোপম মহাবীর বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৪৪. সদ্ধ-আচারে অভিজ্ঞ, বুদ্ধনাগ, অদ্বিতীয় সিংহসদৃশ মহাবীর বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৪৫. অনন্তবর্ণধারী, অসামান্য যশস্বী, বিচিত্র সব লক্ষণসম্পন্ন, দেবরাজ শক্রসদৃশ মহাবীর বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৪৬. বশীভূতকারী, গণনায়ক, প্রবল প্রতাপী, তেজস্বী, পুরুষ-দুলর্ভ, ব্রহ্মোপম মহাবীর বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৪৭. ধর্মলাভী, দশবলধারী, পারগামী, ধরণীতুল্য মহাবীর বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৪৮. শীলবীজ-সমাকীর্ণ, ধর্মবিজ্ঞানসমন্বিত জলোপম মহাবীর বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৪৯. দুষ্করকার্যকারী, অসম্ভব ধৈর্যশীল, অবিচল, গৌরবান্বিত, মহতোমহান, পর্বততুল্য মহাবীর বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৫০. অনন্তজ্ঞানী, অদ্বিতীয়, অতুলনীয়, শ্রেষ্ঠত্বলাভী, গগনতুল্য মহাবীর বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন। [[পনেরতম ভানবার সমাপ্ত]

২৫১. ভীষণ ভয়তাড়িত সত্ত্বগণের প্রতিষ্টা, শরণগামীদের ত্রাণ, সুবিমুক্ত মহাবীর বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৫২. বুদ্ধিমানদের পরম নির্ভরতা, সুখান্বেষীদের পুণ্যক্ষেত্র, রত্নকর মহাবীর বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৫৩. সুবিমুক্ত, বেদকর, শ্রামণ্যফলদায়ক, মেঘতুল্য মহাবীর বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৫৪. লোকচক্ষু, মহাতেজস্বী, সমস্তঅন্ধকার বিনাশকারী সূর্যতুল্য মহাবীর বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৫৫. আলম্বনাবিমুক্ত, স্বভাবদর্শীমুনিম, চন্দ্রতুল্য মহাবীর বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৫৬. পৃথিবীতে বত্রিশ মহাপুরুষলক্ষণ সমন্বিত, গৌরবময়, অপ্রমেয় মহাবীর বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৫৭. যাঁর জ্ঞান অপ্রমেয়, যাঁর শীল অতুলনীয়, যাঁর বিমুক্তি জগতে অসদৃশ মহাবীর বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৫৮. যাঁর ধৃতি অসদৃশ, যাঁর স্থাম তথা শক্তি অচিন্তিনীয়, যাঁর পরাক্রম অতীত শ্রেষ্ঠ সেই বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৫৯. রাগ-দ্বেষ-মোহরূপ সমস্ত বিষ বিধ্বংসকারী, সম্পূর্ণ নিরোগতুল্য মহাবীর বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৬০. ক্লেশব্যাধি বহুদুঃখ ও সমস্ত অন্ধকার বিধ্বংসী, অভিজ্ঞ চিকিৎসকতুল্য মহাবীর বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৬১. বন্ধু, আপনি তাহলে নিশ্চিত হয়েই তাঁকে 'বুদ্ধ' বুদ্ধ অতীব দুর্লভ। এই 'বুদ্ধ' শব্দ শুনে আমার মন অনিবর্চনীয় প্রীতি ক্রমে বাইরেও প্রসারিত হচ্ছিল। আমি অতীব প্রীতমনে এই কথা বলেছিলাম।

২৬২. আমার মনের অভ্যন্তরস্থ প্রীতি ক্রমে বাইরেও প্রসারিত হচ্ছিল। আমি অতীব প্রীত মনে এই কথা বলেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৬৩. সেই ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম ভগবান কোথায় অবস্থান করছেন? আমি সেখানে গিয়ে শ্রামণ্যফলদায়ক বুদ্ধকে প্রণাম নিবেদন করব।

২৬৪-২৬৫. তখন তিনি কৃতাঞ্জিপুটে ডান হাত দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন এভাবে: আমার ধর্মরাজ, শোকশল্য বিদুরণকারী, অঞ্জনসন্নিভ নীল মহামেঘের ন্যায় উদীয়মান ও সাগরের ন্যায় অনন্ত বিস্তৃত বুদ্ধকে ঐ মহাবনে গিয়ে দেখুন।

২৬৬. এখানেই অদান্তদমনকারী, অবিনীতকে বিনয়নকারী, বোধিপক্ষীয়ধর্ম সম্বন্ধে ব্যাখ্যাদানকারী বুদ্ধ বসবাস করেন।

২৬৭. আমি পিপাসিত ব্যক্তি জল খোঁজার ন্যায়, ক্ষধার্ত ব্যক্তির ভোজন খোঁজার ন্যায় ও শাবকস্নেহে উদ্বেলিত গাভীর ন্যায় জিনকে খুজেঁছিলাম।

৬৬৮. আচার-উপচার বিষয়ে অভিজ্ঞ, ধর্মত সংযমী জিনের কাছে গিয়ে আমি আপন শিষ্যদের শিক্ষাদান করাব।

২৬৯. সুবিমক্ত ভগবান পশুরাজ সিংহের ন্যায় একাচারী। তাঁর প্রতি পদ বিক্ষেপ বহুমানুষ তাঁর কাছে আসাবেন।

২৭০. ঘোরতর বিষধর সর্পের ন্যায়, মৃগরাজ সিংহের ন্যায় ও প্রবল পরাক্রমী দাতাঁল হস্তীর ন্যায় বুদ্ধও অজেয়।

২৭১. মুক্তিপিপাসী মানুষ্যগণ খুব সর্তকতার সাথে আস্তে আস্তে অগ্রসর হয়ে গলার কাঁশির শব্দ করে বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়ে থাকেন।

২৭২. সদেবলোকে বুদ্ধগণ নির্জনবিহারী ধ্যানস্থ, অল্পভাষী, দুরধিগম্য, দুরুপনীয় ও গুরুগম্ভীর হয়ে থাকেন।

২৭৩. শিষ্যগণকে উদ্দেশ করে তিনি বরেছিলেন, আমি যখন বুদ্ধকে প্রশ্ন করব অথবা কুশল বিনিময় করব, তখন তোমরা কথা না বলে মৌনভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে।

২৭৪. তিনি (বুদ্ধ) নিবার্ণপ্রদায়ক যা দেশনা করবেন, তাতে এভাবে মনোনিবেশ করবেন। সদ্ধর্ম সদ্ধর্ম শ্রবণ অতীব সুখকর।

২৭৫. তারপর আমি সম্বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর সাথে কুশল বিনিময় করেছিলাম। কুশল বিনিময় শোষে আমি তাঁর শরীরে মহাপুরুষলক্ষণ গুলো খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছিলাম।

২৭৬. ক্রমে আমি বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণের মধ্যে দুটি বাদে বাকি বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণের মধ্যে দুটি বাদে ত্রিশটি লক্ষণ বিষয়ে সুনিশ্চিত হয়েছিলাম। তারপর মহামুনি বুদ্ধ আমার সন্ধিগ্ধভাবের কথা জ্ঞাত হয়ে ঋদ্ধিযোগে বস্ত্রাচ্ছাদিত গোপনাঙ্গ অণ্ডকোষ দেখিয়েছিলেন।

২৭৭. তারপর তিনি তাঁরপ্রশস্ত জিহ্বা বের করে কর্ণগোটরে ও নাসিকা স্পর্শ করেছিলেন এবং সমস্ত ললাট ডেকে ফেলেছিল।

২৭৮. তাঁর শরীরে সব্যজ্ঞান পরিপূর্ণ সমস্ত মহাপুরুষ লক্ষণ দেখতে পেয়ে আমি নিশ্চিত হলাম যে, ইনি নিশ্চয় বুদ্ধ। তারপর সশিষ্য আমি তাঁর কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৭৯. আমার তিনশত শিষ্যসহ আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম। পনেরদিন না যেতেই আমরা সবাই পরম নিবৃতি নিবার্ণ লাভ করেছিলাম।

২৮০. অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্রের উদ্দেশে আমরা একত্রে পুণ্যকর্ম করেছিলাম, একত্রে জন্মসঞ্চরণ করেছিলাম। এবং পরিশেষে একত্রে পরম বিমুক্তি লাভ করেছিলাম।

২৮১. সেই জন্মে পুণ্যকর্ম সম্পাদনকালীন আমি আটটি বিম (খুটি) দান করেছিলাম। সেই সুকৃত কর্মের ফলে আমি আটটি সুফল লাভ করেছি।

২৮২. সর্বদিকে আমি পূজিত হই, আমার অমিত ভোগ্যসম্পত্তি, আমি সকলের প্রতিষ্ঠা হই এবং আমার কোনো ধরণের ত্রাস বিদ্যমান নেই।

২৮৩. আমার কোনো ধরণের অধিকারী রোগ-ব্যাধি বিদ্যামান নেই, আমি দীর্ঘায়ুর অধিকারী আমার ত্বক অতীব সরক্ষ্ণ, আমার প্রার্থিত আবাসেই আমি বসবাস করি।

২৮৪. আটটি বিম দান করে আমি সমজে বসবাস করেছিলাম। আমি এখন প্রতিসম্বিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করেছি। ইহা আমার অপর অষ্টম সুফল।

২৮৫. হে মহামুনি, আপনার অষ্টগোপানসী নামক পুত্র সর্বকার্যে কৃতকার্য, সফল ও অনাসক্ত।

২৮৬. পাঁচটি স্তম্ভ দান করে আমি সমাজে বিচরণ করেছিলাম। সেই সুকৃত কর্মের ফলে আমি পাঁটি সুফল লাভ করেছি।

২৮৭. তারফলে আমি অবিচল মৈত্রীপরায়ন, সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ ও মিষ্ঠভাষী হয়েছি। আমি কাউকে আঘাত করি না।

২৮৮. আমার চিত্ত অচঞ্চল ও স্থিত। আমি সকলের প্রতি উদারচিত্ত। সেই সুকৃত কর্মের ফলে আমি বুদ্ধের শাসনে অতীব বিমল।

২৮৯. হে মহাবীর মুনি, আপনার শ্রাবক ভিক্ষু সগৌরবী, বিনয়ী, কৃতকার্য, সফল ও সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়েই আপনাকে বন্দনা করছে।

২৯০. পূর্বে আমি সুন্দর পালঙ্ক তৈরি করে ঘরে সাজিয়েছিলাম। সেই সুকৃত কর্মের ফলে আমি পাঁচটি ফল লাভ করেছি।

২৯১. আমি উচ্চকুলে জন্ম নিয়ে অমিত ভোগসম্পত্তি অধিকারী হয়েছি। আমি সর্ববিধ সম্পত্তির অধিকারী। কিন্তু আমার মধ্যে লেশমাত্র কৃপণতা নেই।

২৯২. কোথাও যাওয়ার সময় আমার কাছে পালঙ্ক উপস্থিত হতো। আমি আমার প্রার্থিত শ্রেষ্ট পালঙ্ক নিয়েই সেখানে যেতাম।

২৯৩. হে মুনি সেই পালঙ্কদানের প্রভাবে সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত করে সর্ববিধ অভিজ্ঞান বলপ্রাপ্ত স্থবির আপনাকে বন্দনা জানাচ্ছে।

২৯৪. আমি পরকৃত্য আপনকৃত্য সর্ববিধ কৃত্যই সাধন করেছিলেন। সেই সুকৃত কর্মের ফলে আমি নিবার্ণ নামক অভয় পুরে প্রবেশ করেছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৯৫. সুনির্মিত ঘরে আমি বহু পরিভোগ্য সম্পত্তি দান করেছিলাম। সেই সুকৃতকর্মের ফলে আজ আমি শ্রেষ্টত্ব লাভ করেছি।

২৯৬. জগতে যে সকল হস্তী-অশ্ব দমনকারী আছেন, তারা নানা ধরণের লাঠি, অঙ্করশের সহায্যের দমন করে থাকেন।

২৯৭. হে মহাবীর, আপনি কিন্তু বিনাদণ্ডে ও নিরস্ত্রভাবেই নরনারীদের উত্তমভাবে দমন করেন।

২৯৮. দেশনাকুশল মুনি দানের সুফল নর্ণনা করতে করতে মাত্র একটি প্রশ্ন বলেই তিনশত জনকে ধর্মবোধে প্রবুদ্ধ করেছেন।

২৯৯. আমরা সবাই সুদক্ষ সারথী কর্তৃক শান্ত, দান্ত হয়ে সম্পূর্ণ সুবিমুক্ত ও অনাসক্ত হয়েছি। সমস্ত তৃষ্ণাক্ষয় করে ও সর্ববিধ অভিজ্ঞাবল প্রাপ্ত হয়ে আমরা নিবৃত হয়েছি।

৩০০. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই দানের ফলে আমার সমস্ত ভয় কেটে গিয়েছিল। ইহা আমার গৃহ (শালা) দানেরই ফল।

৩০১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩০২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩০৩. চারি প্রতিসম্ভিদা অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সেল সপরিষদে ভগবানের কাছে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সেল স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. সর্বকীর্তিক স্থবির অপদান

৩০৪. কণিকার পুষ্পের মতো প্রোজ্জ্বল, দীপবৃক্ষের ন্যায় উজ্জ্বল ও বিশাল আকাশে জ্বল জ্বল করা শুকতার মতো।

৩০৫. অকুতোভয়ী পশুরাজসিংহের ন্যায় লোকনায়ক বুদ্ধ জ্ঞানালোক প্রকাশ করছিলেন এবং অন্যতীর্থিয়গণকে প্রমর্দিত করছিলেন।

৩০৬. আমি একদিন এই লোকের উদ্ধারকারী সকল প্রকার সংশয় ছিন্নকারী ও পশুরাজ সিংহের ন্যায় সিংহনাদকারী লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩০৭. তখন আমি ছিলাম সরল ও প্রবল প্রতাপী জটাধারী সন্ন্যাসী। আমি গাছের বাকলে তৈরি বস্ত্র নিয়ে তাঁর পাদমূলে বিছিয়ে দিয়েছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩০৮. মসৃণ কালো কালি হাতে নিয়ে আমি তথাগতের গায়ে অনুলেপন করেছিলাম। অনুলেপনের পর আমি লোকনায়ক সম্বুদ্ধের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলাম।

৩০৯. হে মহামুনি, আপনি সংসার স্রোতোত্তীর্ণ। এই লোককে আপনিই উদ্ধর করেছেন। এই বিশ্বকে আপনি জ্ঞানলোকে আলোকিত করেছেন। আপনার সেই উত্তম জ্ঞান সবার জন্য অবারিত।

৩১০. ধর্মচক্র প্রবত্তর্ন করেছেন। অন্যতীর্থিয়দের মর্দন করেছেন। বিজিত সংগ্রামী বৃষেভের ন্যায় আপনি ধরনীকে প্রকম্পিত করেছেন।

৩১১. মহাসমুদ্রের উর্মিমালা যেমন তীরের ধাক্কায় ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়, অনুরূপভাবে আপনার অসীম জ্ঞানে সকল প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়।

৩১২-৩১৩. স্বচ্ছ ও গভীর সরোবরে সুক্ষ্মজাল ফেলাহলে যেমন জালে আবদ্ধ প্রাণীকুল ভীষণভাবে পীড়িত হয়, অনুরূপভাবে পৃথিবীতে অন্যতীর্থিয়দের মিথ্যাদৃষ্টিজালে আবদ্ধ সত্ত্বগণ আপনার উত্তম জ্ঞানসাগরে এসে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েছেন।

৩১৪. আপনি হচ্ছেন দুঃখস্রোতে নিপতিত সত্ত্বগণের প্রতিষ্ঠা, আনাথদের নাথ, ভয়ার্তগণের শরণ তথা আশ্রয় এবং মুক্তিকামীদের পরম মুক্তিদাতা।

৩১৫. আপনি একজন মহানবীর, অসদৃশ, মৈত্রী-করুনার পরম আধার, অতুলনীয়, সুসংযত, শান্ত, বশীভূত, বিজয়ী ও অকুটিল।

৩১৬. আপনি ধীর, বিগতসম্মোহ, বাসনামুক্ত, সংশয়মুক্ত, তুষ্টকারী, দ্বেষহীন, নির্মল, সুসংযত ও শুচিপরায়ণ।

৩১৭. আপনি তৃষ্ণামুক্ত, মদমুক্ত, ত্রিবিদ্যালাভী, ত্রিভবহতেমুক্ত, পাপসীমা অতিক্রমকারী, ধর্মগুরু, অর্থগামী ও পরম হিতৈষী।

৩১৮. আপনি অথৈ সমুদ্রে জাহাজের দিকনির্দেশনাকারী তারা সদৃশ, অকুতোভয়ী সিংহসদৃশ এবং দাম্ভিক হস্তিরাজ সদৃশ।

৩১৯. এইভাবে দশটি গাথাযোগে মহাযশস্বী পদুমুত্তর ভগবানের ভূয়শী প্রশংসা করে তাঁর পদে বন্দনা নিবেদন পূর্বক মৌনভাবে দাড়িয়ে ছিলাম।

৩২০. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর শাস্তা ভিক্ষুসংঘের মধ্যে দাড়িয়ে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৩২১. যেই ব্যক্তি আমার শীল, জ্ঞান ও সদ্ধর্মের ভূয়শী প্রশংসা করেছে, এখন আমি তার গুণকীর্তন করব। তোমরা মনযোগসহকারে শ্রবণ কর।

৩২২. সে ষাট হাজার কল্প দেবলোকে রমিত হবে এবং অন্য দেবতাদের অতিক্রম করে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করবে।

৩২৩. পরবর্তী সময়ে সে প্রব্রজ্যিত হয়ে পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে গৌতম ভগবানের শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩২৪. প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর সে কায়িক পাপকর্ম বর্জন করবে এবং সর্বাসব অবিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

৩২৫. মেঘ যেমন বারি বর্ষণে এই ধরণীকে পরিতৃপ্ত করে, অনুরূপভাবে আপনিও হে মহাবীর, আমাকে ধর্মে পরিতৃপ্ত করেছেন।

৩২৬. লোকনায়ক বুদ্ধের শীল, প্রজ্ঞা ও ধর্মের ভূয়সী প্রশংসা করে আজ আমি অচ্যুতপদ, পরম শান্তিময় নির্বাণ লাভ করেছি।

৩২৭. অহো, সেই চক্ষুষ্মান ভগবান যদি সুদির্ঘকাল জীবিত থাকতেন, তাহলে আমি যে অমৃতপদ লাভ করেছি তার জানতে পারতেন!

৩২৮. এই আমার অন্তিম জন্ম। আমার জন্ম সকল ধ্বংস হয়েছে। সর্বাসব অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩২৯. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি বুদ্ধের যেই ভূয়সী প্রশংসা করেছিলাম, সেই থেকে একবার ও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ভূয়সী প্রশংসা করারই ফল।

৩৩০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে। আমার জন্ম সকল ধ্বংস হয়েছে। সর্বাসব ক্ষয় করে এখন আমার আর পুনজর্ন্ম নেই ।

৩৩১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩৩২. চারি প্রতিসম্ভিদা অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সর্বকীর্তিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সর্বকীর্তিক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. মধুদায়ক স্থবির অপদান

৩৩৩. সিন্ধু নদীর তীরে আমার একটি সনির্মিত আশ্রম ছিল। সেখানে আমি শিষ্যদের ইতিহাস, লক্ষণসহ প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দিতাম।

৩৩৪. আমার শিষ্যরা ধর্মকামী, বিনিত, সুশাসন শ্রবণেচ্ছু ও ষড়াঙ্গে পারমীপ্রাপ্ত হয়ে সিন্ধুকুলে বসবাস করত।

৩৩৫. উল্কপাত ও তার গমনাগমন, লক্ষণশাস্ত্রে বিশারদ হয়ে তারা তখন উত্তমার্থের (দুঃখমুক্তির) খোঁজে গভীর বনে বসবাস করত।

৩৩৬. সেই সময় সুমেধ নামক বিনায়ক সম্বুদ্ধ পৃথিবীতে জন্মেছিলেন। একদিন তিনি আমাদের প্রতি অশেষ অনুকম্পা বশত আমাদের এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৩৭. আমরা উপস্থিত ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ মহাবীর লোকনায়ক সুমেধ বুদ্ধকে তৃণমাদুর দান করেছিলাম।

৩৩৮. তারপর বন হতে মধু সংগ্রহ করে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে দান করেছিলাম। সুমেধ সম্বুদ্ধ মধু পরিভোগের পর এই গাথা বলেছিলেন।

৩৩৯. যেই ব্যক্তি আমাকে অতীব প্রসন্নমনে নিজহাতে মধুদান করেছে, এখন আমি তার ভূয়শী প্রশংসা করব। তোমরা মনযোগ সহকারে শ্রবণ কর।

৩৪০. এই মধু ও তৃণমাদুর দানের ফলে সে ত্রিশ হাজার কল্প দেবলোকে রমিত হবে।

৩৪১. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প পরে ওক্কাকু কুলে পৃথিবীতে গৌতম নামক শাস্তা উৎপন্ন হবেন।

৩৪২. তার ধর্মে সে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী হবে এবং সর্বাসব অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

৩৪৩. আমি যখন দেবলোক হতে এখানে এসে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেছিলাম, তখন পৃথিবীতে মধুবৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল এবং সমস্ত পৃথিবী মধুদ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছিল।

৩৪৪. মাতৃগর্ভ হতে ভুমিষ্ট হওয়ার সময় আমার উপর অভিশ্রান্তভাবে মধুবৃষ্টি হয়েছিল।

৩৪৫. আমি যখন আগার হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম, তখন প্রভূত অন্ন-পানীয় লাভ করেছিলাম। ইহা আমার মধুদানেরই ফল।

৩৪৬. কী দেবলোকে, কী মনুষ্যলোকে আমি সকল প্রকার ভোগ্যসম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলাম। সেই মধুদানের ফলেই আজ আমি আসবক্ষয় করতে পেরেছি।

৩৪৭. মেঘ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হলে পরে চারি আঙুল পরিমাণ কচিতৃণ জাত হয় এবং তাতে সমগ্র ধরনী ছেয়েযায়। তখন আমি শূন্যঘরে মণ্ডপবৃক্ষমূলে অতীব মুখে অনাসক্ত হয়ে বসবাস করি।

৩৪৮. এই তবে হীন, মধ্যম, উত্তম সবকিছু অতিক্রম করে আজ আমার সমস্ত আসব ক্ষীণ হয়েছে। এখন আর আমার পুনজর্ন্ম নেই।

৩৪৯. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার মধুদানেরই ফল।

৩৫০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে। আমার জন্ম সকল ধ্বংস হয়েছে। সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়ে এখন আর আমার পুনজর্ন্ম নেই।

৩৫১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩৫২. চারিপ্রতিসম্ভিদা অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মধুদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মধুদায়ক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫. পদুম কূটাগারিয় স্থবির অপদান

৩৫৩. লোকনাথ সয়ম্ভূ বিপশ্বী ভগবান ছিলেন বিবেককামী সম্বদ্ধ, সমাধি কুশল মুনি।

৩৫৪. পুরুষোত্তম মহামুনি প্রিয়দর্শী ভগবান বনসণ্ডে প্রবেশ করে নিজের পাংশুকুল চীবর বিছিয়ে তাতে উপবেশণ করেছিলেন।

৩৫৫. পূর্বে আমি গভীর অরণ্যে এক মৃগশিকারী ছিলাম। আমি তখন মৃগের সন্ধানে অরণ্যে বিচরণ করছিলাম।

৩৫৬. সেখানে আমি সুপুষ্পিত শালবৃক্ষের ন্যায় ও উদীয়মান শতরশ্মি সূর্যের ন্যায় স্রোতোত্তীর্ণ, অনাসক্ত সম্বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩৫৭. দেবাতিদেব মহাযশস্বী প্রিয়দর্শী ভগবানকে দেখে আমি তখন প্রাকৃতিক সরোবরে নেমে পদ্মফুল আহরণ করেছিলাম।

৩৫৮. অতীব মনোহর শতপত্রবিশিষ্ট পদ্মফুল এনে আমি একটি কূটাগার তৈরি করেছিলাম এবং সেই কূটাগারটি আহৃত পদ্মফুল দিয়ে আচ্ছাদিত করেছিলাম।

৩৫৯. পরম অনুকম্পাকারী, মহাকারুণিক মহামুনি জিনপ্রিয়দর্শী বুদ্ধ সাত দিন সাতরাত সেই কূটাগারে বসবাস করেছিলেন।

৩৬০. তখন আমি পুরোনো পদ্মফুলগুলো সরিয়ে ফেলে নতুন পদ্মফুলে আচ্ছন্ন করেছিলাম এবং হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করে দাড়িয়েছিলাম।

৩৬১. সমাধি হতে উঠে প্রিয়দর্শী লোকনাথ মহামুনি মহামুনি একটু এদিক -সেদিক দেখে নিয়ে বসে ছিলেন।

৩৬২-৩৬৩. সেই সময় সুদর্শন নামক ঋদ্ধিমান সেবক শাস্তা প্রিয়দর্শী বুদ্ধের চিত্ত জ্ঞাত হয়ে আশি হাজার ভিক্ষু-পরিবৃত হয়ে বনান্তে সুখাসনে আসীন লোকনায়ক বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম।

৩৬৪. সেই সময় সেই বনসণ্ডকে আশ্রয় করে বাস করা যত দেবতা ছিল তারা সকলেই বুদ্ধের চিত্ত জ্ঞাত হয়ে সেখানে একত্র হয়েছিল।

৩৬৫. যক্ষ, কুমাণ্ড, রাক্ষস ও ভিক্ষুসংঘ সকলেই সমবেত হলে পরে প্রিয়দর্শী জিন এইগাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৩৬৬. যেই ব্যক্তি আমাকে সপ্তাহ কাল পূজা করেছে, আমার জন্য আবাস তৈরি করেছে, এখন আমি তার ভূয়শী প্রশংসা করব। তোমরা মনযোগ দিয়ে শ্রবণ কর।

৩৬৭. এখন আমি তার সুদর্শন, সুনিপুণ, গম্ভীর ও সুপ্রকাশিত কীর্তিগাথা জ্ঞানযোগে প্রকাশ করব। তোমরা মনযোগ দিয়ে শ্রবণ কর।

৩৬৮-৩৬৯. সে চৌদ্দ কল্প দেবলোকে দেবরাজত্ব করবে। পদ্মফুলে আচ্ছন্ন বিরাট কূটাগার সে আকাশে ধারণ করবে। ইহা তার পুষ্পদানেরই ফল। একশত চব্বিশ কল্প ধরে সে দেবলোকে জন্মপরিভ্রমণ করবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৭০-৩৭১. সেখানে তার চারদিকে পুষ্পময় ব্যাম আকাশে ধারণ করবে। পদ্মপত্রে জল যেমন লিপ্ত হতে পারে না, অনুরূপভাবে এই ব্যক্তি জ্ঞানে কোনো ক্লেশই লিপ্ত হতে পারবে না। এই ব্যক্তি মন সম্পূর্ণ পঞ্চনীবরণ হতে মুক্ত থাকবে।

৩৭২. চিত্তে নৈষ্ক্রম্যভাব উৎপন্ন করে সে আগার ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে। গ্রহত্যাগের সময় তার চারপাশে ব্যামপ্রমাণ পুষ্পধারণ করা থাকবে।

৩৭৩. যখন সে বৃক্ষমূলে স্মৃতিমান হয়ে ধ্যানাসনে বসে থাকবে, সেখানে তার মাথার উপর ব্যামপ্রমাণ পুষ্পধারণ করা থাকবে।

৩৭৪. পরিশেষে সে ভিক্ষুসংঘকে চীবর, পিণ্ডপাত ও শয্যাসন দান করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনিবৃত হবে।

৩৭৫. কূটাগারের চারদিকে বিচরণ করতে করতেই আমি প্রব্রজ্যা অভিনিষ্ক্রমণ করেছিলাম। আমি যখন বৃক্ষমূলে বসবাস করতাম তখন ও আমাকে কূটাগারটি ধারণ করে থাকে।

৩৭৬. চীবর, পিণ্ডপাতের প্রতি আমার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। পুণ্যকর্ম-সমন্বিত হয়েই আজ আমি পরিশেষে (পরিনির্বাণে) উপনীত হয়েছি।

৩৭৭. অদ্যাবধি বহুকোটি কল্প ধরে অসংখ্য প্রমুক্ত লোকনায়ক বুদ্ধ চলে গিয়েছেন। তারপরও আমি ছিলাম রিক্তহস্ত।

৩৭৮. আজ থেকে একশত আঠার কল্প আগে বিনায়ক প্রিয়দর্শী বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হয়েছেন। তাঁর পুণ্যপুত্র সংস্পর্শ পেয়েই আজ আমি এই যোনিতে (জন্মে) উপনীত হয়েছি।

৩৭৯. এই জন্মে আমি অনোম নামক চক্ষুষ্মান (শ্রাবক) সম্বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছি। তার কাছে গিয়ে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি।

৩৮০. দুঃখের অন্তসাধনকারী বুদ্ধ জিন আমাকে মার্গ-সমন্ধে দেশনা করেছেন। তার ধর্মদেশনা শুনেই আমি অচলপদ নিবার্ণ লাভ করেছি।

৩৮১. শাক্যপুঙ্গব গৌতম সম্বুদ্ধকে পরিতুষ্ট করে আমি সর্বাসব অভিজ্ঞাদ্বারা জ্ঞাত হয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩৮২. আজ থেকে একশত আঠার কল্পআগে আমি বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজা করারই ফল।

৩৮৩. আমার সমস্ত ক্লেশদগ্ধ হয়েছে। আমার জন্ম সকল ধ্বংস হয়েছে। সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়ে এখন আর আমার পুনজর্ন্ম নেই।

৩৮৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩৮৫. চারিপ্রতিসম্বিদা অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পদুমকূটাগারিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করছিলেন।

[পদুমকূটাগারিয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬. বাকুল স্থবির অপদান

এই স্থবির নাকি বহুকাল অতীতে আজ থেকে লক্ষাধিক এক অসংখ্যের কল্প আগে অনোমদর্শী ভগবান জন্মেছিলেন। তার জন্মবার কিছুকাল আগে তিনি এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ত্রিবেদ শিক্ষা করেন। কিন্তু তাতে কোনো সার দেখতে পেলেন না। 'পারলৌকি সুখ লাভের গবেষণা করব' এই ভেবে তিনি ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। এক পর্বতে পাদদেশে বসবাস করে তিনি অচিরেই পঞ্চাভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি ধ্যান লাভ করেন। একদিন তিনি বুদ্ধোৎপত্তির কথা শুনতে পেলেন। তারপর তিনি শাস্তার কাছে গিয়ে ধর্মকথাশুনে ত্রিশরনে প্রতিষ্টিত হলেন। একদিন শাস্তার বাত ব্যাধি দেখা দিলে তিনি অরণ্য থেকে ওষধ এনে লাগিয়ে দিয়ে শাস্তাকে ব্যাধিমুক্ত করেন। সেখান থেকে চ্যুত হয়ে তিনি ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করেন। এক অসংখ্যেয় কল্পকাল দেবমনুষ্য লোকে জন্মপরিভ্রমণ করতে করতে তিনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে হংসবতী নগরে এক কুলিন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে শাস্তা এক ভিক্ষুকে নিরোগী ভিক্ষুদের মাঝে শ্রেষ্টস্থান দিচ্ছেন দেখে তিনি নিজেও সেই শ্রেষ্টস্থান পাবার আকাঙ্খায় প্রার্থনা করলেন। আজীবনকাল পুণ্যকর্ম করে তিনি সুগতি স্বর্গলোকে জন্মপরিভ্রমণ করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের উৎপত্তির কিছুকাল পূর্বে বন্ধুমতি নগরে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ক্রমে তিনি সমস্ত শিল্পবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। তাতে কোনো সার দেখতে না পেরে তিনি ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি অচিরেই ধ্যান ও অভিজ্ঞা লাভ করে পর্বতের পাদদেশে বসবাস করতে থাকেন। একদিন তিনি বুদ্ধোৎপত্তির কথা শুনতে পেলেন। তিনি শাস্তার কাছে গিয়ে ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত হলেন। হঠাৎ একসময় ভিক্ষুদের তৃণপুষ্পকরোগ দেখা দিলে তখন তিনি সেই রোগের সুষ্ঠু উপশম করেন। সেখান থেকে মৃত্যুর পর তিনি ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করেন। তারপর একানব্বই কল্প ধরে দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণ করতে করতে তিনি কাশ্যপ ভগবানের সময়ে বারাণসীর এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। গৃহবাসকালে তিনি একদিন এক জীর্ণ-শীর্ণ মহাবিহার দেখে সেখানে উপোসথাগার সহ বহু আবাস তৈরি করে দিলেন। এভাবে আজীবন কুশল কর্ম করে এক বুদ্ধান্তর কল্প দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণ করতে করতে তিনি আমাদের ভগবানের কিছুকাল পূর্বে কোশাম্বীতে এক শ্রেষ্ঠি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ধাত্রীরা তাকে যমুনা নদীতে স্নান করাতে নিয়ে গেলেন। শিশুটি হঠাৎ হাত থেকে খসে পড়লে দ্রুত একটি মাছ এসে শিশুটিকে গিলে ফেলেন। এক সময় জেলেরা সেই মাছটিকে ধরে বারানসীর এক শ্রেষ্ঠিভার্যার কাছে বিক্রি করল। সেই শ্রেষ্ঠিভার্যা মাছটিকে কাটতে গিয়ে একটি জীবিত ও সুস্থ শিশু দেখতে পেলেন। 'আমি একটি পুত্র সন্তান পেয়েছি' ভেবে তিনি সেই শিশুটিকে নিয়ে লালন পালন করলেন। একসময় সেই শিশুটির প্রকৃত মাতাপিতা খবরটি শুনতে পেলেন। তারা দ্রুত সেখানে এসে বললেন, 'এটি আমাদের পুত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমাদের পুত্রকে আমাদের কাছে দাও।' তারা না দিলে পরে রাজার কাছে অভিযোগ করলেন। তারপর রাজা শেষমেশ এই বলে রায় দিলেন যে, এই পুত্র তোমাদের উভয় কুলের থাকবে। এভাবে সেই শিশুটির উপর উভয় পরিবারের অধিকার থাকার কারণে তার নাম রাখা হয় বাকুল অর্থাৎ উভয়কুল। তখন থেকে তিনি উভয় শ্রেষ্ঠকুলের মধ্যে একেক পরিবারের কাছে ছয়মাস করে থাকতেন। উভয় শ্রেষ্ঠিপরিবারই যখন নিজেদের কাছে থাকার সময় আসবে তখন এক শ্রেষ্ঠিপরিবার নৌকার উপরে প্রথমে নত্নমণ্ডপ তৈরি করায় । তারপর পঞ্চাঙ্গিক তূর্যবাদ্য বাজিয়ে কুমারকে সেখানে বসানো হয়। তারপর তাকে নিয়ে উভয় নগরের মধ্যেবর্তী স্থানে নদীতে আগমন করে। অপর শ্রেষ্ঠি পরিবারও অনুরূপভাবে সাজিয়ে সেই জায়গায় গিয়ে কুমারকে সেখানে তুলে দিয়ে চলে যায়। তিনি এভাবে বড় হতে লাগলেন। এতে করে তিনি উভয় শ্রেষ্ঠিপুত্র নামে প্রচারিত হলেন। একদিন তিনি শাস্তার কাছে গিয়ে ধর্ম শুনে শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং সপ্তাহকাল চেষ্টা করে অষ্টম দিনের মাথায় প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কাহিনি প্রকাশ করতে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'হিমালয়ের অনতিদূরে' এই গাথাগুলো বলেছিলেন।

৩৮৬. হিমালয়ের অনতিদূরে শোভিত নামক এব পর্বত ছিল। তাতে আমার শিষ্যদের দ্বারা নির্মিত একটি আশ্রম ছিল।

৩৮৭. সেখানে বহুমণ্ডপ, সুপস্পিত সিন্দুবারবৃক্ষ, বন্যফলের গাছ ও নানা জাতীয় বৃক্ষরাজি ছিল।

৩৮৮. সেখানে বহু সুপস্পিত নিগ্গুণ্ডিগাছ, বড়ইগাছ, অলাবুগাছও পুণ্ডরীকগাছ ছিল।

৩৮৯. সেখানে আলকাবৃক্ষ, বেলুকগাছ, কলাগাছ, মাতুলুঙ্গগাছ, মহানামগাছ, অর্জুনগাছ ও প্রিয়ঙ্গুকগাছ ছিল।

৩৯০. সেখানে কোশম্বা, সলল, নিম, নিগ্রোধ ও কপিঘনাসহ বহুবৃক্ষরাজির সমারোহ ছিল। আমার আশ্রম এমনই মনোরম ছিল। তাতে আমি সশিষ্যে বসবাস করেছিলাম।

৩৯১. লোকনায়ক সয়ম্ভূ অনোমদর্শী ভগবান নির্জন বিবেকস্থান খুঁজতে গিয়ে আমার আশ্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৩৯২. মহাবীর মহাযশস্বী লোকনাথ অনোমদর্শী ভগবান আমার আশ্রমে উপস্থিত হলে পরে মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর বাত ব্যাধি দেখা দিয়েছিল।

৩৯৩. আমি অরণ্যে বিচরণ করতে করতে হঠাৎ লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম এবং মহাযশস্বী চক্ষুষ্মান সম্বুদ্ধের কাছে গিয়েছিলাম।

৩৯৪. তাঁর ভাবভঙ্গি দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, বুদ্ধের ব্যাধি দেখা দিয়েছে।

৩৯৫. শিগ্গিরি আমি আশ্রমে আমার শিষ্যদের কাছে গিয়েছিলাম। ওষুধ তৈরি ইচ্ছায় আমি শিষ্যদের ডেকেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৯৬. আমার ডাক শুনে আমার শিষ্যরা আমার প্রতি গুরুগারবতা বশে একত্র সমবেত হয়েছিল।

৩৯৭. তারপর শিগইগিরি আমি পর্বতে আরোহণ করে সর্বৌষুধ নিয়ে এসে পানীয় যোগে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে দান করেছিলাম।

৩৯৮. লোকনায়ক সর্বজ্ঞ মহর্ষি সুগত মহাবীর বুদ্ধ ওষুধ খেয়ে শিগগিরি রোগমুক্ত হয়েছিলেন।

৩৯৯. আমার চিত্তপ্রশান্তি ও শ্রদ্ধবোধ দেখে মহাযশস্বী অনোমদর্শী ভগবান নিজ আসনে বসে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৪০০. যেই ব্যক্তি আমাকে ওষুধ দান করেছে এবং আমার রোগ সারিয়ে তুলেছে, এখন আমি তার ভূয়শী প্রশংসা করব। তোমরা মনযোগ দিয়ে শ্রবণ কর।

৪০১. সে লক্ষকল্প ধরে দেবলোকে রমিত হবে। সেখানে তার জন্যে দিব্যতূর্য বাজানো হবে এবং তাতে করে সে প্রতিনিয়ত আমোদিত হবে।

৪০২. মনুষ্যলোকে জন্মনিয়েও সে পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে হাজার বার চক্রবর্তী রাজা হবে।

৪০৩-৪০৪. আজ থেকে পঞ্চান্ন কল্প আগে সে চতুরন্তবিজয়ী, জম্বুদীপের অধিশ্বর, সপ্তরত্নসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী অনোম নামক চক্রবর্তী রাজা হয়ে এমনকি তাবতিংস দেবলোকে ও আলোড়িত করে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করবে।

৪০৫. দেবতা হোক আর মনুষ্যহোক, সবখানেই সে নিরোগী হবে এবং কারো অনুগ্রহ ছাড়াই সে এই পৃথিবীতে ব্যাধি অতিক্রম করবে।

৪০৬. আজ থেকে অপরিমেয় কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্ম নেবেন।

৪০৭. তার ধর্মে সে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী হবে এবং সর্বাসব অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

৪০৮. ক্লেশসমূহকে দগ্ধ করে সে তৃষ্ণাস্রোত অতিক্রম করবে এবং বাকুল নামক শাস্তা শ্রাবক হবে।

৪০৯. এই সমস্ত বিষয় অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে শাক্য পুরুষ গৌতম ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবেশন করে তাকে এই শ্রেষ্ঠস্থানে স্থাপন করবেন।

৪১০. একদিন লোকনায়ক সয়ম্ভূ অনোমদর্শী ভগবান নির্জন বিবেকস্থান খুঁজতে খুঁজতে আমার আশ্রমে উপনীত হয়েছিলেন।

৪১১. আমার আশ্রমে উপনীত হওয়া লোকনায়ক সর্বজ্ঞ মহাবীর বুদ্ধকে আমি নিজ হাতে অতীব প্রসন্নমনে সর্বৌষুধে পরিতৃপ্ত করেছিলাম।

৪১২. আমার সেই সুকৃত কর্ম সুক্ষেত্রে রোপিত হয়েছে। আমার সেই কর্ম সুকৃত হওয়ার দরুন আমার পক্ষে সেটি নষ্ট করা সম্ভব হয়নি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪১৩. সেটি ছিল আমার পরম লাভ। সেটি আমার পক্ষে সুলব্দই হয়েছে। আমি লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম। সেই কর্ম প্রভাবেই আমি অচলপদ নির্বাণ লাভ করেছি।

৪১৪. এই সমস্ত বিষয় অবগত হয়েই শাক্যপুঙ্গব গৌতম বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবেশন করে আমাকে শ্রেষ্ঠস্থানে স্থাপন করেছেন।

৪১৫. আজ থেকে অপরিমেয় কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ওষুধ দানেরই ফল।

৪১৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে। আমার জন্ম সকল ধ্বংস হয়েছে। সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়ে এখন আর আমার পুনর্জন্ম নেই।

৪১৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪১৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বাকুল স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বাকুল স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. গিরিমানন্দ স্থবির অপদান

এই স্থবির ও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদপুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সুমেধ ভগবানের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর গৃহবাসকালে শোকাভিভূত হন। তিনি অরণ্যে গিয়ে স্বয়ং পতিত ফল খেয়েই বৃক্ষমূলে বসবাস করতে লাগলেন। তখন সুমেধ ভগবান তার প্রতি অশেষ অনুকম্পা বশত সেখানে গিয়ে ধর্মদেশনা করে তার শোকশল্য তুলে ফেললেন। তিনি ধর্মকথা শুনে অতীব প্রসন্নমনে সুগন্ধ পুষ্প দিয়ে ভগবানকে পূজা করে পঞ্চাঙ্গ লুটিয়ে বন্দনা নিবেদন করে নতশিরে হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করে ভূয়শী প্রশংসা করেছিলেন।

সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে সঞ্চরণ করতে করতে দেবমনুষ্য উভয় সুখ ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে রাজগৃহে বিম্বিসার রাজার এক পুরোহিতের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম রাখা হলো গিরিমানন্দ। তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর শাস্তা রাজগৃহে আসলে বুদ্ধপ্রভাব দেখে শ্রদ্ধান্বিত হন। পরে প্রব্রজ্যা নিয়ে শ্রমণধর্ম পালন করতে করতে কিছুদিন গ্রাম্য আবাসে থাকার পর শাস্তাকে বন্দনা করার মানসে রাজগৃহে গেলেন। মহারাজ বিম্বিসার তার আগমন বার্তা শুনে তার কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে এই বলে ফাং করলেন, ভন্তে, এখানেই বসবাস করুন। আমি চতুপ্রত্যয় দিয়ে আপনার সেবা করব। কিন্তু ফাং করে ফিরে যাবার পর প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার কারণে রাজার সেই কথা মোটেই স্মরণে ছিল না। তখন থেকে স্থবির উন্মুক্ত আকাশের নিচেই সববাস করতে লাগলেন। এদিকে দেবতারা 'বৃষ্টি পড়লে স্থবির ভিজবেন' এই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভয়ে বৃষ্টি একেবারে বন্ধ করে দিলেন। এতে করে রাজা অস্থিপ হয়ে এর কারণ খোঁজ করতে লাগলেন। পরে এর যথার্থ কারণ জেনে স্থবিরের জন্য একটি কুটির নির্মাণ করলেন। স্থবির সেই কুটিরে বসবাস করে চত্যুয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে বিদর্শন ভাবনা করে অচিরেই অহর্ত্ত্ব লাভ করেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূবজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমার ভার্যা কালগত হয়েছেন' এই গাথাগুলো বলেছিলেন।

৪১৯. আমার ভার্যা কালগত হয়েছে। আমার পুত্রকে শ্মশানে নেওয়া হয়েছে। মৃত মা-বাবা ও ভাই সবাই একই চিতায় পোড়ানো হচ্ছে।

৪২০. সেই শোকে শোকাভিভূত হয়ে আমি একেবারে শীর্ণকায় ও ফিকে হয়ে গিয়েছিলাম। সেই শোক সহ্য করতে না পেরে আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

৪২১. শোকশল্যে বিদ্ধ হয়ে আমি গভীর বনে চলে গিয়েছিলাম। সেখানে স্বয়ং পতিত ফলমূল খেয়েই আমি বৃক্ষমূলে বসবাস করছিলাম।

৪২২. সেই সময় দুঃখের অন্তসাধনকারী জিন সুমেধ সম্বুদ্ধ আমাকে উদ্ধার করার মানসে আমার কাছে এসেছিলেন।

৪২৩. আমি মহর্ষি সুমেধ ভগবানের পায়ের আওয়াজ শুনে মাথা তুলে মহামুনিকে দেখেছিলাম।

৪২৪. মহাবীর বুদ্ধকে দেখে আমার মনে পরম প্রীতি উৎপন্ন হয়েছিল। আমি একাগ্রমনে মুগ্ধ হয়ে লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখছিলাম।

৪২৫. হঠাৎ সেই মুগ্ধতার ঘোর কাটিয়ে ওঠার পর আমি তাকে একটি তৃণমাদুর বিছিয়ে দিয়েছিলাম। চক্ষুষ্মান ভগবান আমার প্রতি অশেষ অনুকম্পাবশে সেখানে বসেছিলেন।

৪২৬. লোকনায়ক সুমেধ ভগবান বুদ্ধ সেখানে বসার পর আমার শোকশল্য দূরীভূত করার জন্যে আমাকে ধর্মকথা বলেছিলেন।

৪২৭. তারা বিনা আহবানে এখানে এসেছে। আবার না জানিয়েই তারা এখান থেকে চলে গিয়েছে। তারা যেভাবেই এসেছে, ঠিক সেভাবেই চলে গিয়েছে। এতে পরিদেবন তথা শোক করার কী আছে?

৪২৮. প্রবল বেগে বারিবর্ষণ হলে পথিকেরা যেমন নিজেদের জিনিসপত্রসহ বৃষ্টি থেকে বাঁচা জন্য কোনো আচ্ছাদনীর আশ্রয় নেয়।

৪২৯. কিন্তু বৃষ্টি যখন থেমে যায় তখন তারা আবার গন্তব্যে যাত্রা করে। অনুরূপভাবে তোমার মাতাপিতা ও স্বীয় গন্তব্যে যাত্রা করেছে মাত্র। এতে পরিদেবন তথা শোক করার কী আছে?

৪৩০. অভ্যাগত অতিথিরা যেমন ভোজন শেষে চলে যায়, অনুরূপভাবে তোমর মাতাপিতাও চলেগিয়েছে। এতে পরিদেবন তথা শোক করার কী আছে?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৩১. সর্প যেমন পুরাতন জীর্ণ খোলস ত্যাগ করে নতুন খোলস ধারণ করে, অনুরূপভাবে তোমার মাতাপিতাও ইহজীবনে জীর্ণ পুরাতন খোলস ত্যাগ করে নতুন খোলস ধারণ করেছে।

৪৩২. বুদ্ধের দেশিত ধর্মকথা সম্যক উপলব্ধি করে আমি সম্পূর্ণ শোকশল্য মুক্ত হয়েছিলাম। তখন প্রীতিপূর্ণ মন নিয়ে আমি বুদ্ধ শ্রেষ্ঠকে বন্দনা করেছিলাম।

৪৩৩. মহানাগ লোকনায়ক সুমেধ বুদ্ধকে বন্দনা করে আমি দিব্যগন্দযুক্ত গিরিমঞ্জরি দিয়ে পূজা করেছিলাম।

৪৩৪. সম্বুদ্ধকে পূজা করার পর আমি নতশিরে হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করে বুদ্ধের শ্রেষ্ট গুণসমূহ স্মরণ করে লোকনায়ক বুদ্ধের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলাম।

৪৩৫. হে মহাবীর সর্বজ্ঞ লোকনায়ক, আপনি নিজে সংসারস্রোত উত্তীর্ণ হয়েছেন। হে মহামুনি, এখন আপনি আপনার অর্জিত জ্ঞানে সকল সত্ত্বগণকে উদ্ধার করুণ।

৪৩৬. হেমহামুনি, আপনি আমাদের সমস্ত সন্দেহ দূর করুন। হে চক্ষুষ্মান, আপনি আপনার অর্জিত জ্ঞানে আমাকে সম্যক মার্গ দেখিয়ে দিন।

৪৩৭. সেই মুহূর্তে বশীপ্রাপ্ত, ষড়াভিজ্ঞা, মহাঋদ্ধিমান, অন্তরীক্ষচর, ধীর অর্হৎগণ বুদ্ধকে পরিবেষ্টিত করছিলন।

৪৩৮. আপনার শৈক্ষ্য, মার্গলাভে প্রতিপন্ন ও ফললাভী শ্রাবকগণ আছেন। তারা আপনার চারপাশে স্বচ্ছ সরোবরে পদ্মফুল ফোটার ন্যায় প্রস্ফুটিত হচ্ছেন।

৪৩৯. মহাসমুদ্র যেমন সপ্রতিভ, অতুলনীয়ও অনতিক্রম্য, অনুরূপভাবে হে চক্ষুষ্মান, আপনার জ্ঞানসাগরও অনন্ত, অপ্রমেয়।

৪৪০. আমি লোকজিন, চক্ষুষ্মান, মহাযশস্বী বুদ্ধকে বন্দনা করার পর বিভিন্ন দিক নমস্যমান হয়েই চলে গিয়েছিলাম।

৪৪১. তারপর সজ্ঞানে দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে ভবভবান্তরে সন্ধাবন করতে করতে মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেছিলাম।

৪৪২. ক্রমে আমি গৃহত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম এবং আরদ্ধবীর্য, সপ্রাজ্ঞ, ধ্যানী ও নির্জনবিহারী হয়েছিলাম।

৪৪৩. ভাবনায় নিয়োজিত হয়ে আমি মহামুনিকে পরিতুষ্ট করেছি এবং এখন আমি সব সময় মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় বিচরণ করছি।

৪৪৪. এখন আমি বিবেযুক্ত উপশান্ত ও নিরুপধি হয়ে এবং সর্বাসব অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়েই অবস্থান করছি।

৪৪৫. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প আগে আমি বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৪৪৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৪৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৪৮. চারি প্রতিসম্ভিদা অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান গিরিমানন্দ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[গিরিমানন্দ স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. সলল মণ্ডপিয় স্থবির অপদান

৪৪৯. উপশান্ত, মুক্ত ব্রাহ্মণ (অর্হৎ) ককুসন্ধ বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হলে পরে আমি তাঁর উদ্দেশে সলল পুষ্পমাল্য দিয়ে মণ্ডপ তৈরি করেছিলাম।

৪৫০. আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্ম নিয়ে ব্যামপ্রমাণ উত্তম পুষ্পমাল্য লাভ করেছি। তখন আমি অন্য দেবতাদের বলতাম, ইহা আমার পুণ্যকর্মেরই ফল।

৪৫১. কী রাতে অথবা কী দিনে আমি যখনি দাড়িয়ে চংক্রমণ করতাম, তখনি আমার উপর সললপুষ্পের আচ্ছাদনী ছেয়েযেত।

৪৫২. এই ভদ্র কল্পেই আমি বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবার ও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৪৫৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৫৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৫৫. চারি প্রতিসম্ভিদা অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সললমণ্ডপিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সললমণ্ডপিয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. সর্বদায়ক স্থবির অপদান

৪৫৬. মহাসমুদ্রের পড়ে ঘেঁষেই আমার ভবনটি নির্মিত হয়েছিল। তার পাশে নানা জাতীয় পাক-পাকলীর কূজনে মুখরিত একটি সুনির্মিত পঙ্করিনী ছিল।

৪৫৭. সেখানে মন্দালক পুষ্প ও পদ্ম-উৎপল সমন্বিত মনোরম স্বচ্ছসলিলা নদী প্রবাহিত হতো

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৫৮-৪৬০. সেই নদী ছিল নানা প্রজাতির মৎস্য-কচ্ছপে ভরা ও নানা জাতীয় পাক-পাখালির কলরবে মুকরিত। ময়ূর, বক, কোকিল, বার্গী, কবুতর, ঘুঘুপাখি, বরিহাসঁ, জলচর রাজহাসঁ, শালিক, নানা জলচর পাখির সমারোহে ভরপুর। সেই সাথে সেটি ছিল মণিমুক্তাদি সপ্তরত্নসমন্বিত এবং স্বচ্ছ পরিস্কার বালির সমারোহ।

৪৬১. নানা গন্ধেভরপুর সোনালী রঙের বৃক্ষরাজি সেই ভবনটিকে দিবারাত্র সব সময় আলোকিত করে রাখত।

৪৬২. ষোল হাজার নারী ষাট হাজার তূর্যবাদ্য বাজিয়ে সকাল-সন্ধ্যা সব সময় আমাকে পরিবেষ্টিত করে থাকত।

৪৬৩. একদিন আমি ভবন হতে বের হয়ে লোকনায়ক মহাযশস্বী সুমেধ ভগবানকে অতীব প্রসন্নমনে বন্দনা নিবেদন করেছিলাম।

৪৬৪. বন্দনা নিবেদন করার পর আমি তাঁকে সশিষ্য নিমন্ত্রণ করেছিলাম। ধীল লোকনায়ক সুমেধ বুদ্ধ আমার সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন।

৪৬৫. তারপর মহামুনি বুদ্ধ আমাকে ধর্মকথা বলার পর বিদায় দিয়েছিলেন। আমিও সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করে আমার ভবনে চলে গিয়েছিলাম।

৪৬৬. আমি আমার সকল আত্মীয়-পরিজনকে নিমন্ত্রন করেছিলাম। তোমরা সকলে সমবেত হলে পরে পূবাহ্ন সময়ে বুদ্ধ আমার ভবনে উপস্থিত হবেন।

৪৬৭. তখন তারা বললেন, অহো, ইহা আমার পরম লাভ! আমরাও আপনার কাছেই বসবাস করব। আমরাও বুদ্ধশ্রেষ্ঠ শাস্তাকে পূজা করব।

৪৬৮. তারপর আমি অন্ন-পানীয় সবকিচ্ছু তৈরি হলে পরে বুদ্ধকে সময় জ্ঞাপন করেছিলাম। লোকনায়ক বুদ্ধ তার লাখো অর্হৎ শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে আমার ভবনে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৪৬৯. আমি পঞ্চাঙ্গসমন্বিত তূর্যবাদ্য বাজিয়ে উঠে দাড়িয়ে সম্মান প্রর্দশন করেছিলাম। পুরুষোত্তম বুদ্ধ সম্পূর্ণ স্বর্ণময় আসনে উপবেশন করেছিলেন।

৪৭০. বুদ্ধের মাথার উপরের ছায়াদায়িনী শামিয়নাটিও ছিল স্বর্ণময়। তখন বিক্ষুসংঘের উদ্দেশে হাত পাখা দিয়ে বাতাস করা হচ্ছিল।

৪৭১. আমি উৎকৃষ্ট অন্ন-পানীয় দিয়ে ভিক্ষুসংঘকে তৃপ্তিসহকারে ভোজন করিয়েছিলাম। তারপর প্রত্যেককে বস্ত্রযুগল দান করেছিলাম।

৪৭২. ত্রিলোকের পরমপূজনীয় সুমেধ ভগবান ভিক্ষুসংঘের মাঝে বসে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৪৭৩. যেই ব্যক্তি আমাকে ও এই সকল ভিক্ষুকে অন্ন-পানীয় দ্বারা পরিতৃপ্ত করেছে, এখন আমি তার গুণকীর্তন করব। তোমরা মনযোগ সহকারে শ্রবণ কর।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৭৪. সে একশত আঠার কল্প দেবলোকে রমিত হবে এবং হাজারবার চক্রবর্তী রাজা হবে।

৪৭৫. সে দেবলোকে অথবা মনুষ্যেলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করবে, সবখানেই তার মাথার উপর সব সময় সম্পূর্ণ স্বর্ণময় আচ্ছাদনী ধারণ করা হবে।

৪৭৬. আজ থেকে ত্রিশহাজার কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

৪৭৭. তাঁর ধর্মে সে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী হবে এবং সর্বাসব অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

৪৭৮. সে ভিক্ষুসংঘের মাঝে বসে সিংহনাদ করবে। তার চিতায় ছাতা ধারণ করা হবে এবং সেই ছাতার নিচেই তাকে পোড়ানো হবে।

৪৭৯. আমি প্রকৃত শ্রামণ্য ফল লাভ করেছি। আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে। আমি মণ্ডপে বা বৃক্ষমূলে যেখানেই থাকি না কেন, আমার কোনো সন্তাপ বা মনস্তাপ নেই।

৪৮০. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার সর্বদানেরই ফল।

৪৮১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৮২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৮৩. চারি প্রতিসম্ভিদা অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সর্বদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সর্বদায়ক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. অজিত স্থবির অপদান

৪৮৪. সর্বধর্মবিদ লোকনায়ক পদুমুত্তর জিন হিমালয়ে প্রবেশ করে উপবেশন করেছিলেন।

৪৮৫. আমি তখন সম্বুদ্ধকে দেখতে পাইনি এবং তাঁর শব্দও শুনতে পাইনি। আমি আপনমনে বনে আহারের খোঁজে ঘুরছিলাম।

৪৮৬. আমি হঠাৎ সেখানে বত্রিশ মহাপুরুষলক্ষণবিশিষ্ট সম্বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম। তাঁকে দেখে আমার মনে গভীর ভক্তি উৎপন্ন হয়েছিল। এরকম সত্ত্বতো জগতে মাত্র একজনই হয়ে থাকেন।

৪৮৭. আমি তাঁর লক্ষণগুলো দেখে নিয়ে পণ্ডিতগণের সুভাষিত কথায় যেভাবে লক্ষণ শাস্ত্র শিখেছিলাম, ঠিক সেভাবেই আমার অধীত বিদ্যার কথা স্মরণ করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৮৮. তাহাদের কথামতে এই ব্যক্তি অবশ্যই বুদ্ধ হবেন। আমি যদি এখন তাঁর সেবা-শুশ্রুষা করি, তবে আমার গতি পরিশুদ্ধ হবে।

৪৮৯. শিগগিরি আমি আমার আশ্রমে ফিরে এসে মধুতৈল নিয়েছিলাম এবং তারপর একটি মৃন্ময়পাত্র নিয়ে বিনায়ক বুদ্ধের নিকট গিয়েছিলাম।

৪৯০. সেই মৃন্ময় পাত্রটি একটি ত্রিদণ্ডের মাথায় খোলা আকাশের নিচে স্থাপন করেছিলাম। তারপর প্রদীপ জ্বালিয়ে আমি আটবার বন্দনা করেছিলাম।

৪৯১. এভাবে পুরুষোত্তম বুদ্ধ সেখানে সাত দিন সাতরাত্রি উপবেশন করেছিলেন। তারপর রাত্রিশেষে লোকনায়ক বুদ্ধ সমাধি হতে জাগ্রত হয়েছিলেন।

৪৯২. আমি অতীব প্রসন্নমনে সমস্ত দিবারাত্র নিজ হাতে বুদ্ধকে প্রদীপ দান করেছিলাম।

৪৯৩. গন্ধমাদন পর্বতের বর্ণময় সমস্ত গন্ধই বুদ্ধের প্রভাবে তাঁর নিকটে এসেছিল।

৪৯৪. পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া যে-সমস্ত সুপল্পিত সুগন্ধমিয় বৃক্ষ আছে, সেই সময়সবগুলোই বুদ্ধের প্রভাবে সেখানে একত্র হয়েছিল।

৪৯৫. সমগ্র হিমালয়ে যেই সমস্ত নাগ ও গরুলছিল, তারা সকলেই ধর্মশ্রবণেচ্ছু হয়ে বুদ্ধের কাছে এসেছিল।

৪৯৬. তখন দেবল শ্রমণ নামক বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক লক্ষ ক্ষীণাসব অর্হৎসহ বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৪৯৭. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের মাঝে বসে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৪৯৮. যেই ব্যক্তি অতীব প্রসন্নমনে নিজহাতে আমাকে প্রদীপ দান করেছে, এখন আমি তার গুণকীর্তন করব। তোমরা মনযোগসহকারে শ্রবণ কর।

৪৯৯. সে ষাট হাজার কল্প দেবলোকে রমিত হবে এবং হাজার বার চক্রবর্তী রাজা হবে।

[ষোলতম ভাণবার সমাপ্ত]

৫০০. দেবলোকে সে দেবেন্দ্র হয়ে ছত্রিশবার দেবরাজত্ব করবে এবং পৃথিবীতে সাতশতবার রাজত্ব করবে ।

৫০১. সে অসংখ্যবার প্রাদেশিক রাজা হবে। এই প্রদীপ দানের ফলে সে দিব্যচক্ষুর অধিকারী হবে।

৫০২. সে সব সময় দেবলোক হতে চ্যুত হওয়ার ও অন্য কোনো যোনি জন্ম নেওয়া সত্ত্বদের চর্তুপার্শ্বের অষ্টক্রোশ পযর্ন্ত দেখতে পারে।

৫০৩. প্রভূত পরিমাণ পুণ্যসমন্বিত হওয়ার দরুন সে সেখানেই জন্মগ্রহণ করবে, সবখানেই তার উপর দিবারাত্র প্রদীপ ধারণ করা হবে।

৫০৪. সে দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তার জন্ম নেওয়া সমগ্র নগরটি আলোকিত হবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫০৫. ভগবান বুদ্ধকে আটটি প্রদীপ দানের ফলে সে কখনো পশুকুলে জন্ম নেবে না। ইহা তার প্রদীপ দানেরই ফল।

৫০৬. আজ থেকে লক্ষ কল্প পরে ওক্কাকু কুলে গৌতম নামক শাস্তা জগতে জন্মগ্রহণ করবে।

৫০৭. তাঁর প্রচারিত ধর্মে সে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী হবে এবং সর্বাসব অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

৫০৮. শাক্যপুঙ্গব গৌতম সম্বুদ্ধকে পরিতুষ্ট করে সে অজিত নামক শাস্তাশ্রাবক হবে।

৫০৯. আমি দেবলোকে ষাট হাজার কল্পকাল রমিত হয়েছিলাম।

৫১০. দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে উজ্জ্বল জ্যোতি সব সময় আমার অনুসরণ করত। আমি তখন বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে স্মরণ করে আরো বেশি আনন্দিত হতাম।

৫১১. তুষিত দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে আমি মাতৃগর্ভে জন্মেছিলাম। আমার জন্মের সময় ব্যাপক আলো উৎপন্ন হয়েছিল।

৫১২. আগার হতেহ নিষ্ক্রমণ করে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম। আমি বাবরি নামক সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলাম।

৫১৩. তারপর হিমালয়ে বসবাস করার সময় একদিন লোকনায়ক বুদ্ধের কথা শুনতে পেয়েছিলাম। উত্তমার্থ তথা নির্বাণের খোঁজে আমি বিনায়ক বুদ্ধের কাছে গিয়েছিলাম।

৫১৪. আত্মদান্ত, অদম্যদমনকারী, স্রোতোত্তীর্ণ, উপধিহীন বুদ্ধ আমাকে সর্বদুঃখ হতে মুক্তি নির্বাণের কথা দেশনা করেছিলেন।

৫১৫. তাঁর কাছে আমার আগমন সার্থক হয়েছে। আমি মহামুনি বুদ্ধকে পরিতুষ্ট করেছি। আমি ত্রিবিদ্যা লাভ করেছি এবং বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫১৬. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি যেই প্রদীপ দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার প্রদীপ দানেরই ফল।

৫১৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫১৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫১৯. চারি প্রতিসম্ভিদা অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অজিত স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অজিত স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[পিলিন্দবচ্ছ স্থবির বর্গ চল্লিশতম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্মারক-গাথা

পিলিন্দবচ্ছ, সেল, সর্বকীর্তি, মধুদায়ক,
কূটাগারী, বাকুল, গিরি, সললমণ্ডপিয়,
সর্বদায়কও অজিত এইগর্গে মোট
পাঁচশত উনিশটি গাথায় হয়েছে সমাপ্ত।

অতঃপর বর্গের স্মারক-গাথা :

পদুম, আরক্ষা, উমাপুপ্পিয়, গন্ধোদক,
একপদুমিয়, শব্দসংজ্ঞক, মন্দারবপুপ্পিয়।
বোধিবন্দনা, অবটফল ও পিলিন্দবচ্ছ
এই দশটি বর্গ মোট এগারশ চুয়াত্তর গাথা সমাপ্ত।

[পদুমবর্গ দশক সমাপ্ত]

[চতুর্থ শতক সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪১. মৈত্রেয় বর্গ

১. তিষ্যমৈত্রেয় স্থবির অপদান

১. একটি উঁচু গিরিখাদের পাশে শোভিত নামক তাপস পর্বতের মধ্যে স্বয়ংপতিত ফল ভোজন করে বসবাস করছিলেন।

২. আমি তখন উত্তমার্থের খোঁজে ও ব্রহ্মলোকে উৎপত্তির জন্য কাঠ সংগ্রহ করে আগুন জ্বালিয়েছিলাম।

৩. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ আমাকে উদ্ধার করার মানসে আমার কাছে এসেছিলেন।

৪. " হে মহাপুণ্যবান, কী করছেন? আমাকে অগ্নিকাষ্ঠ দিন।" " আমি অগ্নি পরিচর্যা করছি। এতে করে আমি শুদ্ধি অর্জন করব।"

৫. হে সুভদ্র, আপনি কি দেবতা না মানুষ? আসুন, আপনি ও অগ্নি পরিচর্যা করুন। এই নেন অগ্নিকাষ্ঠ।

৬. পদুমুত্তর জিন সেখান থেকে কিছু কাষ্ঠ নিয়ে অগ্নি জ্বালাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মহর্ষি ভগবান বুদ্ধের অলৌকি ঋদ্ধিপ্রভাবে কাঠে আগুন ধরেনি।

৭. তখন ভগবান আমাকে বলেছিলেন, কই অগ্নি তো জ্বলছে না। আপনার আহুতি (যজ্ঞ, পূজা) তো হচ্ছে না। আপনার এই অগ্নি পরিচর্যা তো দেখছি একদম নিরর্থক।

৮. হে মহাবীর, আপনার অগ্নিপরিচর্যা কীরূপ আমাকে একটু বলুন। আমরা উভয়েই সেই পরিচর্যা করব।

৯. হেতুধর্ম নিরোধ করা, ক্লেশসমূহ শমিত তথা শান্ত করা ও ঈর্ষা-মাৎসর্য পরিত্যাগ করা। এই হচ্ছে আমার তিন প্রকার আহুতি।

১০. হে মহাবীর, আমাকে একটু খুলে বলুন তো আপনি কে? কী আপনার গোত্র? আপনার আচার - প্রতিপত্তি (ব্রত) আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।

১১. আমার জন্ম ক্ষত্রিয় কুলে। আমি অভিজ্ঞালাভী। আমার সমস্ত আসব পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আমার আর পুনজন্ম নেই।

১২. প্রভু, আপনি যদি সত্যিই অজ্ঞতারূপ অন্ধকারবিধ্বংসী প্রভাংকর দুঃখে অন্তসাধনকারী সর্বজ্ঞ বুদ্ধ হন, তবে আমি আপনাকে অবশ্যই নমস্কার করব।

১৩. তৎক্ষণাৎ আমি একটি অজিনচর্ম বিছিয়ে দিয়ে বসার আসন দান করেছিলাম। হে নাথ, হে সর্বজ্ঞ, আপনি এখানে বসুন। আমি আপনাকে সেবা করব।

১৪. ভগবান সেই বিছানো অজিনচর্মের উপর উবেশন করেছিলেন। তারপর আমি সম্বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করে বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

১৫. কাঁধের ঝুড়িতে করে বহু তিন্দুকফল সংগ্রহ করেছিলাম। সেই ফলগুলোতে মধু মিশ্রিত করে বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

১৬. আমার প্রার্থনায় পদুমুত্তর জিন সেগুলো পরিভোগ করেছিলেন। আমি লোকনায়ক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বুদ্ধকে সেগুলো পরিভোগ করতে দেখে ভীষণ রকম আনন্দিত হয়েছিলাম।

১৭. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ আমার আশ্রমে বসে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

১৮. যেই ব্যক্তি অতীব প্রসন্নমনে নিজ হাতে ফল খাইয়ে পরিতৃপ্ত করাল, এখন আমি তার ভূয়শী প্রশংসা করব। তোমরা মনযোগ দিয়ে আমার কথা শ্রবণ কর।

১৯. সে দেবলোকে পঁচিশবার দেবরাজত্ব করবে এবং হাজার বার চক্রবর্তী রাজা হবে।

২০-২১. তার সংকল্পে কথা জ্ঞাত হয়ে সে প্রভূত পরিমাণ অন্ন-পানীয়, বস্ত্র ও মহার্ঘ শয্যা দান করবে। এরূপে পুণ্যকর্মসমন্বিত হওয়ার তখন তার তদনুরূপ ভোগ্যসম্পত্তি উৎপন্ন হবে। সে সব সময় নিরোগ, সুস্থ, স্বাস্থ্যবান হয়ে অতিশয় প্রমোদিত হবে।

২২. সে দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কে, সর্বত্রই সে সুখের অধিকারী হবে।

২৩. সে অধ্যাপক, মন্ত্রধর, ত্রিবেদে পারদর্শী হবে এবং শেষে সম্বুদ্ধের কাছে গিয়ে অর্হত্ত্ব লাভ করবে।

২৪. আমার স্মরণ কালের ইতিহাসে এই প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার র্পযন্ত আমার ভাগ্যসম্পত্তির কোনো কমতি ছিল না। ইহা আমার ফল দানেরই ফল।

২৫. আমি এখন শ্রেষ্ঠর্ধম (র্নিবাণ) লাভী। সামুহিক রাগ- দ্বেষ ধ্বংস করেছি। সর্বাসব ক্ষয় করে এখন আমার পুনর্জন্ম নেই।

২৬. আমার সমস্ত ক্লেশদগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৮. চারি প্রতিসম্ভিদা অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তিস্সমৈত্রেয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তিষ্যমৈত্রেয় স্থবির অপদান এথম সমাপ্ত]

২. পূর্ণক স্থবির অপদান

২৯. একটি উঁচু গিরিখাদের পাশে একজন ভীষণ রোগাক্রান্ত অপরাজিত সয়ম্ভূ পচ্চে বুদ্ধ পর্বতের মধ্যে বসবাস করছিলেন।

৩০. সেই সময় হঠাৎ আমার আশ্রমের আশেপাশে বিকট চিৎকারে শব্দ হয়েছিল। পচ্চেকবুদ্ধ যখন পরিনির্বাপিত হচ্ছিলেন তখন ক্ষণিকের জন্য সমগ্র ধরনী আলোকিত হয়েছিল।

৩১. তখন সেই বনসণ্ড বসবাস করা পশু - পক্ষি, হরিণ, সিংহ সমলেই যুগপৎ চিৎকার করে উঠেছিল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩২. সেই চিৎকারের বিকট শব্দ শুনে আমি সেই উঁচু গিরিখাদে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে অপরাজিত সম্বুদ্ধকে পরির্নিবাপিত অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলাম।

৩৩-৩৪. আমি সেই সুপুষ্পিত শালবৃক্ষের ন্যায় ও উদিত শতরশ্মি সূর্যের ন্যায় অপরাজিত পরির্নিবাপিত সম্বুদ্ধের নিথর দেহকে সৎকার করার জন্যে তৃণকাষ্ঠ সংগ্রহ করে একটি শ্মশান তৈরি করেছিলাম। সেই শ্মশানে আমি তার শরীর দগ্ধ করেছিলাম।

৩৫. তার শরীর দগ্ধ করার পর আমি চতুর্দিকে সুগন্ধী ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। তখন আকাশে স্থিত এক যক্ষ এই বলে আমার নাম দিয়েছিলেন 'পূর্ণক'।

৩৬. হে মুনি, আপনি মহর্ষি সয়ম্ভূ পচ্চেকবুদ্ধের শরীর কৃত্য করে পূর্ণতা সাধন করেছেন। তাই জন্মে জন্মে আপনার নাম হোক 'পূর্ণক'।

৩৭. সেখান থেকে মৃত্যুর পর আমি দেবলোকে জন্মেছিলাম। সেখানে আমার দিব্যগন্ধ অন্তরীক্ষ জুড়ে বর্ষিত হতো।

৩৮. সেখানেও আমার নাম রাখা হয়েছিল 'পূর্ণক'। দেবতা কিংবা মানুষ হয়ে আমি আমার সংকল্প পূরণ করেছি।

৩৯. ভব সংসার এই আমার শেষ জন্ম। এই শেষ জন্মেও আমি 'পূর্নক' নামেই পরিচিত হই।

৪০. আমি শাক্যপুঙ্গব গৌতম সম্বুদ্ধকে পরিতুষ্ট করেছি এবং সর্বাসব অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪১. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবার ও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার শরীর কৃত্য করাই ফল।

৪২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৪. চারি প্রতিসম্ভিদা অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পূর্ণক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পূর্ণক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. মেত্তগু স্থবির অপদান

৪৫. হিমালয়ের অনতিদূরে অশোক নামক একটি পর্বত ছিল। সেখানে আমার বিশ্বকর্মা নির্মিত একটি আশ্রম ছিল।

৪৬. মহাকারুণিক শ্রেষ্ঠ মুনি সুমেধ সম্বুদ্ধ পরিধেয় চীবর পরিধান করে পাত্র হতে পূর্বাহ্ন সময়ে ভিক্ষার জন্য আমার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৭. আমার আশ্রমে উপস্থিত লোকনায়ক মহাবীর সুমেধ বুদ্ধকে দেখে তার পাত্র ঘৃততৈল দান করে আমি হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করে আরো বেশি আনন্দিত হয়েছিলাম।

৪৮. লোকনায়ক বুদ্ধশ্রেষ্ঠ সুমেধকে ঘৃততৈল দান করে আমি হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করে আরো বেশি আনন্দিত হয়েছিলাম।

৪৯. এই ঘি দানের ফলে এ মনের প্রার্থনা অনুসারে আমি দেবতা কিংবা মানুষ হয়ে বিপুলসুখ লাভ করেছি।

৫০. বিনিপাত নিরয়ে না পড়ে আমি এই ভবসংসারে জন্মপরিভ্রমণ করেছি। তাতে চিত্তকে প্রণিধানপূর্বক আমি অচলপদ নির্বাণ লাভ করেছি।

৫১. সুমেদ সম্বুদ্ধ আমাকে বলেছিলেন, হে ব্রাহ্মণ, তুমি যে আমাকে দেখতে পেয়েছিলে, তা তোমার পরম লাভ হয়েছে। আমার দর্শন পাওয়ার একদিন তুমি অর্হত্ত্ব লাভ করবে।

৫২. তুমি আশ্বস্ত হও, ভয় পেও না। তুমি মহাযমস্বী হবে। আমাকে ঘি দান করে তুমি জন্মদুঃখ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হবে।

৫৩. এই ঘি দানের প্রভাবে ও প্রার্থনা অনুযায়ী তুমি দেবতা কিংবা মানুষ হয়ে বিপুল সুখ লাভ করবে।

৫৪. এই ঘি দানের ফলে ও মৈত্রীচিত্তের দরুণ তুমি একশত আঠার কল্প দেবলোকে রমিত হবে।

৫৫. তুমি আটত্রিশবার দেবরাজ হবে। আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হবে।

৫৬. তুমি একান্নবার চতুরন্ত বিজেতা, জম্বুদীপের অধিশ্বর চক্রবর্তী রাজা হবে।

৫৭. মহাসমুদ্র যেমন বিপুল, পৃথিবী যেমন দূরতিক্রম্য, ঠিক তদ্রুপ তোমার ভোগসম্পত্তিও অনন্ত অপ্রমেয় হবে।

৫৮. ষাট কোটি স্বর্ণমুদ্রা ত্যাগ করে আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম। 'কুশল কী' এই প্রশ্নের যর্থাথ উত্তরের খোঁজে আমি এক বিখ্যত সন্ন্যাসীর কাছে গিয়েছিলাম।

৫৯. আমি সেখানে তার কাছে ষড়ঙ্গসমন্বিত লক্ষণশাস্ত্র শিক্ষা করেছি। হে মহামুনি, আপনি সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত করে জগতে উৎপন্ন হয়েছেন।

৬০. হে মহামুনি, আমি আপনার দর্শনকামী হয়েই এখানে এসেছি। আপনার সুব্যাখ্যাত ধর্মশ্রবণ করে আমি অচলপদ নির্বাণ লাভ করেছি।

৬১. আজথেকে ত্রিশ হাজার কল্প আগে আমি বুদ্ধকে ঘি দান করেছিলাম। সেই থেকে একবারও আমাকে কারো কাছে ঘি খঁজতে হয়নি।

৬২. যখনি চাইতাম ঠিক তখনি আমার মনের সংকল্পের কথা জ্ঞাত হয়ে ঘি উৎপন্ন হতো এবং আমি সেই ঘি দিয়ে সকলকে পরিতৃপ্ত করতাম।

৬৩. অহো বুদ্ধ! অহো র্ধম! অহো আমাদের শাস্তার সম্পদ! কী আর্শ্চয আমি অল্পমাত্র ঘি দান করেছি, অথচ এখন আমি তার অপ্রমেয় ফল লাভ করেছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬৪. মহাসমুদ্রে যত জল আছে, সেই বিপুল জলরাশিও আমার ঘি দানজনিত ফলের ষোলভাগের একভাগও হবে না।

৬৫. সমগ্র চক্রবালের বস্ত্র রাশিকৃত করা হলেও আমার জন্য উৎপন্ন বস্ত্রের সমান হবে না।

৬৬. পর্বত রাজ হিমালয় সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিশাল হলেও আমার শরীরে মাখা হয়েছে এমন সুগন্ধীর সমতুল্য হবে না।

৬৭. আমি প্রভূত পরিমাণ বস্ত্র, সুগন্ধী, ঘি ও প্রত্যক্ষভাবে অন্য অনেক কিছু লাভ করেছি। সেই সাথে অসংকস্কৃত নির্বাণ লাভ করেছি। ইহা আমার ঘি দানেরই ফল।

৬৮. চারিস্মৃতি প্রস্থান আজ আমার শয্যা, সমাধি- ধ্যান আমার বিচরণ ক্ষেত্র এবং সপ্তবোজ্বঙ্গ আমার ভোজন। ইহা আমার ঘি দানেরই ফল।

৪২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৪. চারি প্রতিসম্ভিদা অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মেণ্ডগু স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মেণ্ডগু স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. ধোতক স্থবির অপদান

৭২. হিমালয় হতে উৎপন্ন ভাগীরথী নদী হংসবতী নগরের সামনে দিয়েই প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিল।

৭৩. সেই নদীর উপকুলে শোভিত নামক একটি বিহার নির্মিত হয়েছিল। সেখানে লোকনায়ক পদুমুত্তর বুদ্ধ বসবাস করছিলেন।

৭৪. তাবতিংস স্বর্গে ইন্দ্রের মতো করে ভগবান বুদ্ধও মনুষ্যপরিবেষ্টিত হয়ে নির্ভীক সিংহের ন্যায় সেখানে উপবেশন করেছিলেন।

৭৫. আমি তখন এক ব্রাহ্মণ হয়ে হংসবতী নগরে বসবাস করছিলাম। আমার নাম ছিল তখন ছলঙ্গ তথা ষড়ঙ্গবিশিষ্ট।

৭৬. তখন আমার আঠার শত শিষ্য আমাকে পরিবেষ্টিত করে থাকত । একদিন আমি সেই শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে নদীর তীরে গিয়েছিলাম।

৭৭. সেখানে পাপ ধৌত করতে গিয়ে আমি বহু শ্রমণকে দেখতে পেয়েছিলাম। তখন তারা ভাগীরথি নদী পার হচ্ছিলেন। এই দৃশ্য দেখে আমি এইরূপ চিন্তা করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭৮. এই মহাযশস্বী বুদ্ধপুত্রগণ সকাল-সন্ধ্যা এই নদী পার হন। প্রতিদিন তারা ভীষণ রকম কষ্ট পাচ্ছেন।

৭৯. সদেবলোক পৃথিবীতে বুদ্ধকেই শ্রেষ্ট বলা হয়। আমার তো দান দেওয়ার মতো লন্যকিছু নেই। আমাকে এই পারাপারের একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

৮০. বুদ্ধ শ্রেষ্ঠের উদ্দেশে এই নদীর উপর একটি সেতু তৈরি করিয়ে দিলেই আমার মনে হয় সবচেয়ে ভালো হয়। এইসেতু তৈরি করিয়ে আমি এই ভবসমুদ্র উত্তীর্ন হব।

৮১. আমি তখন লক্ষ টাক ব্যায় করে একটি সেতু তৈরি করিয়েছিলাম। গভীর শ্রদ্ধায় করা এই দান আমাকে বিপুল সুফল দেবে।

৮২. সেই সেতু তৈরি করা শেষে হলে পরে আমি লোকনায়ক বুদ্ধের কাছে গিয়েছিলাম। নতশিরে প্রণাম নিবেদন করে আমি এই কথা নিবেদন করেছিলাম।

৮৩. আমি আপনার উদ্দেশে লক্ষ টাকা ব্যয় করে এই বিশাল সেতুটি তৈরি করিয়েছি। হে মহামুনি, অনুগ্রহ করে গ্রহণ করুণ।

৮৪. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবেশন করে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৮৫. যেই ব্যক্তি অতীব প্রসন্নমনে নিজ হাতে আমার উদ্দেশে এই সেতু তৈরি করেছেন, এখন আমি তার ভূয়শী প্রশংসা করব। তোমরা মনযোগ দিয়ে আমার কথা শ্রবণ কর।

(সেতুদানের ফল)

৮৬. রশি থেকে, পর্বত থেকে অথবা গাছ থেকে পড়ে গেলেও সে যে কোনো একটি আশ্রয় অবশ্যই পাবে। ইহা তার সেতুদানেরই ফল।

৮৭. নিগ্রোধ বৃক্ষের একদম গোড়ায় জন্মানো মালুবলতার মতো তার শত্রুরা তাকে কখনো কষ্ট দেবে না। ইহা তার সেতুদানেরই ফল।

৮৮. চোরেরা কখনো তার ক্ষতি করবে না। ক্ষত্রিয় রাজারা ও কখনো তাকে অবজ্ঞা করবে না। সে তার সকল শত্রুকে পরাজিত করবে। ইহা তার সেতুদানেরই ফল।

৮৯. খোলা আকাশের নিচে মধ্যাহ্ন সূর্যের তীব্র গরমে দাড়িঁয়ে থাকলেও অতীত পুণ্যবলে সে কখনো কষ্ট পাবে না।

৯০. দেবলোকে কিংবা মনুষ্যলোকে তার মনের কথা অবগত হয়ে তৎক্ষণাৎ তার সুনির্মিত হস্তীযান উপস্থিত হবে।

৯১. সকাল-সন্ধ্যা তার জন্য হাজারো শীঘ্রগামী সিন্ধুদেশীয় অশ্ব উপস্থিত হবে। ইহা তার সেতুদানেরই ফল।

৯২. মনুষ্যজন্ম নিয়ে সে সুখী হবে এবং তখন উন্মুক্ত আকাশই হবে তার হস্তীযান।

৯৩. আজ থেকে লক্ষ কল্প পরে ওক্কাকু কুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্ম নেবেন।

৯৪. তার প্রচাররিত ধর্মে সে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী হবে এবং সর্বাসব অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯৫. অহো, পদুমুত্তর বুদ্ধে উদ্দেশে আমি কী সুকমই না করেছি। এমন পুণ্যকর্ম করায় আজ আমি আসবক্ষয় করতে পেরেছি।

৯৬. ভাবনা নিয়োজিত হয়ে আজ আমি সম্পূর্ণ উপশান্ত ও উপাধিহীন। নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৯৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৯৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৯৯. চারি প্রতিসম্ভিদা অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ধোতক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ধোতক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৫. উপসীব স্থবির অপদান

১০০. হিমালয়ের অনতিদূরে অনোম নামক একটি পর্বত ছিল। সেখানে আমার একটি সুনির্মিত আশ্রম ছিল। সেই আশ্রমে সুনির্মিত পর্ণশালা ছিল।

১০১. সেই আশ্রমের পাশ দিয়ে একটি সুন্দর ঘাটসম্পন্ন মনোরম নদী প্রবাহিত হতো। সেই নদীর অববাহিকায় বহুপদ্ম, উৎপল জন্মাত।

১০২. সেই সময় বহু প্রজাতির মৎস্য, কচ্ছপের সমারোহে ভরপুর সেই নদীটি প্রবাহিত হতো।

১০৩. সুপুষ্পিত তিমির অশোক, ক্ষুদ্রমালকা পূর্নাগ ও গিরিপূর্নাগ প্রভৃতি বৃক্ষ আমার আশ্রমকে সুরঞ্জিত করে রাখত।

১০৪. সেখানে বহু সুপপ্পিত কুটজ, ত তৃণশূলবব, শাল, সলল ও চম্পকবৃক্ষ ছিল।

১০৫. আমার সেই আশ্রমে সুপুপ্পিত অর্জুন, অতিমুক্তা, মহানাম, অসনা ও মধুগন্ধী বহু বৃক্ষ ছিল।

১০৬. সেই আশ্রমের চতুর্পার্শ্বের অর্ধযোজন জায়গাজুরে উদ্দালক, পাটালিকা, যূথিকা, পিয়ঙ্গুকা ও বিম্বিজালক প্রভৃতি গাছের সমরোহ ছিল।

১০৭. আমার সেই আশ্রমে বহু সুপুপ্পিত মাতগ্গরা, সত্তলিয়, পাটলী, নিন্দুবারকা, অঙ্কোলকা, তালকুট্ঠি ও সেলেয়কা গাছ ছিল।

১০৮. এই সমস্ত সুপুপ্পিত বহুবৃক্ষ আমার আশ্রমকে শোভিত করত এবং আমার আশ্রমের চর্তুপার্শ্বে ফুলের সৌরভ ছড়াত।

১০৯-১১১. আমার আশ্রমে তখন বহু ফলবান হরিতকী, আমলকী, আম, জাম, বহেরা, বড়ই, মাজুফল, বেল, কাগজী লেবু, তিন্দুক, পিয়াল, মিষ্ট কাসুমার ফল, লেবু, কাঠাল, কলা,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বাদরীফল, লতাফল ও প্রভৃতি নানাজাতীয় ফলবান বৃক্ষের সমারোহ ছিল।

১১২-১১৪. আলকা, ইসিঁমুগ্‌গা, মোদফলা, অবটা, পক্কভারিতা, পিলক্ষুদুম্বর, পিপ্‌ফলী, মরীচা, নিগ্রোধ, কপিত্থনা, উদুম্বর, কণ্ডুপর্ণা ও হরিয় এই রকম বহু ফলবান বৃক্ষ আমার আশ্রমে ছিল। সেই সাথে বহু সুপুষ্পিত পুষ্পবৃক্ষও আমার আশ্রমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।

১১৫. আমার আশ্রমে তখন আলুবা, কলম্বা, বিলালী, তক্কল, আলকা ও তাল প্রভৃতি বহু গাছ বিদ্যমান ছিল।

১১৬. আমার আশ্রমের অনতিদূরে স্বচ্ছসলিল, শীতলজল সম্পন্ন, সুন্দর তীর্থঘাট সম্পন্ন ও অতীব মনোরম বিশাল এক প্রাকৃতিক হ্রদ ছিল।

১১৭. সেই প্রাকৃতিক হ্রদে বহু পদ্ম, উৎপল, পুণ্ডরীকও মন্দালক প্রভৃতি পুষ্পের সমারোহ ছিল এবং সব সময় নানা ধরণের সুগন্ধ ছড়াত।

১১৮. পদ্মফুলগুলো গর্ভধারণ করে। অন্যান্য পুষ্পরেনুগুলো পুষ্পিত হয়। বহু পদ্মকর্ণিকা মুকুরিত হয়।

১১৯. সেই পদ্মফুলের ডাঁটা থেকে মধু ও মূল থেকে দুধ, ঘি স্রাবিত হয় এবং সেই সমস্ত গন্ধে চতুর্পার্শ্ব সুরঙিত থাকে।

১২০. সেখানে বহু কুমুদ, অম্বগন্ধী ও নয়িতা দেখা যায় এবং প্রাকৃতিক হ্রদের অনুকূল বহু কেয়াফুলের গাছ পুষ্পিত হয়।

১২১. সেখানে বহু সুপুষ্পিত ও সপত্রসুগন্ধীময় বন্ধুজীব, শ্বেবারি, কুম্ভিলা, সুসুমার ও গহকা গাছ জন্মাত।

১২২. সেই প্রাকৃতিক হ্রদে অনুকূল বহু ছোট বড় অজগর ছিল এবং বহু পাঠীনা, পাবুসা ও বলজা নামক প্রভৃতি জলজ মৎস্যের প্রাচুর্য ছিল।

১২৩. সেই প্রাকৃতিক হ্রদটি বহু মৎস্য-কচ্ছপে সমাচ্ছন্ন ছিল এবং তাতে নদীচর রবিহাঁস, কবুতর, ঘুঘুপাখি ও কুকুত্থক পাখির বসবাস ছিল।

১২৪-১২৫. বহু দিন্দিভা, চক্রবাক, পম্পকা, জীবজীবকা, কলন্দকা, তুলিয়, পমরা, করেনিয়ো ওতিলকা প্রভৃতি প্রাণীকুল সেই প্রাকৃতিক হ্রদকে আশ্রয় করে জীবন ধারণ করত।

১২৬. আমার আশ্রমে বহু সিংহ, বাঘ, নেকড়ে বাঘ, ভালুক, বানর ও কিন্নর দেখা যায়।

১২৭. সেই সমস্ত গন্ধের ঘ্রাণ নিতে নিতে, নানা জাতীয় ফল খেতে খেতে এবং সুগন্ধীজল পান করতে করতে আমি আমার আশ্রমে বসবাস করতাম।

১২৮. আমার আশ্রমে ফুটফুটে দাগবিশিষ্ট, বেশ উজ্জ্বল ছোট-বড় বহু মৃগ বসবাস করত।

১২৯-১৩০. আমার আশ্রমে হাঁস, ময়ূর, শালিক, কোকিল, মঞ্জরিক, ও কৌশিক সহ বহু পিশাচ, দানব, কুম্ভাণ্ড, রাক্ষস, গড়ুল ও পন্নাগ বসবাস করত।

১৩১. আমার আশ্রমে অজিনচর্ম পরিহিত জটাধারী, মহানুভব, শান্তচিত্তসম্পন্ন, সমাহিত ঋষিগণ বসবাস করতেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৩২. আমার আশ্রমে অধোচক্ষু, শান্তশিষ্ট, সুশীল ও লাভালাভে সন্তুষ্ট বহু সন্ন্যাসী সববাস করে।

১৩৩. তখন তার তাদের বল্কলচবির ধুনন করতে করতে ও অজিনচর্মকে আন্দোলিত করতে করতে স্ব স্ব বলে সুদৃঢ় হয়ে আকাশ মার্গে যাচ্ছিলেন।

১৩৪. তারা জল কিংবা জ্বালানী কাঠ কিছুই আনয়ন করে না। তারা স্বয়ং উপসম্পন্ন। অলৌকিক ঋদ্ধিপ্রতিহার্যের এমনই ফল।

১৩৫. তারা লৌহপাত্র নিয়ে প্রবল পরাক্রমী কুঞ্জর হস্তীনাগের ন্যায় ও নির্ভীক পশুরাজ সিংহের ন্যায় বনমধ্যে বসবাস করতেন।

১৩৬. তাঁদের মধ্যে কেই কেউ স্বীয় ঋদ্ধিযোগে গোযানে, কেউ কেউ পূর্ববিদেহ ও কেউ কেউ উত্তরকুরুতে যেতেন।

১৩৭. তারা সেখান থেকে পিণ্ড এনে একত্রে ভোজন করতেন এবং ভোজন শেষে একত্রে চলে যেতেন।

১৩৮. তখন সমগ্র বনভূমিতে অজিনচর্মের শব্দ শোনা যেত। আমার সেই মহাবীর, প্রবল তেজস্বী শিষ্যরা এমনই ছিলেন।

১৩৯. আমি আমার আশ্রমে শিষ্য-পরিবৃত হয়ে বসবাস করছিলাম। তারা সকলে নিজ নিজ কর্মে নিবেদিত প্রাণ, তদ্গতপ্রাণ ও পরিতুষ্ট ছিল।

১৪০. আমার এই সকল শীলবান, প্রজ্ঞাবান, অপ্রমত্ত ও অভিজ্ঞ শিষ্যরা নিজ নিজ কর্ম দিয়ে আমায় সন্তুষ্ট করেছিল।

১৪১. পরম পূজনীয়, লোকবিদ, বিনায়ক পদুমুত্তর বুদ্ধ একদিন সময় বুঝে আমার আশ্রমে গিয়েছিলেন।

১৪২. বীর্যবান, প্রজ্ঞাবান মুনি সম্বুদ্ধ পাত্র হাতে ভিক্ষার জন্যে আমার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন।

১৪৩. উপস্থিত মহাবীর মহানায়ক পদুমুত্তর বুদ্ধের উদ্দেশে আমি তৃণমাদুর বিছিয়ে দিয়ে তাঁর উপর শালপুষ্প ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

১৪৪. সম্বুদ্ধকে তৃণমাদুরের উপরি বসিয়ে আমি ভীষণ রকম হৃষ্ট-তুষ্ট ও সংবেগপ্রাপ্ত হয়েছিলাম। শিগগিরি পর্বতে আরোহন করে সুগন্ধী চন্দনকাষ্ট নিয়ে এসেছিলাম।

১৪৫. দেবগন্ধ সমন্বিত বিশাল এক কাঠাল কাঁধে করে বিনায়ক বুদ্ধের নিকট গিয়েছিলাম।

১৪৬. বুদ্ধকে ফলটি দান করার পর বুদ্ধের গায়ে চন্দনকাষ্ঠ অনুলেপন করেছিলাম এবং অতীব প্রসন্নমনে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে বন্দনা নিবেদন করেছিলাম।

১৪৭. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ সেই ঋষিদের মধ্যে উপবেশন করে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৪৮. যেই ব্যক্তি আমাকে ফল, সুগন্ধী-চন্দনকাষ্ঠ ও আসন দান করেছে, এখন আমি তার ভূয়শী প্রশংসা করব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর।

১৪৯. সে গ্রামে অরণ্যে, গিরিখাদে অথবা গুহায় যেখানেই থাকুক না কেন, তার চিত্তের ইচ্ছানুসারে তার জন্যে ভোজন উৎপন্ন হবে।

১৫০. এই ব্যক্তি দেবলোকে কিংবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, ভোজন ও বস্ত্র দিয়ে স্বীয় পরিষদের পরিতৃপ্ত করতে পারবে।

১৫১. এই ব্যক্তি দেবলোকে কিংবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সব সময় অপরিমেয় ভোগ্য সম্পত্তির অধিকারী হয়েই জন্মপরিভ্রমণ করবে।

১৫২. সে দেবলোকে ত্রিশ হাজার কল্পকাল রমিত হবে এবং হাজারবার চক্রবর্তী রাজা হবে।

১৫৩. দেবলোকে সে একাত্তরবার দেবরাজত্ব করবে এবং প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হবে।

১৫৪. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে পৃথিবীতে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা জন্মগ্রহণ করবেন।

১৫৫. তাঁর প্রচারিত ধর্মে সে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী হবে এবং সর্বাসব অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করবে।

১৫৬. আমি লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখেছিলাম। এতে করে আমার পক্ষে বড়ই সুলাভ লব্ধ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতর্কায হয়েছি।

১৫৭. গ্রামে, অরণ্যে, গিরিখাদে কিংবা গুহায় আমি যেখানেই থাকি না কেন, সবখাখেই আমার সংকল্প জ্ঞাত হয়ে প্রতিনিয়ত ভোজন বিদ্যমান থাকে।

১৫৮. আমার সমস্ত ক্লেশদগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৫৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৬০. চারি প্রতিসম্ভিদা অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মানউপসীব স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উপসীব স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬. নন্দক স্থবির অপদান

১৬১. পূর্বে আমি গভীর অরণ্যে একজন মৃগশিকারী ছিলাম। গভীর অরণ্যে মৃগ খুঁজতে খুঁজতে একদিন আমি সয়ম্ভূকে দেখতে পেয়েছিলাম।

১৬২. সেই সময় অনুরুদ্ধ নামক সয়ম্ভূ অপরাজিত ধীর সম্বুদ্ধ বিবেকসুখে অবস্থানেচ্ছু হয়ে গভীর বনে প্রবেশ করেছিলেন।

১৬৩. তখন আমি চারটি খুটি নিয়ে চারটি পৃথক স্থানে স্থাপন করেছিলাম। তার উপর একটি মণ্ডপ তৈরি করেছিলাম। সেই মণ্ডপটি পদ্মপুষ্পে আচ্ছাদিত করেছিলাম।

১৬৪. পদ্মপুষ্পে মণ্ডপটি আচ্ছাদিত করার পর আমি সয়ম্ভূকে অভিবাদন করেছিলাম এবং তৎক্ষণাৎ হাতের তীর ধনুকটি ছুড়ে ফেলে দিয়ে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

১৬৫. প্রব্রজ্যা নেওয়ার পর অচিরেই আমার বিষম এক ব্যাধি উৎপন্ন হয়েছিল। সেই ব্যাধির প্রবল যন্ত্রণায় আমি কাত হয়েছিলাম এবং পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে তখনি মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

১৬৬. পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে আমি তুষিত স্বর্গে জন্মেছিলাম। সেখানে আমার ইচ্ছানুসারে স্বর্ণময় ব্যাম উৎপন্ন হতো।

১৬৭. সেখানে আমার সহস্র অরযুক্ত দিব্যযান উৎপন্ন হয়েছিল। সেই দিব্যযানে আরোহন করে আমি যথেচ্ছা গমন করতাম।

১৬৮. সেই দিব্যযানটি আমাকে বহনকরে নিয়ে যাবার সময় আমার চতুর্পার্শ্বের শতযোজন বিস্তৃত জায়গা জড়ে মণ্ডপ ধারণ করা হতো।

১৬৯. আমি পুষ্পাচ্ছাদিত শয্যাসনের অধিকারী হয়েছিলাম। তখন আকাশ থেকে প্রতিনিয়ত পদ্মপুষ্প বর্ষিত হতো।

১৭০. তব্রি গরম দীর্ঘপথ পরিভ্রমণে ক্লান্ত পথিককে কষ্ট দিলে ও আমাকে কখনও কষ্ট দিত না। ইহা আমার মণ্ডপদানেরই ফল।

১৭১. দুর্গতি অতিক্রম করে আমার অপায়দ্বার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়েছিল। মণ্ডপে কিংবা বৃক্ষমূলে যেখানেই থাকি না কেন আমার কোনো সন্তাপ বিদ্যমান থাকত না।

১৭২. আমি পৃথিবী সংজ্ঞা অধিষ্টান করে এই লোনা সমুদ্র অতিক্রম করি। ইহা আমার সুকৃত কর্ম বুদ্ধপূজারই ফল।

১৭৩. আমি অপথকে পথ করে নিয়ে সুনীল আকাশমার্গ দিয়ে গমন করি। অহো, একি আমার সুকৃত র্কম! ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৭৪. পূর্বনিবাস সম্বন্ধে আমি জানি। আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশোধিত। আমার সমূহ আসব পরিক্ষীণ হয়েছে। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৭৫. আমি-পূর্বের জাতি ত্যাগ করেছি। এখন আমি বুদ্ধের কর্মৌরসজাত সন্তান, সর্দ্ধমের উত্তরাধিকারী। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৭৬. আমি শাক্যপুঙ্গব সুগত গৌতমকে আরাধনা করেছি। এখন আমি ধর্মধ্বজাধারী ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধর্মের উত্তরাধিকারী। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৭৭. আমি শাক্য পুঙ্গব লোকনায়ক গৌতম সম্বুদ্ধকে সেবা-শুশ্রুষা করে পারঙ্গমনীয় মার্গ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

১৭৮. আমার দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে বুদ্ধ গম্ভীর ও নিপুন পদে উত্তর করেছিলেন। আমি তাঁর সেই ধর্মকথা শুনে আসবক্ষয় লাভ করেছি।

১৭৯. অহো, একি আমার সুকৃত র্কম! এখন আমি সমস্ত জন্ম হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছি। আমার সর্ববিধ আসব ক্ষীণ হয়েছে। এখন আর আমার পুনর্জন্ম নেই।

১৮০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৮১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৮২. চারি প্রতিসম্ভিদা অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নন্দক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নন্দক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৭. হেমক স্থবির অপদান

১৮৩. সেই সময় অনোম নামক তাপস গিরিখাদের চূড়ায় আশ্রম তৈরি করে একটি পর্ণশালায় বসবাস কতেছিলেন।

১৮৪-১৮৭. সেইসময় আপন নলে তপশ্চর্যা কর্মে সিদ্ধিলাভী, স্বীয় শামণ্যে প্রবল পরাক্রমী বীযবান, প্রজ্ঞাবান মুনি, বিশারদ, পরবাদে অভিজ্ঞ, ভূমি-অন্তরীক্ষ- উৎপত্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে সুদক্ষ, বীতশোক, আড়ম্বরহীন, অল্পাহারী, লোলুপতাহীন, লাভালাভে সন্তুষ্ট, ধ্যানী, ধ্যানরতমুনি, শ্রেষ্ট করুণাপরায়ণ প্রিয়দর্শী সম্বুদ্ধ সত্ত্বগণকে মুক্ত করবার ইচ্ছায় করুণা বিস্তার করেছিলেন।

১৮৮. মহামুনি প্রিয়দর্শী র্ধম বুজতে সর্মথ এমন সত্ত্বগণকে দেখে হাজারো চক্রবালে গিয়ে উপদেশ দিতেন।

১৮৯. তিনি আমাকে উদ্ধার করার মানসে আমার আশ্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন। পূর্বে আমি কোনো বুদ্ধের দেখা পাইনি, এমনকি কোনো বুদ্ধের কথা শুনতেও পাইনি।

১৯০. এ এক অদ্ভুত স্বপ্ন ছিল আমার! কারণ এতে সমস্ত লক্ষণগুলো সুপ্রকাশিত হয়েছিল। ইনি ভূমি-অন্তরীক্ষ-লক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ ও দক্ষ।

১৯১. এভাবে আমি বুদ্ধের কথা শোনার পর তখনি বুদ্ধের প্রতি চিত্তপ্রসন্ন করেছিলাম। তরপর থেকে আমি দাঁড়ানো অথবা বসা অবস্থায় প্রতিনিয়ত তাঁকে স্মরণ করতাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৯২. আমি এভাবে বুদ্ধকে স্মরণ করলে পরে ভগবানও আমাকে স্মরণ করেছিলেন। তখন বুদ্ধকে স্মরণ করার সময় আমার মন পরম প্রীতিতে ভরে উঠত।

১৯৩. পুনরায় মহামুনি যথাসময়ে আমার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও আমি বুঝতে পারিনি যে, ইনি মহামুনি বুদ্ধ।

১৯৪. পরম অনুকম্পাপরায়ণ, মহাকারুণিক মহামুনি প্রিয়দর্শী নিজেকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন এই বলে যে, 'আমি সদেবলোকে বুদ্ধ।'

১৯৫. চিনে ফেলার পর আমি মহামুনি প্রিয়দর্শী সম্বুদ্ধের প্রতি স্বীয় চিত্তকে অভিপ্রসন্ন করে এই কথা বলেছিলাম।

১৯৬. এখানে সসার আসন, পালঙ্ক ও আসন্দী তথা ইজি চেয়ার আছে। আপনি তাতে উপবেশন করুণ। আপনিই সর্বদর্শী। অতএব আপনি এই রত্নময় আসনে বসুন।

১৯৭. তৎক্ষণাৎ আমি ঋদ্ধিযোগে সম্পূর্ণ নত্নময় বসার আসন তৈরি করে প্রিয়দর্শী মুনিকে দান করেছিলাম।

১৯৮. তখন আমার সেই ঋদ্ধিযোগে নির্মিত রত্নময় বসার আসনে ভগবান বুদ্ধ বসলে পরে আমি তাঁকে এক মৃন্ময় পাত্রপূর্ণ জামফল দান করেছিলাম।

১৯৯. মহামুনি আমাকে আনন্দিত করার জন্য পরিভোগ করেছিলেন। তখন আমি অতীব প্রসন্ন হয়ে শাস্তাকে অভিবাদন করেছিলাম।

২০০. সত্নময় আসনে সমাসীন ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম প্রিয়দর্শী ভগবান এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

২০১. যেই ব্যক্তি আমাকে রত্নময় বসার আসন ও অমৃত ফল জাম দান করেছে, এখন আমি তার ভূয়শী প্রশং সা করব। তোমরা সবাই মনযোগ দিয়ে শ্রবণ কর।

২০২. সে সাতাত্তর কল্প দেবলোকে রমিত হবে এবং পঁচাত্তর বার চক্রবর্তী রাজা হবে।

২০৩. সে দেবলোকে বত্রিশবার দেবেন্দ্র হয়ে দেবরাজত্ব করবে এবং প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হবে।

২০৪. সে সুনির্মিত র্স্বণময়, রৌপ্যময়, লোহিতঙ্গময় ও রত্নময় পালঙ্ক লাভ করবে।

২০৫. এই পুণ্যবান লোকটি এমনকি চংক্রমণ করার সময়ও বহু পালঙ্ক তাঁকে পরিবৃতকরে থাকবে।

২০৬. এই পুণ্যবান ব্যক্তি চিত্ত অবগত হয়ে তৎক্ষণাৎ বহু কূটাগার, প্রাসাদ ও মহার্ঘ শয্যাসন উৎপন্ন হবে।

২০৭-২০৮. র্সবালঙ্কারে ভূষিতা, সোনার অলংকার গলায় দেওয়া, সুসজ্জিত ও অঙ্কুশসহ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত মাউত আরোহিত ষাট হাজার হস্তীনাগ এই ব্যক্তিকে পরির্চযা করবে। ইহা তার রত্নময় আসন দানেরই ফল।

২০৯-২১০. সর্বালঙ্কারে ভূষিত, শ্রীঘ্রগামী ও তলোয়ারধারী অশ্বচালক আরেহিত সিন্ধুদেশীয় ষাট হাজার আজানীয় অশ্ব এই ব্যাক্তকে পরিচর্যা করবে। ইহা তার রত্নময় আসন দানেরই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ফল।

২১১-২১২. সর্বালঙ্কারে ভূষিত, নেকড়ে বাঘ চালিত, উন্নত ও বর্মধারী রথচালক আরোহিত ষাট হাজার রথ এই ব্যক্তিকে নিত্য পরিবৃত করে থাকবে। ইহা তার রত্নময় আসন দানেরই ফল।

২১৩. তার অধিকৃত ষাট হাজার স্তন্যদায়ী, অতি উন্নত জাতের ধেনু বহু বাচ্ছা প্রসব করবে। ইহা তার রত্নময় আসন দানেরই ফল।

২১৪-২১৫. সর্বালঙ্কারে ভূষিত, বিচিত্র বস্ত্রধারী, মাথায় মণিকুণ্ডলদারী, হাস্যময়ী নিতম্বের অধিকারী ও বুদ্ধিমতি ষোল হাজার স্ত্রীলোক এই ব্যক্তিকে নিত্য পরিবেষ্টিত করে থাকবে। ইহা তার রত্নময় আসন দানেরই ফল।

২১৬. আজ থেকে আঠার শত কল্প পরে গৌতম নামক চক্ষুষ্মান বুদ্ধ সমস্ত অন্ধকার বিধ্বংস করে পৃথিবীতে, জন্মগ্রহণ করবেন।

২১৭. তাঁর দর্শণ পেয়ে সে সবকিছু ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে এবং শাস্তাকে পরিতুষ্ট করে শাসনে অভিরমিত হবে।

২১৮. তাঁর কাছে ধর্মকথা শুনে সর্ববিধ ক্লেশকে ধ্বংস করবে এবং সর্বাসব অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

২১৯. বীর্য আমার জোয়ালবদ্ধ বৃষভ। অনুত্তর যোগক্ষেম আমার আমি শাসনে অবস্থান করছি।

২২০. এই ভবসংসারে এই আমার শেষ জন্ম। আমার সমস্ত আসব পরিক্ষীণ হয়েছে। আমার আর কোনো পুনর্জন্ম নেই।

২২১. আমার সমস্ত ক্লেশদগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২২২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২২৩. চারি প্রতিসম্ভিদা অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান হেমক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[হেমক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

[সতেরতম ভাণবার সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮. তোদেয়্য স্থবির অপদান

২২৪. সেই সময় সমৃদ্ধশালী কেতুমতি নগরে একজন প্রবল পরাক্রমী. শ্রেষ্ট পুরবাসী অজিতঞ্জয় নামক রাজা ছিলেন।

২২৫. সেই সময় সেই প্রমত্ত রাজার অধিকৃত বনগুলো পক্ষিকুল রাষ্ট্রের ব্যাপক ক্ষতি করেছিল।

২২৬. রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকা অস্থিতিশীল হয়ে উঠলে শিগগিরি তিনি তাতে ব্যাপক সৈন্যসমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। সুসজ্জিত সেনারা অচিরেই শত্রুদের পরাস্থ করেছিল।

২২৭-২৩১. সেই সময় হস্তী-আরোহী, অশ্বারোহী, ধনুর্ধর, উগ্র, তেজস্বী সুসজ্জিত যোদ্ধরা পাচক, নাপিত, স্নাপক, মালাকার, সাহসী সংগ্রাম বিজয়ী, সুবর্ণ সজ্জায় সুসজ্জিত প্রবল পরাক্রমী ষাট বর্ষীয় মাতঙ্গ হস্তী, শীত-উষ্ণ-পঁচা-গলা প্রভৃতি সহনে সক্ষম বীর যোদ্ধারা সেখানে সমবেত হয়েছিল।

২৩২. সেই সময় শঙ্খ শব্দ, বেরীশব্দ ও প্রকৃতিসুষ্ট শব্দ শুনতে শুনতে বেশ আনন্দিত মনে সকলে সেখানে সমবেত হয়েছিল।

২৩৩. ত্রিশূল দিয়ে আঘাত করার কাজে অভিজ্ঞ এমন সেনারা সকলে সেখানে সমবেত হয়েছিল।

২৩৪. তখন সমবেত সকলকে লক্ষ করে সরাজ অজিতঞ্জয় ষাট হাজার প্রানীকে শূল দিয়ে হত্যা করেছিল।

২৩৫. তখন মানুষেরা বিকট শব্দ করে বলে উঠেছিল যে, অহো, রাজা বড়ই অধার্মিক! নিরয়ে দগ্ধ হতে থাকলে তার দুঃখের শেষ কথায়!

২৩৬. তখন আমি শয্যায় মায়িত অবস্থায়ও নিরয়কে দেখতে পেতাম। আমি দেখতে পেতাম যে, দিবারাত্র আমাকে শূল দিয়ে বিদ্ধ করা হচ্ছে।

২৩৭. এত প্রমোদ এত রাজ্য এত বাহন ও এত শক্তি দিয়ে আমার কী হবে? সেবব আমাকে রক্ষা করতে সমর্থ নয়। আমাকে প্রতিনিয়ত তাপদগ্ধ করছে।

২৩৮. স্ত্রী-পুত্র, রাজ্য এগুলো দিয়ে আমার কী হবে? তার চেয়ে বরং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেই ভালো হয়। তাতে করে আমার গতি মার্গ বিশুদ্ধ হবে।

১৩৯-১৪০. সর্বালংকারে বিভূষিত, হেমবস্ত্র পরিহিত, সুবর্ণকচ্ছধারী ষাট হাজার মাতঙ্গ হস্তীর উপর আরোহিত হয়ে নিজ হাতে অঙ্কুশ দিয়ে চালিত করে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে আমার মন কিছুতেই টিকছিল না। তখন আমি স্বকৃত কর্মের দ্বারা নিয়ত সন্তপ্ত হতে হতে গৃহত্যগ করেছিলাম।

২৪১-২৪২. সর্বালংকারে বিভূষিত, দ্রুতগামী ষাট হাজার নিন্দু দেশীয় আজানীয় ঘোড়ায় আরোহন করেছিলাম এবং নিজ হাতে বর্ম ধরে তাদের উপর মৃদ্ প্রহার করে গৃহত্যাগ করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৪৩. সর্বালংকারে বিভূষিত, ব্যাঘ্রচর্মে সুসজ্জিত ও বিচিত্র ধ্বজায় সাজানো ষাটহাজার রথ পরিত্যাগ করে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

১৪৪. সম্পূর্ণ কাংশ দ্বারা আবৃত ষাট হাজার ধেনু সককে উন্মুক্ত বিচরণের জন্য ছেড়ে দিয়ে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

১৪৫-১৪৬. সর্বালংকারে বিভূষিত, বুর্নিল বস্ত্রধারী, মাথায় সুদর্শন মুকুটধারী, সদা হাস্যময়ী সুডোল নিতম্বের অধিকারী ষাট হাজার ক্রন্দনরত নারীকে ত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

২৪৭. সর্বস্ব পরিপূর্ণ ষাট হাজার গ্রামসমূহ সমস্ত রাজ্য ছেড়ে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

২৪৮. নগর হতে বের হওয়ার পর আমি হিমালয়ে চলে গিয়েছিলাম। সেখানে আমি ভাগীরথী নদীর তীরে একটি আশ্রম তৈরি করেছিলাম ।

২৪৯. সেখানে পর্ণশালা তৈরি করার পর একটি অগ্নিশালা তৈরি করেছিলাম। আরদ্ধবীর্য ও একাগ্রচিত্ত হয়ে আমি সেই আশ্রমে বসবাস করছিলাম।

২৫০. মণ্ডপে, বৃক্ষমূলে অথবা শূন্যাগারে ধ্যানরত থাকার সময় আমার মনে কোনো ধরণের ত্রাস বা ভয় উৎপন্ন হতো না। আমি কখনো কোনো রকম ভীতিকর দৃশ্য দেখতে পেতাম না।

২৫১. ঠিক সেই সময় জ্ঞানালোকে জ্যোতির্ময়, মহাকারুণিক মুনি সুমেধ সম্বদ্ধ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

২৫২. আমার পাশে এক মহাঋদ্ধিধর যক্ষ বাস করত। তখন সে-ই আমাকে পৃথিবীতে বুদ্ধ উৎপন্ন হওয়ার বিষটি অবগত করেছিল।

২৫৩. পৃথিবীতে চক্ষুষ্মান সুমেধ নামক বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন। তিনি মুক্তিকামী জনতা সকলকে মুক্ত করছেন। আপনাকে ও তিনিই মুক্ত করবেন।

২৫৪. যক্ষের কথা শুনার সাথে সাথে আমার দেহ এক অনির্বচনীয় পুলক শিহরণে শিহরিত হয়েছিল এবং পরম শ্রদ্ধায় মন ভরে উঠেছিল। 'বুদ্ধ!' 'বুদ্ধ' চিন্তা করতে করতে আমি আশ্রমের সমস্ত কিছু গুছিয়ে নিচ্ছিলাম।

২৫৫. প্রথমে জ্বলানি কাঠগুলো নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে রেখেছিলাম। তারপর বিছানাপত্র গুছিয়ে রেখেছিলাম। শেষে আশ্রমকে অভিবাদন করে সেই গভীর অরণ্য হতে বের হয়েছিলাম।

২৫৬. সেখান থেকে চন্দনকাষ্ঠ নিয়ে গ্রাম হতে গ্রামে, নগর হতে নগরে দেবাদিদেব বিনায়ক সুমেধ সম্বুদ্ধকে খঁজতে খঁজতে একসময় তাঁর কাছে গিয়ে পৌছেছিলাম।

২৫৭. সেই সময় লোকনাথ সুমেধ ভগবান বুদ্ধ চতুর্রাযসত্য দেশনা করে বহু মানুষকে ধর্মবোধে জাগ্রত করছিলেন।

২৫৮. আমি চন্দনকাষ্ঠ মাথায় নিয়ে ও হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করে সম্বুদ্ধকে অভিবাদন পূর্বক এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৫৯. বর্ষার সময় ফুল ফুটলে পরে বাতাসের দ্বারা তার গন্ধ প্রবাহিত হয়। হে বীর, আপনি কিন্তু গুণগন্ধের দ্বারা সকল দিকে প্রবাহিত।

২৬০. চম্পক, নাগবনি, অতিমুক্তক, কেতক ও শালপুষ্প প্রভৃতি যখন প্রস্ফুটিত হয় তখন শুধু বায়ুর অনুকুলেই প্রবাহিত হয়।

২৬১. আপনার গুণগন্ধের কথা শুনেই আমি হিমালয় হতে এখানে এসেছি। লোকশ্রেষ্ঠ মহাযশস্বী মহাবীর আপনাকে আমি পরম শ্রদ্ধায় পূজা করছি।

২৬২. আমি যখন লোকনায়ক সুমেধ সম্বুদ্ধের শরীরে শ্রেষ্ঠচন্দন মেখেদিচ্ছিলাম, তখন তিনি আমার চিত্তকে প্রসন্নতায় ভরিয়ে দেওয়ার জন্য নীরবে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

২৬৩. তারপর লোকশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম সুমেধ ভগবান ভিক্ষুসুংঘের মাঝে উপবেশন করে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

২৬৪. যে ব্যক্তি আমার ভূয়শী প্রশংসা করল এবং আমাকে চন্দন দিয়ে পূজা করল এখন কথা মনোযোগ দিয়ে শুন।

২৬৫. সে আদেয়্য বচন নামক এক প্রতাপশালী, প্রভাস্বর ব্রহ্মা হয়ে পঁচিশ কল্প অবস্থান করবে।

২৬৬. সে একশত ছাব্বিশ দেবলোকে রমিত হবে এবং পৃথিবীতে হাজারবার চক্রবর্তী রাজা হবে।

২৬৭. সে দেবেন্দ্র হযে তেত্রিশবার দেবরাজ্য শাসন করবে এবং প্রাদেশিক রাজ্য তো অসংখ্য হবে।

২৬৮. তাঁরপর সেখান থেকে চ্যুত হয়ে সে পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং অতীব পুণ্যপ্রভাবে ব্রাহ্মণ ঘরে জন্মগ্রহণ করবে।

২৬৯. তখন বাবরি নামে এক ব্রাহ্মণ অধ্যাপক, মন্ত্রধর, ত্রিবেদে বিশেষ পারদর্শী ও ত্রিলক্ষণ সম্পন্ন থাকবেন।

২৭০. তার শিষ্য হয়ে সে তখন মন্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হবে এবং একসময় শাক্যপুঙ্গব সম্বুদ্ধ গৌতমের কাছে উপস্থিত হবে।

২৭১. অত্যন্ত নিপুণ কিন্তু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার পর তখন সরল মার্গ অনুসরণ করে আপন জ্ঞানে সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করবে।

২৭২. রাগাগ্নি, দ্বেষাগ্নি, মোহাগ্নি– এই ত্রিবিধাগ্নি এখন আমার সম্পূর্ণ নিবৃত। আমার জন্মসকল ধ্বংস হয়েছে। এখন আমি পরিজ্ঞা দ্বারা সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৭৩. আমার সমস্ত ক্লেশদগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৭৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৭৫. চারি প্রতিসম্ভিদা অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তোদেয়্য স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তোদেয়্য স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. জতুকর্ণি স্থবির অপদান

২৭৬. আমি হংসবতী নগরে এক শ্রেষ্ঠীপুত্র হয়ে জন্মেছিলাম। তখন আমি সম্পূর্ণরূপে পঞ্চকামগুণে মত্ত ছিলাম।

২৭৭. প্রাসাদের উপর উঠে আমি প্রভূত ভোগসম্পত্তি নষ্ট করছিলাম এবং তখন সেখানে নাচ আর গানে অসম্ভব রকম মত্ত ছিলাম।

২৭৮. তখন আমার জন্য নানাবিধ তূর্যবাদ্য এনে শ্রুতিমুধর মনোজ্ঞ তালে বাজানো হতো এবং সেই মনোজ্ঞ বাজনার তালে মনকে হরণ করব।

২৭৯. চেলাপিকা, লামণিকা, কঞ্জবাসী ত্রিমজ্জিকা, লঙ্ঘিকা, শোকঙ্কায়ী প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা প্রতিনিয়ত আমাকে পরিবেষ্টিত করে থাকত।

২৮০. বেতালিনো, কুম্ভথূনী, নটী, নর্তকী, অভিনেতা, অভিনেত্রী প্রভৃতি সবাই আমাকে প্রতিনিয়ত পরিবেষ্টিত করে থাকত।

২৮১. নাপিত, স্নাপক, পাচক, মালাকার, সুপাশক, সুষ্টিযোদ্ধা সবাই আমাকে প্রতিনিয়ত পরিবেষ্টিত করে থাকত।

২৮২. তাবতিংস দেবলোকের রাজভবনে ইন্দ্রের ন্যায় আমি ও এদের মনোজ্ঞ ক্রীড়া ও শারিরীক কসরতে মত্ত হয়ে কখন রাতদিন চলে যেত মোটেই টের পেতাম না।

২৮৩. পথিক, পর্যটক সকলেই এবং বহুভিক্ষুক, যাচক প্রত্যহ আমার ঘরে ভিক্ষার জন্যে উপস্থিত হতো।

২৮৪. অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র শ্রমণ -ব্রাহ্মণগণ আমার পুণ্যসম্পত্তি বাড়িয়ে দেওয়ার মানসে (প্রায়ই) আমার ঘরে আসতেন।

২৮৫. পট্টবস্ত্রধারী, পাখির পেখমধারী, নির্গ্রন্থ সন্ন্যাসী, পুষ্পবস্ত্রধারী, ত্রিদণ্ডধারী ও একশিখাধারী সবাই আমার ঘরে আসতেন।

২৮৬. আজীবক সন্ন্যাসী, নিঃস্ব, গোধর্মী, দেবধর্মী, মলিনবস্ত্রধারী সবাই আমার ঘরে আসতেন।

২৮৭. ভ্রমণশীল, শান্তিলাভী, ক্রোধী, তপস্বী, বনচারী সবাই আমার ধরে আসতেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৮৮. ওড্ডক, দমিল, সাকুলা, মলবালকা, সবরা(নিষ্ঠুর, প্রভৃতির লোক), যোনকা সবাই আমার ঘরে আসতেন।

২৮৯. অন্ধ, মুণ্ডিত মস্তক, কোটলা, হনুবিন্দক, আরবীয় ও চীনা লোক সবাই আমার ঘরে আসতেন।

২৯০. অলসন্দকা, পল্লবকা, ধম্মরা, নিগ্‌গমানুষ ও গৃতহী কুলপুত্র সবাই আমার ঘরে আসতেন।

২৯১. মাধুবকাকোসলকা, কলিঙ্গা, হত্থিপোরিকা, ইসিণ্ডা, মক্কলা সবাই আমার ঘরে আসতেন।

২৯২. চেলাবকা, ও ঘুল্‌হা, মেঘলা, ক্ষুদ্রকা ও বহুশুদ্র সবাই আমার ঘরে আসতেন।

২৯৩. রোহনা, নিন্ধুদেশয়, চিতকা, এককর্ণি, পশ্চিমদেশীয় সবাই আমার ঘরে আসতেন।

২৯৪. সুপ্পারক কুমার, সুবর্ণভূমি মল্লবাসী, বৃজি সবাই আমার ঘরে আসতেন।

২৯৫. নলকার তাঁতি, চর্মকার, ছুতার, কর্মকার, কুম্ভকার সবাই আমার ঘরে আসতেন।

২৯৬. মণিকার, লৌহকার, স্বর্ণকার, বস্ত্রবেপারী, সীসাকার সকবাই আমার ঘরে আসতেন।

২৯৭. তীর প্রস্তুতকারী, ভ্রমণকারী, তাঁতি, গন্ধধারী, রঞ্জনকারী, দর্জি সবাই আমার ঘরে আসতেন।

২৯৮. তেলবেপারী, কাঠআহরণকারী, জলআহরণকারী, বার্তাবাহক, পাঁচক, স্যূপরক্ষাকারী সবাই আমার ঘরে আসতেন।

২৯৯. দ্বাররক্ষক, সেনাদল, কারাবন্দী, পুষ্প সংগ্রহকারী, হস্তী-আরোহী, হস্তীপালক সবাই আমার ঘরে আসতেন।

৩০০. আনন্দ নামক মহারাজা আমার হিতের জন্য আমাকে প্রভূত সম্পত্তি দিয়েছিলেন। আমি সপ্তবণের রত্ন কোনো ঊনতা না রেখে পূরিয়ে নিয়েছিলাম।

৩০১. যে সকমনস্ত বর্ণের বহু লোকের নাম ঘোষণা করেছিলাম, তখন আমি তাদের চিত্ত অবগতি হয়ে নানাবিধ রত্ন দিয়ে তাদের পরিতৃপ্ত করেছিলাম।

৩০২. বহু মানুষের কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে, ভেরি শব্দে ও শঙ্খ ধবনিতে মুখরিত হয়ে আমি নিজ গৃহে রমিত হয়েছিলাম।

৩০৩-৩০৪. সেই সময় চক্ষুষ্মান পদুমুত্তর ভগবান লক্ষ লক্ষ ক্ষীণাসব অর্হৎ ভিক্ষুকে সঙ্গে নিয়ে পথে হাঁটা শুরু করেছিলেন। তিনি সবল দিক আলোকিত করে দীপবৃক্ষের ন্যায় জ্যোতির্ময় হয়েছিলেন।

৩০৫. লোকনায়ক বুদ্ধ হেঁটে যাবার সময় সকল প্রকার ভেরি বেজে উঠেছি এবং তখন তার শরীর হতে মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় প্রভা নির্গত হচ্ছিল।

৩০৬. আলোকেজ্জ্বল বুদ্ধরশ্মি ঘরের কবাট অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করলে পরে তৎক্ষণাৎ সকমস্ত গ্রহাভ্যন্তর বিপুল আলোয় আলোকিত হয়েছিল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩০৭. বুদ্ধের এমন প্রভা দেখে আমি পরিষদে বলেছিলাম, বুদ্ধশ্রেষ্ঠই যে এই পথে প্রতিপন্ন হয়েছেন, এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

৩০৮. শিগগিরি প্রসাদ হতে নেমে এসে আমি পথপার্শ্বে বাজারে চলে গিয়েছিলাম সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করে এই কথা নিবেদন করেছিলাম।

৩০৯. হে পদুমুত্ত বুদ্ধ, আমাকে অনুকম্পা করুন। আমার প্রার্থনায় লাখো ক্ষীণাসব অর্হৎসহ সেই মহামুনি আমার নিমন্ত্রণ (ফাং) অনুমোদন করেছিলেন।

৩১০. সম্বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করার পর আমি নিজ গৃহে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে আমি মহামুনিকে অন্ন-পানীয় দিয়ে পরিতৃপ্ত করেছিলাম।

৩১১. বুদ্ধশ্রেষ্ঠের ভোজনকৃত্য শেষ হলে পরে উপযুক্ত সময় ভেবে আমি শত রকমের বৈচিত্রময় তূর্যশব্দে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে পূজা করেছিলাম।

৩১২. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ গৃহমধ্যে উপবেশন করে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৩১৩. যে ব্যক্তি আমাকে তূর্যশব্দে পূজা করল এবং অন্ন-পানীয় দান করল। এখন আমি তার ভূয়সী প্রশংসা করব। তেমরা মনযোগ দিয়ে শ্রবণ কর।

৩১৪. এই ব্যক্তি প্রভূত ভোগ সম্পত্তি ও সোনাদানার অধিকারী হয়ে চারি দীপে একচ্ছত্র রাজত্ব করবে।

৩১৫. পঞ্চশীল ও দশবিধ পুণ্যকর্মে নিজেকে চালিত করে স্বীয় পরিষদকে ও সে-বিষয় শিক্ষা দিবে।

৩১৬. শত সহস্র সমলংকৃত তূর্য - ভেরির সুমধুর শব্দ প্রতিনিয়ত এই ব্যক্তিকে আমোদিত করে রাখবে। ইহা তার তূর্যশব্দে পূজা করারই ফল।

৩১৭. ত্রিশ হাজার কল্প সে দেবলোকে রমিত হবে এবং চৌষিট্টিবার দেবেন্দ্র হয়ে দেবলোকে রাজত্ব করবে।

৩১৮. চৌষট্টিবার সে চক্রবর্তী রাজা হবে এবং প্রাদেশিক রাজা তো অসংখ্যবার হবে।

৩১৯. আজ থেকে লাক্ষ কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতমগোত্রে গৌতম নামক মাকন্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

৩২০. এই ব্যক্তি দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে বহুবার জন্মগ্রহণের পর তখন প্রভূত ভোগসম্পত্তির অধিকারী হয়ে পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করবে।

৩২১. ত্রিবেদে বিশেষ পারদর্শী অধ্যাপক হয়ে সে উত্তমার্থ তথা মুক্তিমার্গের খোঁজ করতে করতে বিচরণ করবে।

৩২২. পরে সে পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে গৌতম ভগবানের শাসনে শাসনে অভিরমিত হবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩২৩. শাকপুঙ্গব গৌতম সম্বুদ্ধকে যথাযথ অনুসরণ করে সমস্ত ক্লেমক্ষয়ে অর্হত্ত্ব লাভ করবে।

৩২৪. গভীর অরণ্যে পশুরাজ সিংহের ন্যায় নির্ভীক হয়ে আজ আমি শাক্যপুত্র গৌতমের শাসনে অবস্থান করছি।

৩২৫. কী দেবলোকে, কী মনুষ্যলোকে কোনো দরিদ্র কুলে দুঃস্থ হয়ে জন্মেছি বলে আমার জানা নেই। ইহা আমার বুদ্ধকে পূজা করাই ফল।

৩২৬. বিবেকযুক্ত, উপশান্ত ও নিরুপধি হয়ে এখন আমি নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩২৭. আমারা সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩২৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩২৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান জতুকর্ণি স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[জতুকর্ণি স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. উদেন স্থবির অপদান

৩৩০. হিমালয়ের অনতিদূরে পদুম নামক একটি পর্বত ছিল। সেখানে আমার একটি সুনির্মিত আশ্রম ও একটি পর্ণশালা ছিল।

৩৩১. সেখানে স্বচ্ছ সলিলা, শীতলজলা, সুন্দর স্নানঘাট সম্পন্ন মনোরম নদীগুলো নিয়ত প্রবাহিত হতো।

৩৩২. সেই নদীগুলোতে নানা জাতীয় মৎস্য ও জলজ প্রানী নিত্য বসবাস করত। এতে করে সেই নদীগুলোকে অতীব সুন্দর দেখাত।

৩৩৩. আমার আশ্রমটি ছিল আম, জাম, প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষবাজিতে সমচ্ছন্ন। উদ্দালক পাটলী প্রভৃতি বৃক্ষরাজি আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৩৪. সুপুষ্পিত অংকোলকা, বিম্বিজালা, মায়াকারী প্রভৃতি বৃক্ষ সুগন্ধ ছড়াতে ছড়াতে তনামার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৩৫. সুপুষ্পিত অতিমুক্তা, সত্তলিকা, নাগা ও মালবৃক্ষগুলো দিব্যগন্ধ ছড়াতে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৩৬. সুপুষ্পিত কোশম্বা, সললা, নীপা ও অষ্টাঙ্গ প্রভৃতি পুষ্প বৃক্ষগুলো দিব্যগন্ধ ছড়াতে ছড়াতে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৩৭. আমার আশ্রমের চারপশে হরিতকী, আমলকী, আম, জাম, কলা, বহেরা, ভল্লতক (মাজুফল) ও বিল্বফল প্রভৃতি ফলমূলছিল সুপ্রচুর।

৩৩৮. আমার আশ্রমের চারপাশে কলম্বা ও কন্দলীবৃক্ষ সুপুষ্পিত হতো এবং দিব্যগন্ধ ছড়াতে ছড়াতে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৩৯. সুপুষ্পিত অশোক, পিণ্ডিকারী ও নিমগাছ-গুলো দিব্যগন্ধ ছড়াতে ছড়াতে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৪০. সুপুষ্পিত পুন্নাগ, গিরিপুন্নাগ, তিমির বৃক্ষগুলো দিব্যগন্ধ ছড়াতে ছড়াতে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৪১. সুপুষ্পিত নিগ্‌গুণ্ডী, সিরিনিগ্‌গুণ্ডী, চম্পাবৃক্ষগুলো দিব্যগন্ধ ছড়াতে ছড়াতে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৪২. আমার আশ্রমের অনতিদূরে নানা জাতীয় পাকপাখালীর কূজনে কুখরিত ও মন্দালক, পদ্ম, উৎপন্ন প্রভৃতি পুষ্পে সমাচ্ছন্ন একটি সুন্দর পুষ্পকারিনী ছিল।

৩৪৩. স্বচ্ছসলিলা, শীতলজলা, সুন্দর স্নানঘাটসম্পন্ন, স্বচ্ছ স্ফটিকের ন্যায় মনোরম নদীগুলো আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৪৪. সেই নদীগুলোতে সব সময় পদ্ম, পুণ্ডরীক, উৎপন্ন প্রস্ফটিত হতো এবং মন্দালক পুষ্পাদিতে সমাচ্ছন্ন নদীগুলো আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৪৫. সেই নদীগুলোতে নানা ধরণের মৎস্য ও জলজপ্রাণী বিচরণ করে করে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৪৬. সেই নদীগুলোতে বসবাস করা বহু কুমির, শুশুক, কচ্ছপ ও অজগর আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৪৭. রবিহাঁস, ঘুঘুপাখি, নদীচর বক ও বলাকা, দিন্দিভা ও শালিক প্রভৃতি পাখিরা আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৪৮. নিয়ত আম্রগন্ধী সুপুষ্পিত কেতকা বৃক্ষগুলো দিব্যগন্ধ ছড়াতে ছড়াতে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৪৯. সিংহ, বাঘ, নেক্রেবাঘ ও ভালুকেরা গভীর অরণ্যে বিচরণ করে করে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৫০. জটাভারে র্জজরিত মৃগচর্ম পরিহিত সন্ন্যাসীরা গভীর অরণ্যে বিচরণ করে করে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৫১. মৃগচর্ম পরিহিত, শান্তেন্দ্রিয়, পণ্ডিত অল্পভোজী সন্ন্যাসীরা আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৫২. তখন তারা খরিভার তথা লাঠি নিয়ে বনে প্রবেশ করে ফলমূল খেয়ে খেয়ে আমার আশ্রমে বসবাস করত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৫৩. তারা কখনো জ্বালানী কাঠ পানীয় জল কিংবা পা ধোয়ার জল নিয়ে আসত না। তাদের সালের সম্মিলিত পুণ্য প্রভাবে সেগুলো আপনাতেই যথাস্থানে চলে আসত।

৩৫৪. তখন সেখানে চুরাশি হাজার ঋষি সমবেত হয়েছিল। তারা সকলেই ধ্যানী ও উত্তমার্থ তথা মুক্তিমার্গের গবেষক ছিলেন।

৩৫৫. সেই ব্রহ্মচারী তপস্বীরা পরস্পর সুন্দর বোঝাপড়ার মাধ্যমে আকাশচারী হয়ে আমার আশ্রমে বসবাস করত।

৩৫৬. একাগ্রচিত্ত, শান্তেন্দ্রিয় ঋষিগণ পাঁচদিন অন্তর সমবেত হতেন এবং একে অপরকে অভিবাদন করে যে যার দিকে চলে যেতেন।

৩৫৭. ঠিক তখনি সর্বধর্মে বিশেষ পারদর্শী পদুমুত্তর জিন সমস্ত অজ্ঞাতারূপ অন্ধকার বিধ্বংস করে পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৩৫৮. আমার আশ্রমের পাশে এক মহাঋদ্ধিধর যক্ষ ছিল। সে আমাকে পৃথিবীতে পদুমুত্তর বুদ্ধ উৎপন্ন হওয়ার খবরটি জানিয়েছিল।

৩৫৯. মহামুনি পদুমুত্ত বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হয়েছেন। বন্ধু, শিগগিরি সম্বুদ্ধের কাছে গিয়ে তাঁর সেবা কর।

৩৬০. যক্ষের কথা শোনার সাথে সাথে অতীব প্রসন্নমনে আমি আশ্রমের সমস্ত কিছুগুছিয়ে রেখে গভীর অরণ্য হতে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

৩৬১. আশ্রম হতে বের হওয়ার পর এজায়গায় একরাত্রি বাস করে বিনায়ক বুদ্ধের কাছে উপস্থি হয়েছিলাম।

৩৬২. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ চতুরার্যসত্য প্রকাশ করে অমৃতপদ দেশনা করছিলেন।

৩৬৩. সুপুষ্পিত পদ্মফুল হাতে নিয়ে মহর্ষি বুদ্ধের কাছে গিয়ে অতীব প্রসন্নমনে দান করেছিলাম।

৩৬৪. লোকনায়ক পদুমুত্তর সম্বুদ্ধকে পূজা করে আমি পরিধেয় মৃগচর্ম একাংশ করে ভূয়শী প্রশংসা করেছিলাম।

৩৬৫. যেই জ্ঞানের দ্বারা পদুমুত্তর সম্বুদ্ধ সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে বসবাস করছেন, এখন আমি সেই জ্ঞানেরই গুর্ণকীর্তন করব। আমার কথা মনযোগ দিয়ে শ্রবণ কর।

৩৬৬. সংসার স্রোত ছিন্ন করে আপনিই সমস্ত প্রাণীকুলকে তীর্ন করেছেন। তারা সকলেই আপনার কাছে ধর্মকথা শুনে তৃষ্ণাস্রোত অতিক্রম করেছেন।

৩৬৭. আপনিই প্রানীদের শাস্তা, প্রতীক, ধ্বজা, পরায়ণ, প্রতিষ্ঠা, দীপ ও দ্বিপদোত্তম।

৩৬৮. পৃথিবীতে যত শাস্তা নামধারী গণাচার্য আছেন, তাদের মধ্যে সর্বজ্ঞ আপনিই শ্রেষ্ঠ। আপনার সামনে তারা একান্তই নস্যি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৬৯. হে সর্বজ্ঞ, আপনি আপনার জ্ঞানের দ্বারা বহু মানুষকে মুক্ত করেছেন। ভবিষ্যতে আরো বহু সত্ত্ব আপনার দর্শনে এসে দুঃখেরঅন্তসাধন করবে।

৩৭০. হে চক্ষুষ্মান পুণ্যক্ষেত্র মহামুনি, পৃথিবীতে যত সুগন্ধ প্রবাহিত হয়, সেগুলোর কোনোটিই আপনার গুণগন্ধের সমান হবে না।

৩৭১. হে চক্ষুষ্মান, আপনি তির্যক ও নিরয়যোনি সম্পূর্ণ ক্ষয় করেছেন। হে মহামুনি, আপনিই একমাত্র অসংস্কৃত শান্তপদ নির্বাণ দেশনা করেছেন।

৩৭২. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর ভগবান ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবিষ্ট হয়ে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৩৭৩. যে ব্যক্তি অতীত প্রসন্নমনে নিজহাতে আমার জ্ঞানের পূজা করেছে, এখন আমি তার ভূয়শী প্রশংসা করব। তোমরা মনযোগ দিয়ে শ্রবণকর।

৩৭৪. সে ত্রিশ হাজার কল্প দেবলোকে রমিত হবে এবং হাজার বার রাজ চক্রবর্তী হবে।

৩৭৫. সুব্রত সম্বুদ্ধকে পরিতুষ্ট করে আমি আজ পরম আভ অর্জন করেছি এবং সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩২৭. আমারা সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩২৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩২৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উদেন স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উদেন স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

মৈত্রেয়, পুর্নক, মেত্তগু, ধৌতকস্থবির সহ
উপসীব, নন্দ, হেমক, তেদেয্য, জতুকর্ণি,
এবং মহাযশস্বী উদেন স্থবির এই দশে মিলে
মোট তিনশ আটাত্তর গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪২. ভদ্দালি বর্গ

১. ভদ্দালি স্থবির অপদান

১. মহাকারুণিক, মুনিশ্রেষ্ঠ, বিবেককামী, লোকাগ্র সুমেধ সম্বুদ্ধ একদিন হিমালয়ে গিয়েছিলেন।

২. পুরুষোত্তম লোকনায়ক সুমেধ বুদ্ধ হিমালয়ে প্রবেশ করে ঋজুদেহে পদ্মাসনে উপবেশন করেছিলেন।

৩. পুরুষোত্তম লোকনায়ক সুমেধ বুদ্ধ গভীর সমাধিতে অভিনিবিষ্ট হয়ে মোট সাত দিন সাতরাত্রি বসেছিলেন।

৪. একদিন আমি আমার যষ্টি হাতে নিয়ে বনে প্রবেশ করেছিলাম এবং সেখানে স্রোতোত্তীর্ণ, অনাসক্ত সম্বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৫. আমি প্রথমে ঝাড়ু নিয়ে গোটা আশ্রমটি ঝাট দিয়েছিলাম। তারপর চার কোণে চারটি খুটি গাড়িয়ে তাতে একটি মণ্ডপ তৈরি করেছিলাম।

৬. আমি শালপুষ্প নিয়ে এসে মণ্ডপের উপর ছেয়ে দিয়েছিলাম। তারপর অতীব প্রসন্নমনে তথাগতকে অভিবাদন করেছিলাম।

৭. যাকে 'সুমেধ ভগবান' বলা হয় সেই ভূরিপ্রজ্ঞ সুমেধ ভগবান ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবিষ্ট হয়ে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৮. বুদ্ধের মনের কথা অবগত হয়ে তখন দেবতাসকল সমবেত হয়েছিল। কারণ, চক্ষুষ্মান বুদ্ধশ্রেষ্ঠ নিঃসংশয়ে ধর্মদেশনা করবেন।

৯. পরম পূজনীয় সুমেধ সুমেধ সম্বুদ্ধ দেবসংঘে উপবেশন করে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

১০. যে ব্যক্তি আমাকে সপ্তাহকাল ধরে শালপুষ্প আচ্ছাদিত মণ্ডপ ধারণ করেছিল, এখন আমি তার ভূয়শী প্রশংসা করব। তোমরা মনযোগ দিয়ে শ্রবণ কর।

১১. সে দেবলোকে দেবতা হয়ে অথবা মনুষ্যলোকে মানুষ হয়ে জন্ম নিলে হেমবর্ণের অধিকারী হবে। আর প্রভৃতি ভোগ সম্পত্তির অধিকারী হয়ে কামভোগী হবে।

১২-১৩. সর্বালংকারে বিভূষিত, হেমবস্ত্র পরিহিত, সুবর্ণ কচ্ছধারী ষাট হাজার মাতঙ্গ হস্তীর উপর আরোহিত হয়ে নিজ হাতে অঙ্কুশ দিয়ে চালিত করে সকাল-সন্ধ্যা হস্তীনাগদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে এই ব্যক্তি রমিত হবে।

১৪-১৫. সর্বালংকারে বিভূষিত, দ্রুতগামী ষাট হাজার সিন্ধুদেশীয় আজানীয় ঘোড়ায় আরোহিত হয়ে অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হয়ে নিত্য এই ব্যক্তিকে পরিবেষ্টিত করে থাকবে। ইহা তার বুদ্ধপূজা করারই ফল।

১৬-১৭. সর্বালংকারে বিভূষিত, ব্যাঘ্রচর্মে সুসজ্জিত ও বিচিত্র ধ্বজায় সাজানো ষাট হাজার রথে আরোহিত হয়ে হাতে বর্ম ধারণ করে এই ব্যক্তিকে পরিবেষ্টিত করে থাকবে। ইহা তার বুদ্ধপূজা করারই ফল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৯. হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক সেনা - এই চতুরঙ্গিণী সেনারা এই ব্যক্তিকে নিত্য পরিবেষ্টিত করে থাকবে। ইহা তার বুদ্ধপূজা করারই ফল।

২০. আজ থেকে একশ আঠার কল্প পরে সে দেবলোকে রমিত এবং হাজার বার রাজ চক্রবর্তী হবে।

২১. একশ তিন বার সে দেবলোকে দেবরাজত্ব করবে, আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হবে।

২২. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম গেত্রে গৌতম নামক শাস্তা জগতে উৎপন্ন হবেন।

২৩. তাঁর ধর্মের উত্তরাধিকারী হবে এবং ধর্মৌরসজাত পুত্র হবে। অভিজ্ঞা সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে আবস্থান করবে।

২৪. ত্রিশ হাজার কল্প পরের লোকনায়ক বুদ্ধকে আমি দেখতে পেয়েছিলাম এবং সেই থেকে অমৃতপদ নির্বাণের অনুসন্ধান করেছিলাম।

২৫. আমার পরম লাভ অর্জিত হয়েছে। আমি বুদ্ধের শাসন সম্বন্ধে যা জানার জেনেছি। এখন আমি ত্রিবিদ্যা লাভ করে বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৬. হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনাকে নমস্কার। হে পুরুষোত্তম, আপনাকে নমস্কার। আপনার জ্ঞানের ভূয়শী প্রশংসা করেই আজ আমি অচলপদ নির্বাণ লাভ করেছি।

২৭. দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সর্বত্রই আমি সুখী হতাম ইহা আমার বুদ্ধজ্ঞানকে ভূয়শী প্রশংসা করারই ফল।

২৮. এই ভবভবান্তরে এই আমার শেষ জন্ম। নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে সম্পূর্ন অনাসক্ত হয়ে এখন আমি অবস্থান করছি।

৩২৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩২৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩২৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ভদ্দালি স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ভদ্দালি স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২. একছত্রিয় স্থবির অপদান

৩২. চন্দ্রভাগা নদীতীরে আমি পরিশুদ্ধ বালুকাকীর্ণ একটি আশ্রম তৈরি করেছিলাম এবং সেখানে একটি পর্ণশালা ও তৈরি করেছিলাম।

৩৩. আশ্রমের পাশ দিয়ে জলজ মৎস্য-কচ্ছপ ও কুমিরে নিরাপদ আবাসস্থল, বিস্তৃত উপকুল, সুন্দর স্নানঘাট সম্পন্ন মনোরম নদী নিত্য প্রবাহিত হতো।

৩৪. বাঘ, ভালুকসহ ময়ূর, করবী, শালিক প্রভৃতি পাকপাখালির সদা মুখরিত কূজনে আমার আশ্রমটি অতীব শোভমান হতো।

৩৫. সেখানে প্রতিনিয়ত মধুরকণ্ঠী কেকিল ও মধরস্বরী হংস মধুরস্বরে গান করত। এতে করে আমার আশ্রমটি অতীব শোভমান হতো।

৩৬. সিংহ, বাঘ, শুকর, ভালুক, কবুতর প্রভৃতি গিরিখাদে উচ্চশব্দে গর্জন করে করে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৭. হরিণ, শিয়াল, শুকর প্রভৃতি প্রণীরা পর্বতকন্দরে উচ্চশব্দে গর্জন করে করে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৮. উদ্দালক, পম্পক, পাটলী, নিন্দুবারক, অতিমুক্তা ও অশোক প্রভৃতি বৃক্ষরাজি আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৯. অংকোলা, যূথিকা, সত্তলী, বিম্বিজালিকা ও কনিকার প্রভৃতি ফুল ফুটে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৪০. সুপুষ্পিত নাগ, শাল, সরল, পুণ্ডরীক পুষ্পবৃক্ষগুলো দিব্যগন্ধ ছড়াতে ছড়তে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৪১. সুপুষ্পিত অর্জুন, অসনা, মহানাম, শাল ও কঙ্গু পুষ্পবৃক্ষগুলো আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৪২. আম, জাম, তিলক, নিম, শালকল্যাণী বৃক্ষগুলো দিব্যগন্ধ ছড়াতে ছড়াতে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৪৩. সুপুষ্পিত অশোক, কপিষ্ঠা, গিরিমাল বৃক্ষরাজি দিব্যগন্ধ ছড়াতে ছড়াতে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৪৪. কাদম্ব, কলাগাছ ও ইসিমুগ্গা প্রভৃতি গাছে নিত্য ফল ধরত। এতে আমার আশ্রমের শোভা বৃদ্ধি পেত।

৪৫. আমার আশ্রমের চারপাশে সারি সারি হরিতকী, আমলকী, আম, জাম, বহেরা, কলা, ভল্লাতক, বিল্ব প্রভৃতি বহু ফলগাছ ছিল।

৪৬. আমার আশ্রমের অনতিদূরে মন্দালক, পদ্ম ও উৎপলে সমচ্ছন্ন, সুন্দর স্নানঘাট সম্পন্ন মনোরম একটি পুষ্করিণী ছিল।

৪৭. আমার আশ্রমে পদ্মফুলগুলো গর্ভধারণ করত এবং অন্যান্য কেশরী ও ওপত্তকর্ণিকা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গাছগুলো পুষ্পিত হতো।

৪৮. স্রোতস্বিনী নদীর স্বচ্ছ জলে নানা জাতীয় জলজ মৎস্যের সচঞ্চল বিচরণ আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৪৯. আম্রগন্ধী নয়িতা ও অনুকূলপ্রবাহি কেতকা পুষ্পবৃক্ষগুলো দিব্যগন্ধ ছড়াতে ছড়াতে আমার আশ্রমের শোভাবর্ধন করত।

৫০. মধুস্রাবী পদ্মফুলের ডাঁটা ও ক্ষীরস্রাবী পদ্মফুরের মূল দিব্যগন্ধ ছড়াতে ছড়াতে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৫১. চৌদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শোভন বালুকারাশি ও জলজ পুষ্প বৃক্ষগুলো সুপুষ্পিত হয়ে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৫২. জটাভাবে জর্জরিত মৃগচর্মধারীরা ও গাছের বল্কল ধারীরা আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৫৩. আমার আশ্রমে আনত নয়ন, পুণ্ডিত, শান্তেন্দ্রিয় ও কামভোগে বিরাগী সন্ন্যাসীরা বসবাস করত।

৫৪. আমার আশ্রমে দীর্ঘ নখ, লোম ও কেশধারী, ক্লেদদন্তধারী, মলিন বস্ত্রধারীরা সবাই বসবাস করত।

৫৫. অভিজ্ঞালাভী অন্তরীক্ষচারী ঋদ্ধিধরেরা আকাশে বিচরণ করে করে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৫৬. আমি তখন সেই শিষ্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে গভীর অরণ্যে বসবাস করতাম এবং নিয়ত ধ্যানরত থাকায় কখন যে রাতদিন চলে যেত বুঝতেই পারতাম না।

৫৭. ঠিক সেই সময়ে অজ্ঞতারূপ সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত করে মহামুনি লোকনায়ক অর্থদর্শী ভগবান জগতে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৫৮. একদিন আমার এক শিষ্য আমার কাছে এসে ছলঙ্গ লক্ষণ মন্ত্র শিখতে চেয়েছিল।

৫৯. সেই সময় পৃথিবীতে মহামুনি অর্থদর্শী বুদ্ধ বুদ্ধ উৎপন্ন হয়ে চতুরার্যসত্য প্রকাশ করে অমৃতপদ দেশনা করছিলেন।

৬০. অত্যন্ত হৃষ্ট, তুষ্ট, প্রমোদিত, পুলকিত ও ধর্মগতচিত্ত হয়ে আশ্রম হতে বের হয়ে এই কথা বলেছিলাম।

৬১. পৃথিবীতে বত্রিশ শ্রেষ্ঠলক্ষণসম্পন্ন বুদ্ধউৎপন্ন হয়েছেন। বৎস্যরা, এসো সবাই মিলে সম্যক সম্বদ্ধের কাছে যাব।

৬২. সেই উত্তমার্থ গবেষকগণ অত্যন্ত অনুগত ও স্বধর্মে পারমীবান। তারা 'অতিভালো' বলে আমার কথায় সম্মত হয়েছিল।

৬৩. জটাভাবে জর্জরিত, মৃগবস্ত্রধারী ও উত্তমার্থ গবেষকগণ তখন বন হতে বেরিয়ে পড়েছিল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬৪. সেই সময় মহাযশস্বী অর্থদর্শী ভগবান চতুরার্যসত্য প্রকাশ করে অমৃতপদ দেশনা করছিলেন।

৬৫. শ্বেতচ্ছত্র হাতে নিয়ে আমি বুদ্ধশ্রেষ্ঠর মাথার উপর ধারণ করেছিলাম। একদিন যাবৎ ধারণ করার পর বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে বন্দনা করেছিলাম।

৬৬. ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম অর্থদর্শী ভগবান ভিক্ষসংঘের মাঝে উপবেশন করে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৬৭. যে ব্যক্তি অতীব প্রসন্নমনে নিজ হাতে আমার মাথার উপর ছাতা ধারণ করেছে, এখন আমি তার ভূয়শী প্রশংসা করব। তোমরা আমার কথা মনযোগ দিয়ে শ্রবণ কর।

৬৮. দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে এই ব্যক্তির জন্মর সময় সব সময় ছাতা ধারণ করা হবে। ইহা তার ছাতা দানেরই ফল।

৬৯. সে সাতাত্তর কল্প দেবলোকে রমিত হবে এবং হাজার বার রাজচক্রবর্তী হবে।

৭০. সে সাতাত্ত বার দেবলোকে দেবরাজত্ব করবে এবং প্রাদেশিক রাজা তো অসংখ্যবার হবে।

৭১. আজ থেকে একশ আঠার কল্প পরে চক্ষুষ্মান গৌতম শাক্যপুঙ্গপব অজ্ঞতারূপ অন্ধাকার বিধ্বংস করে জগতে উৎপন্ন হবেন।

৭২. তাঁর ধর্মের উত্তরাধিকারী হবে এবং তার ধর্মৌরসজাত পুত্র হবে। অভিজ্ঞা দ্বারা সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করবে।

৭৩. যেই সময় আমি কর্মটি করেছিলাম, বুদ্ধের মাতার উপর ছাতা ধারণ করেছিলাম; সেই থেকে আমার মাথার উপর শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করা হয়নি এমনটা অন্তত আমার জানা নেই

৭৪. যেই ভবভবান্তরে এই জন্মই আমার শেষ জন্ম। সেই যে কর্ম করেছিলাম, অথচ এখনো প্রতিনিয়ত আমার মাথার উপর ছাতা ধারণ করা হয়।

৭৫. অহো, অর্থদর্শী ভগবানের কাছে কী সুকর্মই না আমি করেছি! সর্বাসব ক্ষয়ে এখন আমার পুন্মর্জন্ম নেই।

৭৬. আমারা সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৭৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৭৮ চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একছত্রিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একছত্রিয় স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩. তৃণসূলকছাদনীয় স্থবির অপদান

৭৯. সেই সময় জন্ম, জরা, মরণকে দেখে সংবেগ প্রাপ্ত হয়ে আমি একাকী গৃহত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

৮০. ক্রমান্বয়ে বিচরণ করতে করতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হয়েছিলাম এবং গঙ্গাতীরে আমি সমুন্নত ভূমিভাগ দেখতে পেয়েছিলাম।

৮১. সেখানে আমি একটি আশ্রম তৈরি করেছিলাম এবং তাতে বসবাস করছিলাম। সেই আশ্রমে নানা পাকাপাখালির কুহুটানে মুখরিত একটি চংক্রমণ ঘর ও নির্মাণ করেছিলাম।

৮২. বহু আস্থাভাজন বন্ধু আমার কাছে আসত এবং বহু মনোহর পাখি সুমিষ্ঠ সুরে গান করত। তাদের সাথে বেশ খায়খাতির করে আমি আমার আশ্রমে বসবাস করতাম।

৮৩. আমার আশ্রমের চতুর্পার্শ্বে বহু প্রবল পরাক্রমী পশুরাজ সিংহ বসবাস করত। তারা সময়ে সময়ে স্বীয় আবাস হতে বের হয়ে অশনির মতো গর্জন করত।

৮৪. পশুরাজ সিংহ নিংহনাদে গর্জন করলে তখন আমার বেশ আনন্দ হতো। একদিন আমি পশুরাজ সিংহের সন্ধানে বের হলে পরে লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৮৫. দেবাতিদেব নাগকেশর লোকনায়ক তিষ্য বুদ্ধকে দেখার পর হৃষ্ট, তুষ্ট চিত্তে পূজা করেছিলাম।

৮৬. আমি আকাশে বিচরণরত মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায়, সুপুষ্পিত শাল বৃক্ষের ন্যায় ও ভোরের আকশে উজ্জ্বল শুকতারার ন্যায় লোকনায়ক বুদ্ধের ভূয়শী প্রশংসা করেছিলাম।

৮৭. হে সর্বজ্ঞ, আপনার অমিত জ্ঞানের দ্বারা আপনি এই সদেবলোককে মুক্ত করেছেন। আপনার যর্থাথ আরাধনা করেই তারা জন্ম হতে মুক্ত হয়েছেন।

৮৮. হে সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী বুদ্ধের দর্শন না পেয়েই বহু সত্ত্ব রাগ- দ্বেষে জর্জরিত হয়ে অবীচি নরকে পড়ে থাকে।

৮৯. হে সর্বজ্ঞ লোকনায়ক, আপনার দর্শনে এসেই বহু সত্ত্ব জন্ম সকল হতেমুক্ত হন এবং অমৃতপদ স্পর্শ করেন।

৯০. প্রভাঙ্কর চক্ষুষ্মান বুদ্ধগণ যখন জগতে জন্মগ্রহণ করেন, তখনি কেবল সত্ত্বগণ ক্লেশসকলকে বিদগ্ধ করে জ্ঞানালোকের দেখা পান।

৯১. লোকনায়ক তিষ্য সম্বুদ্ধের ভূয়শী প্রশংসা করার পর আমি অতীব হৃষ্ট চিত্তে মল্লিকা ফুল দিয়ে পূজা করেছিলাম।

৯২. আমার সংকল্পের কথা অবগত হয়ে লোকাগ্রনায়ক তিষ্য বুদ্ধ স্বীয় আসনে বসে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৯৩. যে ব্যক্তি প্রসন্নমনে নিজ হাতে আমাকে ফুল দিয়ে আচ্ছাদিত করেছে, এখন আমি তার ভূয়শী প্রশংসা করব। তোমরা আমার কথা মনযোগ দিয়ে শ্রবণ কর।

৯৪. সে পঁচিশবার দেবলোকে দেবরাজত্ব করবে এবং পঁচাত্তর বার রাজচক্রবর্তী হবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯৫. পূর্বকৃত পুষ্প পূজা কর্মের ফলে সে অসংখ্যবার প্রাদেসিক রাজা হবে।

৯৬. এই ব্যক্তি পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে আমস্তক স্নান শেষে যখনি পুষ্প ইচ্ছা করবে, তখনি পুষ্প আবির্ভূত হবে।

৯৭. সে যখনি যা যা ইচ্ছা করবে, তখনি সেগুলো তার উৎপন্ন হবে। সমস্ত সংকল্প পরিপূর্ণ করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে নির্বাপিত হবে।

[আঠারতম ভাণবার সমাপ্ত]

৯৮. সমস্ত ক্লেমকে বিদগ্ধ করে স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানে একাসনে বসে আমি অর্হত্ত্ব লাভ করেছি।

৯৯. চংক্রমণ করার সময়, শায়িত অবস্থায় বসা অবস্থায় অথবা দাঁড়িয়ে থাকার সময় – সদা সর্বদা আমি বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে স্মরণ করে অবস্থান করি।

১০০. চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন - জীবন ধারণের অতি আবশ্যকীয় ব্যবহার্য জিনিসপত্রের কোনো ঘাটতি আমার নেই। ইহা আমার বুদ্ধপূজা করারই ফল।

১০১. অতএব আমি আজ পরম শান্তিময় অনুত্তর অমৃতপদ লাভ করেছি। অভিজ্ঞা দ্বারা সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১০২. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্প পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১০৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১০৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১০৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তৃণসূলকছাদনীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তৃণসূলকছাদনীয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. মধুমাংসদায়ক স্থবির অপদান

১০৬. বন্ধুমতি নগরে আমি এক শুকরের মাংস ব্যবসায়ী ছিলাম। একসময় ব্যাপকভাবে শুকরের মাংস রান্না করে বিশাল ভোজন আয়োজন করা হয়েছিল।

১০৭. সেখানে গিয়ে আমি একটি পাত্র হাতে নিয়েছিলাম এবং একপাত্র পূর্ণ মধুর মাংস নিয়ে ভিক্ষুসংঘকে দান করেছিলাম।

১০৮. তখন এক স্থবির ভিক্ষু আমাকে লক্ষ করে এই আর্শীবাদ সূচক ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন : এই একপাত্র মধর মাংস দানের ফলে সে বিপুল সুখ লাভ করবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০৯. পূর্বকৃত পুণ্য প্রভাবে দেবমনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে অন্তিম জন্মে সে সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ করবে।

১১০. তার কথা শুনে আমার চিত্ত প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল। আমি তাবতিংস স্বর্গে জন্ম নিয়েছিলাম। সেখানে আমি খেয়ে- দেয়ে বিপুল সুখ লাভ করেছিলাম।

১১১. কী মণ্ডপে, কী বৃক্ষমূলে যখনি আমি পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করতাম, তখনি ভারি বর্ষণের ন্যায় আমার কাছে অন্নপানীয় বর্ষিত হতো।

১১২. এই ভবভবান্তরে এই আমার শেষ জন্ম। এই জন্মেও আমার উদ্দশে প্রতিনিয়ত অন্নপানীয় বর্ষিত হয়।

১১৩. সেই মধুর মাংস দানের ফলে আমি বহুজন্ম সঞ্চরণ শেষে অভিজ্ঞা দ্বারা সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১১৪. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবার আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার মধুর মাংস দানেরই ফল।

১০৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১০৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১০৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মধুমাংসদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মধুমাংসদায়ক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. নাগপল্লব স্থবির অপদান

১১৮. আমি বন্ধুমতি নগরে রাজার উদ্যানে বসবাস করছিলাম। একদিন আমার আশ্রমের পাশে লোকনায়ক বুদ্ধ উপবেশ করেছিলেন।

১১৯. আমি তখন নাগপল্লব হাতে নিয়ে বুদ্ধকে করেছিলাম এবং অতীব প্রসন্নমনে সুগতকে অভিবাদন করেছিলাম।

১২০. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই নাগপল্লব দিয়ে পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবার ও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজা করারই ফল।

১২১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১২২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১২৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সাগপল্লব স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নাগপল্লদায়ক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. একদীপিয় স্থবির অপদান

১২৪. লোকনায় সুগত সিদ্ধার্থ ভগবান পরিনির্বাপিত হওয়ার পর দেবমনুষ্য সকলেই দ্বিপদোত্তমকে পূজা করছিলেন।

১২৫. লোকনায়ক সিদ্ধার্থ ভগবানকে চিতায় তোলা হলে পরে লোকেরা যথাশক্তি শাস্তার চিতাকে পূজা করছিলেন।

১২৬. আমি সেই চিতার একটু দূরে একটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেছিলাম। আমার জ্বালানো সেই প্রদীপ সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত জ্বলেছিল।

১২৭. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুযাংয়ী আমি মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

১২৮. সেখানে আমার চার পাশে ব্যামপ্রমাণ জায়গা জুড়ে একটি প্রজ্বলিত প্রদীপ নিত্য জ্বলছে বলে মনে হতো। কারণ, আমার চারপাশে ব্যামপ্রমাণ জায়গায় নিয়ত লাখো প্রদীপ জ্বলে থাকত।

১২৯. সূর্যোদয় হওয়া সত্ত্বে ও সব সময় আমার দেহ জ্যোতির্ময় থাকত। আলোকোজ্জ্বল দীপপ্রভায় আমার শরীর নিয়ত আলোকিত থাকত।

১৩০. আমি পর্বত ভেদ করে আঁকা-বাঁকা শতযোজন দূর পর্যন্ত দুচোখে দেখতে পেতাম।

১৩১. সাতাত্তর বার আমি দেবলোকে রমিত হয়েছিলাম এবং তন্মধ্যে একত্রিশবার দেবরাজত্ব করেছিলাম।

১৩২. আটাশবার আমি রাজচক্রবর্তী হয়েছিলাম। আরা প্রাদেশিক রাজা তো অসংখ্যবার হয়েছিলাম।

১৩৩. দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে আমি মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। সেই মাতৃগর্ভে থাকাকালে ও আমার চক্ষুদ্বয় নিমীলিত হয়নি।

১৩৪. জন্মের পর মাত্র চার বৎসর বয়সে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম এবং মাত্র পনের দিনের মধ্যে অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

১৩৫. আমি জন্মসকলকে ধ্বংস করে ও সমস্ত ক্লেশকে ছিন্ন করে বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু লাভ করেছি। ইহা আমার একটি মাত্র প্রদীপ দানেরই ফল।

১৩৬. আমি পাহাড়-পর্বত ভেদ করে আঁকা-বাঁকা বহু দূর পর্যন্ত দেখতে পাই। ইহা আমার একটি মাত্র প্রদীপ দানেরই ফল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৩৭. উঁচু - নীচ অসমান জায়গাগুলো ও আমার কাছে সমান হয়ে যেত এবং আমার কাছে অন্ধকার বলতে কিছুই নেই। আমি খোলা চোখে কখনোই অন্ধকার দেখতে পাই না । ইহা আমার একটি মাত্র প্রদীপ দানেরই ফল।

১৩৮. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই প্রদীপ দান করেছিলাম, সেই থেকে একবার ও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার একটি মাত্র প্রদীপ দানেরই ফল।

১২১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১২২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১২৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একদীপিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একদীপিয়দায়ক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. উচ্ছাঙ্গপুপ্পিয় স্থবির অপদান

১৪২. আমি তখন বন্ধুমতি নগরে এক মালাকার ছিলাম। এক কোল ফুল নিয়ে আমি বাজারে গিয়েছিলাম।

১৪৩. সেই সময় লোকনায়ক ভগবান সহতি ভিক্ষুসংঘ-পরিবৃত হয়ে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

১৪৪. আমি লোকপ্রদ্যোৎ, মুক্তিদাতা বিপশ্বী ভগবানকে দেখতে পেয়ে কোলের সমস্তে ফুল হতে নিয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠের উদ্দেশে পূজা করেছিলাম।

১৪৫. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি সেই পুষ্প পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবার ও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজা করারই ফল।

১৪৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৪৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৪৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উচ্ছঙ্গপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উচ্ছঙ্গদায়ক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮. যাগুদায়ক স্থবির অপদান

১৪৯. আমি তখন এক অতিথিকে নিয়ে গ্রামে যাচ্ছিলাম। পথে বৃষ্টির জলে কানায় কানায় পূর্ণ নদী দেখে সংঘারামে গিয়েছিলাম।

১৫০. সেই সংঘারামে তখন আরন্যিক ব্রতধারী, ধুতাঙ্গধর, ধ্যানী, জীর্ণ চীবরধারী, বিবেকাভিরত ধীর ভিক্ষুগণ বসবাস করছিলেন।

১৫১. তাঁদের সকলের গতি উচ্ছিন্ন হয়েছে। তারা সকলে সুবিমুক্ত। বন্যার জলে নদী কানায় কানায় পূর্ণ হওয়ায় তারা পিণ্ডচারণ করতে যাননি।

১৫২. আমি তখন কৃতাঞ্জলি পুটে অতীব প্রসন্নমনে চাল নিয়ে যাগু পাক করে দান করেছিলাম।

১৫৩. আমি অতীব প্রসন্নমনে নিজ হাতে পঞ্চান্ন যাগু দান করে স্বকৃত কর্মানুযায়ী (মৃত্যুর পর) তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

১৫৪. সেখানে আমার মণিময় ব্যাম উৎপন্ন হয়েছিল এবং আমি সেখানে মণিময় ব্যামে নারীগণ-পরিবৃত হয়ে আমোদিত হতাম।

১৫৫. আমি তেত্রিশবার দেবেন্দ্র হয়ে দেবরাজ করেছিলাম এবং ত্রিশবার রাজ চক্রবর্তী হয়ে রাজত্ব করেছিলাম।

১৫৬. আর প্রাদেসিক রাজাতো অসংখ্য বার হয়েছিলাম। আমি দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে এভাবে বহু সম্পত্তি ভোগ করেছিলাম।

১৫৭. এই শেষ জন্মে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি। এবং আমি কেশ ছেদনের সময় সবকিছু লাভ করেছি।

১৫৮. তখন আমি সমস্ত দেহকে ক্ষয়-ব্যয় বশে সংমশনি করতে করতে শিক্ষাপদ গ্রহণের আগেই অর্হত্ত্ব লাভ করেছি।

১৫৯. অতীতে আমি বাণিজ্য করতে গিয়ে শ্রেষ্ঠ দানই করেছিলাম। সেই যে যাগুদান করেছিলাম, তার ফলে আজ আমি অচলপদ নির্বাণ লাভ করেছি।

১৬০. এই শেষ জন্মে আমার কোনো ধরণের শোক, পরিদেবন, ব্যধি, চিত্তানুতাপ উৎপন্ন হয়েছে বলে জানা নেই। ইহা আমার যাগুদানেরই ফল।

১৬১. অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র সংঘকে যাগু দান করে আমি যাগুদানজনিত পাঁচটি সুফল লাভ করেছি।

১৬২. নিরোগী, রূপবান, শিগগিরি ধর্ম বুঝার ক্ষামতা, প্রভূত অন্নপানীয় লাভী ও আয়ু – এই পাঁচটি সুফল আমি পেয়েছি।

১৬৩. কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি যদি সংঘক্ষেত্রে যাগুদানের সুফল জেনে থাকেন, তবে অবশ্যই পাঁচটি সুফল প্রতিগ্রহণ করবেন।

১৬৪. আমার করণীয়কার্য শেষ হয়েছে। জন্মসকল ধ্বংস হয়েছে। আমার সমস্ত আসব পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আমার কোনো পুনর্জন্ম নেই।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৬৫. অতএব এখন আমি সম্বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মকে নমস্কার করতে করতে গ্রাম হতে গ্রামে, নগর হতে নগরে বিচরণ করব।

১৬৬. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবার ও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার যাগুদানেরই ফল।

১৬৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৬৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৬৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান যাগুদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[যাগুদায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. পত্থোদনদায়ক স্থবির অপদান

১৭০. অতীতে আমি বনচারী বনকর্মী ছিলাম। একদিন আমি সাথে করে ভাত নিয়ে কাজে গিয়েছিলাম।

১৭১. সেখানে আমি অপরাজিত সয়ম্ভূ সম্বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম। তিনি বন হতে পিণ্ডার্থে বের হয়েছেন দেখে আমার চিত্ত প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল।

১৭২. পরের কাজ করতে করতে কখনো পুণ্যকাজ করার সুযোগ আমার হয়নি। আজ আমার কাছে কিছু ভাত আছে। এই ভাতগুলো দিয়েই আমি মহামুনিকে ভোজন করাব।

১৭৩. তখনি আমি সেই ভাতগুলো নিয়ে সয়ম্ভূ বুদ্ধকে দান করেছিলাম। আমার মনের কথা ভেবে মহামুনি তখনি সেই ভাতগুলো খেয়েছিলেন।

১৭৪. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও আমার প্রার্থনা অনুযায়ী আমি মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

১৭৫. ছত্রিশবার সে দেবেন্দ্র হয়ে দেবরাজত্ব করেছিলাম এবং তেত্রিশবার রাজচক্রবর্তী হয়েছিলাম।

১৭৬. আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হয়েছিলাম। জন্মজন্মান্তরে আমি সুখী ও যশস্বী হতাম। ইহা আমার ভাতদানেরই ফল।

১৭৭. ভব ভবান্তরে জন্মপরিভ্রমণকালে আমি প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলাম এবং তখন আমার ভোগসম্পত্তির কোনো ঘাটটি ছিল না। ইহা আমার ভাত দানেরই ফল।

১৭৮. নদীর স্রোতের ন্যায় আমার ভোগসম্পত্তি উৎপন্ন হতো। কখনো আমি সেই ভোগসম্পত্তর সঠিক পরিমাপ করতে সমর্থ হইনি। ইহা আমার ভাত দানেরই ফল।

১৭৯. ইহা খাও, ইহা পরিভোগ কর, এই শয্যায় তুমি শয়ন কর– এভাবেই আমি সুখী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হতাম। ইহা আমার ভাতদানেরই ফল।

১৮০. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ভাতদানেরই ফল

১৮১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৮২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৮৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পত্থোদনদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পত্থোদনদায়ক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. মঞ্চদায়ক স্থবির অপদান

১৪৮. দেবমনুষ্য পূজিত মহাকারুনিক লোকনায়ক সিদ্ধার্থ ভগবান পরিনির্বাপিত হওয়ার পর তাঁর অমিয় উপদেশবানী ব্যাপকভাবে প্রচার পেয়েছিল।

১৮৫. সেই সময় আমি চন্ডাল হয়ে জন্মেছিলাম। চেয়ার- টেবিল তৈরি করে আমি জীবিকা নির্বাহ করতাম এবং স্ত্রী-পুত্রদের ভরণ পোষণ করতাম।

১৮৬. একদিন আমি একটি সুন্দর বসার চৌকি (মঞ্চ) তৈরি করে অতীব প্রসন্নমনে ভিক্ষুসংঘের কাছে গিয়ে নিজ হাতে দান করেছিলাম।

১৮৭. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুযায়ী আমি মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

১৮৮. দেবলোকে জন্ম নেওয়ার পর আমি স্বর্গীয় দেবতাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আমোদিত হয়েছিলাম এবং সেখানে যখনি মহার্ঘ্য মূল্যের শয্যাগুলো ইচ্ছা করতাম, তখনি আমার জন্য উৎপন্ন হতো।

১৮৯. পঞ্চাশবার আমি দেবেন্দ্র হয়ে দেবরাজত্ব করেছিলাম এবং আশিবারর রাজচক্রবর্তী হয়েছিলাম।

১৯০. আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হয়েছিলাম এবং জন্মেজন্মে সুখী ও যশস্বী হতাম ইহা আমার মঞ্চদানেরই ফল।

১৯১. দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে আমি যখনি মনুষ্যলোকে জন্ম নিতাম, এখনি আমার জন্য মহার্ঘ্য শয্যা আপনাতেই উৎপন্ন হতো।

১৯২. ভব ভবান্তরে এই আমার শেষ জন্ম। আজ ও আমার শয়নের সময় মহার্ঘ শয্যা উৎপন্ন হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৯৩. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার মঞ্চদানেরই ফল।

১৮১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৮২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৮৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মঞ্চদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মঞ্চদায়ক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

[ভদ্দালি বর্গ বিয়াল্লিশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

ভদ্দালি, একছত্রিয়, তৃণশূল, মধুমাংসদায়ক,
নাগপল্লব, একদীপিয়, উচ্ছঙ্গপুপ্পিয় ও যাগুদায়ক,
পথোদনদায়ক ও মঞ্চদায়ক এই দশে মিলে
মোট একশত ছিয়নব্বইটি গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

[অপদান ১ম খণ্ড সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com